pathfinder

ওয়েস্টার্ন

রক্তাক্ত খামার

সেই এরফান

কাজি মাহবুব হোসেন

দুটি বই একত্রে



সেবা প্রকাশনা

ANIK

রক্তাক্ত খামার

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৩

এক

অনেক পথ চলেছে জুলিয়াস দত্ত। গত তিনটে মাস বলতে গেলে ঘোড়ার পিঠেই কেটেছে ওর। কয়শো মাইল পথ যে চলেছে তার কোন হিসেব রাখেনি সে। অনেক দিন থেকেই তার ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা, তাই বেরিয়ে পড়া একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছিল। কিছুদিন নতুন মানুষ, নতুন দৃশ্য, নতুন পরিবেশে সময় কাটিয়ে এবার সে বাড়ি ফিরছে। স্থির হয়ে আবার নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে পুরোনো রুটিনে।

কিন্তু কথাটা ভেবে মোটেই স্বস্তি পাচ্ছে না সে। মানুষের মনে এমন অস্থিরতা কেন আসে? নিয়মের মধ্যে চলতে চলতে কেন মানুষ সন্দিহান হয়ে পড়ে? অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে? নিজেকে অসম্পূর্ণ মনে হয়? মন কেন নিয়ম ভেঙে বাইরে বেরিয়ে পড়তে চায়? তার বাড়ি ছাড়ার সাথে অবশ্য একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনাও জড়িত ছিল—কিন্তু আসলে মনের ভিতরেই তার সেই অস্থিরতা। তার বাবা ব্যাপারটা ঠিকই টের পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তুই মিছেই এত বেশি খেটে মরছিস, জু, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আজ বাদে কাল তুই বিয়ে করবি, তখন তোর মাথায় চিন্তার বোঝা আরও বাড়বে। তার আগেই তোর বেরিয়ে পড়ে দুনিয়াটা একবার ভাল করে দেখে আসা উচিত। তাতে তোর মনটা অনেক শান্ত হবে।'

মন কতটা শান্ত হয়েছে জানে না সে, তবে অস্থিরতা কিছুটা দূর হয়েছে। বাড়ি ফিরে যাচ্ছে বলে মনটা বেশ উৎফুল্লই লাগছে ওর। নিজের এলাকা পার্কে ফিরে যাচ্ছে সে। আগামীকালই পৌঁছে যাবে ও। এতদিন পরে আবার বাবার সাথে দেখা হবে ভাবতেই খুশি লাগছে। তার বাবা সেবাস্টিন দত্ত খুব ভালবাসেন ওকে। জারভিস আর পেপিকেও আবার দেখতে পাবে সে। আর দেখা হবে জিনার সাথে—শেষ সাক্ষাতে রূঢ় ব্যবহার করেছিল মেয়েটা, অবশ্য সেটা প্রত্যাশিত; ভাইয়ের অকস্মাৎ মৃত্যুতে খুব মুষড়ে পড়েছিল সে।

সাধারণ বাঙালীর মতই মাঝারি গড়নের যুবক জুলিয়াস। তীক্ষ্ণ চেহারা, গায়ের চামড়া রোদে পোড়া। গত তিন মাসে তার মুখ কিছুটা শুকালেও দেহটা একেবারে লোহার মতই আছে। দড়ির মত পেশী আর চওড়া কাঁধ তার। কালো চুল, চোখ দুটোও কালো। চোখে তার কেমন একটা বিষণ্ণতার ছায়া। বেশ কয়েকটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ইতোমধ্যেই ঘটে গেছে তার জীবনে। কিন্তু অনুশোচনা করে কোন লাভ নেই, অতীতকে আবার নতুন করে নিজের ইচ্ছা মত লেখা যাবে না, নিজের দুঃখকে সহ্য করে বুকে পুষে বয়ে বেড়াতে হবে তাকে

চিরকাল।

পাহাড়ের আরও উপরের দিকে উঠছে জুলিয়াস। সূর্য ডুবে গেছে, আরমান্ডের তেমাথার কাছাকাছি চলে এসেছে সে। দিনের আলো নিভে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে স্টেজ-স্টেশনের উঠানে পৌঁছে গেল। এখন কোন স্টেজ নেই। তাই ভিতরে কাউকে আশা করেনি জুলিয়াস। কিন্তু দেখল স্টেজ এজেন্ট হ্যাঙ্ক ক্লার্কের সাথে আরও দু'জন লোক একটা ছোট টেবিলে বসে ব্ল্যাক জ্যাক খেলছে। ওকে ঢুকতে দেখে সবাই চোখ তুলে চাইল একমাত্র হ্যাঙ্কই তার পরিচিত। জুলিয়াসের মনে হলো হ্যাঙ্ক যেন তাকে দেখে একটু চমকে উঠল।

মাথা ঝাঁকাল জুলিয়াস। 'গুড ইভনিং, হ্যাঙ্ক, খাবার কিছু আছে?'

'আ···আমার মনে হয় আছে,' ঢোক গিলে জবাব দিল সে।

টেবিলের আর দু'জনের একজন মাঝারি গড়নের, দেখে মনে হয় কোন খামারের কর্মচারী হবে। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ইদানীং সে স্নান করছে বলে মনে হয় না। অন্যজন তারই সমবয়সী, তীক্ষ্ণ চোখ আর বাদামী রঙের কোঁকড়া চুল। লোকটার পোশাক বেশ পরিচ্ছন্ন।

উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল হ্যাঙ্ক, 'শুনছ, কিছু খাবার গরম করো।'

রান্নাঘরের দরজায় ছোটখাট একজন মহিলাকে দেখা গেল, হাতে প্লেট মোছার তোয়ালে। সাদামাঠা গলায় সে জানাল, 'একটু বসো, এখনই খাবার নিয়ে আসছি আমি।'

'কষ্ট করে বিশেষ কিছু করার দরকার নেই, মিসেস ক্লার্ক, যা আছে তা-ই দিলেই চলবে। ততক্ষণ একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে নিচ্ছি আমি।'

পাশেই বার। বারের ওপর রাখা বোতল থেকে নিজেই একটা ড্রিঙ্ক ঢেলে নিয়ে ওদের টেবিলেই বসল জুলিয়াস।

হ্যাঙ্কের তেরো বছরের এলোমেলো চুলের ছেলেটা বাইরে জুলিয়াসের ঘোড়া দেখে 'টু-পাইস ইনকাম' করার আশায় ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, 'জিন নামিয়ে আপনার ঘোড়াটাকে কিছু খেতে দেব?'

'না, জিন খোলার দরকার নেই,' জবাব দিল জুলিয়াস। 'আমি খাওয়া সেরেই আবার রওনা হব। তুমি বরং ওকে কিছু ওট্ (oat) আর পানি খাইয়ে দাও।'

'এখনি যাচ্ছি আমি,' খুশি মনে বেরিয়ে গেল ছেলেটা।

হ্যাঙ্ক এগিয়ে এল, 'তুমি তো বাইরে কাটালে বেশ কিছুদিন, তাই না?'

'হ্যাঁ, একটু বেড়িয়ে এলাম।'

'এবার ঘরে ফিরছ?'

'হ্যাঁ, পার্কের কি খবর?'

'ভাল, খুব ভাল,' বলল হ্যাঙ্ক। 'আমি দেখি তোমার খাবার ব্যবস্থা কতদূর হলো।'

ঘুরে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল হ্যাঙ্ক। গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে অন্য দু'জনের দিকে ফিরল জুলিয়াস। হ্যাঙ্ক উঠে যাওয়ায় ওদের ব্ল্যাক জ্যাক খেলা

ভণ্ডুল হয়ে গেছে। কমবয়সী লোকটা তাসগুলো তুলে নিয়ে 'সলিটেয়ার' খেলছে, অন্যজন দেখছে।

অল্পক্ষণ পরেই খাবার নিয়ে এল হ্যাঙ্ক-গিন্নী। রান্না এমন কিছু চমৎকার হয়নি, তবে খাবারটা গরম, তার ওপর প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে জুলিয়াসের। খাওয়ায় মন দিল সে। বারের কাছে গিয়ে কি যেন করছে হ্যাঙ্ক। জুলিয়াস শুনেছে লোকটা বিশেষ সুবিধার নয়, কিন্তু এখন আর সেদিকে খেয়াল করার সময় নেই। একটু পরেই সে চলে যাবে নিজের পথে।

জুলিয়াস বেরুবার কিছু আগেই উঠল অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকটা। হঠাৎ করে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'চলি, হ্যাঙ্ক, আবার দেখা হবে।'

হ্যাঙ্ক বারের পিছনে ব্যস্ত। অন্য লোকটার নজর তাসের দিকে। নীরবে খাওয়া শেষ করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল জুলিয়াস। জিজ্ঞেস করল, 'কত হয়েছে?'

'সব মিলিয়ে মোট দেড় ডলার,' মনে মনে হিসাব করে নিয়ে জানাল হ্যাঙ্ক।

টেবিলের ওপর টাকা রেখে দরজার দিকে এগোল সে। দরজার কাছে পৌঁছার আগেই টেবিলে বসা লোকটা কথা বলে উঠল।

'এই যে ভদ্দর লোক, তোমার কি খুব তাড়া আছে?'

'কেন?' থেমে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ফিরে তাকাল জুলিয়াস।

'যে লোকটা একটু আগে বেরিয়ে গেল তাকে তুমি চেনো?'

'না।'

'সে চেনে। তোমাকে ঢুকতে দেখেই একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেছিল। খাওয়ার সময়ে দু'বার সে তোমার পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। চলে যাচ্ছে বলে বিদায় নিয়ে গেল, কিন্তু ঘোড়ার খুরের শব্দ পাইনি—মনে হয় সে এখনও বাইরে কোথাও রয়েছে।'

জুলিয়াস অবাক হয়ে চেয়ে আছে—কে লোকটা? কি বোঝাতে চাইছে? হ্যাঙ্কের দিকে চাইল সে। একেবারে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঙ্ক। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখ।

'হ্যাঙ্ক!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমকে উঠল জুলিয়াস। 'এসবের মানে কি?'

মাথা নেড়ে সে জবাব দিল, 'তুমি কি বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

'যে লোকটা বেরিয়ে গেল সে কে?'

'সত্যি বলছি, ওকে চিনি না আমি।'

টেবিলে বসা লোকটা হেসে উঠে বলল, 'ডাহা মিথ্যুক তুমি।'

'আমি কসম...'

লোকটার দিকে ফিরে চাইল জুলিয়াস। 'তোমার নাম কি?'

'এডমন্ড ফিনলে। তোমার?'

'জুলিয়াস দত্ত।'

তাস সরিয়ে রাখল লোকটা। 'আমিও পার্কে যাচ্ছি। রাতটা এখানেই কাটাব মনে করেছিলাম, কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন তা না করাই ভাল মনে

হচ্ছে। একসাথে যেতে আপত্তি নেই তো তোমার?'

'না, আপত্তি কিসের? সাথী পেলে বরং খুশিই হব আমি।'

হাসল এড। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পিস্তল পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন দিক দিয়ে বেরুতে চাও তুমি, সদর দরজা দিয়ে না পিছন দিয়ে?'

'পিছন দিক দিয়েই বেশি নিরাপদ হবে।'

'হ্যাঙ্ককে নিয়ে কি করা যায়? এমন পাজি লোক…'

বারের নিচে হাত বাড়িয়েছিল হ্যাঙ্ক, কিন্তু রাইফেলটা তোলার আগেই এডের পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। এত দ্রুত আর কাউকে পিস্তল বের করতে দেখেনি জুলিয়াস। চোখের নিমেষে সে দেখল এডের পিস্তল ধরা হাতটা হ্যাঙ্কের দিকে তাক করা রয়েছে।

'রাইফেলটা ফেলে দাও, আদেশ দিল এডমন্ড। 'এবার দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও।'

তর্ক করতে গেল না হ্যাঙ্ক। সুবোধ বালকের মত রাইফেল ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে পিস্তলের নল দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করল এড। হ্যাঙ্কের অজ্ঞান দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

'এবার বাইরেটা একটু দেখে নেয়া যাক,' বলল এড।

বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হয়নি লোকটা। শান্ত স্বাভাবিক ভাবেই হ্যাঙ্ককে সামলাল সে। ঘটনাটা সত্যিই মনে রাখার মত।

রান্নাঘরে ঢুকল ওরা। মিসেস ক্লার্ককে ওখানে দেখা গেল না। বাইরে বেরিয়ে দরজার পাশে অন্ধকারে একটু দাঁড়াল দু'জন।

'তুমি এইদিক দিয়ে এগোও, আমি উল্টো দিক দিয়ে যাচ্ছি–আমরা বাড়ির সামনের দরজায় আবার একত্র হব,' ফিসফিস করে বলল জুলিয়াস

'তাড়াহুড়ো কোরো না, সামনে দেখা হবে।'

এগিয়ে গেল জুলিয়াস। সব ক'টা ইন্দ্রিয়ই সজাগ রয়েছে তার। তবু ঘটনার আকস্মিকতায় একটু বিভ্রান্ত বোধ করছে সে। ওই লোকটা আসলে কে? সত্যিই সে চেনে না ওকে। কিন্তু ব্যাপারটা কি? লোকটা বিনা কারণে তার পিছনে লাগতে যাবে কেন? নাকি মিছেই ভাবছে সে?

একটা গুলির শব্দে চমক ভাঙল তার। বিকট গলায় একটা চিৎকারের সাথে সাথে আরও দুটো গুলির শব্দ শোনা গেল। ছুটতে শুরু করল জুলিয়াস। বাড়ির সামনের বাঁকটা ঘুরে দেখল ওপাশের বাঁকে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। এডমন্ড! ঠিক ওর পায়ের কাছেই পড়ে আছে একটা নিথর দেহ।

'এখানেই উবু হয়ে অপেক্ষা করছিল লোকটা,' সাদামাঠা গলায় বর্ণনা দিল এড। 'ওকে পিস্তল ফেলে দেয়ার সুযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু শোনেনি।'

জুলিয়াস ঝুঁকে পড়ে অসাড় দেহটা পরীক্ষা করল। 'মারা গেছে লোকটা!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল সে।

'তবে? তুমি কি আশা করেছিলে বেঁচে থাকবে?'

একটা ম্যাচ জ্বেলে ওর মুখটা ভাল করে দেখল জুলিয়াস সম্পূর্ণ

অপরিচিত। পকেট হাতড়েও লোকটার কোন পরিচয় জানা গেল না।

'আমার ঘোড়াটা নিয়ে আসছি,' বলল এড।

জুলিয়াস ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না এই পরিস্থিতিতে তার কি করা উচিত। উঠে দাঁড়াল সে। হয়তো ইন্ডিয়ান ব্লাফে শেরিফের কাছে খবর পাঠিয়ে এখানেই তাদের অপেক্ষা করা দরকার, কিন্তু এডের হাবভাবে মনে হচ্ছে না সে রাজি হবে।

'আমি যাই, হ্যাঙ্কের সাথে একটু কথা বলে দেখি,' ধীরে ধীরে বলল জুলিয়াস, 'ও-ই শেরিফের কাছে খবর পৌঁছে দেবে।'

'খুশি তোমার,' নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল এড।

চাঁদের আলোয় ওরা চড়াই পথে এগিয়ে যাচ্ছে পার্কে ঢোকার গিরিপথটার দিকে। জুলিয়াসই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে তার সঙ্গীকে। এদিককার পথঘাট, সবই তার খুব ভাল করে চেনা। একটা বেশ খাড়া চড়াই পেরিয়ে ঘোড়া দু'টোকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য থামল ওরা। কথা বলার ভাল সুযোগ। বেশ আগ্রহ নিয়েই এতক্ষণ অপেক্ষা করেছে জুলিয়াস। এডের সম্বন্ধে আরও জানার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে সে।

'এই পাহাড়ী এলাকাটা বেশ সুন্দর,' একটা সিগারেট ধরানোর ফাঁকে বলল এড। 'কিন্তু এর মধ্যে র‍্যাঞ্চ করার মত সমান জায়গাই তো নেই কোথাও।'

'গিরিপথটা পার হলেই দেখতে পাবে,' জবাব দিল জুলিয়াস। 'ইডেন পার্কটা অনেকটা মালভূমির মত। সুন্দর ঘাস আর প্রচুর পানি আছে।'

'কিন্তু পশু আনা-নেয়া করো কিভাবে?'

'ওপাশে ক্যান্ডওয়েল যাওয়ার পথটা অনেকটা সমতল, ওদিকে রেলরাস্তাও আছে।'

'শহর আছে পার্কে?'

'হ্যাঁ, ক্রেস্টলাইন।'

'কয়টা র‍্যাঞ্চ?'

'গোটা ছয়েক বড় আর কয়েকটা ছোট র‍্যাঞ্চ আছে—কেন, চাকরি খুঁজছ তুমি?'

'হ্যাঁ, একটা কাজ নিয়েই এসেছি।'

'কোথায়?'

'আমার এক পুরোনো বন্ধু মেডক লেটনের চিঠি পেয়ে এসেছি। তুমি চেনো ওকে?'

'হ্যাঁ, চিনি,' একটু চিন্তিতভাবে জবাব দিল জুলিয়াস।

মেডক লেটন তার বাবার র‍্যাঞ্চেই কাজ করে। কিন্তু সে সামান্য একজন কর্মচারী মাত্র। তার পক্ষে কাউকে চাকরি দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। হয়তো চিঠিতে র‍্যাঞ্চে লোক দরকার হবে এটুকুই জানিয়েছে সে।

এড তার হাতের সিগারেটটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলল, 'সাধারণত আমি অন্যের কোন ব্যাপারে নাক গলাই না, জুলিয়াস।'

'আমার ভাগ্য তাহলে ভাল বলতে হবে।'
'তুমি সত্যিই চেনো না ওই মৃত লোকটাকে?'
'না।'
'কোন শত্রু আছে তোমার?'
'দু'একজন নেই এমন বলা যায় না সব মানুষেরই কিছু শত্রু থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারটা আদৌ মাথায় ঢুকছে না আমার।'
'ভাল করে ভেবে দেখো,' বলল এড। 'লোকটা যেভাবে খোলা পিস্তল হাতে উবু হয়ে বসে ছিল তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে। পার্কে কোন্ র‍্যাঞ্চে আছ তুমি?'
'রকিং এইচ র‍্যাঞ্চ।'
'তাই নাকি?' অবাক হলো এড। 'তবে তো তুমি মেডকের অধীনেই কাজ করছ।'
'না। আমার বাবার র‍্যাঞ্চ ওটা।'
এডের মুখের ভাবটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। প্রাণহীন হাসি হাসল সে। চোখ দুটো কঠিন হলো।
'আমরা তাহলে একই জায়গায় যাচ্ছি,' মন্তব্য করল জুলিয়াস।
'হ্যাঁ, একই জায়গায় যাচ্ছি। মেডক আমাকে লিখেছিল মালিকের এক ছেলে বাইরে আছে।'
'বাইরেই ছিলাম, তিনমাস পরে আবার ফিরছি।'
'ঝামেলা হয়ে গেল।'
মুখোমুখি বসে আছে ওরা দু'জন। হাসি নেই কারও মুখে। আগামীতে কি ঘটবে জানে না জুলিয়াস। স্টেজ-স্টেশনে এড কিভাবে দ্রুত পিস্তল বের করেছিল মনে পড়ল তার। একটা মানুষকেও খুন করেছে সে—কিন্তু কোন রকম মানসিক বিকার নেই, মনে হয় আগেও অনেক মানুষকে হত্যা করেছে ও।
'মেডককে কতটা চেনো তুমি?' হঠাৎ প্রশ্ন করল এড।
'সামান্যই জানি,' জবাব দিল জুলিয়াস।
'পছন্দ করো?'
'না।'
মুচকি হাসি হাসল এড। 'ঠিকই চিনেছ তুমি ওকে। ওর জনপ্রিয়তা কম। পার্কে ফিরে কি করবে তুমি?'
'জানি না।'
'চলো ওঠা যাক।'
'চলো।'
ঘোড়া দুটোর যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে। জুলিয়াসই আবার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ঘামে ভিজে উঠেছে সে। ভাবছে এড যদি হঠাৎ পিস্তল বের করে বসত কি করত সে? কি যে ঘটত বলা যায় না। তার বাবা তাকে যত্ন করে হাতে ধরে রাইফেল-পিস্তল চালানো শিখিয়েছেন। দ্রুত পিস্তল বের করাতেও তার জুড়ি নেই। কিন্তু ওর আর এডের মধ্যে কে যে বেশি ক্ষিপ্র তা বলা ভার। তবে জানার

খুব একটা আগ্রহও তার নেই।

আর একটা ব্যাপারে বিব্রত বোধ করছে জুলিয়াস। এড একজন বাইরের লোক হয়েও এত জোর পাচ্ছে কোত্থেকে? গত তিনমাসে কি ঘটেছে পার্কে? রকিং এইচ র‍্যাঞ্চেরই বা কি অবস্থা? যতই এগোচ্ছে, সংশয়ে ভরে উঠছে তার মন।

দুই

ঠিক মাঝরাতে গিরিপথের মাথায় এসে পৌঁছল ওরা। অর্ধ বৃত্তাকারে সামনের দিকে হাত নেড়ে জুলিয়াস বলল, 'ভাল করে চেয়ে দেখো, এড, পুরো ইডেন পার্কটাই দেখা যাচ্ছে নিচে।'

'কতটা চওড়া?' প্রশ্ন করল এড।

'যে-কোন দিকেই ঘোড়ার পিঠে একদিনের পথ। মাঝে মধ্যে জঙ্গল আছে, কিন্তু ফাঁকা এলাকা সবটাই চমৎকার সবুজ মাঠ।'

অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এখানকার সব কিছুই জুলিয়াসের এত পরিচিত যে সে অন্ধকারেই আঙুল নির্দেশ করে একে একে বলে গেল কোথায় কি আছে। সে ভাল করেই জানে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না এড, তবু কেবল কথা চালিয়ে যাবার খাতিরেই বলে চলল। কথা বলার মোটামুটি একটা নিরাপদ বিষয় এটা। এর আগেও কয়েকবার থেমেছে ওরা, কিন্তু দু'জনেই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করেছে। এখন আর কেউই নিশ্চিন্তে মন খুলে কথা বলতে পারছে না।

'রকিং এইচে পৌঁছতে কি আমাদের শহর হয়ে যেতে হবে?'

'না, শহরকে দক্ষিণে রেখে সোজা পথে পশ্চিমে যাব আমরা।'

'আর কতক্ষণ লাগবে?'

'এখনও দূর আছে। ভোর হয়ে যাবে।'

একটা সিগারেট ধরাল এড। 'ক্রেস্টলাইনের শেরিফ কে?'

'ডিগবি নোব্‌ল।'

'লোকটা কেমন?'

'আমার ভাল লাগে না। লোকটাও পছন্দ করে না আমাকে। অবশ্য সেটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

ঘোড়ার ওপর একটু নড়ে চড়ে বসল এড। তারপর ওর দিকে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'জুলিয়াস, আমার সম্বন্ধে কৌতূহল হচ্ছে না তোমার?'

'নিশ্চয়ই।'

'তবে কোন প্রশ্ন করোনি কেন?'

'তাতে কি কোন ফল হত?'

'না।'

'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম, এড।

মৃদু হাসল লোকটা। বলল, 'জুলিয়াস, আমরা দু'জনে একই পক্ষে থাকলে খুশি হতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হবার নয়।'

শুষ্ক হাসি হাসল জুলিয়াস। 'যাবার জন্যে তৈরি তুমি?'

'তোমার বলার অপেক্ষাতেই রয়েছি।'

ধীরে ধীরে পার্কে নামতে শুরু করল ওরা। ঘণ্টা দুই পরে কয়েকটা অতি পরিচিত জায়গা পার হলো জুলিয়াস। ছেলেবেলায় জারভিস আর পেপির সাথে অনেক খেলেছে এখানে। তার সৎমা বেঁচে থাকতে কোনদিন সে বুঝতে পারেনি ওরা তার আপন ভাইবোন নয়। সৎমাকেই নিজের মা বলে জানত। তিনি মারা যাবার অনেকদিন পর ধীরে ধীরে টের পেয়েছে সে। তার নিজের মা ছিলেন বাঙালী। খ্রীস্টান ছেলের সাথে বিয়ে দিতে রাজি হননি তাঁর বাপ-মা। চুপিচুপি বিয়ে করে তার মাকে নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন সেবাস্টিন দত্ত। অনেক দেশ ঘুরে শেষ পর্যন্ত আমেরিকায় এসে ঘর বেঁধেছিলেন তাঁরা। কিন্তু জুলিয়াসের জন্মের সময়েই মারা যান তিনি। দুই বছর পর একজন আমেরিকান মহিলাকে বিয়ে করেন সেবাস্টিন দত্ত। তাঁরই গর্ভে জন্ম জারভিস আর পেপির।

বড় হবার পরে সে যে ওদের সৎ ভাই হাজারো রকমে তা বুঝিয়ে দিতে ত্রুটি করেনি ওরা।

উনিশ বছর বয়সেই জারভিস লম্বা সুপুরুষ হয়ে উঠেছে। চেহারা সুন্দর হলেও বয়স যতই বাড়ছে ততই সে হয়ে উঠছে মদ্যপায়ী, উচ্ছৃঙ্খল, অদূরদর্শী আর অস্থির। জুয়া খেলতে খুব ভালবাসে, তবে জেতার চেয়ে হারেই বেশি। পিস্তল একটা কোমরের বেল্টে ঝুলায় বটে তবে ওটার ব্যবহার জানে না সে। ওটা কোমরে থাকলে নিজেকে পরিণত-বয়স্ক পুরুষ মনে হয় বলেই রাখা! বাবা তাকেও পিস্তল চালানো শেখাতে অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কষ্ট করে নিয়মিত অনুশীলন করতে হয় এমন কোন কাজেই সে উৎসাহী নয়।

জারভিসের মাত্র এক বছরের ছোট পেপি। কিন্তু পেপি যে আসলে কেমন তা জুলিয়াস নিজেও বর্ণনা করতে পারবে না। অপূর্ব সুন্দরী, আর জারভিসের মতই অস্থির সে-ও। যে-কোন পুরুষ মানুষের মতই ঘোড়া চালাতে আর ল্যাসো ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু পুরুষদের মোটেও সহ্য করতে পারে না। অনেকেই তার সাথে একটু বন্ধুত্ব করতে পারলে বর্তে যায়, ওদের কাউকেই পাত্তা দেয় না পেপি। এমনকি বাবাও বিচলিত হয়ে ওর ব্যাপারে দু'একবার জুলিয়াসের সাথে আলাপ করেছেন। সে বাবাকে অভয় দিয়েছে সময় হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে–কিন্তু নিজেই সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয়।

'আমাদের তো এতক্ষণে পৌঁছে যাবার কথা?' প্রশ্ন করল এড।

আকাশ ফিকে হয়ে আসছে। সকাল হতে আর বেশি বাকি নেই। রকিং এইচের বাবুর্চি সকালের নাস্তার যোগাড়ে লেগে গেছে। ঠিক সময় মতই ওরা হাজির হবে।

'প্রায় এসে গেছি, আর মাত্র দু'মাইল।'

নিজের পিস্তল চেক করে নিল এড। তারপর মস্করা করে বলল, 'এটা আমার একটা পুরোনো অভ্যাস।'

'আমারও,' বলে নিজেরটাও পরীক্ষা করে দেখে আবার খাপে ভরল জুলিয়াস।

'তাই নাকি?' কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বলে উঠল এড।

'হ্যাঁ, সত্যিই তাই,' হেসে জবাব দিল ও।

তাদের সামনে চওড়া মাঠটার পরেই দেখা যাচ্ছে র‍্যাঞ্চের ঘরগুলো। উঁচু ছাদওয়ালা বিরাট গুদাম ঘরটাই সবার আগে নজরে পড়ে। তবে প্রধান বাড়িটাও নেহাত ছোট নয়। ওটার পরেই একটা কেবিন, কয়েকটা টিনের চালা আর আস্তাবল। বাড়ির পিছনে ঢাকা পড়ে আছে আরও কয়েকটা ছোট ছোট ঘর।

'বিরাট ব্যাপার, তাই না?' এডের স্বরে সন্তোষ প্রকাশ পেল।

'আমাদের বেশ চলে যায়,' বলল জুলিয়াস।

মাঠের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। হাসিহাসি মুখ করে রয়েছে জুলিয়াস। বাড়ি ফিরে এসেছে বলে স্বস্তি বোধ করতে চাইছে সে। কিন্তু দেহের সবক'টা পেশী উৎকণ্ঠায় টানটান হয়ে আছে, পেটের ভিতরে অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। দূরে নাস্তার আয়োজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

'সময় মতই হাজির হয়েছি আমরা,' বলল এড।

উঠানে পৌঁছানোর পরেও কাউকে দেখতে পেল না ওরা। কেউ নিশ্চয়ই ওদের দেখেছে, কারণ ওরা নেমে ঘোড়া বাঁধতে বাঁধতেই মেডক লেটন বেরিয়ে এল। ওদের দেখেই মুখ বাড়িয়ে ভেতরে কাকে যেন কি বলল সে। ওরা এগিয়ে যেতেই আরও কয়েকজন এসে হাজির হলো মেডকের পাশে। জারভিস আর পুরোনো লোক ব্রায়েন চাইল্ডকে চিনতে পারল জুলিয়াস, অন্যেরা তার অপরিচিত। ওদের মধ্যে দু'জনকে বেশি করে নজরে পড়ল তার। একজনের কেমন একটু পেঁচানো দেহ, একটা কাঁধ অন্যটার চেয়ে কিছুটা নিচু, রোদে পোড়া গায়ের রঙ। দ্বিতীয়জনের বিশাল লম্বা-চওড়া দেহ, লালচে গাল, মোটা এক জোড়া ঠোঁট আর থ্যাবড়া নাক। দাঁত বের করে হাসছে লোকটা।

'কি ব্যাপার, একেবারে পুরো অভ্যর্থনা কমিটি!' ঠাট্টা করে বলল এড।

চট করে একবার এডের দিকে চেয়ে দেখল জুলিয়াস। কৌতুকে ভরা ওর চেহারা, চোখ দুটো ঝিকমিক করছে। দুশ্চিন্তার কোন ছাপ নেই ওর মুখে।

'ও কিছু না, সব এখানকারই লোক,' বলল জুলিয়াস।

'তাই নাকি?'

মেডক আর জারভিস একটু দূরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে খানিক আলাপ সেরে নিয়ে এখন ঘুরে ওদের দিকে চেয়ে রয়েছে। ভারি চওড়া কাঁধ মেডকের। মুখে গভীর বলীরেখা, কঠিন চোখ আর শক্ত উঁচু চোয়াল। লোকটা সব সময়েই রেগে আছে বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে ওর চেহারাটাই ওরকম। জুলিয়াস যেদিন ওকে চাকরিতে নিয়েছিল সেদিনও ওর চেহারাটা এই রকমই দেখেছিল। র‍্যাঞ্চে লোকের খুব প্রয়োজন থাকায় একরকম বাধ্য হয়েই ওকে নিয়েছিল সে। জারভিসের চেহারাও রুষ্ট। কোন কিছু সামান্য একটু এদিক ওদিক হলে বা

পছন্দ মত না হলেই সেটা ফুটে ওঠে ওর চেহারায়।

'কেমন আছ, জারভিস?' সহজ ভাবেই জিজ্ঞেস করল জুলিয়াস, 'বাবা কোথায়?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মুখটা একটু বাড়িয়ে অস্বাভাবিক উঁচু স্বরে সে পালটা প্রশ্ন করল, 'আবার ফিরে এলে কেন তুমি?'

'এ আবার কেমন প্রশ্ন? বাড়িতে ফিরব না আমি?'

'সে কথা বলছি না। তোমার গোলমালে জড়িয়ে পড়ার খবর আমরা পেয়েছি।'

'ঝামেলা যা ছিল মিটে গেছে,' বলল জুলিয়াস। 'বাবা কোথায়?'

অস্বস্তিভরে মেডকের দিকে চাইল জারভিস। এগিয়ে এসে মেডক বলল, 'আমি দুঃখিত, জুলিয়াস, তোমার বাবার শরীর খারাপ–আসলে খুবই দুর্বল আর অসুস্থ উনি।'

'অসুখ!' উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল জুলিয়াস। 'কি হয়েছে বাবার?'

'শরীর অত্যন্ত দুর্বল, বিশ্রাম দরকার।'

'কোথায়, নিজের ঘরে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন দেখা করতে পারবে না তুমি।'

'কি বললে?' জুলিয়াসের বিস্ময় চরমে পৌঁচেছে।

'ঠিকই বলছি। ডাক্তারের নির্দেশ, কোন রকম উত্তেজনা একেবারে নিষিদ্ধ। তুমি দেখা করতে গেলে স্ট্রোক হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে।'

একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে জুলিয়াস। নিজের কানকেই আর বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। বুড়ো হননি তার বাবা। সুস্থ, সবল আর কর্মঠ–মাত্র পঞ্চাশের কোঠায় তাঁর বয়স। যে-কোন তিরিশ বছরের যুবকের সাথে পাল্লা দিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোড়া দাবড়েও ক্লান্ত হবার পাত্র নন তিনি। সেই লোক বিছানায় মরণাপন্ন! ভাবতেই অসম্ভব ঠেকছে তার। দেখা করতে পারবে না–কিন্তু সে দেখা করলে বাবার উত্তেজিত হবার কি কারণ থাকতে পারে?

জারভিস কথা বলছে, ব্যাখ্যা দিচ্ছে, কিন্তু সেই সাথে জুলিয়াসকে দোষারোপ করছে। 'সবই তোমার দোষ, জুলিয়াস। তুমি চলে যাওয়ার সাথে সাথেই বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তোমার সাথে ঝগড়া করার পরই এই রকম হয়েছে। ডাক্তারও বলেছে তোমার জন্যেই আজ তার এই দশা, তুমি যদি আবার তার সামনে যাও...'

বাধা দিয়ে জুলিয়াস বলে উঠল, 'আমাদের কথা কাটাকাটি হয়েছে তা কে বলল তোমাকে?'

'আমি ছিলাম কাছেই–গুদাম ঘরের ভিতর সেদিন তোমাদের কি কথা হয়েছিল সব শুনেছি আমি।'

'তাহলে শেষটুকুও নিশ্চয়ই শুনেছ? সমঝোতা হয়েছিল আমাদের।'

'বাবা তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল।'

'তুমি ভাল করেই জানো, জারভিস, বাবা তেমন কিছুই করেননি

ঠোঁট কামড়াল জারভিস। 'যা শোনার ঠিকই শুনেছি আমি। বাবা তোমাকে

বের করে দিয়েছে!'

এইভাবে গলাবাজি করে কোন মীমাংসা হবে না। বারান্দায় দাঁড়ানো সবার দিকে চাইল জুলিয়াস। পুরোনো লোক ব্রায়েন ইশারায় তাকে সাবধান করল। কি বোঝাতে চাইছে সে? কিসের বিরুদ্ধে সাবধান করছে? তার ইচ্ছে করছে সব ভেঙেচুরে দরকার হলে সবার সাথে মারপিট করে ছুটে বাবার ঘরে গিয়ে হাজির হতে। কিন্তু উপায় নেই, বাবা যদি সত্যি অসুস্থ থাকেন তবে কোন মতেই তা ঠিক হবে না। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে জারভিসের দিকে চেয়ে সে বলল, 'শোনো জারভিস, বাবা একা তোমার নন; আমারও। আমি তাঁর সাথে দেখা করব, বাধা দেয়ার চেষ্টা কোরো না।'

খুবই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে। জুলিয়াস জানে না এর পরে কি করবে। তাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ মেডক বলে উঠল, 'এত উত্তেজিত হয়ে ওঠার কিছু নেই, জুলিয়াস। বাবার সাথে দেখা নিশ্চয়ই হবে তোমার। এত ভোরে এখনও ওঠেনি সেবাস্টিন–তোমরা বরং ততক্ষণে নাস্তা সেরে নাও।'

এড বলে উঠল, 'আমার ব্যাপারটা কি হবে?'

'তুমি আবার কোন্ নাগর?' বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল মেডক।

'আমার নাম এডমন্ড ফিনলে। চাকরি খুঁজছি আমি। জুলিয়াসের সাথে পথে দেখা, সে বলল এখানে কাজ পেতে পারি আমি।'

'তোমার ব্যাপারে পরে ভেবে দেখব। নাস্তার পর কথা হবে।'

এবার জুলিয়াসের অবাক হবার পালা। মেডকই চিঠি লিখে খবর দিয়ে আনিয়েছে এডকে, নিশ্চয়ই ওরা দু'জন দু'জনকে চেনে, অথচ ভাব দেখাচ্ছে যেন কেউ কাউকে দেখেইনি কোনদিন!

'যাক, আমাকে অন্তত "দূর দূর" করে তাড়াচ্ছে না,' অস্ফুট কণ্ঠে বলল এড।

'সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি,' জবাব দিল জুলিয়াস।

সার বেঁধে ভিতরে ঢুকল সবাই। খাওয়ার মাঝে বিশেষ কথা হলো না। সবাইকে অগ্রাহ্য করে জারভিস বসেছে টেবিলের মাথায় বাবার আসনে। মেডক লেটন বসেছে তার ডান দিকে, তিন মাস আগেও ওই আসনটা ছিল জুলিয়াসের মেডকের উল্টোদিকে বসেছে এড। ব্রায়েন চাইলডের পাশে বসতে পারলে ভাল হত, কিন্তু ওর দু'পাশে আগেই অপরিচিত লোক বসে গেছে। কার কোথায় বসার অধিকার আছে না আছে এ-নিয়ে আর হট্টগোল বাধাল না সে। পরে এক সময়ে সুযোগ বুঝে ব্রায়েনের সাথে কথা বলবে–জারভিস আর মেডকের সাথেও অনেক কথা আছে তার। নানান প্রশ্নের ভিড় জমেছে ওর মাথায়।

খেতে বসে আপন মনেই পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখছে জুলিয়াস। বাবা অসুস্থ, হয়তো বা অকর্মণ্য হয়ে পড়েছেন। তাতে সব দায়িত্ব জারভিসের কাঁধে চেপেছে, আর তার কাজে সহযোগিতা করার জন্যে মেডককে বেছে নিয়েছে সে। কিন্তু টেবিলের আর সব লোক কোথা থেকে এল? কেবল ব্রায়েন ছাড়া বাকি সবাই জুলিয়াসের অপরিচিত। হয়তো নতুন কাজে নেয়া হয়েছে ওদের। কিন্তু এর মধ্যে আরও কথা আছে। এডকে চিঠি লিখে খবর দিয়ে আনানো

হয়েছে। বাকি সবাইকেও কি একইভাবে আনা হয়েছে? তাই যদি হয়, এসবের কারণ কি? মেডকের কি কোন মতলব আছে?

আর এক কাপ কফি খেলো জুলিয়াস। পেপি এখনও অনুপস্থিত। কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। পুরুষ লোকদের সাথে খেতে পছন্দ করে না সে। বাড়ির মধ্যে ওদের নিজস্ব আর একটা খাবার ঘর আছে, সেখানেই খায় ও।

সবার আগে জারভিসের খাওয়া শেষ হলো। মেডকের সাথে একটু আলাপ করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'দেখি বাবা উঠেছে কিনা,' বলল জারভিস, 'তার ঘরে তোমাকে ঢুকতে দেবে কিনা সেটাও জিজ্ঞেস করব আমি।'

'ধন্যবাদ,' শুকনো গলায় জবাব দিল জুলিয়াস।

বাবার জবাব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই তার মনে। যাবার দিন তার সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তখনই তা মিটমাট হয়ে গেছে। মাথা গরম করে বেরিয়ে গেলেও বাবা তার সাথে দেখা করতেন। কোন সমস্যাই এড়িয়ে যাওয়া তাঁর নীতি নয়, সমস্যার সামনাসামনি মোকাবিলা করাই তাঁর চিরকালের স্বভাব।

ব্রায়েন বেরিয়ে গেল। বাকি সবাই থাকল ঘরে। মেডক আর এড কাজের ব্যাপারে আলাপ শুরু করল এবার। জুলিয়াস ভাবছে এত ভণিতা কেন? টেবিলের অন্য সবাইকে এত সব কথা কি তার উদ্দেশেই শোনানো হচ্ছে? লোক নেয়ার আগে সাধারণত যেসব প্রশ্ন করা হয় সেসব প্রশ্নই করল মেডক। এডও ঠিক ঠিক জবাব দিল। অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়ে নেয়া হলো ওকে। সন্দেহ নেই শিগ্‌গিরই ওদের মধ্যে গোপন বৈঠক বসবে।

হঠাৎ পেপিকে দেখা গেল দরজার মাথায়। সম্ভবত জারভিসই তাকে খবর দিয়েছে। বুট পরেছে সে, স্কার্টটা দুই পাশে ফাড়া, গায়ে বাদামী ব্লাউজ আর গলায় কায়দা করে একটা রুমাল বাঁধা। চুল পিছন থেকে তুলে শক্ত করে মাথার সাথে ক্লিপ দিয়ে আঁটা। ঘোড়ায় চড়ে বেরুবোর সাজে সেজেছে সে। সুন্দর লম্বা গড়ন, ছিপছিপে দেহ। আকর্ষণীয় অথচ নিষ্প্রাণ। হাসলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কিন্তু এ মুহূর্তে হাসছে না। ঠোঁট দুটো চেপে বসে আছে—চোখ দুটো কঠিন।

'কেমন আছ, পেপি?' উঠে দাঁড়াল জুলিয়াস।

জবাব না দিয়ে ঠাণ্ডা গলায় পাল্টা প্রশ্ন করল সে, 'তুমি ফিরে এলে কেন?'

'না ফেরার তো কোন কারণ দেখি না।'

'আমরা শুনেছি ডেনভারে তুমি মানুষ খুন করেছ, ফাঁসি হবে তোমার।'

হাসল জুলিয়াস। 'ভুল শুনেছ তোমরা।'

'খবরটা শুনেই বাবার প্রায় মরার দশা হয়েছিল। এখন আবার নিজেই এসে হাজির হয়েছ—তোমাকে কোন প্রয়োজন নেই আমাদের।'

সব লোকজনের সামনেই কথাগুলো বলল পেপি। বাবা যখন বাড়ির প্রধান কর্তা ছিলেন তখন পারিবারিক ঝগড়া বিবাদ অন্যদের কাছ থেকে গোপন রাখাই ছিল তাঁর নীতি। বাবার অনুপস্থিতিতে পুরোনো সব নিয়ম-কানুনও বিসর্জন দেয়া হয়েছে।

টেবিলের লোকজনের দিকে চাইল জুলিয়াস। আসলে ওদের দেখছে না, পেপিকে বোঝার চেষ্টা করছে সে। পেপি কোনদিনই খুব একটা আপন ছিল না, কিন্তু তার আজকের এই রূঢ় ব্যবহার সত্যিই অভাবনীয়। কঠিন সে আগেও ছিল তবে কথায় এই বিষ ছিল না। বরং বছরখানেক ধরে জুলিয়াসের সাথে বেশ বন্ধুসুলভ ব্যবহারই করেছে ও। একবার জারভিসের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে জুলিয়াসের সাথে খোলাখুলি আলাপও করেছিল পেপি। কিন্তু কি হয়েছে ওর? বোঝাই যাচ্ছে জুলিয়াসের ঝামেলার কথা কিছু শুনেছে সে, কিন্তু সেটাই কি কারণ?

পেপির দিকে মুখ তুলে চাইল এড। ওর চেহারা শান্ত অথচ কঠিন দেখাচ্ছে। 'বলো তো ওকে এখান থেকে বের করে দেই। এই কাজে ওস্তাদ আমি।'

ওর দিকে চোখ ফিরাল পেপি। 'তুমি আবার কে?'

'এইমাত্র কাজে নেয়া হয়েছে আমাকে। হয়তো তোমাদের কথার মাঝে কথা বলা ঠিক হয়নি–কিন্তু ওই আমার দোষ, যেখানে নাক গলানোর কোন দরকার নেই সেখানেই গলিয়ে বসে থাকি।'

'বড় বেশি কথা বলো তুমি!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল পেপি।

জারভিস ফিরে এসে দাঁড়াল পেপির পাশে। বোনের কাঁধে একটা হাত রেখে জুলিয়াসের দিকে চেয়ে সে বলল, 'বাবা তোমার সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছেন–কিন্তু মনে রেখো মাত্র এক মিনিট সময় দেয়া হবে তোমাকে। আর তুমি যদি কোনরকম বাঁদরামি বা চালাকির চেষ্টা করো তবে আমি নিজে তোমার সবক'টা হাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব।'

হাস্যকর শাসানি, একেবারে খেলো শোনাল। এর কোন জবাব না দিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে ওদের দিকে এগিয়ে গেল জুলিয়াস।

তিন

জারভিস আগে আগে চলেছে, পেপি রয়েছে তার পাশে। জুলিয়াস অনুসরণ করছে ওদের। তার পিছন পিছন আরও যেন কে আসছে, কিন্তু ফিরে দেখার প্রবৃত্তি হলো না জুলিয়াসের। বৈঠকখানা আর রান্নাঘর পার হয়ে পশ্চিমের বারান্দা ধরে এগিয়ে গেল ওরা। তার নিজের ঘরটার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখল দরজাটা বন্ধ। সম্ভবত ঘরটা এখন ব্যবহৃত হচ্ছে না। উল্টো দিকে মেহমানের আর তার পাশেই পরপর পেপি আর জারভিসের ঘর। বাবার ঘরটা বারান্দার একেবারে শেষ মাথায়।

শোবার ঘরের তুলনায় ঘরটা বেশ বড়। বিছানা ছাড়াও ঘরে একটা বড় টেবিল, বইয়ের শেলফ আর কয়েকটা আরামদায়ক ভারি চেয়ার পাতা রয়েছে। জানালার পর্দা সব ক'টাই টানা, ভিতরটা তাই বেশ অন্ধকার। বিরাট ডবল

বিছানায় বাবা শুয়ে আছেন। তাঁর দেহের কাঠামোটা অন্ধকারেও আবছা দেখা যাচ্ছে। বিছানার পাশেই ছোট একটা টেবিলে এক জগ পানি, একটা গ্লাস, বোতলে কিছু ওষুধ আর কয়েকটা বই রাখা রয়েছে।

জারভিস আর পেপিই প্রথম এগিয়ে গেল। নিচু গলায় জারভিস ফিসফিস করে বলল, 'ও এসেছে, বাবা, মনে রেখো ডাক্তার কি বলেছে!'

'ওকে এখানে আসতে বলো,' বললেন সেবাস্টিন দত্ত।

তাঁর গলাটা ভীষণ দুর্বল আর কাঁপা শোনাল। গলার স্বরটা স্বাভাবিক মনে হলো না। এগিয়ে গেল জুলিয়াস। জারভিস আর পেপি একটু সরে জায়গা করে দিল ওকে। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না জুলিয়াস। সে আশাই করতে পারেনি বাবা এতখানি দুর্বল হয়ে পড়তে পারেন। একেবারে রোগা আর ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখটা, চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। চেনাই যায় না!

'বাবা, তুমি যে এরকম অসুস্থ কিছুই জানতাম না আমি, জানলে···'

জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিলেন সেবাস্টিন দত্ত। 'বেরিয়ে যাও!'

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে জুলিয়াস। শব্দ দু'টোর অর্থ বুঝেও বুঝতে পারছে না সে। এ হতে পারে না! বাবা কিছুতেই তাকে ও কথা বলতে পারেন না! কিন্তু তাই তো বললেন! তাদের সম্পর্ক তো এমন ছিল না? হঠাৎ কি করে কি ঘটল?

'বাবা···,' কিছু একটা বলতে শুরু করেছিল জুলিয়াস।

আবার তাকে বাধা দিলেন সেবাস্টিন দত্ত। এবার তার গলা আগের চেয়ে কিছুটা জোরাল শোনাল। 'বেরিয়ে যাও! তোমার মুখ আর দেখতে চাই না আমি। আমার ছেলে না তুমি। বেরিয়ে যাও!'

'কিন্তু কেন, বাবা?'

অসহায়ভাবে জারভিসের দিকে চাইলেন সেবাস্টিন দত্ত। যেন তার কাছেই আপীল করছেন। 'ওকে বের করে দাও। তোমার তো নিজের লোকজন আছে, ওকে আমার চোখের সামনে থেকে দূর করো। সবাইকে বলে দিয়ো ও আমার ছেলে না। বোলো আমার বড় ছেলে মরে গেছে।'

নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল জুলিয়াস। একটা কথাও বলল না, মুখ দিয়ে কথা সরছে না তার। কিছুই বুঝতে পারছে না সে, অথচ ঠিকই শুনেছে, ওই কথাগুলোই উচ্চারণ করেছেন সেবাস্টিন দত্ত।···তার বাবা!

জুলিয়াসের হাত ধরল জারভিস। পিছন থেকে মেডক এসে দাঁড়াল তার অন্যপাশে। বলল, 'চলো, নিজের কানেই তো শুনলে।'

'হ্যাঁ, শুনেছি,' আড়ষ্ট ভাবে জবাব দিল সে।

আড়চোখে জারভিসের দিকে চাইল জুলিয়াস। ছেলেটার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে বিজয় উল্লাস। এখন থেকে সে-ই সেবাস্টিন দত্তের একমাত্র পুত্র। জুলিয়াস আর তার সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে আসবে না।

'চলো,' তাড়া দিল মেডক।

মাথা ঝাঁকিয়ে পেপির দিকে চাইল সে। অদ্ভুত একটা ভাব ফুটে উঠেছে ওর মুখে। চমকে গেছে মেয়েটা, ভিতরে ভিতরে ভয়ও পেয়েছে—হয়তো বাবার

জন্যেও চিন্তিত সে। জুলিয়াসের দিক থেকে বাবার দিকে মুখ ফেরাল পেপি। ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে রওনা হতেই বাবার বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে নিচু স্বরে কি যেন বলল, শুনতে পেল না জুলিয়াস ।

বসার ঘরে ফিরে এল ওরা। এখনও বিহ্বল বোধ করছে জুলিয়াস। মাথাটা ঠিক কাজ করছে না ওর। সব কিছুই নিরর্থক আর ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

'তুমি তো এখন এখান থেকে চলে যাচ্ছ, তাই না?' প্রশ্ন করল মেডক।

জুলিয়াস কোন জবাব দেয়ার আগেই জারভিস বলে উঠল, 'ওকে অবশ্যই যেতে হবে—এখানে আর জায়গা নেই ওর।'

নড়ে উঠল জুলিয়াস। 'হ্যাঁ, চলেই যাব আমি। তবে বাবা যে কেন আমার ওপর রাগ করেছেন কিছুই বুঝতে পারলাম না। তাঁর শরীর এত অসুস্থ না থাকলে ব্যাপারটা আলাপ করে দেখা যেত।'

'তাতে কোন লাভ হত না,' মেডক বলল। 'তুমি যেদিন ঘর ছেড়ে গেছ সেদিনই সেবাস্টিন আমাকে বলেছিল তার সঙ্গে তোমার সব সম্পর্ক শেষ।'

ডাহা মিথ্যে কথা বলছে লোকটা, জানে জুলিয়াস, কিন্তু ওর সাথে তর্ক করে মিছে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। 'তুমিই তাহলে র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছ, মেডক?' অনুমানে ঢিল ছুঁড়ল জুলিয়াস।

'না, আমি চালাচ্ছি,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল জারভিস। 'বাবা অসুস্থ হবার পর থেকেই র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছি আমি, মেডক আমার ডান হাত।'

একে একে ওদের দু'জনকেই ভাল করে দেখল জুলিয়াস। নিজের দাবি তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে জারভিস। মেডকও কোন আপত্তি করল না এতে। জারভিসের নেতৃত্ব দেয়ার কোন ক্ষমতা নেই, মেডকই যে র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছে বুঝে নিতে কষ্ট হলো না জুলিয়াসের। এ কি ধরনের খেলা খেলছে মেডক? এতে ওর কি লাভ? একটু খটকা লাগলেও কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রশ্নটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল সে। তার বাবাই যখন তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন তখন এসব নিয়ে মিছে ভেবে কি লাভ?

'কোথায় যাবে বলে ঠিক করেছ?' প্রশ্ন করল মেডক।

'ঠিক নেই,' জবাব দিল সে, 'কি করব এখনও কিছু ঠিক করিনি।'

সবার সামনে একটু অপদস্থ করার জন্যে জারভিস বলে উঠল, 'কিছু টাকা পয়সা লাগবে তোমার?'

'না, দরকার নেই,' জবাব দিল জুলিয়াস।

দরজা খুলে উঠানে বেরিয়ে এল সে। রাস্তার টেবিলে যারা ছিল তাদেরই দেখতে পেল বাইরে। এতক্ষণে সবার কাজে বেরিয়ে যাবার কথা—নাকি কাজই করছে ওরা? জুলিয়াস যাওয়া পর্যন্ত উঠান পাহারা দিচ্ছে কারও নির্দেশে?

দু'জন রয়েছে আস্তাবলের কাছে, একজন এড, অন্যজন ব্রায়েন। একমাত্র ব্রায়েনকেই কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। একটা ঘোড়া বাগে আনার চেষ্টা করছে সে।

এডের মুখে একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুকের হাসি লেগে রয়েছে। 'তাহলে শেষ পর্যন্ত চলে যাচ্ছ? খুব খারাপ কথা।'

'দিন আরও আসবে,' বলল জুলিয়াস।
'তার মানে?'
'বুঝে নাও।'
'পার্ক ছেড়ে চলে যাচ্ছ?'
'পার্ক ছাড়তে যাব কেন?'
'ছাড়লে আয়ু বাড়বে তোমার।'
কাষ্ঠ হাসি হাসল জুলিয়াস। 'তাহলে আমার শঙ্কিত হওয়া উচিত?'
'কেন, টের পাও না?'
'না, আপাতত সবই উল্টোপাল্টা লাগছে,' শান্তভাবেই বলল জুলিয়াস। 'ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখব–হয়তো একটা সমাধান পেয়েও যেতে পারি।'

একটা ঘোড়ার গলায় রশি পরিয়ে বের করে এনেছে ব্রায়েন। জিন চড়াতে গিয়ে পিছলে পড়ে গেল। ব্যথা পায়নি, তবু উঠে বসে গালাগালি আরম্ভ করল ও। ওর গালির স্টক শুনে না হেসে পারল না এড। জুলিয়াসও হেসে ওর দিকে এগিয়ে জিনটা তুলে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিল।

'আমাকেও উঠতে একটু সাহায্য করো,' বলল ব্রায়েন। 'বুড়ো হয়েছি বলে এখন আর কেউ খেয়ালও করে না।'

'দূর, তোমার আর এমন কি বয়স হয়েছে?'

নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে ব্রায়েনকে টেনে তুলল জুলিয়াস। ওঠার সময়ে সে ফিসফিস করে জুলিয়াসের কানেকানে বলল, 'শহরে দেখা করো আমার সাথে।' কথা শেষ করেই ঝাড়া দিয়ে ওর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে আবার ঘোড়াটাকে গালাগালি করতে থাকল ব্রায়েন।

ওর বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। একটু নুয়ে পড়ছে শরীরটা, চামড়া কুঁচকানোর দাগ স্পষ্ট দেখা যায়। অনেকদিন আগেই তার অবসর নেয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাতে সে কোনমতেই রাজি নয়। সে বলে, 'সারাটা জীবন আমার ঘোড়ার পিঠেই কেটেছে, বাকি যে ক'টা দিন বাঁচি ঘোড়ার পিঠেই কাটাতে চাই আমি।' আসলেও সে তাই চায়।

বাঁধন খুলে নিজের ঘোড়ায় চড়ে পিছুন ফিরে চাইল জুলিয়াস। জারভিস, পেপি আর মেডক বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সবাই ওরা চেয়ে দেখছে তাকে। হয়তো গোপনে তাঁর ঘর থেকে বাবাও চেয়ে দেখছেন। বুকের ভিতরটা কেমন খালি খালি লাগছে, একটা হাত তুলে বিদায় জানাল জুলিয়াস–কিন্তু জবাবে কাউকে হাত নাড়াতে দেখা গেল না।

এডের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে সে বলল, 'আমার উপদেশ শোনো, ভেগে যাও।'

'কথাটা ভেবে দেখব,' জবাব দিল সে।

ঘোড়া ছুটিয়ে ক্রেস্টলাইনের দিকে এগিয়ে চলল জুলিয়াস। একবারও আর পিছুন ফিরে চাইল না।

মেডক লেটনের বয়স ঊনচল্লিশ। জীবনে বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছে সে। তার

পেশার ভাগই আইন-বিরোধী। এককালে সে কিং ফিশার, বিউড্রি, কারসন ব্রাদার্স আর থ্যাল্‌ডো টার্নার ব্যান্ডের সাথেও কাজ করেছে। তবে দলের একজন হিসেবেই ছিল–নাম ডাক হয়নি তার, পুলিশের খাতাতেও নাম ওঠেনি। ভাগে যা পেত তাতে তার চলা মুশকিল হয়ে দাঁড়াত বলে মাঝে মধ্যে চাকরি করে সৎভাবে খেটে খেতে হত তাকে। তার অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল একদিন সে একটা বিরাট দাঁও মারবে। কিন্তু সেটা যে কি হবে ইডেন পার্কে চাকরি নেয়ার সময়ও এ সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না তার।

হঠাৎ ওর জন্যে দুটো অনুকূল ঘটনা ঘটল! জুলিয়াস বাড়ি ছেড়ে ঘুরতে বেরুল আর সেবাস্টিন দত্ত অসুখে পড়লেন। জারভিসের ওপর র‍্যাঞ্চ চালানোর দায়িত্ব পড়ল। জারভিসকে সামলানো কঠিন কিছু নয়, ধাপ্পা দিয়ে কয়েকজনকে ডিঙিয়ে হাল ধরে বসল মেডক।

একটা ভয় ছিল তার, জুলিয়াস যে-কোন সময়ে ফিরে আসতে পারে, কিন্তু তিন মাসের মধ্যে ফিরল না সে। নিজের প্ল্যান অনুযায়ী একে একে পুরোনো সবাইকে বিদায় করে সেই জায়গায় নিজের লোক ভর্তি করল মেডক। শহরে হঠাৎ হিউ হার্পার আর হোয়েল কিডের দেখা পেয়ে ওদেরও কাজে বহাল করে নিল সে। একজন বড় কেউ হয়ে উঠেছে মেডক। এক বছর আগেও কিছুতেই ওরা মেডকের আদেশে কাজ করতে রাজি হত না, কিন্তু এখন মেনে নিয়েছে।

প্রথমে তার ইচ্ছা ছিল র‍্যাঞ্চ আর সেবাস্টিন দত্তের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে যতটা সম্ভব হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়বে। কিন্তু র‍্যাঞ্চের লোকজন সব তারই। পুরোনো প্ল্যান বাতিল করে সে এখন আরেকটা চমৎকার প্ল্যান এঁটেছে।

জুলিয়াস অদৃশ্য হতেই মেডক বলে উঠল, 'দুঃখ হয়, ছেলেটাকে ভালই লাগত আমার। কে জানে এখন কি আছে ওর কপালে?' ওদের বাজিয়ে দেখতে চায় মেডক।

'চুলোয় যাক, ব্যাটা,' নিজের মতামত প্রকাশ করল জারভিস।

'এটা তোমার মনের কথা হতে পারে না,' প্রতিবাদ করল পেপি।

'মনের কথাই।'

'আমার কিন্তু দুঃখই হচ্ছে ওর জন্যে।'

প্রাণ খুলে হাসতে ইচ্ছে করছে মেডকের। কৃত্রিম বিষণ্ন মুখে সে বলল, 'লোকজনকে এবার কাজে যাবার নির্দেশ দাও, জারভিস। কি করতে হবে তা তো তোমার সাথে সকালেই আলাপ হয়েছে। তুমি কাজ শুরু করাও, আমি ওই নতুন লোকটার সাথে বাকি কথা সেরে নিয়েই হাজির হচ্ছি।'

'ঠিক আছে, এদিকটা আমি নিজেই দেখছি,' বলল জারভিস।

ইশারায় এডমন্ডকে ডেকে কেবিনে ঢুকল মেডক। এড যখন কেবিনে ঢুকল মেডক তখন সারা ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। এডকে ঢুকতে দেখে হেসে বলল, 'এই যে, এড, ভালই হলো তুমি এসে গেছ।'

'হ্যাঁ, বসেই ছিলাম, তোমার চিঠি পেয়ে ভাবলাম ঘুরে আসি। অনেক লোকজন যোগাড় করেছ দেখছি?'

'ওদের চেনো নাকি তুমি?'

'বেশির ভাগই চিনি। তা মতলবটা কি তোমার? যুদ্ধে নামবে?'
হাসল মেডক। 'না, তার দরকার হবে বলে মনে হয় না–তবু সব ব্যবস্থাই রেখেছি। পেপিকে কেমন লাগল তোমার?'
'সুন্দর।'
'সুন্দর, ব্যস?'
'না, বলতে গেলে অনেক কিছুই বলা যায়,' বলল এড। 'মেয়েটাকে নিয়েই কি আমার কাজ?'
'সেই রকমই প্ল্যান আমার। পছন্দ হয়?'
'সন্দেহ নেই, কাজটা আকর্ষণীয়।'
'তাহলে কাজে লেগে যাও। আমিও সাহায্য করতে পারব তোমাকে। কিন্তু সে কথা পরে হবে, আগে বলো জুলিয়াস আর তুমি দু'জনে এখানে একসাথে কিভাবে পৌঁছলে?'
'ঘটনাচক্রে তাই ঘটল,' সহজভাবেই জবাব দিল এড।
সন্ধানী দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল মেডক। জুলিয়াসকে দেখেই চমকে উঠেছিল সে, তার ওপর সাথে এডকে দেখে একেবারে ভিতর পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে ওর। সে ভাবছে এডের সম্পর্কে ভাল করে না জেনে ওকে এর মধ্যে ডাকা ঠিক হয়নি। ওর সম্বন্ধে বলতে গেলে কিছুই জানে না মেডক। থ্যাল্ডোর দলে দু'জনেই একসাথে কয়েক মাস কাজ করেছে ওরা। দলটা ভেঙে যাবার পরে এড কোথায় যাচ্ছে জানা ছিল ওর–ব্যস ওই পর্যন্তই।
'তুমি বুঝছ না, এড,' বলে উঠল মেডক। 'ওই জুলিয়াস লোকটা আমাদের অনেক ঝামেলায় ফেলতে পারে। রাতের বেলাতেই ওকে তুমি শেষ করলে সেই হাঙ্গামা থেকে রেহাই পাওয়া যেত।'
'তাকে আমার গুলি করা উচিত ছিল বলছ?'
'নিশ্চয়ই।'
'কিন্তু আমি কি করে চিনব তাকে?'
'তোমরা কি গিরিপথ ধরে এসেছ?'
'হ্যাঁ।'
'ওখানে একজন লোক বসিয়েছিলাম আমি জুলিয়াসের জন্যে। লোকটার নাম এবেল বেইন।'
'মারা গেছে সে।'
বুক ভরে একটা শ্বাস নিল মেডক। 'কি হয়েছিল?'
'আমার হাতেই মারা পড়েছে লোকটা। না, চমকে উঠো না, লোকটা কে, আর ওখানেই বা কি করছিল, এসব আমার জানার কথা নয়। পছন্দ না হয় জাহান্নামে যাও তুমি।'
দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। দু'জনই নীরব। এড কি ভাবছে ঠিক ধরতে পারছে না মেডক। এটা ঠিক যে চিঠিতে আরমান্ড ফর্কে লোক রাখার কথা কিছু জানায়নি সে। হতে পারে এবেল বেইন যে মেডকেরই লোক তা জানত না সে। কিন্তু ঘটনা যা ঘটেছে তা ওর মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। আর

ওদের দু'জনের এক সাথে হাজির হওয়াটাও ভাল চোখে দেখছে না ও।

'নিজেই ভেবে দেখো,' বলল এড। 'তোমার পছন্দ হয় থাকব, নয়তো চলে যাব, তোমার এখানে চাকরি না করলেও আমার চলবে।'

'তুমিও মনে কোরো না যে তোমাকে ছাড়া আমাদের চলবে না,' রাগতস্বরে জবাব দিল মেডক। 'তোমাকে ছাড়াও চলবে। থাকলে কাজে লাগাতে পারব, সে জন্যে ভাল টাকাও দেয়া হবে। এখন থাকা না থাকা তোমার ইচ্ছা–কি করতে চাও?'

জানালা দিয়ে বাইরে চাইল এড। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে মেডকের চোখে পড়ল, পেপিকে দেখা যাচ্ছে উঠানে। এড ঘুরে দাঁড়াবার আগেই সে অনুমান করে নিল ওর জবাব কি হবে।

চার

কয়েক মাইল চলার পরে উত্তর দিকে ঘুরল জুলিয়াস। অল্প পরেই ইডেন নদীর ধারে পৌঁছে গেল। এটাই রকিং এইচের উত্তরের সীমানা।

নদীর এই জায়গাটা তার কাছে খুব পরিচিত। ছেলেবেলায় বাবার সাথে প্রায়ই আসত এখানে। সাঁতার কাটা আর মাছ ধরা বাবার কাছে এখানেই শিখেছে সে। পিস্তল ছোঁড়ায়ও তার হাতেখড়ি এখানেই। এখনও স্পষ্ট মনে আছে তার বাবার কথাগুলো। বলেছিলেন, 'আর একজন মানুষের ওপর তুমি পিস্তল চালাও এ আমি চাই না, জু, কিন্তু নিজেকে রক্ষা করার জন্য আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য এই বিদ্যাটা তোমার রপ্ত করে রাখা উচিত।'

এক ঝটকায় খাপ থেকে পিস্তল বের করে তাক করল জুলিয়াস। পরক্ষণেই আবার তা খাপে ভরে রাখল। এড তার এই অ্যাকশন দেখলে কি ভাবত? সে যদি তার সম্পর্কে খোঁজ নেয়, জারভিস তাকে জানাবে পিস্তলে জুলিয়াসের হাত খুব ভাল। কিন্তু জারভিস নিজেও জানে না কত ভাল। আজ পর্যন্ত সবার সামনে এর প্রমাণ দেয়ার কোন দরকার পড়েনি তার।

নদী পার হলো জুলিয়াস। কলিন গেইলের এলাকায় চলে এসেছে সে। কলিনের র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে ঘোড়া চালাল জুলিয়াস। মাত্র আধ ঘণ্টার পথ।

হঠাৎ করে ওই পথে আসেনি সে। বাড়িতে কিছু না ঘটলেও এটাই তার দ্বিতীয় স্টপ হত। আজ কেমন অভ্যর্থনা পাবে জানে না, তবে অতীতে ওই বাড়িতে খুবই সমাদর পেত সে।

সেই ছেলেবেলা থেকে ওই বাড়িতে সে যে কতবার গিয়েছে তার কোন হিসেব নেই। গেইল খামার তার জন্যে ছিল যেন তাদেরই বাড়ির আর একটা কামরা। প্রথম দিকে কলিন গেইলের ছেলে জনই ছিল তার প্রধান আকর্ষণ। জুলিয়াসেরই সমবয়সী সে। দু'জনের ছিল মানিকজোড় বন্ধুত্ব। জনের ছোট বোন জিনা ওর দু'বছরের ছোট। পরের দিকে প্রায়ই ওর সাথে সে জুটে যেত।

জিনার সাথেই বেশি সময় কাটাত জুলিয়াস।

কিছুদিন পরেই সে হঠাৎ আবিষ্কার করল জিনার উপস্থিতি তার কাছে দারুণ ভাল লাগে। তাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে জিনা। তার এত আসা যাওয়ার মাঝে তিনমাস আগের একটা সন্ধ্যার কথাই বেশি করে মনে পড়ছে। একটা ওয়্যাগনে করে জনের মৃতদেহ পৌঁছে দিতে নিয়ে গেছিল সে। ঘটনা শুনে ভীষণ আঘাত পেয়েছিল কলিন। তার স্ত্রী একেবারে ভেঙে পড়েছিল। জিনা মূর্ছা গেছিল। কিন্তু খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেছিল তার সাথে। জনের মৃত্যুর জন্যে সরাসরি জুলিয়াসকেই দোষারোপ করেছিল সে।

জুলিয়াসের সামনে দাঁড়িয়ে রক্তশূন্য মুখে, চোখে আগুন ঝরিয়ে সে বলেছিল, 'নিজে না চলে জনকে কেন ঘোড়ায় চড়তে দিলে?'

'নিজেই চড়েছিলাম,' বোঝানোর চেষ্টা করেছিল জুলিয়াস, 'ঘোড়াটা আমাকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়ার পরেই জন উঠেছিল।'

'ওকে উঠতে দিলে কেন? তুমি তো ভাল করেই জানো, যে ঘোড়ার পিঠে তুমি থাকতে পারোনি তার পিঠে থাকা জনের পক্ষে অসম্ভব?'

'না, জিনা, তুমি ভুল করছ। আমার চেয়েও ভাল ঘোড়া বশ করতে পারত জন। পড়ার সময়ে খুঁটির সাথে বাড়ি না খেলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না।'

মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে কোন যুক্তিই মেনে নিতে পারছে না সে। 'তুমি নিজেই গতকাল জনকে বলেছিলে ওটা একেবারে পাগলা ঘোড়া। তুমিই জনকে ডেকে নিয়ে ওকে ক্ষেপিয়ে ওই ঘোড়ায় চড়তে বাধ্য করেছ। ওকে ডেকে নিয়ে ওর বুকে গুলি করাও একই কথা হত। তুমিই খুন করেছ জনকে।'

সেদিন বাড়ি ফিরে ঘোড়াটাকে গুলি করে মেরেছিল জুলিয়াস। কাজটা তার বাবা পছন্দ করেননি। এ নিয়েই সেদিন বাবার সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছিল তার। আসলে বাবা ঠিকই বলেছিলেন, জনের মৃত্যুর কারণ দুর্ঘটনা, অযথা ঘোড়াটাকে হত্যা করা তার ঠিক হয়নি। ঘোড়াটাকে পরে বশ মানিয়ে কাজে লাগানো যেত।

এরপরে আর কলিনের খামারের কারও সাথে দেখা হয়নি জুলিয়াসের। সেই রাতেই পার্ক ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে। পালিয়েই গিয়েছিল বলা যায়। মানসিক অস্থিরতা, জিনা, তার বাপ-মা, জনের স্মৃতি–সব কিছু থেকেই পালিয়ে দূরে চলে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু আবারও ফিরে আসতে হয়েছে তাকে। একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার।

খামারটা দেখা যাচ্ছে সামনে। বাড়ির উঠানে ঘোড়া বেঁধে ফিরে দেখল মিসেস্ গেইল এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। ছোটখাট প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা মহিলা। চুলে পাক ধরেনি এখনও। জুলিয়াস এগিয়ে যেতে যেতে লক্ষ করল তার মুখে সুন্দর একটা হাসি লেগে রয়েছে। মনে কোন ক্ষোভ থেকে থাকলেও মুখ দেখে তা বোঝার উপায় নেই।

'তুমি ফিরে এসেছ দেখে খুব খুশি হয়েছি, জুলিয়াস,' বলল গেইল-গিন্নী। 'কলিন আর জিনা বাইরে গেছে, এখনই এসে পড়বে। এসো, ভিতরে এসে বসো।'

'সেই ভাল, একটু বসি,' হিলডা গেইলের পিছন পিছন ঘরে ঢুকল জুলিয়াস।

রান্নাঘরের ছোট টেবিলটার কাছে বসল ওরা প্রথমে। সেবাস্টিন দত্তের কথা তুলল হিলডা। 'শুনেছি তোমার বাবা খুব অসুস্থ। লোকজনের সাথে দেখা করাও ডাক্তারের বারণ। তোমার সাথে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, দেখা হয়েছে,' জবাব দিল জুলিয়াস। কিন্তু এই আলোচনা করার জন্য আসেনি সে। লম্বা করে একটা শ্বাস নিয়ে ধীর গলায় বলল, 'জনকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছে? আমি—আমি আসতে পারিনি। বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম।'

জুলিয়াসের মনের অবস্থা হিলডা বুঝতে পারছে বলেই মনে হলো। 'আমি জানি কেমন লেগেছিল তোমার। তোমরা তিনজন ছেলেবেলায় যেখানে খেলতে, সেই পিছনের বাগানেই কবর দেয়া হয়েছে ওকে। এটা জেনো, আমি জনের মৃত্যুর জন্য তোমাকে মোটেও দোষ দিই না। আমি জানি ওটা নেহাতই একটা দুর্ঘটনা। কলিনেরও একই মত।'

'আর জিনা?'

মুখ বিকৃত হলো হিলডার। 'তোমার নাম মুখেও আনে না। ভিতরে ভিতরে সে-ও নিশ্চয়ই জানে দুর্ঘটনাই এটা, কিন্তু তুমি তো জানো কেমন জেদী, গোঁয়ার আর ছেলেমানুষ ও? একদিন...'

বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া গেল। একটু পরেই কলিন আর জিনা ঢুকল ঘরে। দরজার কাছেই থেমে দাঁড়াল ওরা। একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেছে জিনা। কলিনও অবাক হয়েছে, কিন্তু চট করে সামলে নিয়ে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'হ্যালো, জুলিয়াস। ফিরে এসেছ দেখে খুব খুশি হলাম।' বলেই অনিশ্চিতভাবে মেয়ের দিকে ফিরে চাইল।

'ওকে দেখে আমি মোটেও খুশি হইনি,' বলে উঠল জিনা। 'জনকে হয়তো ভুলে গেছ তোমরা। আমি ভুলিনি।'

সংযত স্বরে কথা বলল হিলডা গেইল। 'জন আমাদেরই ছেলে, জিনা। আমরা তাকে ভালবাসতাম।'

'তাকে যে খুন করেছে সেই লোককেই আপ্যায়ন করছ তোমরা।'

'না, জিনা, ভুল করছ তুমি,' বলল কলিন। 'যা ঘটেছিল সেটা একটা দুর্ঘটনা।'

'ওটাকে দুর্ঘটনা বলে মানি না,' জ্বলে উঠল জিনা। 'ঘটনাটার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানি আমি যা তোমরা জানো না। চলি, আমার ভাইয়ের হত্যাকারী বিদায় হলে পরে ফিরব।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে চলে গেল জিনা।

কলিন-গিন্নী অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, 'আমি দুঃখিত, জুলিয়াস। জিনা এরকমই করবে বলে ভয় করছিলাম আমি। তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন কথাই শুনতে চায় না ও। হয়তো সময়ে বদলাবে মেয়েটা।'

'বদলাতেই হবে ওকে,' বলে উঠল কলিন। 'এই তিক্ততা বিষের মত। ও

আর সেই আগের জিনা নেই এখন।'

জিনার কথাটাই জুলিয়াসের মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'যা আপনারা জানেন না তা জিনা জানে–একথার মানে কি? কি বোঝাতে চাইছিল ও?'

'জানি না আমি,' বলল কলিন। 'হতে পারে–'

'কি হতে পারে?'

'জারভিসের সাথে ইদানীং বেশ ভাব হয়েছে জিনার। মনে হয় না ওকে ভালবাসে সে। তোমাকে আঘাত দেয়ার জন্যেই হয়তো ওর সাথে মেলামেশা শুরু করেছে। জারভিস ওকে কিছু বলে থাকতে পারে।'

কথাটা একটু মনে মনে ভেবে দেখল জুলিয়াস। শেষে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। দুর্ঘটনা সম্পর্কে এমন কোন নতুন কথা থাকতেই পারে না যা জুলিয়াস নিজেই বলেনি।

'তাড়াহুড়ো করে উঠছ কেন? বাবার সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

'হয়েছে, না হওয়ারই মত।'

চিন্তিতভাবে নিজের চিবুক চুলকাল কলিন। 'খুশি হয়েছি ফিরে এসেছ তুমি। ওদিকে তোমাদের রকিং এইচের চেহারা দেখে ভাল ঠেকছিল না আমার। পুরনো সব কাজের লোককে বিদায় করে নতুন লোক কাজে নিয়েছে মেডক। গুণ্ডার মত চেহারা একেকজনের। যাক, তুমি যখন এসে পড়েছ, নিজেই দেখে শুনে সামলাতে পারবে সব।'

'খামার চালাবার দায়িত্ব আর আমার নেই।'

'কিন্তু তা কি করে...'

'বাবার সাথে দেখা হয়েছে তা তো বলেছি আপনাকে। প্রীতিকর কোন ঘটনা নয়। এখনও বুঝিনি কেন আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হলো।'

'তোমার বাবা?'

'হ্যাঁ, স্বয়ং তিনিই!'

'বিশ্বাস করি না আমি।'

'বিশ্বাস আমারও হচ্ছে না–কিন্তু তাই ঘটেছে। আমি কি করব। বাবা ত্যাজ্যপুত্র করেছেন আমাকে। কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার। বড় হয়েছি, কোনমতে চলে যাবে, সম্পত্তির লোভ আমার নেই। শুধু দুঃখ যে ঘটনাটা এইভাবে ঘটল–বাবাকে শ্রদ্ধা করি আমি।'

'তোমাকেও যে উনি খুব স্নেহ করেন তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার।'

'কি জানি, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কি করবে তুমি এখন?'

'কিছু ঠিক করিনি এখনও।'

'এখানেই থাকতে পারো। জিনার সাথে কথা বলব আমি, দরকার হলে ঝাঁটা পেটা করে ওর ভূত ছাড়াব।'

হেসে মাথা নাড়ল জুলিয়াস। জিনার বর্তমান মানসিক অবস্থায় তার এখানে থাকাটা মোটেও ঠিক হবে না। মেয়েটাকে ভালবাসে সে, তাই দিনরাত উঠতে

থাকতে তার ঘৃণাভরা ব্যবহার সহ্য করতে পারবে না ও। 'না, আমি ক্রেস্টলাইনের দিকে যাচ্ছি এখন,' দরজার দিকে এগোল জুলিয়াস। 'ওখানে দুই একদিন কাটিয়ে একটা কিছু সিদ্ধান্ত নেব।'

বাইরে বেরিয়ে দেখল গুদামঘরের পাশে ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে জিনা। কটমট করে তারই দিকে উদ্ধত ভঙ্গিতে চেয়ে আছে সে। আগে খেয়াল করেনি, ওর পরনে রয়েছে তারই পছন্দ করা ঘোড়ায় চড়ার পোশাক। জনের মৃত্যুর মাত্র মাসখানেক আগেই কেনা। আঁটসাঁট প্যান্টে তার সুঠাম নিতম্ব আরও বেশি করে ফুটে উঠেছে। পরনে জ্যাকেট নেই বলে ওর ক্ষীণ কটি আরও সরু দেখাচ্ছে। টাইট ব্লাউজে তার উন্নত বক্ষ বাগ মানতে চাইছে না। লম্বা নয় মেয়েটা, কিন্তু সেজন্যে জুলিয়াসের মনে কোন ক্ষোভ নেই।

'এত তাড়াহুড়ো করে যাবার কি দরকার ছিল,' পিছন থেকে আপত্তি জানাল হিলডা।

'আবার একদিন আসব;' জবাব দিল জুলিয়াস।

নিজের ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল সে। জিনাকে মোটেও পাত্তা না দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বাড়ির পিছন দিককার বাগানে চলে এল জুলিয়াস। গাছের তলায় ক্রস লাগানো কবরটা সহজেই চোখে পড়ে। কাছে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে টুপিটা মাথা থেকে খুলে হাতে নিয়ে দাঁড়াল সে। নীরবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তার মনে পুরোনো দিনের অনেক স্মৃতি ভিড় করে এল। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর। গলাটা বুজে এসেছে। দু'চোখ পানিতে ঝাপসা হয়ে এল। হয়তো ভবিষ্যতে আরও বন্ধু আসবে তার জীবনে, কিন্তু তাদের কেউই জনের জায়গা কেড়ে নিতে পারবে না।

কতক্ষণ যে ওখানে দাঁড়িয়েছিল জুলিয়াস, তা সে নিজেও জানে না! শেষ পর্যন্ত অতীতের স্মৃতির জাল ছিঁড়ে আবার ঘোড়ায় চড়ল সে। চলে যাবার আগে বাড়িটার দিকে ফিরে চেয়ে দেখল দরজায় জিনা দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনেই ওর বাবা-মাও রয়েছে। জুলিয়াসকে বিদায় জানাতে হাত নাড়ল ওরা। নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল জিনা।

পাঁচ

কলিনের খামার থেকে ক্রেস্টলাইন শহর বেশ কিছুটা দূরে। বিকেল নাগাদ শহরে পৌঁছল জুলিয়াস। আস্তাবলে ঘোড়া রাখতে গিয়ে ক্লান্ত জুলিয়াস আড়ষ্টভাবে নেমে দাঁড়াল।

ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ফিলিক্স গ্রেস ওকে চিনতে পেরেই অবাক হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আরে! জুলিয়াস না? আমরা ভেবেছিলাম…'

'কি ভেবেছিলে?'

হাসল ফিলিক্স। 'না, ও কিছু না। আমরা শুনেছিলাম ডেনভারে একটা

গোলমালে জড়িয়ে পড়েছ তুমি। নিশ্চয়ই ভুল খবর। যাক, তুমি ফিরে এসেছ দেখে খুশি হয়েছি।'

আজ সকালেও জারভিস ডেনভারে গোলমালের কথা কি যেন উল্লেখ করেছিল। পেপিও একই কথা তুলেছিল। এসব গুজব কে ছড়িয়েছে? ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

'আমার ঘোড়ার ভালমত যত্ন কোরো, ফিলিক্স। দানা খাইয়ে শরীরটা ডলে দিয়ো।'

'ঘোড়াটা কখন দরকার তোমার?'

'জানি না, তবে তাড়া নেই। বিশ্রাম দরকার ওর।'

'সত্যি তুমি ফিরে আসায় খুব খুশি হয়েছি আমি,' আবার বলল সে।

ফিলিক্সের বয়স হয়েছে। প্রায় অথর্ব হয়ে পড়েছে। অত্যধিক মদ খায় বলে কেউ ওর কথায় গুরুত্ব দেয় না। পার্কে তার কোন দাম নেই, তবু ওর আন্তরিকতায় নিজেকে আর অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছে না জুলিয়াসের। কেউ ওর কথায় নির্ভর করে না। পার্কে তার কোন দাম নেই, তবু ওর কথায় নিজেকে আর অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছে না জুলিয়াসের।

কিন্তু কতক্ষণ সে এইরকম ভাল বোধ করবে কে তা জানে? জনমত খুব সাংঘাতিক জিনিস। যখন তার বাসায় থাকা একান্ত প্রয়োজন, তখনই সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিল। সেই সময় কিছু একটা গুজব ছড়িয়েছে এখানে তার নামে। তার ওপর আজই বাবা যে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন সেই খবরটাও জানাজানি হয়ে যাবে। অনেকের কাছেই খবরটা খুব রসাল হবে।

'এখন থেকে তো রকিং এইচ খামার তুমিই চালাবে, কি বলো?'

বিরক্তি বোধ করছে জুলিয়াস। 'মাত্র ফিরেছি আমি, এখনও কি করব না করব কিছু ঠিক করিনি,' জবাব দিল সে।

উঠান পার হয়ে রাস্তায় চলে এল জুলিয়াস। সেলুনের সামনে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। বস্টন স্টোরের বারান্দায় দু'জন লোক দাঁড়িয়ে। তিনটে বাচ্চা ছেলে নাপিতের দোকানের সামনে মার্বেল খেলছে। শেরিফের অফিসের সামনে একটা বড় কুকুর বসে আছে–অর্থাৎ শেরিফ অফিস ঘরেই আছে।

ডাক্তারের সাথে দেখা করে তার কাছ থেকেই বাবার সঠিক অবস্থাটা জেনে নিতে হবে। শেভ সেরে খাওয়া-থাকার একটা জায়গাও খুঁজে নিতে হবে তাকে। থাকার জায়গা নিয়েই বেশি চিন্তা। ক্রেস্টলাইনে কোন আবাসিক হোটেল নেই। মাঝেমধ্যে কেউ বেশি মদ খেয়ে ফেললে তাকে সেলুনেই থাকার জায়গা করে দেয় মালিক অ্যালেন কারভার। ডাক্তার নাথান অ্যাশওয়ার্থের বাসায় অতিরিক্ত কামরা আছে, তবে সেগুলো তার রুগীদের জন্যেই রাখা থাকে। মিসেস ল্যাঙলী দু'এক সময় ঘর ভাড়া দেয়, কিন্তু বুড়ি এত বেশি কথা বলে যে ওখানে থাকলে দু'দিনেই মাথা খারাপ হয়ে যাবে তার।

প্রথমে শেভ করবে বলে এগোল জুলিয়াস। শেরিফের অফিস পার হবার সময় পিছন থেকে ডাক শুনে দাঁড়াল সে। ঘুরে দেখল দরজায় ডিগবি নোবলকে দেখা যাচ্ছে।

'জানালা দিয়ে তোমাকে দেখলাম,' ডিগবি বলল, 'তাড়া আছে নাকি তোমার?'

'না, তাড়া কিসের?' জবাব দিল জুলিয়াস।

'তাহলে ভিতরে এসো, একটু আলাপ করা যাক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওর প্রস্তাবে রাজি হলেও মনে মনে বিরক্তই হলো জুলিয়াস। কেন যেন লোকটাকে মোটেই সহ্য করতে পারে না সে।

ডিগবির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। শক্ত ভারি দেহ-কিন্তু মেদ নেই তার শরীরে। কালো চুল, ঘন ভুরু এবং সরু করে ছাঁটা গোঁফ আছে পাতলা ঠোঁটের ওপরে। সহজে হাসে না সে-অন্তত জুলিয়াসের সামনে তো নয়ই।

অফিস ঘরে ঢুকল ওরা। বোর্ডে কয়েকজন আসামীর ছবি ঝুলানো।

'শুনেছি বাইরে ছিলে তুমি,' বলল শেরিফ। 'কোথায়?'

'আর একটু আলাপ' হলে ওখানেই শেষ হয়ে যেত। প্রশ্ন শুনেই রাগে রক্ত চড়ে গেছিল জুলিয়াসের মাথায়-সে কি করে আর কোথায় যায় এসব তার নিজস্ব ব্যাপার! রাগ সামলে সে জবাব দিল, 'একটু বাইরে বেড়িয়ে এলাম।'

'তোমার ডেনভারে যাওয়ার ব্যাপারে কি যেন শুনলাম।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল জুলিয়াস। মানুষ গুজব নিয়ে কি রকম মাথা ঘামায়! হঠাৎ হেসে উঠে সে বলল, 'হ্যাঁ, ডেনভারেও গিয়েছিলাম আমি।'

'শুনলাম তোমাকে নিয়ে কিছু গোলমাল বেধেছিল ওখানে?'

'হ্যাঁ, ছয়জন মানুষ খুন করেছি, দুটো ব্যাঙ্ক-না, দুটো না, তিনটে ব্যাঙ্ক ডাকাতিও করেছি!'

উত্তরটা শেরিফের কাছে মজার কথা বলে মনে হলো না। একটু চড়া সুরেই সে বলল, 'বাজে কথা রেখে কি ঘটেছিল তাই বলো।'

'ডেনভারে টেলিগ্রাম করেই জেনে নিয়ো।'

'তাই হয়তো করব।'

'খুশি তোমার, আর কিছু?'

'হ্যাঁ, কোন কারণে দরকার হলে তোমাকে কোথায় পাব? একটু আগে জারভিসের কাছে শুনলাম তুমি আর রকিং এইচে থাকছ না।'

অবাক হলো জুলিয়াস। খবরটা ছড়িয়ে দিতে মোটেও দেরি করেনি ওরা।

'এখন তাহলে কি করবে বলে ভাবছ?' আবার প্রশ্ন করল ডিগবি।

অনিশ্চিতভাবে হাত নেড়ে সে বলল, 'এখনও ঠিক করিনি কিছু।'

'জারভিস বলল পার্ক ছেড়ে নাকি চলে যাচ্ছ তুমি?'

'বললাম তো, ঠিক নেই।'

'এদিকে কোন চাকরি নেই, থেকে কি করবে?'

'চাকরি একটা সব সময়েই পাওয়া যাবে।'

'তুমি পাবে না। যাদের রেকর্ড খারাপ তাদের চাকরি নেই এখানে।'

রাগ চাপতে জানালার দিকে ফিরল জুলিয়াস। শেরিফকে ভালমত দু'কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে তার। কিন্তু ঝামেলা করে লাভ নেই। ব্রায়েন চাইল্ডের কথা মনে পড়ল-তার সাথে শহরে দেখা করবে বলছিল লোকটা। এখন হাজতে

ঢুকে কাজ নেই। কিছু একটা তাকে বলতে চেয়েছিল ব্রায়েন। হয়তো এমন কিছুই নয়, আবার তা গুরুত্বপূর্ণ কথাও হতে পারে। ব্রায়েনই তাদের বাসার সবচেয়ে পুরোনো আর বিশ্বাসী মানুষ। বাবার খুব কাছের লোক সে। কিছু একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ওর সাথে জুলিয়াসের কথা হওয়া দরকার।

'আজ পর্যন্ত পার্কে কোনদিন কোন ঝামেলা হয়নি,' গম্ভীর স্বরে বলল ডিগবি। 'এখন হোক, তা আমি চাই না।'

'তোমার কথার মানে?'

'সবাই জানে পিতা ইচ্ছা করলে কুসন্তানকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে ত্যাজ্য করতে পারে। তোমার যদি ভ্রান্ত ধারণা থাকে যে রকিং এইচ খামারে এখনও তোমার অধিকার আছে তবে তা এই মুহূর্তেই ত্যাগ করো। ঝামেলা বাধাতে যেয়ো না।'

চারদিকে একবার চেয়ে দেখে কাষ্ঠ হাসি হাসল জুলিয়াস। 'আমার তো মনে হচ্ছে তুমি ঝামেলাই চাইছ, শেরিফ?'

'তোমাকে জানিয়ে দিলাম কোন রকম পাগলামি-ছাগলামি বরদাস্ত করব না আমি, বুঝেছ?'

'আর কিছু?'

'না, আপাতত যা বললাম সেটা মনে রাখলেই চলবে।'

শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল জুলিয়াস। একটা স্প্রিং ওয়্যাগন শহরে এসে ঢুকল। ড্রাইভ করছে বোকো, পাশে তার স্ত্রী হেলেন। শহরের পশ্চিমে ওদের খামার। বোকো দম্পতির সাথে জুলিয়াসের বেশ ভাল খাতির। অনেকবারই তাদের র‍্যাঞ্চে দাওয়াত খেয়েছে সে। হেলেন দেখতে এখনও সুশ্রী, খুব ভাল রাঁধুনী বলেও পার্কে নাম আছে তার। ওদের দেখেই হাত নাড়ল জুলিয়াস, উৎফুল্লভাবে উত্তরে বোকোও কি যেন বলল। কিন্তু, হেলেন ওকে দেখেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। নিচু স্বরে স্বামীকে কিছু বলতেই সে রেগে উঠে বকুনি দিল। কিন্তু হেলেন অটল—জুলিয়াসের দিকে আর মুখ ফিরাল না সে। এসবের মানে কি? হেলেনের কাছে সব কিছুই খুব ভাল, নয়তো খুব খারাপ—মাঝামাঝি বলে কিছু নেই। মনে হচ্ছে জুলিয়াস ডেনভারে কি করেছে সেই সম্বন্ধেই কোন কিছু শুনেছে সে। গুজবটা সত্যিই তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে।

এগিয়ে নাপিতের দোকানে ঢুকে পড়ল জুলিয়াস। চুল ছাঁটা আর দাড়ি শেভ করার ফাঁকে পার্কের যতসব ঘরোয়া খবর শোনাল রকি। বিভিন্ন খদ্দেরের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করে সেগুলো আবার অন্যদের শোনায় সে। বোকোর র‍্যাঞ্চে কবে আগুন লেগেছিল, নডির লোক দরকার, ওর খামারের দু'জন লোক কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, ফ্রেডের ছেলেমেয়েদের সবার হাম হয়েছে, এইসব খবর থেকে শুরু করে মিসেস বেলের আবার বাচ্চা হবে, এই খবরও পেয়ে গেল জুলিয়াস।

'রকিং এইচের খবর তো তোমাকে দেয়াই হয়নি,' জুলিয়াসের মুখে ব্রাশ দিয়ে সাবান ঘষতে ঘষতে বকবক করেই চলল রকি।

'বলো,' যোগান দিল জুলিয়াস।

'তোমাকে যে বের করে দেয়া হয়েছে এটা আমাদের কাছে নতুন খবর কিছু নয়। তুমি বাইরে যাওয়ার পর থেকেই জারভিস বুক ফুলিয়ে শহরে ঘুরে বেড়ায় যেন সে-ই সর্বেসর্বা। আসলে পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে মেডক। ওকে সাহায্য করছে হোয়েল কিড আর হিউ হার্পার–দু'জনেই নামকরা বন্দুকবাজ।'

'জারভিসের আর কি খবর?'

'জুয়া খেলায় খুব মত্ত।'

'হারে?'

'গত সপ্তাহেই দু'হাজার ডলারের বেশি হেরেছে। সেবাস্টিন দত্তের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স দ্রুত নামিয়ে আনছে সে।'

'আর আমার কথা? আমার কথা কি শুনেছ তুমি?'

'আমি ধরেই নিয়েছি ওটা গুজব।'

হাসল জুলিয়াস। 'ভাল কথা, কিন্তু গুজবটা কি?'

'ওরা বলে ডেনভারে কাকে যেন খুন করেছ তুমি।'

'ব্যস, এইটুকু?'

'না, মেয়ে-ঘটিত একটা ব্যাপার আছে। মেয়েটির স্বামী নাকি তোমাকে তার ঘরে হাতেনাতে ধরেছিল।'

'কথাটা কে ছড়িয়েছে?'

'ঠিক কোথা থেকে বা কার কাছে থেকে ছড়িয়েছে বলা মুশকিল। যতদূর মনে পড়ে আমি প্রথম শুনি রকিং এইচেরই কর্মচারী চাকের মুখে। অ্যালেন কারভার শুনেছে হোয়েল কিডের কাছে। কে যেন বলছিল ডেনভারের একটা কাগজেও বেরিয়েছে এই খবর।'

গুজবটাকে এখনই গলা টিপে মারতে না পারলে জুলিয়াসকে এর জের অনেক বছর পর্যন্ত টানতে হবে। কিছু একটা করা দরকার–রকিকেই ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল সে।

'রকি, ওই খবরের কাগজটা বা আমি ডেনভারে কাউকে গুলি করেছি এর কোন প্রমাণ যদি কেউ দেখাতে পারে, তাকে আমি এক হাজার ডলার পুরস্কার দেব–কথাটা একটু ছড়িয়ে দিতে পারবে? হাজার ডলার দেয়ার মত টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে আমার নামে।'

'বুদ্ধিটা ভাল, এতে কাজ হবে বলেই মনে হয়–ঠিক আছে, কথাটা আমি ছড়িয়ে দেব,' প্রতিশ্রুতি দিল রকি।

রকির ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকল জুলিয়াস। আইডা বেইলি আর তার মেয়ে লোলা, দু'জনে মিলে রেস্টুরেন্টটা চালায়। রাতের ডিনার খাবার সময় এখনও হয়নি। তাকে দেখেই লোলা জানাল অল্পক্ষণের মধ্যেই খাবার তৈরি হয়ে যাবে। রান্নাঘর থেকে ওকে এক কাপ কফি এনে দিয়ে একটু গল্প করার জন্যে জুলিয়াসের টেবিলেই বসল সে।

ছিমছাম লম্বা গড়ন লোলার। সোনালী চুল, নীল চোখ। ওর ধারণা মুখের

তিল দুটো তার সৌন্দর্যহানি ঘটিয়েছে। কিন্তু জুলিয়াসের মনে হয় ওতেই আরও সুন্দর দেখায় তাকে। সবাই খুব পছন্দ করে লোলাকে। পার্কের অনেক যোগ্য পুরুষই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। কেন যে মেয়েটা আজও বিয়েতে রাজি হয়নি বুঝতে পারে না জুলিয়াস।

সামনাসামনি বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে নিজের দুই তালুতে মুখ রেখে জুলিয়াসের দিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে দেখছে লোলা।

'কি হলো, অমন করে চেয়ে কি দেখছ?' জিজ্ঞেস করল জুলিয়াস।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোলা। 'কেমন ছিল ডেনভারের সেই মেয়েটা? খুব সুন্দর?'

'অপরূপ! ডবল সুন্দরী–দুটো মাথা ছিল ওর!'

'তাই বুঝি পালিয়ে এলে? ওই মেয়েটার জায়গায় আমি হলে কিন্তু কিছুতেই তোমাকে যেতে দিতাম না। ওই গল্পের একটা অক্ষরও বিশ্বাস করিনি আমি। কি করব, কপাল খারাপ, তুমি জিনা গেইলের প্রেমে বিভোর, নইলে কবেই তোমাকে সোনার শিকলে বেঁধে ফেলতাম।'

জুলিয়াস হেসে বলল, 'আমার চেয়ে অনেক ভাল ভাল পাত্র তোমার পথ চেয়ে বসে আছে জানি। কবে মনস্থির করবে বলো তো?'

'বিয়ে কি করতেই হবে?'

'সবাই তো করে।'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসল লোলা। 'জেরিকে তোমার কেমন মনে হয়?'

বোকোর খামারে কাজ করে জেরি। সচ্চরিত্র, কম কথা বলে, কিন্তু কাজের লোক।

'ভাল লোককেই বেছে নিয়েছ–ঝুলে পড়ো।'

'ওকে বিয়ে করব বলিনি আমি–ওর সম্পর্কে তোমার মত জানতে চেয়েছিলাম।'

'ভাবছ তাহলে?'

'হয়তো–এমনও হতে পারে ভাবতে ভাবতেই বুড়ি হয়ে যাব। তোমার কি মনে হয় আদর্শ আইবুড়ি হওয়াই লেখা আছে আমার কপালে?'

'কক্ষনো না!'

রান্নাঘর থেকে মায়ের ডাকে লোলাকে উঠতে হলো। আরাম করে গা এলিয়ে বসল জুলিয়াস। লোলার মনের ভাব জেনে খুশি হয়েছে সে। জেরি লোকটার কোন মিথ্যা আড়ম্বর নেই। কাজ করে টাকা জমাচ্ছে সে। সন্দেহ নেই ভবিষ্যতে একদিন জায়গা-জমি কিনে নিজেই খামার করবে ও।

লোলা ওর খাবার নিয়ে এল। জুলিয়াসের খাওয়ার মাঝেই কয়েকজন লোক ঢুকল রেস্টুরেন্টে। ওদের মধ্যে নডি কোলম্যান সোজা এগিয়ে এসে জুলিয়াসের টেবিলেই বসল। সরল লোক। কোন রকম ভণিতা না করেই সে জিজ্ঞেস করল, 'শুনলাম তুমি নাকি রকিং এইচ ছেড়ে চলে এসেছ?'

'আত্মসম্মান বাঁচিয়ে বললে ওভাবেও বলা যায়।'

'কথাটা তাহলে সত্যি?'

'দুঃখজনকে হলেও সত্যি।'

'তুমি আমার খামারে চলে এসো না কেন? তোমার কাজের যোগ্য পারিশ্রমিক দেব আমি। কাজের লোক খুব দরকার আমার। চাও তো একটা চুক্তিতে আসতে পারি আমরা।'

বেঁটে, স্বাস্থ্যবান আর পরিশ্রমী লোক নডি কোলম্যান। তিন ছেলে-মেয়ের বাপ সে। ওর স্ত্রীর সাথেও জুলিয়াসের আলাপ আছে–মহিলাকে তার বেশ ভালই লাগে। নডির হয়ে কাজ করতে আপত্তি নেই ওর। কিন্তু কথা হচ্ছে পার্কেই থাকবে কিনা সেটা এখনও ঠিক করেনি সে।

'নডি, তোমাকে কি জবাব দেব বুঝতে পারছি না,' ধীরে ধীরে বলল জুলিয়াস। 'সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে, ভেবে দেখার জন্য কিছু সময় দরকার আমার।'

'ঠিক আছে, কাজ করতে করতেই চিন্তা কোরো তুমি–আপাতত দৈনিক হিসেবে নাও? পরে চিন্তা করে দেখো কি করবে।'

'ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দিচ্ছি, তাই আজ রাতে আর যেতে পারছি না।'

'কেন পারবে না?' সহজে ছাড়ার পাত্র নয় নডি। 'ফিলিক্সের কাছ থেকে অন্য একটা ঘোড়া নিয়ে নাও, তোমারটা পরে এক সময়ে ফেরত নিয়ে নিয়ো।'

বোকো আর হেলেন এসে ঢুকল। জুলিয়াসদের কাছেই একটা টেবিলে বসল ওরা। বোকো জুলিয়াসের সাথে কথা বললেও হেলেন মুখ ঘুরিয়েই থাকল।

নডির খাবার নিয়ে এল লোলা। কয়েক মিনিট পরেই আবার ওদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল সে।

'একটা খবর শুনলাম, জুলিয়াস,' শান্ত গলায় বলল লোলা। 'তোমাদের খামার থেকে একজন লোক এসেছিল, সে বলল রকিং এইচে পিস্তল পরিষ্কার করার সময়ে দুর্ঘটনায় ব্রায়েন মারা গেছে।'

একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল জুলিয়াসের শিরদাঁড়া বেয়ে। চেয়ার থেকে অর্ধেক উঠে আবার ধপ করে বসে পড়ল সে। ব্রায়েন মারা গেছে? পিস্তল পরিষ্কার করতে গিয়ে দুর্ঘটনা? বিশ্বাস হচ্ছে না তার। শিথিল ভাবে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল সে।

'খুবই দুঃখের কথা,' বলে উঠল নডি। 'চমৎকার লোক ছিল ব্রায়েন। খুব সাবধানীও ছিল। কি করে এমন ঘটল?'

কোন জবাব দিল না জুলিয়াস। তার বলে উঠতে ইচ্ছে করছে এটা কখনোই দুর্ঘটনা হতে পারে না–এটা খুন! কিন্তু প্রমাণ কই? গোলাগুলি নাড়াচাড়ায় এসব হতেই পারে। ঘটনাকে ওভাবে সাজানোও হয়ে থাকতে পারে। যাই হোক, ব্রায়েন আর তার সাথে শহরে দেখা করতে আসছে না। ওর যাই বলার থেকে থাকুক সেটা না বলাই রয়ে গেল।

'তোমার সাথে পরে বাইরে দেখা হবে, নডি,' উঠে দাঁড়াল জুলিয়াস। কিছু বোঝাপড়া আছে তার।

রকিং এইচের কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে সেলুনের সামনে। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল জুলিয়াস। ব্রায়েন কিভাবে মারা গেছে তা প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে শুনতে চায় সে।

ডজনখানেক লোক সার বেঁধে বারের সামনে দাঁড়িয়ে। কয়েকজনকে আজ সকালে নাস্তার টেবিলে দেখেছে সে। জারভিস বা মেডককে ওদের মাঝে দেখা গেল না। ওদের মধ্যে এডমন্ড ফিনলেকে দেখে তাকে ডাকল জুলিয়াস। 'এড, একমিনিট একটু এদিকে শুনে যাও।'

ঘুরে দাঁড়াল এড। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে স্বাভাবিক গলায় সে বলল, 'আরে, জুলিয়াস যে! এসো, এক গ্লাস মদ নিচ্ছি, খাও।'

'সে আর এক সময় হবে। চলো, একটু বাইরে এসো–কথা আছে।'

ওর কথায় সম্মতি জানিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল এড। বাঁকা-দেহ বন্দুকবাজ হিউ হার্পার আর দৈত্যের মত মাডিও রয়েছে বারে। এডের পিছন পিছন রকিং এইচের লোকজনও সবাই এগোল–দরকার পড়লে এডের কাছাকাছিই থাকতে চায় ওরা।

জুলিয়াসের কাছে এসে মাথা নাড়তে নাড়তে এড বলল, 'আসলে তুমি একটা মস্ত গোঁয়ার লোক। খুব বোকামি করছ তুমি।'

'কি করব, স্বভাব তো আর বদলানো যাবে না?'

বাইরে বেরিয়ে রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে বাড়ির কোনা পেরিয়ে দাঁড়াল ওরা। সেলুনের দরজার বাইরে হিউ হার্পার, মাডি আর রকিং এইচের অন্যান্য লোকজন এসে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার ওপারে ডিগবি নোবলও তার অফিস থেকে বেরুল।

অন্য কারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জুলিয়াস বলল, 'এড, ব্রায়েনের কি হয়েছিল?'

'বুড়োটার? দুর্ঘটনা।'

'কে দেখেছে?'

টুপিটা একটু পিছন দিকে ঠেলে দিল এড। একটা কৌতূহলী ভাব প্রকাশ পাচ্ছে ওর মুখে। 'তুমি কি ভাবছ ওটা দুর্ঘটনা নাও হতে পারে?'

'ঠিক তা-ই ভাবছি আমি। ঘটনাটা কে দেখেছে?'

'যতদূর শুনেছি কেউই দেখেনি। ওর জন্য আবার এত দুশ্চিন্তা কে করতে যাবে বলো?'

সন্ধানী দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে জুলিয়াস। 'রকিং এইচের আস্তাবলে ব্রায়েনকে ধরে ওঠাবার সময়ে ফিসফিস করে আমাকে শহরে দেখা করতে বলেছিল সে। তুমি শুনে থাকলে...'

'লোক চিনতে ভুল করেছ হে, স্বার্থের খাতিরে খুন করা আমার স্বভাব নয়। জাহান্নামে যাও তুমি!'

বেশ রেগেছে এড। মুখটা লালচে দেখাচ্ছে। জুলিয়াসের মনে হলো সত্যি কথাই বলছে ও, হয়তো ব্রায়েনের মৃত্যুর সাথে ওর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু

কাজ বলে দুর্ঘটনায় ব্রায়েন মারা গেছে এমন ভাবারও কারণ নেই।

'মিছে নিজের ওপর ঝামেলা ডেকে আনছ,' বলল এড। 'চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি এর ফলাফল কি হবে। মেডক বলেছে ওটা দুর্ঘটনা, মেনে নাও। অন্য কিছু বলতে গেলেই সে তোমাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে ছাড়বে। তখন কোথায় থাকবে তোমার আত্মসম্মান?'

'ভাল লোকজনের সাথেই যোগ দিয়েছ।' খোঁচা দিল জুলিয়াস।

'সে মাথাব্যথা আমার।'

লোকটা যে আসলে কেমন বুঝতে পারছে না জুলিয়াস। মেডক, হিউ, মাডি বা অন্যান্য রকিং এইচের লোকজনের সাথে ওর ঠিক খাপ খায় না। নাকি বুঝতে ভুল করছে সে? চলে যাবার জন্যে ঘুরল জুলিয়াস।

'কোথায় যাচ্ছ এখন?' জিজ্ঞেস করল এড।

'একটা কাজ পেয়েছি,' জবাব দিল সে। 'তোমাকে তো বলেছি, এড, পার্ক আমার খুব পছন্দ, আশপাশেই থাকব আমি–দেখা হবে।'

কোনাকুনি রাস্তা পার হয়ে ডাক্তারের বাড়িতে গেল জুলিয়াস। নাথান অ্যাশওয়ার্থকে বাসাতেই পাওয়া গেল।

'আশা করছিলাম তুমি আসবে,' দরজা খুলেই সাদর আমন্ত্রণ জানালেন ডাক্তার। 'এসো, ভিতরে এসে বসো।'

'না, বসব না, বাবার সঠিক অবস্থা জানতে এসেছি আমি।'

'অসুস্থ। খুবই অসুস্থ তিনি।'

'মানে, বাঁচার আশা নেই?'

'এতদিন যে কিভাবে টিকে আছে সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। যে-কোনদিন মারা যেতে পারেন। এই অসুখে কখন যে কি হয় বলা কঠিন। সপ্তাহে দু'দিন দেখতে যাই বটে, কিন্তু আসলে আমার করার কিছুই নেই।'

'হার্টের অসুখ?'

'হ্যাঁ, হার্টের কাছে একটা শিরায় রক্ত জমে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। কেন এমন হয় জানি না–মানুষ এতে চট করে মারাও যেতে পারে, আবার মাঝেমধ্যে অনেকদিন বিছানায় ভুগেও মরে।'

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল জুলিয়াস। বাবাকে সে চেনে, দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে ভোগা সহ্য হবে না তাঁর। তারচেয়ে তাঁর তিনমাস আগেই মরে যাওয়া অনেক ভাল ছিল।

ছয়

নডি কোলমানের সাথে খোলাখুলিই আলাপ করল জুলিয়াস। বলল কাজটা সে নিচ্ছে বটে কিন্তু কতদিন যে থাকতে পারবে তার কোন ঠিক নেই। মেডকের সাথে গোলমাল বাধলে নডির এখানে কাজ করে বলে নডিও গোলমালে জড়াক

এটা সে চায় না।

'যে-কোনদিন যে-কোন মানুষের সাথেই মেডকের লাগতে পারে,' বলল নডি। 'শুধু সে-ই নয়, ওর সাথের লোকগুলোও সবাই ঝগড়াটে। গায়ে পড়ে ঝগড়া করাই ওদের স্বভাব।'

'কিন্তু আমার কারণে ঝগড়া হোক, এটা আমি চাই না।'

জুলিয়াস কাজে যোগ দিয়েছে জেনে মারিয়া কোলম্যান খুব খুশি হয়েছে। গুজবের কারণে কোন অস্বস্তি যদি তার থেকেও থাকে তা কারও বোঝার উপায় নেই। সে কিছুতেই বিশ্বাস করে না সেবাস্টিন দত্ত তাঁর ছেলেকে অমন কথা বলতে পারে। মারিয়া জোর দিয়েই বলেছিল, 'তোমাকে তোমার বাবা খুব ভালবাসেন জানি আমি। তুমি দেখে নিয়ো, ওঁর মাথা একটু ঠিক হলেই আবার তিনি তোমাকে ডেকে পাঠাবেন।'

এ নিয়ে আর তর্ক করেনি জুলিয়াস। পরদিন সকাল থেকে ইনডির সাথে কাজে লেগে গেল সে। গরু-মহিষের গায়ে মার্কা মারা, খড় কেটে সেগুলো সংগ্রহ করে পশুর শীতকালের খাবার হিসাবে জড়ো করা, খুঁটি বদল করে বেড়া মেরামত করা, ইত্যাদি প্রচুর কাজ বাকি পড়ে আছে।

চতুর্থ দিনের দিন শহর থেকে জনি এসে হাজির হলো জুলিয়াসের খোঁজে। রান্নাঘরে জুলিয়াস, নডি আর মারিয়ার সাথে বসল সে। জনিকে খুব বিচলিত দেখাচ্ছে।

'কিছু একটা করা দরকার, কে জানে এর পরে আবার কি ঘটবে?' চিন্তাগ্রস্ত ভাবে বলল জনি।

'কেন, তোমার আবার কি হলো?' প্রশ্ন করল জুলিয়াস।

'না, আমার কিছু হয়নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ? জেরিকে চিনতে? মারা গেছে। গত সন্ধ্যায় হিউ গুলি করে মেরেছে ওকে।'

'হিউ! কি হয়েছিল?'

'এখন ওরা বলছে জেরিই নাকি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে হিউ-এর সাথে ঝগড়া বাধিয়েছিল। হিউকে মারার জন্যে পিস্তল বের করতে দেখেই হিউ ওকে গুলি করে। কিন্তু মদ খেয়ে মাতাল হবার মানুষ জেরি নয়। যাহোক, ওদের কথার ওপর হিউকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মেডককে যদি এখনই থামানো না হয় তবে ওর লোকজনেরা একটার পর একটা এই ধরনের কাজ করেই চলবে।'

চট করে লোলার কথা মনে পড়ল জুলিয়াসের। মেয়েটার ভাব ছিল জেরির সাথে। এখন কেমন লাগছে ওর? শূন্য? অবশ? হয়তো কাঁদছে সে–কিন্তু তাতে আর কি লাভ হবে? জেরি তো আর ফিরবে না!

মারিয়া কোন মন্তব্য করেনি। সে শঙ্কিত মুখে স্বামীর দিকে চেয়ে রয়েছে। নডিকেও চিন্তিত দেখাচ্ছে। জনি উত্তেজিতভাবে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

'কি করা যায়, জুলিয়াস?' থেমে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল জনি। 'করার আছেই বা কি?'

'ওদের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আমাদের,' জবাব দিল জুলিয়াস। 'দেখি ওরা কি করে।'

চারদিন পর রাতের বেলা আর একজন অতিথি এসে হাজির হলো। দরজায় করাঘাতের শব্দে নডি পিস্তল হাতে সন্তর্পণে এগোল দরজার দিকে—জুলিয়াস দূর থেকে ওকে কাভার করে রয়েছে।

'তোমার একজন গেস্ট এসেছে, জুলিয়াস,' চিৎকার করে জানাল নডি। 'লোলা বেইলি!'

রাইফেল হাতে এগিয়ে এল জুলিয়াস। যেমন অবাক হয়েছে তেমনি দুশ্চিন্তাও হচ্ছে তার এই অসময়ে লোলাকে দেখে। রাত বারোটা ঠিক বেড়াতে আসার সময় নয়। 'কিন্তু হয়েছে, লোলা?' উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল জুলিয়াস।

'কিছু হয়নি, কিন্তু তোমার সাথে কথা বলা খুব দরকার।'

'তোমরা ভিতরে এসো,' ডাকল নডি।

'আমি বাচ্চাদের বা মারিয়ার ঘুম ভাঙাতে চাই না।'

'আমি জেগেই আছি,' বলতে বলতে মারিয়া বেরিয়ে এল। 'আর বাচ্চাদের নিয়ে চিন্তা নেই, ভূমিকম্প হলেও জাগবে না ওরা। বাতি জ্বালাচ্ছি আমি।'

ভিতরে ঢুকল ওরা। বুট, জীনস আর ব্লাউজের ওপর সোয়েটার পরেছে লোলা। চুলগুলো ছাড়া। ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে।

'আমি কফি চাপিয়ে দিচ্ছি, বেশি দেরি হবে না।'

'ওসব ঝামেলা করার কোন দরকার নেই, এখনই ফিরতে হবে আমাকে। অনেকদূর পথ—সকালেই আবার রেস্টুরেন্ট খুলতে হবে।'

'তাহলে আর ঘুমাবে কখন তুমি?' বলে উঠল জুলিয়াস। 'একদিন তোমার মা চালিয়ে নিতে পারবেন না?'

'মা জানেন না আমি এখানে এসেছি। কেউই জানে না। শনিবারে শহরে যাচ্ছ তুমি?'

নডির দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল জুলিয়াস। 'হ্যাঁ, কিছু জিনিস কেনা দরকার, শনিবারেই শহরে যাব ঠিক করেছি।'

'যেয়ো না! কথা দাও, প্লীজ! বলো যাবে না তুমি?'

লোলাকে টলতে দেখে জুলিয়াস এগিয়ে এসে ওকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে লোলার মুখ—কথা বলতে পারছে না মেয়েটা।

'কারও কোন আপত্তি শুনতে চাই না—কফি চাপাচ্ছি আমি,' বলল মারিয়া।

কফিতে চুমুক দিয়ে একটু সুস্থির হয়ে ধীরে ধীরে সব খুলে বলল লোলা। 'রেস্টুরেন্টের কাজে অনেক টুকরো টুকরো কথাই কানে আসে। তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা কিছুটা কানে এসেছে আমার।'

'কার কাছ থেকে শুনলে?' প্রশ্ন করল জুলিয়াস।

'বিভিন্ন লোকের কাছে। মেডক, হিউ, এড, আরও অনেকে।'

'আমার সম্বন্ধে কিছু বলছিল?

'হ্যাঁ, শনিবারের কথা বলছিল। ওদের ধারণা শনিবারে তুমি শহরে যাবে। ওদের টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে শুনলাম মেডক বলছে, "কাজটা ঠিকমত করতে পারলে পেরিক কিছুই করতে পারবে না।" হিউ বলল, "আমার

হাতে ছেড়ে দাও কাজটা–মিস করি না আমি।" এড বলল, "লোকে ওকে বেশ পছন্দ করে। আর একটা হত্যা এই মুহূর্তে ঠিক হবে না।" মেডক ধমক দিয়ে ওকে থামিয়ে দিল। বিশ্বাস করছ আমার কথা?'

মাথা ঝাঁকাল জুলিয়াস। 'তোমার কথা মোটেও অবিশ্বাস করছি না আমি।'

'তাহলে শনিবারে শহরে যাচ্ছ না তো?'

হাসল জুলিয়াস। প্রশ্নটার সরাসরি জবাব না দিয়ে বলল, 'সেটা ভেবে দেখতে হবে। একদিন না একদিন শহরে যেতেই হবে–সারা জীবন তো আর পালিয়ে বেড়ানো যাবে না?'

'কেন?' প্রতিবাদ করল লোলা। 'পার্কেই তোমাকে থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই–অন্য কোথাও চলে যাও না কেন তুমি?'

'হয়তো পার্কের মায়া কাটাতে পারি না বলেই যেতে পারি না।'

'কিন্তু শনিবারে শহরে না গেলেও তোমার চলবে।'

'তা ঠিক।' চিন্তাযুক্ত মুখে জবাব দিয়ে জানালার ধারে সরে গেল জুলিয়াস। লোলার কথাগুলোই মনেমনে উল্টেপাল্টে ভেবে দেখছে সে। আসলে এতে খুব একটা অবাক হয়নি ও। এড তাকে পার্ক ছেড়ে চলে যাবার পরামর্শ দিয়েছিল। জারভিস, মেডক–ওরাও একই কথা বলেছে। জুলিয়াস পার্কে থাকুক এটা সহ্য হচ্ছে না ওদের–কিন্তু কেন? এক সপ্তাহের ওপর হয়ে গেল রকিং এইচের ধারে কাছেও যায়নি সে। বরং ওখান থেকে বহুদূরে ও এই কাজটা নিয়েছে।

'কেউ যদি তোমার পিছনে লেগে থাকে সে তো এখানে এসেও তোমাকে মারতে পারে?' আলোচনায় যোগ দিল নডি।

'পারে, কিন্তু সেটা হবে খুন। শহরে ব্যাপারটা যদি ওরা ঠিক মত সাজাতে পারে তবে ঘটনাটা গান-ফাইটের মত দেখাবে। আমাকে উস্কে দিয়ে ওরাই ঝগড়াটা বাধাবে।'

'তোমার কোমরে পিস্তল বাঁধা না থাকলে?'

'অন্য পথ খুঁজে নেবে ওরা।'

'শহরে সর্বক্ষণ যদি তোমার সাথে সাথেই থাকি আমি?'

'তাতে তুমিও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে।'

'কিন্তু এতে কাজ হতে পারে।'

'সেটা ভাল করে ভেবে দেখতে হবে।'

রাত অনেক হয়েছে, উঠল লোলা। জুলিয়াস ওকে বিদায় দিতে ওর সাথেই বাইরে এল। বাইরে দাঁড়িয়ে জেরির কথা তুলে লোলার জবাব শুনে খুব অবাক হলো জুলিয়াস।

'ওর কথা ভেবে আমার জন্য দুঃখ কোরো না,' জুলিয়াসের কনুই-এর ওপর হাত রেখে বলল লোলা। 'জেরি খুব ভাল লোক ছিল, পছন্দ করতাম, কিন্তু ভালবাসতাম না। ওকে কখনোই বিয়ে করতাম না আমি।'

'তাহলে তোমার এখনও কোন মনের মানুষ মেলেনি?'

'দুর্ভাগ্য আমার!'

হেসে উঠল জুলিয়াস। 'তাড়াহুড়োর কিছু নেই, এখনও অনেক সময়

আছে। চলো তোমাকে শহরে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

সুন্দর পরিষ্কার আকাশ। দু'জনে গল্প করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। লোলার বাবা বেঁচে থাকতে তার ছেলেবেলাটা নিজেদের খামারেই কেটেছে। সেখানেই সে বন্দুক ছোঁড়া, ল্যাসো ব্যবহার করা, ঘোড়ায় চড়া, এসব শিখেছে।

জুলিয়াসই বেশির ভাগ কথা চালিয়ে গেল সারাটা পথ। শহরের কাছাকাছি এসে নীরবেই পথ চলছিল ওরা। হঠাৎ লোলা প্রশ্ন করল, 'ফেরার পরে ওর সাথে তোমার দেখা হয়েছে, জুলিয়াস?'

অবাক হয়ে ওর দিকে চাইল জুলিয়াস। সে যে জিনার কথাই ভাবছে কি করে বুঝল মেয়েটা? 'হ্যাঁ, দেখা হয়েছে,' বলল।

অন্ধকারেও লোলার মুখ ভঙ্গি নজরে পড়ল তার। 'কি হয়েছে বলো তো?'

'না, কিছু না,' থেমে থেমে উচ্চারণ করল জুলিয়াস। তারপর কি ভেবে আবার বলল, 'জিনা ওর ভাইয়ের মৃত্যু ভুলতে পারেনি।'

'কিন্তু সেটা তো আকস্মিক দুর্ঘটনা। সে জন্যে–'

'ভাইকে খুব ভালবাসত সে।'

'কিন্তু–'

কথাটা শেষ করল না লোলা। আবার নীরবে পথ চলল ওরা। এরপরে যখন আবার মুখ খুলল তখন সে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে কথা বলল। 'শনিবারে ঠিকই শহরে আসবে তুমি–তাই না?'

'সম্ভবত।'

'তাহলে তোমাকে সাবধান করতে আসাটা একেবারে বৃথা হলো আমার?'

'না, তা কেন হবে? সতর্ক হয়ে গেলাম। শহরে যখন ঢুকব চোখ-কান খোলা রাখব আমি।'

সোজা জুলিয়াসের দিকে চাইল লোলা। 'আমি জিনা হলে বলতাম, "দূরে কোথাও আমাকে নিয়ে চলো–পৃথিবীর যে-কোন দেশে।"'

'আর জিনা ওকথা বললেও আমি জবাব দিতাম, সেটা সম্ভব নয়।'

'অন্তত সাবধানে থাকবে তো তুমি?'

'হ্যাঁ, থাকব?'

এগিয়ে চলল ওরা। শনিবারের কথা ভাবছে জুলিয়াস। শহরে সেদিন কি ঘটবে? কতটা সাবধান থাকতে পারবে ও? আসলে মেডকের প্ল্যানটা তার জানা দরকার। হয়তো জারভিস বা পেপির সাথে তার কথা বলা উচিত। পেপির সাথে কথা হলেই ভাল হয়।

সাত

শনিবারে একটু সকাল সকালই ছেলেমেয়েদের ঘুম থেকে তুলে শহরে যাবার জন্যে তৈরি করতে ব্যস্ত হলো মারিয়া। তার ভিতরকার দুশ্চিন্তা বাইরে থেকে

বোঝার উপায় নেই। কিন্তু রওনা হবার পরে বারবার অকারণেই নডির হাতে হাত রাখছে সে। ফিলিক্সের থেকে ধার করা ঘোড়াটার পিঠে চেপে গাড়িটার অল্প পিছনে থেকে ওদের অনুসরণ করছে জুলিয়াস। মারিয়া প্রতিবার নডির হাত ছোঁয়ার সাথে সাথেই সে হাসি মুখে মারিয়ার দিকে চেয়ে তাকে স্বস্তি দেয়ার চেষ্টা করছে, খেয়াল করল জুলিয়াস। ছেলে দুটো পিছনের সীটে বসেছে, ছোট মেয়েটা মারিয়ার কোলে। ঘণ্টাখানেক পরে বাচ্চাকে কোলে নিল নডি, মারিয়া লাগাম ধরল।

মাঝপথে একবার একটা গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ থেমে ছেলে দুটোকে চলে ফিরে হাত-পাগুলো একটু সোজা করে নেয়ার সুযোগ দিয়ে আবার যাত্রা শুরু করল তারা।

এগারোটা নাগাদ ওরা ক্রেস্টলাইনে পৌঁছল। আরও কয়েকটা ওয়্যাগন দেখা যাচ্ছে ব্যাঙ্কের পাশে ফাঁকা জায়গায়। গাড়ি থেকে ঘোড়াগুলো খুলতে সাহায্য করল জুলিয়াস। ছেলে দুটো আগেই নেমে দাঁড়িয়েছে। নডি ঘোড়াগুলো নিয়ে কাঠের রেইলের সাথে বেঁধে রাখল। বেশ কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে আশপাশে। ওদের কয়েকজনের সাথে কথাও বলল জুলিয়াস–কিন্তু ওদের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি জুলিয়াসের নজর এড়াল না। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। এতদিনে তাকে ত্যাজ্য করার খবরটা নিশ্চয়ই ছড়িয়ে পড়েছে।

সেলুনের সামনে রকিং এইচের বেশ কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। দিন শেষ হওয়ার আগেই কিছু একটা গোলমাল ওরা বাধাবে এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা যে কোনদিক থেকে আসবে কিছুই আঁচ করতে পারছে না জুলিয়াস।

'খাবার জিনিস কি কি লাগবে সব অর্ডার দিতে হবে আমার,' বলল নডি। 'চলো, একসাথেই যাই, অর্ডার দিয়ে একবারেই ওই পথে ফিলিক্সের ঘোড়া ফেরত দিয়ে তোমার ঘোড়াটা নিয়ে আসব। কি বলো?'

কাঁধ ঝাঁকাল জুলিয়াস। জনিও জুটে গেল ওদের সাথে। বলল, 'চলো, একসাথেই যাই–আমিও ওদিকেই যাচ্ছি।'

এভাবে যেচে ওদের সাথে যেতে চাওয়া দেখে জুলিয়াসের সন্দেহ হলো হয়তো নডি ওকে কিছু জানিয়েছে। ওর দেহরক্ষীর সংখ্যা এখন দুই-এ দাঁড়াল।

ফিলিক্সের ঘোড়া ফেরত দিয়ে ফেরার পথে শেরিফের সাথে দেখা হলো অফিসের দরজায়। জুলিয়াসকে দেখেই সে বলে উঠল, 'ভিতরে শুনে যাও, জুলিয়াস, তোমার সাথে কথা আছে।'

নডি একবার জনির দিকে চেয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমরা বাইরেই দাঁড়াই।'

দু'জনে অফিস ঘরে ঢুকল। শেরিফই প্রথম কথা বলল। 'তাহলে চাকরি একটা জুটিয়ে নিয়েছ?'

'হ্যাঁ, চাকরি পেয়েছি।'

'টিকবে তো?'

'হয়তো। কিন্তু তোমার ডেনভার থেকে টেলিগ্রামের জবাবের কি হলো?'

মাথা নাড়ল শেরিফ। 'আমার প্রশ্নের জবাব হলো না ওটা। যাহোক, সে

দেখা না হয় আপাতত ছেড়েই দিলাম। টেলিগ্রামের জবাব পেয়েছি আমি তোমার হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণার কথাও শুনেছি–তোমার টাকাটা পেয়েই যাবে। কিন্তু তাই বলে মনে কোরো না তুমিও বেঁচে গেলে। ইন্ডিয়ান ব্লাফে নকারের সাথে কি হয়েছিল তোমার?'

ওই নামের কাউকে চেনে না জুলিয়াস। ইন্ডিয়ান ব্লাফেও মনে রাখার মত কোন ঘটনা ঘটেনি। তাহলে ব্যাপারটা কি? কৌতূহলী হলো সে।

'নকার কে?' প্রশ্ন করল জুলিয়াস।

'ন্যাকামি কোরো না। তুমি ফেরার একদিন পরেই এখানে এসেছে লোকটা, মেডকের ওখানে কাজ নিয়েছে সে।'

'ওকে চিনি না আমি।'

'ইন্ডিয়ান ব্লাফে ঝগড়া করে এসেছ আর এখন বেগতিক দেখে সব ভুলে যেতে চাইছ, না? কি নিয়ে ঝগড়া বেধেছিল?'

'ওকেই জিজ্ঞেস করো।'

লাল হয়ে উঠল ডিগবি। উত্তেজিত গলায় সে বলল, 'কসম বলছি, এখানে কোন গোলমাল চাই না আমি। তোমার পিস্তল আমার কাছে জমা দাও।'

'ওর পিস্তল জমা নিয়েছ তুমি?'

'ওর সাথে দেখা হলেই নিয়ে নেব।'

'তাহলে তাই করো। ওর সাথে দেখা করে ওর পিস্তল জমা নিয়ে তারপর আমাকে খবর দিয়ো!'

'ভাল চাও তো যা বলছি তাই শোনো–পিস্তল জমা দাও।'

'না।'

দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। পার্কের নিয়ম হচ্ছে এখানকার লোকজন সবাই পিস্তল নিয়ে চলাফেরা করে, শেরিফ তা কেড়ে নেয়ার ক্ষমতা রাখে, তবে একমাত্র অ্যারেস্ট করলেই সে সেই ক্ষমতা খাটাতে পারে। ভাঁওতা দিয়ে কাজ সারতে চেয়েছিল ডিগবি, কিন্তু কাজ হলো না। আত্মসম্মান বাঁচিয়ে নিজের কথা ফিরিয়ে নেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। সে বলল, 'ঠিক আছে, পিস্তল রাখতে চাও রাখো, তবে কোনরকম গোলাগুলি বা ঝামেলা হলেই তোমাকে জেলে ভরব আমি–মনে থাকে যেন।'

বাইরে বেরিয়ে এল জুলিয়াস। 'ভিতরে কি কথা হলো শুনলে?'

'বেশির ভাগই কানে এসেছে,' জবাব দিল নডি।

'নকার লোকটা কে?'

'দু'একবার দেখেছি আমি ওকে,' বলল জনি। মাঝারি গড়নের লোক, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। সৌখিন বাবু–কায়দার গেঞ্জিটেঞ্জি পরে। বন্দুকবাজ বলেই মনে হয়।'

'মেডক যখন কাজ দিয়েছে তখন বন্দুকবাজই হবে ও,' মন্তব্য করল নডি।

রাস্তার এদিক ওদিক চেয়ে দেখল জুলিয়াস। মেডকের লোকজন কাউকে এখন দেখা না গেলেও আগামীতে কি ঘটতে যাচ্ছে বেশ বুঝতে পারছে সে। একটা তৈরি ঝগড়া তৈরি করে নিয়েছে ওরা–আর তা-ও ইন্ডিয়ান ব্লাফের ঘটনা

বলে প্রচার করায় মেডক বা রকিং এইচের সাথে এটাকে কেউ জড়াবে না।

'তাড়াহুড়ো করে গান ফাইটে না যাওয়াই ভাল,' বলল নডি।

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল জনি। 'কিন্তু একটা কিছু করা দরকার।'

'দেখা যাক ওরা কি করে।'

শহরে টুকিটাকি কেনাকাটা সেরে নিয়ে দুপুরে লাঞ্চ খেতে রেস্টুরেন্টে ঢুকল ওরা। জুলিয়াস বসল নডি আর তার দুই ছেলের সাথে একই টেবিলে। জনি পাশের টেবিলে মারিয়ার সাথে বসল।

রেস্টুরেন্টে বেশ ভিড়। ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করে কাজ করছে লোলা। শঙ্কিত দেখাচ্ছে ওকে। জুলিয়াসের সামনে খাবার প্লেট নামিয়ে রাখতে রাখতে সে বলল, 'আজ সকালে মেডক কফি খেতে এসেছিল, ওর সাথে আরও দু'জন ছিল। ওরা বলছিল–'

দরজার দিকে চেয়ে লোলার কথা হঠাৎ করে থেমে গেল। ওদিকে চাইল জুলিয়াস। পাঁচজন লোক রেস্টুরেন্টে ঢুকছে। ওদের মধ্যে তিনজনকে চেনে জুলিয়াস–মেডক, এড আর তার ভাই জারভিস। বাকি দু'জন অপরিচিত। একজনের পরনে ফ্যাশানের গেঞ্জি–সাদা সিল্কের ওপর কালো সুতোর কাজ করা। শহরের আরও দুই একজন গেঞ্জি পরেছে আজ, কিন্তু ওটার সাথে তুলনা কোনটারই হয় না।

একটা খালি টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল ওরা। যাবার পথে মেডক কয়েকজনের সাথে বিনীতিভাবে কথা বলল। জারভিসকে আড়ষ্ট আর বিচলিত দেখাচ্ছে। কিন্তু এডের চলাফেরা একেবারে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। চতুর্থ লোকটাকে খেয়ালই করেনি জুলিয়াস, কারণ তার দৃষ্টি পঞ্চম লোক নকারের ওপরই আবদ্ধ। হঠাৎ সে থেমে দাঁড়িয়ে জুলিয়াসের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ওর মুখটা বেশ লালচে দেখাচ্ছে–হয়তো ড্রিঙ্ক করেছে–কিন্তু তবু চোখ দুটো স্থির আর কঠিন। মেডকের ডাকে এগিয়ে গিয়ে টেবিলে বসল সে।

আর একজন লোক ঢুকল রেস্টুরেন্টে–শেরিফ। কিন্তু টেবিলে না বসে দরজার কাছেই একটা সুবিধা মত জায়গায় দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

এক মিনিট আগেও ঘরটা কথাবার্তা আর হাসিতে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এখন সে সব থেমে গিয়ে একটা বিশ্রী নীরবতা নেমে এসেছে। যারা উপস্থিত আছে তাদের কেউ কেউ এর কারণটা জানে, আর বাকি লোক আন্দাজ করে নিয়েছে। মারিয়ার দিকে চাইল জুলিয়াস। ওর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে–স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে আছে সে।

'আমাদের খাবার আমরা শেষ করি,' বলল মারিয়া।

'নিশ্চয়ই,' মাথা ঝাঁকাল নডি। 'সেজন্যেই তো রেস্টুরেন্টে আসা।'

পরবর্তী আধ ঘণ্টা খুব অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে কাটল। কয়েকটা টেবিল থেকে লোকজন তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে উঠে পড়ল।

মেডকদের টেবিলে মৃদু কথাবার্তা চলছে। জারভিস মেডকের সাথে আর এড চতুর্থজনের সাথে কথা বলছে–নকার নীরব বসে আছে। জুলিয়াসের দিকে

পিঠ দিয়ে বসেছে সে, তবে মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে একবার করে তাকে দেখে নিচ্ছে। দরজার পাশে তার জায়গা থেকে একটুও নড়েনি শেরিফ। সে যে কেন ওখানে দাঁড়িয়েছে তা জলের মতই পরিষ্কার–রেস্টুরেন্টের মধ্যে কোন গোলমাল হলে নির্দোষ মানুষজন চোট পেতে পারে, ডিগবি তা চায় না।

খাওয়া শেষ করে প্লেটটা ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল জুলিয়াস। বলল, 'নডি, আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, তোমরা এসো।'

'না, থামো,' বলে উঠল নডি, 'আমরা সবাই একসাথেই বেরুব. মারিয়া বাচ্চাদের নিয়ে এখানেই থাকুক।'

'আমারও খাওয়া শেষ,' নডির বড় ছেলে বলল।

'ভালই হয়েছে, তাহলে তুমিই তোমার মায়ের দেখাশোনা করতে পারবে।'

পানির গ্লাস তুলতে গিয়ে মারিয়ার হাত থরথর করে কাঁপছে, তবু তার গলার স্বরে দৃঢ়তা প্রকাশ পেল। 'তোমার কর্তব্য তুমি করো, নডি, আমরা ঠিকই আছি।'

রকিং এইচের টেবিলটার দিকে চাইল জুলিয়াস। নকারও ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর দিকে ফিরে চেয়েছে। মনে হলো এখনই উঠে দাঁড়াবে সে। লোলা একটা ট্রেতে করে এঁটো থালা-বাসন নিয়ে ওদের টেবিলের পাশ দিয়েই ছুটতে ছুটতে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে। হঠাৎ পা পিছলে গেল ওর। ট্রের ওপরকার সব থালা-বাসন পড়ল নকারের কোলে। হয়তো প্লেটে গরম কোন কিছু ছিল। এক লাফে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে গেঞ্জি আর প্যান্ট ঝাড়তে লাগল সে। টেবিলের সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। মেডক আর জারভিস হতবুদ্ধি হয়ে গেছে–হি হি করে হাসছে এড।

'দেখে চলতে পারো না?' চিৎকার করে বলল নকার। 'আমার জামা কাপড়ের কি অবস্থা হয়েছে, দেখেছ?'

তার সাধের গেঞ্জিটার কিম্ভূতকিমাকার চেহারা হয়েছে উচ্ছিষ্ট খাবার, কফি আর ঝোলে। প্যান্টের সামনের দিকটা একেবারে ভিজে গেছে।

'আমি সত্যি খুব দুঃখিত,' বলে উঠল লোলা।

কটমট করে ওর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে ঘুসি ওঠাল নকার। চট করে ওর হাত ধরে ফেলে হাসতে হাসতেই এড বলল, 'মাথা ঠাণ্ডা করো, নকার, ও তো আর ইচ্ছে করে এটা করেনি! তাছাড়া কোন চোটও পাওনি তুমি।

রকিং এইচ টেবিল ঘিরে বিশৃঙ্খলা চলার মাঝেই জুলিয়াস বেরিয়ে পড়েছে রেস্টুরেন্ট থেকে। ওর সাথে নডি আর জনিও আছে। কেউ পিছু নেয়নি ওদের। নকার পিছু নিতে চাইলেও লোলার জন্যে পারেনি। ডিশ মোছার কাপড় দিয়ে তার কাপড় মুছে দেয়ার ছলে ওকে দেরি করিয়েছে সে।

রাস্তায় চলতে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেছে নডির। 'কি ঘটেছে সবটাই দেখেছি আমি। ইচ্ছে করেই মেয়েটা অপেক্ষা করছিল ওখানে–ঠিক সময় মতই এগিয়ে গিয়ে ট্রে-সুদ্ধ সব ফেলেছে নকারের কোলে। ট্রেতে একটা পটে কিছুটা গরম কফিও ছিল!'

'সত্যি চমৎকার ভেল্কি দেখিয়েছে লোলা। গরম কফি পড়ে নকারের কোল

নিশ্চয়ই এখনও জ্বলছে,' হাসি মুখে বলল জনি। 'যেভাবে কফির দাগ লেগেছে তাতে ওই বাহারের গেঞ্জিটা আর পরা হবে না ওর।'

হাসছে জুলিয়াসও। সত্যি, একটা মেয়ে বটে লোলা! কেমন সুন্দর নিজেই একটা বুদ্ধি বের করে কঠিন একটা পরিস্থিতি সামলে নিল। স্থায়ী সমাধান হয়নি বটে, তবু এখনকার মত রক্ষা হলো।

রাস্তার অন্য মাথায় রকিং এইচের লোকজনের সাথে শেরিফকেও রেস্টুরেন্ট থেকে বের হতে দেখা গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওরা। ডিগবিকেই বেশি বলতে দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর মেডকের সাথে সেলুনের দিকে এগোল ওরা। সেলুনের সামনে আর একদফা কথাবার্তা চলল। তারপর ঘোড়ায় চেপে নকারকে একাই রকিং এইচের দিকে ফিরে যেতে দেখা গেল।

'মনে হয়, বাড়তি পরিষ্কার গেঞ্জি সাথে আনেনি ও,' ফোড়ন কাটল নডি। 'এক বন্দুকবাজের কথা জানি আমি, একটা বিশেষ টুপি ছিল ওর। তোবড়ানো, ময়লা একটা পুরোনো টুপি। অন্য ভাল টুপিও ছিল তার, কিন্তু মারপিটের সম্ভাবনা থাকলেই সে পুরোনো টুপিটাই মাথায় দিত। একদিন অন্য টুপি পরা অবস্থায় গোলাগুলিতে জড়িয়ে পড়েছিল সে। মরার সময়ে তার মৃত্যুর জন্যে সে তার শত্রুকে দায়ী না করে দোষ দিয়েছিল নিজের ভাগ্যকে। তার ধারণা ছিল পুরোনো টুপিটা পরা থাকলে তাকে কেউ মারতে পারত না। হয়তো নকারেরও গেঞ্জির ব্যাপারে ওই রকম কিছু কুসংস্কার আছে।'

'অন্তত এখনকার মত বিদায় হয়েছে লোকটা,' বলল জনি।

সে-বিষয়ে সত্যিই কোন সন্দেহ নেই। নকার অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে ডিগবি নোবল এগিয়ে এল ওদের কাছে।

'চলে গেল নকার,' বিরক্তি নিয়ে জুলিয়াসের দিকে চেয়ে বলল শেরিফ। 'তোমার জন্যেই যত ঝামেলা।'

'আমি তো বলেছি লোকটাকে চিনি না আমি,' জবাব দিল জুলিয়াস। 'ঝামেলা হলেও সেটা আমার তরফ থেকে আসত না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডিগবি বলল, 'এবারের জন্যে বেঁচে গেলে বটে, কিন্তু পরেরবার আমি মুখ ফিরিয়ে থাকব। আগামীবার ঠিকই মরবে তুমি।'

'কিংবা নকার।'

'দু'জনেই মরবে তোমরা–আমাকেও জ্বালাবে। আচ্ছা তোমার আর এখন পার্কে ঘুরঘুর করার কি দরকার বলো তো? বাবা যখন ত্যাজ্য করেছেন, বিদায় হও না কেন তুমি?!'

'এই এলাকাটাই আমার পছন্দ।'

নিরাশ ভাবে এপাশ ওপাশ মাথা দুলিয়ে প্রথমে জনি, পরে নডির দিকে চাইল ডিগবি। তার বিরক্তি ভরা ভেঙচি কাটা মুখের অন্তরালে রাজ্যের অনিশ্চয়তা।

জনি বলে উঠল, 'তোমার জায়গায় আমি থাকলে জুলিয়াসকে নিয়ে মাথা ঘামাতাম না মোটেও, বরং মেডকের লোকজন নিয়েই দুশ্চিন্তা হত। জেরিকে হত্যার ব্যাপারটা তো কারোই অজানা নয়। এই ধরনের ঘটনা...'

'মেডককে সাবধান করে দিয়েছি,' বাধা দিয়ে বলে উঠল ডিগবি। 'এরপর থেকে নিজের লোকজনকে সে সামলে রাখবে বলেছে।'

'কই, নকারকে ঠেকাবার তো কোন চেষ্টাই করেনি সে?' প্রতিবাদ করল জনি।

'কেন, তোমাদের সামনেই তো সে নকারকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল, দেয়নি?' বলেই দর্পের সাথে হেঁটে গিয়ে তার অফিসে ঢুকল ডিগবি। ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে জনি বলল, 'ডিগবি সুবিচারই করতে চায়, তবে ওর ব্যক্তিগত মনোভাব বাধ সাধে—লোকটা বোধহয় তোমাকে অপছন্দ করে, তাই না, জুলিয়াস?'

'ঠিকই ধরেছ, জনি।'

'ওদিকে মেডকের সাথে তো ওর বেশ বন্ধুত্বই আছে বলে মনে হয়। বন্ধুর ত্রুটি চোখে পড়লেও মানুষ তা এড়িয়ে যেতে চায়।'

মারিয়ার এটা ওটা টুকিটাকি শপিং সেরে রওনা হতে আরও ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে শুনে জুলিয়াস বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের কাজ সেরে নাও, আমি ততক্ষণে লোলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।'

'এখন আর ওখানে বিপদের সম্ভাবনা নেই,' বলল নডি। তারপর আবার বলল, 'জিনাও শহরে এসেছে আজ, জানো?'

ওর সাথে আজ দেখা হয়নি জিনার। রেস্টুরেন্টে যাবার পথে চারদিকে নজর রাখল জুলিয়াস, কিন্তু জিনাকে কোথাও দেখল না। রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাওয়া চুকেছে। রান্নাঘরে ঢুকে দেখল মিসেস আইডা বেইলি আর লোলা, দু'জনেই কাপ প্লেট ধোয়ায় ব্যস্ত। জুলিয়াসকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চেয়ে মিসেস বেইলি বলল, 'ওরা বলে গেল আমার মেয়ের নাকি কোন কাজের ছিরি নেই।'

'বিন্দুমাত্র নেই,' হাসতে হাসতেই বলল জুলিয়াস।

'হোঁচট খেয়েছিলাম,' বলল লোলা, 'লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল আমার।' মুখে ওকথা বললেও ওর চেহারায় লজ্জার রেশমাত্র দেখা গেল না। চোখ দুটো চকচক করছে। মুখ গম্ভীর রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ও।

লোলার মা তোয়ালেতে হাত মুছে ওকে বলল, 'তুমি এখানকার কাজগুলো শেষ করো, আমি ততক্ষণে সামনের ঘরটা পরিষ্কার করছি। দেখো, আগুনটা যেন নিভে না যায়।'

'আমাকেও কিছু একটা কাজ দাও, আমিও সাহায্য করি?' প্রস্তাব দিল জুলিয়াস।

ওর হাতে একটা শুকনো তোয়ালে ধরিয়ে দিয়ে লোলা বলল, 'প্লেটগুলো মোছো তুমি। এখন থেকেই অভ্যাস করো, বিয়ের পরে তো কাজটা শিখতেই হবে।'

কপট রাগে গজর গজর করতে করতে কাজ শুরু করে দিল জুলিয়াস। তার দূরবস্থাটা বেশ উপভোগ করছে লোলা। চুলোয় কিছু কাঠ চাপিয়ে আভেনের

ডালা খুলে পাইগুলো চেক করে দেখে, একটা পাত্রে রাখা জিনিস একটু নাড়াচাড়া করে আরও পিছন দিকে ঠেলে দিল সে।

'তোমার কি সব সবসময়ই এরকম কাজ করতে হয়?' জিজ্ঞেস করল জুলিয়াস।

'হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এখানকার কাজ সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এরপর বিকেলে লোকজন আসা আরম্ভ করবে কফির জন্যে, সেটা শেষ হতে না হতেই আবার রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে–মানে, মোটামুটি ব্যস্তই থাকতে হয় আমাদের।'

'প্রত্যেক দিন?'

'আমার বিয়ে পর্যন্ত। বিয়ের পরে মাকে আমার বদলে আর কাউকে রাখতে বলে দেব।'

'আমি হলে ঝটপট একটা বিয়ে করে ফেলতাম।'

'সত্যি? আমার তাই করা উচিত?'

'নিশ্চয়ই, কাউকে পেলেই ঝুলে পড়ো।'

'সে যে-ই হোক, মনে ধরলেই হলো?'

'মন চাইলে আর দোমনা কোরো না। ফাঁসিয়ে ফেলো।'

চুলোর ধার থেকে ফিরে তাকাল লোলা। হয়তো আগুনের আঁচেই গাল দুটো ঈষৎ লাল হয়ে উঠেছে তার। 'তাই করব,' বলল লোলা, 'তার মন জয় করার চেষ্টাই করব।'

প্লেট মোছা শেষ হয়েছে। তোয়ালেটা ঝুলিয়ে রেখে জুলিয়াস বলল, 'তুমি আজ যা করেছ সেজন্যে যে কি ভাষায় ধন্যবাদ জানাব জানি না, জানলে...'

'তুমি বেঁচে থাকো, ভাল থাকো, এইটুকুই চাই,' বাধা দিয়ে বলে উঠল লোলা। 'আরও হামলা আসবে তোমার ওপর। তুমি কি নডির ওখানেই থাকবে বলে ঠিক করেছ?'

'আমি জানি মেডকের কিছু একটা প্ল্যান আছে। বাবা মারা গেলে রকিং এইচ খামার জারভিস আর পেপি পাবে। হয়তো জুয়া খেলে জারভিসের শেয়ারটা জিতে নিতে পারবে সে, কিন্তু পেপির ব্যাপারে কি করবে? পেপি যে সোজা মেয়ে নয় একথা সবাই জানে। তাহলে মেডকের মতলবটা কি?'

'পেপি বিয়ে করলে তখন কি হবে?'

'পেপি? মেডককে সে কোনদিনও বিয়ে করবে না।'

'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু আজকে নতুন যে লোকটাকে দেখলাম, তাকে যদি ওর পছন্দ হয়?'

'এডমন্ড ফিনলে!'

'আশ্চর্য কি? সুদর্শন যুবক, ওর চলাফেরার মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, আকর্ষণ আছে। তোমার বোনকে কতটা চেনো তুমি?'

'ছেলেদের দিকে চোখ তুলে তাকায়ও না সে।'

অবিশ্বাস ভরা চোখে জুলিয়াসের দিকে চাইল লোলা। 'মেয়েদের সম্পর্কে কিছুই বোঝো না তুমি। হয়তো পেপি এতদিন ছেলেদের দিকে চায়নি কারণ

চোখে পড়ার মত কাউকে এর আগে সে দেখেনি। এডমন্ড নিঃসন্দেহে সাধারণের অনেক ওপরে।'

একটু চুপ করে রইল জুলিয়াস। এই লাইনে চিন্তা করে দেখেনি সে। অসম্ভব কি? মেডকের চিঠি পেয়ে এসেছে এড। বন্দুকবাজ যথেষ্ট আছে ওর। হয়তো মেয়েদের কাছে আকর্ষণীয় চরিত্র বলেই ওকে ডেকে পাঠিয়েছে মেডক? হয়তো এটাই ওর কাজ?

'তোমার কি মত, জুলিয়াস?'

'নতুন চিন্তার খোরাক জোগালে তুমি। কথাটা ভেবে দেখার মত।'

'যাক, তবু কিছুটা কাজে লাগলাম।'

মন্তব্যটা জুলিয়াসের কানেই গেল না। সে এখনও পেপি আর এডমন্ডের কথাই ভাবছে। জারভিসের যদি কিছু হয়, আর পেপি এডকে বিয়ে করে, কে চালাবে রকিং এইচ? পেপির স্বামী এড–বা মেডক–কিংবা দু'জনেই যৌথভাবে চালাবে!

'জুলিয়াস?' ডাকল লোলা।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে চমকে মুখ তুলে চাইল সে। 'কিছু বলছ?'

'নকার শহর ছেড়ে চলে গেছে বলেই মনে কোরো না সব বিপদ কেটে গেছে।'

'আমি সতর্ক থাকব,' হেসে বলল জুলিয়াস। 'তোমারও সৌভাগ্য কামনা করছি।'

'কিসের জন্যে?'

'যেন মনের মানুষের নাগাল পাও।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোলা জানাল, 'তার মন পাওয়া খুবই শক্ত।'

'চেষ্টা চালিয়ে যাও, পাবে।'

এগিয়ে গিয়ে লোলার হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে মৃদু চাপ দিল জুলিয়াস। তারপর ঝুঁকে ওর ঠোঁটে চুমু খেলো। শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হিসেবেই চুমু খেয়েছিল জুলিয়াস, কিন্তু ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াল। দু'পাশ থেকে লোহার হাত দুটো শক্ত করে জুলিয়াসের গলা জড়িয়ে ধরল। লোলার ভেজা উষ্ণ ঠোঁটের ছোঁয়া লাগল জুলিয়াসের ঠোঁটে। নরম বুকের চাপে রোমাঞ্চিত হলো তার দেহ। জুলিয়াসের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেল লোলা। থরথর করে কাঁপছে ওর দেহ। হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়েছে তারও। জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল জুলিয়াস। ঘনঘন শ্বাস পড়ছে, চিন্তাশক্তি হারিয়ে গেছে, মুখ লাল হয়ে উঠেছে–গরম লাগছে ওর।

সে বলল, 'লোলা...লোলা...' আর বলার কিছু ভেবে পেল না জুলিয়াস।

'মনে করার কিছু নেই,' বলল লোলা। 'কিন্তু এখন যাও তুমি, মা হঠাৎ এসে পড়তে পারেন।'

চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে পা বাড়াল জুলিয়াস। পালিয়েই যাচ্ছে সে। মাথার ভিতর সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে তার।

'জুলিয়াস?' সে দরজার কাছে পৌঁছতেই ডাকল লোলা।

ফিরে তাকাল জুলিয়াস। লোলাকে সম্পূর্ণ শান্ত সংযত দেখাচ্ছে। একটু হাসির আভাসও যেন দেখা যাচ্ছে ওর মুখে।

'ঘটনাটা একটু তলিয়ে ভেবে দেখো,' বলল লোলা।

কোন জবাব দিল না জুলিয়াস। হঠাৎ এমন ঘটে যাবার জন্যে নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে তার। ভাবার কি আছে এতে? এটা ভুলে যাওয়াই তার উচিত। হ্যাঁ, তাই সে করবে।

আট

লাঞ্চের পরপরই এক গ্লাস মদ খুব দ্রুত শেষ করেছে মেডক। এখন দ্বিতীয় গ্লাসটা সামনে নিয়ে বসে ধীরে ধীরে পান করছে সে। নিজের অভ্যাস ভাল করেই জানা আছে তার। দ্বিতীয়টা শেষ করলেই তৃতীয় আর চতুর্থও শেষ করতে সময় লাগবে না, তারপরই কাউকে না কাউকে ঘুসি মেরে বসবে ও। কিন্তু এবারে অনেক বড় খেলায় নেমেছে মেডক, এখন মাথা গরম করলে চলবে না তার। চিন্তা করে ঠাণ্ডা মাথায় সব কাজ করতে হবে।

হোয়েল কিড বারে ঢুকল। মেডকের টেবিলে বসতে বসতে নিচু স্বরে বলল, 'জুলিয়াস এখনও শহরে আছে, আবার রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে। বলো তো হিউ আর আমি গিয়ে ওর সাথে একটা ঝগড়া বাধিয়ে ওকে শেষ করে আসতে পারি—একাই আছে সে।'

ধমকে উঠল মেডক, 'বোকার মত কথা বোলো না। যত সুন্দর করেই সাজাও এখন আর সেটা ভাল দেখাবে না। জুলিয়াসকে ঘাঁটাতে যেয়ো না এখন।'

গ্লাসে আর একটা চুমুক দিয়ে নীরবে বসে রইল মেডক। একটা প্ল্যান ভেস্তে গেছে তার, কিন্তু তাতে কি? আবার নতুন করে আরেকটা প্ল্যান আঁটবে সে সব কিছুর সাথে সুন্দর করে খাপ খাইয়ে। অনেকক্ষণ মনে মনে নানান দিক বিবেচনা করে দেখল মেডক, তারপর খুশি মনে শেরিফকে খুঁজতে বেরুল।

'অনেক ভেবে দেখলাম, শেরিফ,' ধীরে ধীরে বলল মেডক। 'জুলিয়াসকে খুন করতে চায় এমন লোক রকিং এইচে পোষা ঠিক হবে না। হাজার হোক জুলিয়াস যদি ঠিক পথে চলত তবে আজ সে রকিং এইচেই থাকত।'

'ওসব তোমার সমস্যা নয়, মিছেই ভাবছ তুমি।'

'হয়তো তাই, কিন্তু আমি ঠিক করেছি নকারকে আর কাজে রাখব না, বিদায় করে দেব ওকে।'

'তুমি ভাল মানুষ বলেই এত ভাবছ।'

'জুলিয়াসকে নিয়ে সত্যিই দুশ্চিন্তায় আছি আমি। জারভিসের ধারণা সে একটা গোলমাল বাধাবেই।'

'ওকে বের করে দেয়া হয়েছে, এখন আর সে কি ঝামেলা করবে? ওর

ডাইয়ের সাথে তোমার মিলমিশ কেমন?'

মাথা ঝাঁকাল মেডক 'ছেলেটা ভালই। তরুণ তো, এখনও অনেক কিছু ওকে শিখতে হবে। মাঝে মধ্যে কঠোরভাবে শাসন করতে হয়-তবে ছেলেটা মানে আমাকে। এবার উঠি, আবার দেখা হবে।'

সন্তুষ্ট মনে ফিরে এল মেডক। আজকের আলাপে বেশ কাজ হয়েছে. নিখরচায় ডিগবিকে নিজের পক্ষে টানতে পেরেছে সে। রাস্তার ওপাশে এডকে ঘোড়ায় চড়তে দেখে হঠাৎ রেগে উঠে তাকে চিৎকার করে ডাকল।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে, শুনি?'

সুন্দর একটা হাসি দিল এড। 'এদিককার খেল খতম। পেপি বাসায় রয়েছে, সেখানেই যাচ্ছি।'

'কোন নতুন খবর আছে?'

'না।'

'অনেকদিন তো হলো; এক ফোঁটা কাজও করোনি, আর কতদিন লাগাবে?'

'পেপির মত মেয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যথেষ্ট সময়ের দরকার,' জবাব দিল এড। 'ঠিক মত জাল পেতেছি আমি-সময়ে অবশ্যই কাজ হবে।'

'কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছি কই?'

কোন জবাব না দিয়ে কেবল কাঁধ ঝাঁকাল এড।

অনিশ্চিতভাবে এডের দিকে চাইল মেডক। ওর ব্যাপারে কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারছে না সে প্রথম থেকেই। কেন, তা সে নিজেও জানে না। তার কথা মতই কাজ করতে রাজি হয়েছে এড-তবে কেন স্বস্তি পাচ্ছে না মেডক?

'এড, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে তোমাকে,' বলল মেডক।

'কেন?' মুখ বাঁকাল এড। 'ধীরে সুস্থে কাজ সারারই কথা ছিল আমার।'

'তাই বলে সারা জীবন কাটিয়ে দেবে এমনও কোন কথা ছিল না। আর এক সপ্তাহ সময় দিচ্ছি তোমাকে।'

'দুই সপ্তাহ।'

'এক।'

ঘোড়ার পিঠে একটু ঝুঁকে সামনে এগিয়ে এল এড। 'ঠিক আছে। চেষ্টা করব, কিন্তু মনে হয় আরও সময় লাগবে আমার। চটকদার গেঞ্জি পরা নকার বোকা বনেছে বলেই তোমার এতটা আতঙ্কিত হয়ে ওঠার কোন কারণ দেখি না। প্রয়োজন হলে আরও সময় নেব আমি।'

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল এড।

বিড়বিড় করে কয়েকটা গালি দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই সেলুনের কোণে দাঁড়ানো হিউ-এর দিকে চোখ পড়ল তার। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে মিছেই এডকে নিয়ে এত চিন্তা করছে ও। আগে কাজ শেষ করুক এড, তারপর হিউকে ব্যবহার করলেই চলবে। তার জানা মতেই হিউ-র সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা কারও নেই।

বাকি দিনটা শহরের বিভিন্ন লোকের সাথে সদালাপ করে কাটিয়ে খাওয়া সেরে রাত ন'টার দিকে রকিং এইচে পৌঁছল মেডক। মাডি এদিককার চার্জে

ছিল। সে জানাল, এড আর পেপি একসাথে কোথায় যেন বেড়াতে গেছে। আর সব খবরও ভাল। ওকে কর্মচারীদের থাকার ঘরে ফিরে যেতে বলে সোজা সেবাস্টিন দত্তের ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাল মেডক। বিছানায় স্থির হয়ে শুয়ে আছেন সেবাস্টিন।

নিচু স্বরেই কথা বলল মেডক। 'ওঠো, তোমার সাথে কথা আছে।'

কোন সাড়া দিলেন না সেবাস্টিন।

'জুলিয়াসকে আজই শেষ করার প্ল্যান ছিল কিন্তু ঘটনাক্রমে সেটা সম্ভব হয়নি। তবে নকারকে আবার পাঠাব আমি, এবার আর ব্যর্থ হবে না সে।'

সেবাস্টিন দত্তের চোখ খুলল এবার, কিন্তু কোন কথা বললেন না তিনি।

'নকারের মত দ্রুত বন্দুকবাজ কমই আছে। জুলিয়াসকে ও-ই কবর দিয়ে আসবে।''

'লড়তে গেলে জু'র হাতে মারা পড়বে সে,' এতক্ষণে কথা বললেন রকিং এইচের মালিক।

'ছাই হবে। নকারকে পাঠানো মানেই জুলিয়াসের মৃত্যু। কিন্তু কথা হচ্ছে, তুমি আর কতদিন বেঁচে থেকে জ্বালাবে আমাদের?'

চোখ বুজে শুনছিলেন সেবাস্টিন দত্ত। শেষ প্রশ্নটা শুনে তাঁর চোখ দুটো আবার খুলে গেল। 'এখন মরব না,' দুর্বল স্বরে বললেন তিনি, 'তোমাকে মেরে তবে মরব আমি।'

তাঁর হাস্যকর দাম্ভিকতায় মাথা পিছনে হেলিয়ে হা-হা করে প্রাণখোলা হাসি হাসল মেডক। প্রায়ই রাতের বেলা ধারে কাছে কেউ না থাকলে সেবাস্টিন দত্তের ঘরে ঢুকে এই ধরনের কথাবার্তা বলে মেডক। এতদিন যাঁর দাপটে পার্কের সবাই কাঁপত আজ তাঁকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে মানসিক কষ্ট দিয়ে পৈশাচিক এক আনন্দ পায় সে।

'তোমার মেয়ের সাথে প্রেম করে তাকে পটানোর জন্যে লোক লাগিয়েছি আমি–তার সাথেই পেপি আজ বাইরে বেড়াতে গেছে। আর জারভিস আছে আমার হাতের মুঠোয়। আমার প্ল্যান মতই এগিয়ে চলেছে সব। তুমি আরও কিছুদিন টিকে থাকলেও অসুবিধা নেই, কিন্তু বেশিদিন বাঁচলে বাধ্য হয়েই সুবিধা মত ব্যবস্থা করব। জানো তো ইচ্ছা কলেই যে-কোন মুহূর্তে তোমাকে শেষ করতে পারি আমি?'

কোন জবাব না দিয়ে আবার চোখ বুজলেন সেবাস্টিন। অত্যন্ত ক্ষীণ আর রক্তশূন্য দেখাচ্ছে তাঁকে।

'শুভ রাত্রি, বুড়ামিয়া, বলল মেডক। 'শুয়ে শুয়ে কত একর জমি আমার জন্যে রেখে যাচ্ছ সেই স্বপ্ন দেখো।'

এবারেও কোন জবাব দিলেন না সেবাস্টিন দত্ত।

আরও দুইদিন কাজ করার পর জুলিয়াস নডিকে জানাল তার ছুটি দরকার। এড আর পেপির ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছে সে পেপির সাথে দেখা তাকে করতেই হবে একটা কিছু এখনই করা দরকার

'কিন্তু পেপির সাথে দেখা করবে কিভাবে?' প্রশ্ন করল নডি 'কাজটা মোটেও সোজা হবে না।'

'পেপির ঘোড়ায় চড়ে একা একা বেড়াতে বেরুনো অনেক দিনের অভ্যাস–দেখা করা কঠিন হবে না।'

'নকারের সাথে যদি দেখা হয়ে যায়?'

'শহরে যাচ্ছি না, রকিং এইচের রাস্তার ওপর গোপনে নজর রাখব আমি–নকারকে দেখলে এড়িয়ে যাব।'

আর আপত্তি তুলল না নডি। বলল, 'এই কয়দিন একেবারে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়েছি, ছুটি পাওনা হয়ে রয়েছে তোমার–তবে সাবধানে থেকো কোন ঝুঁকি নিয়ো না।'

কয়েকদিনের খাবার সাথে নিয়ে পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়ল জুলিয়াস হয়তো আজ সন্ধ্যার মধ্যেই দেখা হয়ে যেতে পারে, কিংবা কপাল মন্দ থাকলে কয়েকদিনেও দর্শন না-ও মিলতে পারে। কোন নিশ্চয়তা নেই দেখে তৈরি হয়েই বেরুল সে।

দুপুরের আগেই নদীর ধারে ঝোপের আড়ালে আস্তানা গাড়ল জুলিয়াস। রকিং এইচ থেকে শহরে যাবার রাস্তাটা ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। দুপুর বেলা মেডককে দেখল জুলিয়াস। ওর সাথে আরও চারজন লোক রয়েছে। প্রতিদিনই পেপির একবার করে শহরে যাওয়ার অভ্যাস। অভ্যাসটা থাকলে আজই দেখা মিলবে। শেষ পর্যন্ত পেপির দেখা পেল জুলিয়াস–কিন্তু সে একা নয়, ওর সাথে রয়েছে এড।

দু'জনে ঘোড়ায় চড়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। বোঝাই যায় একে অন্যের সঙ্গ দারুণ উপভোগ করছে ওরা। ওদের হাসি শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু হাসি-খুশি ভাবটা দূর থেকেই টের পাচ্ছে। দেখছে আর অস্বস্তি বোধ করছে জুলিয়াস। পেপির একজন পুরুষ বন্ধু দরকার, যে তাকে আনন্দ দেবে, সঙ্গ দেবে, হাসি ফোটাবে তার মুখে। কিন্তু এড বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তার বোনকে খেলাচ্ছে সে, শেষ পর্যন্ত ঠকাবে।

ওখানে বসে বসেই ওদের ব্যাপারে কি করা যায় ভাবছে জুলিয়াস পেপি যদি সত্যিই এডের প্রেমে পড়ে থাকে, তাকে বোঝানো কঠিন হবে। সহজে বুঝতে চাইবে না সে। জুলিয়াসের প্রতি তার মনোভাব আরও বিরূপ হবে। পেপিকে ওরা এডের মাধ্যমে হাত করলেও জারভিসকে সামলাবে কিভাবে? চরম বিপদের মধ্যে রয়েছে জারভিস। নাহ্, যে করেই হোক পেপির সাথে তাকে কথা বলতেই হবে।

অন্ধকার হয়ে এল। খাবারের পোঁটলা বের করে কিছু খেয়ে নিল জুলিয়াস এখানে বসে থেকে কোন লাভ নেই, বুঝতে পারছে সে। ওরা শহরে গেছে দু'জনে, ফিরবেও একই সাথে। পেপিকে একা পাওয়া যাবে না। শহরে গিয়ে জোর করে দেখা করা যায়। কিন্তু কি লাভ হবে তাতে? এত অল্প সময়ে তাড়াহুড়ো করে কথা বলে কিছুই বোঝাতে পারবে না, তাছাড়া শহরে গেলে নকারের সাথেও দেখা হয়ে যেতে পারে অযথা ওর সাথে মারপিট করে কোন

লাভই নেই।

হঠাৎ তার মনে অন্য একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল। লুকিয়ে রকিং এইচে পেপির ঘরে ঢুকে দেখা করলে কেমন হয়? খামারের প্রতিটি ইঞ্চি তার চেনা। র‍্যাঞ্চের কুকুর দুটোও জুলিয়াসকে চেনে, ঘেউ ঘেউ করবে না ওরা। অন্ধকারে ছায়ার মতই পেপির ঘরে পৌছে যেতে পারবে সে। একবার ওখানে পৌছতে পারলে পেপি যে তাকে ধরিয়ে দেবে না, এ বিশ্বাস তার আছে।

অন্ধকার গাঢ় হতেই রকিং এইচের বাড়িতে পৌছে গেল জুলিয়াস। বাইরে কর্মচারীদের ঘর থেকে লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে–এখনও ঘুমায়নি ওরা। কিন্তু ওদিকে নজর দেয়ার দরকার বোধ করল না সে, তাকে ওরা কেউ আশা করবে না।

নিঃশব্দে বারান্দায় উঠে এল জুলিয়াস। কেউ বাধা দিল না ওকে। চাবির গর্ত দিয়ে ভিতরে চেয়েই চমকে উঠল সে। ভাগ্যিস দরজা খুলে সোজা ঢুকে পড়েনি জুলিয়াস। ভিতরে একটা চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে সেই বিশাল-দেহ লোকটা! কি যেন নাম ওর? হ্যাঁ, মাড়ি। মাড়ি লরিমার।

পিছিয়ে এল জুলিয়াস। ভিতরে কেউ না কেউ থাকবে এটাই আশা করা উচিত ছিল ওর। একটা কুকুর এর মধ্যেই জুলিয়াসকে খুঁজে বার করে লেজ নাড়তে নাড়তে মহা আনন্দে ওর গা চাটছে। কুকুরটার পিঠ থাবড়ে একটু আদর করে বাইরে দিয়ে ঘুরে পেপির জানালার কাছে সরে এল সে। কায়দা করে জানালা খুলে টপকে ভিতরে ঢুকে পড়ল জুলিয়াস। এখন শুধু পেপির ফেরার অপেক্ষা।

প্রায় রাত বারোটার দিকে পেপি এডের সাথেই ফিরল শহর থেকে। উঠানে ওদের আওয়াজ শুনতে পেল জুলিয়াস। কয়েক মিনিট পরেই বাড়ির ভিতরে পেপির গলা শোনা গেল, 'তুমি এবার নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও, বাবার কিছু দরকার হলে আমিই দেখব। বাকি সবাই কিছুক্ষণ পরেই ফিরবে–জারভিস ফিরেছে?'

'এখনও ফেরেনি,' জবাব দিল মাড়ি।

'তাহলে জিনার সাথেই কাটাচ্ছে সে,' খুশি মনেই বলল পেপি।

ভিতরের বারান্দা থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এল। কিন্তু সরাসরি নিজের ঘরে না এসে প্রথমে বাবার ঘরে ঢুকল সে। বাবা কেমন আছেন দেখে ঘরে ফিরল পেপি। দরজা বন্ধ করে আপন মনে গান গাইতে গাইতে কাপড় ছাড়ার জন্যে দেয়াল আলমারির কাছে গিয়ে আলো জ্বালাল সে।

নীরবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে জুলিয়াস। মুহূর্তে ঘরটা আলোয় ভরে উঠল। ঘুরেই ওকে দেখতে পেল পেপি। সাথে সাথে চিনলেও চমকে উঠে ওর মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। হাত দুটো আপনা আপনি উঠে এল বুকের ওপর। চোখ দুটো বিস্ফারিত।

'আমি, পেপি, ভয়ের কিছু নেই,' শান্ত স্বরে বলল জুলিয়াস।

চট করে বন্ধ দরজাটা একবার দেখে নিয়ে সে বলল, 'এখানে কি করছ তুমি?'

'তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'ওরা যদি জানতে পারে তোমাকে খুন করে ফেলবে, জানো?'

'কেন? আমাকে কেউ মারতে চাইবে কেন?'

'নকার নামে একজন লোক কাজ করে এখানে। সে যদি...'

'আমার মৃত্যু কামনা কি সে একাই করে?'

'তাই কি যথেষ্ট নয়? আরও দরকার আছে তোমার?'

'বাবার শরীর কেমন?'

পেপির চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। 'তুমি যদি বাবাকে বিরক্ত করতে এসে থাকো...'

'না, আমি সেজন্যে আসিনি। বাবা যা বলছেন তার পরে তাঁর সম্পত্তির কানাকড়ি অংশও আমি চাই না। জানি না, মনে হচ্ছে কোন কারণে আমার প্রতি তাঁর মন বিষিয়ে গেছে। মনের ওপর হাত নেই কারও, তবু হাজার হোক নিজের বাবা তো, তাই জানতে ইচ্ছা করে। কেমন আছেন তিনি?'

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল পেপি। এগিয়ে গিয়ে জানালার পর্দাটা ভাল করে টেনে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। চেহারাটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে তার—হঠাৎ তাকে অত্যন্ত ক্লান্ত আর চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'বাবা তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছেন, জুলিয়াস। খুব কষ্ট হচ্ছে তাঁর, বুকের ব্যথাটা সব সময়ই থাকে। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন এর চেয়ে তাঁর মরে যাওয়াই ভাল। এমন মনে হওয়া কি অন্যায়?'

'না, বোন, তোমার ব্যথাটা আমি বুঝি।'

'আমি যতটা সম্ভব বাবার কাছে থাকতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমার মনে হয় সেটা উনি চান না। কথা মোটেও বলেন না—তাঁর ধারণা কথা না বলে শক্তি সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠবেন। আবার একদিন আগের মত বাইরে ঘুরে বেড়াবেন কিন্তু সে আশা মিছে—একেবারেই অসম্ভব।'

'এ ব্যাপারে জারভিসের কি মত?'

'সে দুঃখিত, কিন্তু...ওর কথা আলোচনা করতে চাই না আমি

'বস্ সাজতে ভালই লাগছে ওর,' পেপির মনের কথা আন্দাজ করে বলল জুলিয়াস

'এখনও ছোট, সব বোঝার বয়স হয়নি ওর।'

'তা ঠিক, বলে প্রসঙ্গ বদলাল জুলিয়াস। 'অন্য একটা ব্যাপারে আলাপ করতে এসেছি আমি। কিন্তু কথাটা কিভাবে পাড়ব, মানে–'

'বুঝেছি। এডের ব্যাপারে আলাপ করতে এসেছ,' সহজ ভাবেই বলল পেপি।

'কি করে বুঝলে?'

'হয়তো তোমাকে কিছুটা চিনি বলেই বুঝেছি!'

'বড় ভাইগিরি ফলাতে আমি আসিনি।'

সরাসরি জুলিয়াসের চোখে চোখ রাখল পেপি। 'তুমি আমাকে বলতে এসেছ এড একজন বন্দুকবাজ, একসময় ডাকাতির সাথেও জড়িত ছিল সে

বলবে ওকে ভাড়া করে আনা হয়েছে আমার সাথে প্রেম করে আমাকে বিয়ে করার জন্যে হয়তো এও বলবে আমার মত অনেক মেয়েকেই এর আগে ভোগ করেছে সে

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে জুলিয়াস এই বয়সেই পেপি এত বোঝে তা কল্পনাও করতে পারেনি সে বলল, 'এত রূঢ়ভাবে কথাটা বলতাম না আমি।'

'বললেও মিথ্যে বলা হত না।'

'সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই

খাটের ধারে হাত দুটো কোলে রেখে মেঝের দিকে চেয়ে বসে রইল পেপি। একটু পরে স্বগতোক্তির মত বলে চলল, 'হ্যাঁ, এড সম্বন্ধে যা বললাম সেগুলো সবই সত্যি। বন্দুকবাজ ডাকাত ছিল সে। আমি সুন্দরী বলে নয়, আমি একদিন রকিং এইচের একটা অংশের মালিক হব বলেই আমাকে বিয়ে করতে এসেছিল সে। আমি তার জীবনের প্রথম নারীও নই। কিন্তু সে কি ছিল, কেন এখানে এসেছিল, সেসব কিছুই জানতে চাই না, আমি ওকে বিয়ে করব।'

'কেন?' অস্থিরভাবে নড়ে উঠল জুলিয়াস।

'কারণ ওকে ভালবাসি আমি।'

চোখ তুলে চাইল পেপি। পানি টলটল করছে ওর দুই চোখে। মুখটা ব্যথায় বিকৃত ওর এই রূপ আগে কোনদিন দেখেনি জুলিয়াস। হাতের আঙুলগুলো পরস্পরের সাথে আবদ্ধ—মুখে ভয় আর বেপরোয়া ভাবের একটা অদ্ভুত মিশ্রণ।

'তাহলে তো আমি শত বোঝালেও কোন ফল হবে না।'

'না, আমি মনস্থির করে ফেলেছি'

'জারভিস কি বলে?'

'ওর কথায় কিছু আসে যায় না

'মেডক সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ?'

'এর সাথে মেডক লেটনের কি সম্পর্ক?'

'ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো,' ধীরে ধীরে বলল জুলিয়াস। 'আপাতত সে-ই সবকিছু চালাচ্ছে। খামারের লোকজনও সবাই তার বাছাই করা নিজস্ব লোক। এখন সে জারভিসকে বস্ বলে মানছে বটে, কিন্তু বাবা মারা গেলে কি ঘটবে? র‍্যাঞ্চ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। তুমি বিয়ে করলে তোমার অংশটা মেডক এডের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কিন্তু জারভিসের অংশ কিভাবে দখলে রাখবে ওরা? একটা উপায় হতে পারে জারভিসকে মেরে ফেলা—তা হলে পুরো সম্পত্তিই তোমার অর্থাৎ মেডকের হাতে চলে যাবে।'

উঠে দাঁড়াল পেপি। ওর গাল দুটো রক্তহীন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। 'ওরা জারভিসের কোন ক্ষতি করবে না। সে তো ওদের কথা মতই চলে। কোন বাধাই সৃষ্টি করছে না সে।'

'এখন করছে না বটে, কিন্তু পরে করতে পারে। ছড়ি ঘুরিয়ে আদেশ দেয়া আর কর্তৃত্ব করা পছন্দ করে সে। এখন মেডক সেটা সহ্য করছে—কিন্তু পরে কি হবে? সূক্ষ্ম একটা সুতোয় ঝুলছে জারভিসের জীবন।'

তর্ক করল না পেপি জুলিয়াসের কথাগুলো যে কতটা সত্যি তা সে বেশ

বুঝতে পারছে এগিয়ে এসে জুলিয়াসের দুই বাহুমূল খামচে ধরল পেপি 'জুলিয়াস, কি করব আমরা?' কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

'জানি না। জারভিসের সাথে কথা বলে লাভ নেই। কারও কথাই সে শুনবে না।'

'আমি…আমি যদি বিয়েতে রাজি না হই তাহলে কি সমস্যার সমাধান হবে?'

'কিছুটা সাহায্য হবে বটে–কিন্তু তাতে স্থায়ী সমাধান হবে না। এখনও কোন নির্ভরযোগ্য উপায় খুঁজে পাইনি, কিন্তু সেই চেষ্টাতেই আছি আমি।'

কপালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে আয়নায় নিজের চেহারা দেখল পেপি। মুহূর্তের জন্যে শিউরে উঠল ওর সারা দেহ। 'ওহ্, জুলিয়াস আমি যে কি করব বুঝি না। মাঝে মাঝে মনে হয় আবার সেই ছেলেবেলার নিশ্চিন্ত জীবনে যদি ফিরে যেতে পারতাম!'

'না, পেপি, তা হয় না। কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন একদিন আমাদের হতেই হবে। বড় হয়েছি…বড়দের মতই বুদ্ধি-বিবেচনা করে চলতে হবে এখন।'

'আমরা যদি…

কথার মাঝেই থেমে মুখ তুলে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল পেপি। বাইরের উঠানে কয়েকটা ঘোড়া এসে থামার শব্দ শোনা গেল। ওদের অস্পষ্ট কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে জুলিয়াস।

'শহর থেকে লোকজন ফিরে এসেছে,' বলল পেপি, 'ওরা আসার আগেই এখান থেকে বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল তোমার।'

'অসুবিধা হবে না, ঠিক চলে যাব আমি।'

ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে জানালার ধারে এসে অন্ধকারে পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল পেপি। উঠান থেকে বেশ খানিকটা দূরে ওর ঘর। ঘোড়া থেকে নামছে ওরা। ওদের কারও এদিকে আসার সম্ভাবনা খুব কম।

জুলিয়াস এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল। 'আমরা ভাগ্যচক্রে এই বিপাকে জড়িয়ে না পড়লেই ভাল ছিল, পেপি।'

ঘুরে দাঁড়াল পেপি। 'তোমার আর জিনার মধ্যে সম্পর্ক এখন কেমন?' প্রশ্ন করল সে।

'ওর সাথে ভাল করে কথা বলারই সুযোগ হয়নি আমার।'

'জারভিসের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে ওর।'

'শুনেছি।'

'ওর যে কি হয়েছে জানি না, হয়তো তোমার কারণেই ওখানে যাওয়া আরম্ভ করেছে। তুমি যাবার পর এখানে সে তোমার জায়গাটা দখল করে নিয়েছে জিনার কাছেও সেই একই ব্যাপার করার চেষ্টা করছে। কেমন যেন বদলে গেছে জারভিস। তোমাকে দেখতে তো পারেই না, আমার সাথেও ইদানীং বিশেষ কথা বলে না।'

'ছোটকাল থেকেই আমি ওর দু'চোখের বিষ। বাবা আমাদের যত কিছু শেখাতে চাইতেন তার কোনটাতেই ওর আগ্রহ ছিল না। বাবা আমার সাথে

বেশি সময় কাটাতেন বলে ওর ধারণা তিনি আমাকেই ওর চেয়ে বেশি ভালবাসেন। সেই জন্যেই জারভিসের এত রাগ।'

মাথা ঝাঁকাল পেপি। 'ওরা ভিতরে গেছে রান্নাঘরে ওদের আওয়াজ পাচ্ছি আমি, এই সুযোগে পালাও।'

সত্যি আর থাকাটা উচিত হবে না। এমনিতেই অনেক ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে সে। পেপির পাশ দিয়ে এগিয়ে এসে জানালার পর্দা সরিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়ল জুলিয়াস। মাটিতে শুয়ে পড়ে চারপাশে চেয়ে দেখল—অন্ধকারে কোন নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল না।

'জুলিয়াস?' ফিসফিস করে ঘর থেকে ডাকল পেপি।

'কিছু বলছ?'

'আমি এডের সম্বন্ধে কি করব জানি না। ওকে হারাতে চাই না আমি। আমার ভিতর যে কি ঝড় বইছে বোঝাতে পারব না। থাক, এখন কিছু বোলো না, আমি নিজেই ভেবেচিন্তে একটা সিদ্ধান্ত নেব।'

আর একবার চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল জুলিয়াস। জানালা বন্ধ করার আওয়াজ পেল সে। কোথাও কিছু নড়ছে না। মৃদু বাতাস বইছে। দূর থেকে কাঁপানো স্বরে একটা কয়োটির ডাক ভেসে এল।

বিপদের সম্ভাবনা নেই দেখে সেন্টিনেল পাহাড়ের ঢাল ধরে রওনা হলো জুলিয়াস। কয়েক পা এগিয়ে বাড়ির কোনা থেকে একটা খসখস আওয়াজে ঝট করে ঘুরে তাকিয়েই মাটিতে শুয়ে পড়ল। পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপচাপ পড়ে আছে জুলিয়াস। বাড়ির কোনায় কাকে দেখল সে? লোকটা কি তাকে দেখেছে? ওখানে কি করছিল ও?

পরিষ্কার গলায় কেউ বলে উঠল, 'দুই হাত মাথার ওপরে তুলে দাঁড়াও, জুলিয়াস। চারজন লোক বন্দুক তাক করে রয়েছে- পালাবার পথ নেই তোমার।'

তবু নড়ল না জুলিয়াস। মাথাটা সামান্য একটু ফিরিয়ে নিজের দুই পাশ ভাল করে দেখল। যে লোকটা কথা বলেছিল প্রথমে তাকেই কেবল চোখে পড়ল। পরে খেয়াল করল বাড়ির কোনা থেকে একটা রাইফেলের ব্যারেল সামান্য ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'উঠে দাঁড়াও, জুলিয়াস,' লোকটা আবার আদেশ দিল। 'কোন আড়াল নেই তোমার, ভাল মতই ফাঁদে পড়েছ। লক্ষ্মী ছেলের মত মাথার ওপরে হাত তুলে দাঁড়াও।'

বেশ অন্ধকার, কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে পালাবার জন্যে যথেষ্ট নয়। দু'জনকে জুলিয়াস নিজেই দেখতে পেয়েছে—হয়তো আরও লোক তৈরি রয়েছে ওকে গুলি করার জন্যে। সেন্টিনেল পাহাড়ের দিকে দৌড় দিয়েও বিশেষ লাভ নেই—সিকি মাইলের আগে বাঁচবার মত কোন আড়াল নেই। ভাল মতই ফেঁসেছে সে।

'শেষবারের মত বলছি,' আবার লোকটার গলা শোনা গেল। 'হাত তুলে উঠে দাঁড়াও, জুলিয়াস।'

আর কোন উপায় নেই। পিস্তলটা খাপে ভরে হাত তুলে উঠে দাঁড়াল জুলিয়াস। আগের দু'জনসহ দু'পাশ থেকে আরও দু'জন এগিয়ে এল ওর

দিকে। ওদের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে সে ভাবছে: তার উপস্থিতি ওরা টের পেল কি করে? অবশ্য সে প্রশ্ন এখন অবান্তর, তাকে নিয়ে ওরা কি করবে সেটাই বড় কথা।

কাছে আসতেই ওদের দু'জনকে চিনল জুলিয়াস। একজন এড, অন্যজন হিউ হার্পার—বাকি দু'জন তার অচেনা। এডই ওদের পরিচালনা করছে।

'ওর পিস্তলটা নিয়ে নাও, হিউ,' আদেশ করল এড।

'ওকে গুলি করে মেরে ফেললেই তো ঝামেলা চুকে যায়,' হিউ গজর গজর করতে থাকল বটে, কিন্তু আদেশ অনুযায়ী জুলিয়াসের পিস্তল তুলে নিয়ে পিছিয়ে গেল।

টুপিটা মাথার পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে দাঁত বের করে হাসল এড। বলল, 'দুঃখিত, জুলিয়াস, মাথা খাটাওনি তুমি।' তারপরই ওর গলার স্বর একেবারে বদলে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে সে আদেশ দিল, 'ওকে গুদাম ঘরে নিয়ে যাও, আমি মেডককে খবর দিচ্ছি।'

নয়

জুলিয়াসকে রূঢ়ভাবে ঠেলতে ঠেলতে গুদাম ঘরে নিয়ে গেল ওরা। সেখানে একটা খড় গাদা দেয়ার খুঁটিতে ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা হলো।

একটু পরেই নকার ঢুকল। একটা লাল বর্ডার দেয়া নীল গেঞ্জি পরেছে সে। বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে ওকে। 'আমি ভাবিনি তোমাকে ওরা এত জলদি ধরতে পারবে,' বলল নকার।

'ইন্ডিয়ান ব্লাফে তোমার সাথে তো কোন বিবাদ হয়নি আমার!'

'হয়নিই তো!' হাসতে হাসতে বলল সে, 'ওইসব অজুহাতের কোন দরকার ছিল না আমার, ওটা মেডকের ফন্দি।'

উঠানে কয়েকজনের সাড়া পাওয়া গেল। কয়েক সেকেন্ড পরেই মেডককে ঘরে ঢুকতে দেখল জুলিয়াস। ওর সাথে এড, জারভিস আর মাডিও রয়েছে। মেডককে খুব খুশি দেখাচ্ছে। জারভিসের মুখ উত্তেজনায় লাল। ঢোকার সময়ে কি যেন বলছিল সে, কিন্তু মেডকের ধমক খেয়ে চুপ হয়ে গেল। এডের মুখ দেখে ওর মনের ভাব বোঝা যাচ্ছে না। চিরাচরিত কৌতুকের হাসিটা এখন মুছে গেছে ওর মুখ থেকে। মাডি দাঁত বের করে হাসছে।

'তুমি দেখা দেবে এটাই আশা করেছিলাম,' বলল মেডক। 'তোমার বাবা বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার পরও শিক্ষা হয়নি তোমার, আবার বেহায়ার মত ফিরে এসেছ কিছু হাতানোর আশায়!'

'বাবার সাথে দেখা করে সম্পত্তির ভাগ চাইতে আসিনি আমি।'

'গপ্ ছেড়ো না।'

'বিশ্বাস না হয় পেপিকে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

জবাব শুনে একটু থমকাল মেডক। 'এড, যাও. পেপির কাছ থেকে শুনে এসো ওর কি বক্তব্য আছে। তাড়াতাড়ি করো, সারারাত লাগিয়ো না।'

'আসছি,' বলেই সাঁই করে গোড়ালির ওপর ঘুরে রওনা হয়ে গেল এড।

এই ঘটনা প্রবাহ জারভিসের ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। সে বলে উঠল, 'এর মধ্যে পেপিকে টেনে আনার কি দরকার? জুলিয়াসের প্রতি দুর্বলতা আছে ওর, সে তো ওকে বাঁচানোর চেষ্টাই করবে।'

'চুপ করো!' ধমকে উঠল মেডক।

ধীর গতিতে ঘুরে মেডকের মুখোমুখি হলো জারভিস। 'মুখ সামলে কথা বলো, মেডক। মালিকের সাথে কথা বলছ তুমি!'

কয়েকটা মুহূর্ত নীরবতার মধ্যে কাটল। সবার চোখ ওদের দু'জনের ওপর। মেডকের হাত তার পিস্তলের দিকে নেমে গেছে, কিন্তু পিস্তল ছুঁলো না সে। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে—মনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া চলছে। শেষ পর্যন্ত তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'জারভিস, খামারের সব ব্যাপারে তুমিই বস্, কিন্তু শৃঙ্খলা বজায় রাখা আমার কাজ। এটা আমাকে আমার মত করেই দেখতে দাও। পেপির কি বলার আছে জানতে চাই আমি। তবে সে যা বলবে তাই বিশ্বাস করতে হবে এমন কোন কথা নেই।'

অর্ধেক বিজয় হলো জারভিসের। এতেই সন্তুষ্ট সে। জোর করে শব্দ করে হেসে উঠে বলল, 'ঠিক বলেছ তুমি, মেডক। আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি না হওয়াই ভাল। দু'জন মিলেমিশে কাজ চালিয়ে যাব আমরা।'

জুলিয়াস ভাবছে: জারভিস কি বুঝতে পারল মৃত্যুর দুয়ার থেকেই এইমাত্র ফিরে এল সে?

জলদিই ফিরল এড। বলল, 'পেপির সাথে কথা হলো, সে বলছে সেবাস্টিন দত্তের সাথে নয়, ওর সাথেই দেখা করতে এসেছিল জুলিয়াস।'

'কেন?' প্রশ্ন করল মেডক।

'আমাকে বলেনি তা, বলল ওটা ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'ব্যক্তিগত না ছাই!' দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল মেডক। তারপর জুলিয়াসের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কি জন্যে এসেছিলে তুমি?'

সত্যি কথা বলতে গেলে এখনই খুন হয়ে যাবে জুলিয়াস। বানিয়ে কিছু বলতে গেলেও ওরা বিশ্বাস করবে না। দৃঢ় কণ্ঠে সে জবাব দিল, 'আমার বোনের সাথে ব্যক্তিগত আলাপ করেছি আমি—এখানে সেসব কথা বলব না।'

সামনে ঝুঁকে উল্টো হাতে চড় কষাল মেডক। জুলিয়াসের মুখের ওপর পড়ল আঘাতটা। চোখ দিয়ে পানি আর নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল।

'নকার!' হঠাৎ ডেকে উঠল মেডক। 'জুলিয়াসের সাথে তোমার ঝগড়ার নিষ্পত্তি করতে চাও?'

'অবশ্যই চাই।' উৎসাহের সাথে জবাব এল।

'তাহলে হাতের বাঁধন খুলে ওকে ওর পিস্তল ফিরিয়ে দাও।'

হঠাৎ হেসে উঠল এড। বলল, 'মেডক, জুলিয়াসকে যদি নকার হারাতে পারে তবে তুমি যা বাজি ধরবে তার দশগুণ টাকা দিতে আমি রাজি।'

'নিজেকে খুব বাহাদুর মনে করো, না?' খেপে উঠল নকার। 'আমি একশো ডলার বাজি ধরছি'

'তোমার সাথে বাজি ধরে লাভ নেই; নির্ঘাত মারা পড়বে তুমি–আমার কথা বিশ্বাস না হয় জারভিসকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো জুলিয়াস কেমন পিস্তল চালায়।'

রেগে আগুন হয়ে গেছে নকার। 'তুমি যা শুনেছ তা শিকেয় তুলে রাখো। নিজেকে খুব বড় ওস্তাদ মনে করছ, তোমার সাথেই না হয় হয়ে যাক এক হাত?' এডের দিকে ঘুরে দাঁড়াল নকার।

সরে এসে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কটমট করে এডের দিকে চাইল মেডক। 'তোমার মতলবটা কি? তোমার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে?'

'না, তোমাদের মত বুদ্ধি হারায়নি আমার,' জবাব দিল এড। 'তোমরা যা করতে যাচ্ছ তা আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না। এটা শহরে ঘটলে বিবাদের ফল বলে চালানো যেত, কিন্তু এখানে ঘটলে কি হবে ভেবে দেখেছ? বিভিন্ন রকম কথা উঠবে না?'

'তাহলে তোমার মতে ওকে ছেড়ে দেয়াই উচিত?'

'না, তা কেন? মাডিকে ব্যবহার করলেই হয়। ওকে মারপিট করতে দেখেছ কখনও? ওর হাতে মার খাওয়ার পর জুলিয়াসের আর কারও ক্ষতি করার মত অবস্থা থাকবে না।'

চোখ দুটো ছোট করে এডের প্রস্তাবটা ভেবে দেখল মেডক। ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। মাডির দিকে তাকাতেই সে বক্সিং করার ভঙ্গিতে হাত দুটো তুলে দাঁড়াল। তার বিশাল মুঠি দুটোয় অতীতের মারপিটের চিহ্নগুলো ফুটে রয়েছে।

'আগের ব্যবস্থাটাই তো ভাল,' আপত্তি জানাল নকার। 'বাজিতে কিছু বাড়তি টাকা রোজগার করার সুযোগ পেতাম।'

'বাড়তি টাকা কামাবার সুযোগ পরেও পাবে তুমি,' জবাব দিল মেডক। 'আজ ওকে আমি মাডির হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি।'

জুলিয়াসের হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে, কিন্তু পিস্তলটা তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়নি–হবেও না। মাডির সাথেই মারপিট করতে হবে ওকে।

মাডির দিকে চেয়ে মনে মনে জরিপ করে নিল জুলিয়াস। বিশাল হলেও ওর দেহের কোথাও মেদ নেই। দড়ির মত পেশীওয়ালা শক্তিশালী হাত দুটো গিয়ে মিশেছে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কাঁধের সাথে। হয়তো একটু ধীর হতে পারে ওর গতি। কিন্তু তাই বা কি করে বলা যায়? বিশাল লোককেও অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি হতে দেখেছে জুলিয়াস।

আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, দু'জনের ঘুসাঘুসি শেষ পর্যন্ত বীভৎস আকার নিতে পারে। এই রকম মারামারিতে একবার একটা লোককে ঘুসি খেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়তে দেখেছিল সে, তবু রেহাই পায়নি, মাথায় বুটের লাথি খেয়ে মারা পড়েছিল লোকটা। এইসব মারপিটে ফাউল বলে কিছু থাকে না, সবই চলে। আজ রাতেও কোন বিধি-নিষেধ থাকবে না।

মাডির দিকে চেয়ে স্থির হয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাবছে জুলিয়াস। দৈত্যের সাথে মানুষ কি করে মারপিট করে? ওর হাতের একটা ঘুসি ঠিকমত পড়লেই ছিটকে মাটিতে পড়বে সে। সাথে সাথে উঠে দাঁড়াতে না পারলেই বুটের লাথি খেয়ে ছাতু হয়ে যাবে ওর মাথা।

ঘরের সবাই ওদের দু'জনকে জায়গা করে দিয়ে পেছনে সরে দাঁড়িয়েছে। পাশ থেকে মেডক বলে উঠল, 'আমি পঞ্চাশ ডলার বাজি রাখছি, জুলিয়াস পাঁচ মিনিটও টিকবে না।'

'আমি নিলাম ওই পঞ্চাশ,' বলল এড। 'আর কেউ?'

অন্যেরাও কমবেশি বাজি ধরল। কিন্তু সেদিকে খেয়াল করছে না জুলিয়াস, সতর্ক চোখে মাডিকে দেখছে ও। ঝুঁকে পড়ে খেলার ছলে সে একটা হাত ছুঁড়ল জুলিয়াসের মাথা লক্ষ্য করে। ঝটকা দিয়ে তাকে ঘুসি এড়িয়ে মাথা সরিয়ে নিতে দেখে হাসল মাডি। আবার এগিয়ে এল সে, আবারও মাথা নিচু করে ঘুসি কাটিয়ে সরে গেল জুলিয়াস। কিন্তু এবারে সরে যাবার সাথে সাথে পা চালাল সে। বুটের শক্ত মাথাটা গিয়ে সজোরে লাগল মাডির হাঁটুতে। ব্যথায় আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর গলা থেকে। দারুণ আক্রোশে ঘুসি চালাল মাডি। সরে গিয়েই শক্ত একটা ঘুসি বসাল জুলিয়াস ওর বাঁকা নাকের ওপর। রক্তের রেখা নেমে এল ঠোঁট বেয়ে চিবুকে। বুটের লাথি মারল আবার জুলিয়াস ওর হাঁটুর নিচে শিন বোনের ওপর। তীব্র যন্ত্রণায় পিছিয়ে গেল মাডি। সাথে সাথেই আর একটা ঘুসি পড়ল ওর মুখে। চট্ করে ডাইনে বা বামে মাথা সরিয়ে মাডির ঘুসিগুলো এড়িয়ে গেল জুলিয়াস। কিন্তু সবগুলো কাটাতে পারল না, একটা জোরাল ঘুসি এসে পড়ল ওর কপালের ওপর।

ছিটকে পিছিয়ে এসে টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল জুলিয়াস। তেড়ে ছুটে এল মাডি, ওর চোখে-মুখে বিজয় উল্লাস। জুলিয়াসের মাথা লক্ষ্য করে বিদ্যুৎ বেগে বুটের লাথি চালাল মাডি। ওটা লাগলে এখানেই মারপিটের সমাপ্তি ঘটত–গড়িয়ে কোনমতে সরে গিয়েই জোড়া পায়ে লাথি চালাল জুলিয়াস। লাথি খেয়ে পড়ে গেল মাডি। সাথে সাথেই আবার দু'জনে উঠে দাঁড়াল।

একটু দম নেয়ার ফুরসত পাওয়া যাবে মনে করেছিল জুলিয়াস। কিন্তু মাডি সে সুযোগ দিল না। উঠে দাঁড়িয়েই তেড়ে এল। দু'হাত মুখের সামনে তুলে ঘুসি ঠেকিয়ে মাথা নিচু করে পিছিয়ে গেল জুলিয়াস। পা ফেলে একপাশে একটু সরে গিয়েই মারপিটের ধারা পাল্টে আক্রমণ করে বসল সে। প্রথম ঘুসিটা চোয়াল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল, দ্বিতীয়টা ঠিকমত গিয়ে পড়ল মাডির চোয়ালে। জুলিয়াসের মনে হলো যেন পাথরের ওপর পড়ল ওর ঘুসি। হাত কেটে গেছে–ঠিক করল এই রকম ঘুসি আর মারবে না সে। ভীষণ বেগে পেটের ওপর ঘুসি চালাল জুলিয়াস। কেঁপে উঠল মাডি, কিন্তু ক্লান্ত হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ওর।

সামান্য নিচু হয়ে দু'হাতে জুলিয়াসকে জড়িয়ে ধরল মাডি। পাঁজরের ওপর কঠিন চাপ পড়ছে। হাত দুটো যেন লোহা দিয়ে তৈরি। পিছন দিক থেকে হাত বাড়িয়ে চুলের মুঠি ধরে প্রাণপণে টান দিল জুলিয়াস। বেকায়দা দেখে ওকে

ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল মাডি। তারপরেই দু'হাতে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এল।

ঘুসির তোড়ে পড়ে গেল জুলিয়াস। সাথে সাথেই বুটের লাথি মুখের পাশ ছুঁয়ে ওর গালে আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরবর্তী লাথিটা পড়ল পাঁজরে। বুকের ওপরই শক্ত করে পা-টা চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল জুলিয়াস। ভারসাম্য হারিয়ে টলমল করে উঠল মাডি। সামলে ওঠার সুযোগ না দিয়ে কষে লাথি চালাল জুলিয়াস। লাথির আঘাতে পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে একটা গড়ান দিয়েই আবার উঠে ঘুরে দাঁড়াল মাডি।

মুখটা রক্তাক্ত হয়ে ফুলে উঠেছে, মাডিকে আর চেনা যাচ্ছে না। কিন্তু তার নিজের চেহারাও আর এখন সুদর্শন নেই তা জানে জুলিয়াস। দেহের সব ক'টা পেশী টনটন করছে, মুখের ভিতর ধুলোবালি কিচকিচ করছে। ক্লান্তিতে হাত দুটো আর তুলে রাখতে পারছে না সে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে—পায়ের ওপর নিজের ভার রাখাটাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে বুঝতে পারছে না মাডির কেমন অবস্থা, কিন্তু সে আর পারছে না।

দাঁড়িয়ে মাতালের মত মাডির দিকে চেয়ে টলছে জুলিয়াস। লোকজন চিৎকার করে মাডিকে উৎসাহ দিয়ে মারামারির সমাপ্তি ঘটাতে বলছে বারবার। পিছন থেকে কে যেন ধাক্কা দিল ওকে। মাডি এগিয়ে আসছে ঘুসি তুলে। কাটাবার সুযোগ পেল না জুলিয়াস। ঘুসিটা ওর চোয়ালের ওপর পড়ল। সে-ও শেষ চেষ্টায় ঘুসি চালাল মাডির নাক বরাবর। মাথার ভিতর বিস্ফোরণ ঘটেছে মনে হলো জুলিয়াসের। চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে আসছে। মাটিতে পড়ার ব্যথাটা অনুভব করল না জুলিয়াস।

গুণে গুণে এডের পঞ্চাশ ডলার মিটিয়ে দিয়ে মাডি আর জুলিয়াসের দিকে চাইল মেডক। দু'জনেই ধরাশায়ী—কেউই নড়ছে না। দেখে মনে হচ্ছে মাডিকে অন্তত এক সপ্তাহ বিছানায় থাকতে হবে—অনেক মার খেয়েছে বেচারা।

এডের পেছন পেছনই বেরিয়ে এল মেডক। বলল, 'তুমি না বলেছিলে মাডি ঘুসাঘুসিতে ওস্তাদ?'

'ওকে তো দেখেশুনেই কাজে নিয়েছ,' জবাব দিল এড। 'আর তাছাড়া চেষ্টার ত্রুটি করেনি ও। এরচেয়ে ভাল মারপিট আর কি আশা করো?'

'কিন্তু এতে জুলিয়াসের ব্যাপারটার কোন সুরাহা হলো না।'

'ওকথা কেন বলছ? আবার ভাল করে দেখে এসো। আধমরা অবস্থা জুলিয়াসের।'

'কিন্তু ওকে একেবারে শেষ করাটা বাকি রয়ে গেল।'

'এমন একটা ব্যবস্থা করো যেন সব কূল রক্ষা হয়। ওর মৃত্যুতে দোষটা তোমার কাঁধে পড়লে ফল শুভ হবে না। শুধু তুমি কেন, এখানকার কারও ওপর দোষ চাপানোই ঠিক হবে না।'

মেডককে চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে। 'গুম করে ফেলতে হবে ওকে,' শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল সে। 'জুলিয়াস পার্ক ছেড়ে চলে গেছে, এই কথাটা ছড়িয়ে দিতে হবে। এর চেয়ে সহজ বুদ্ধি আর কিছু মাথায় আসছে না।'

'আমি যাই, পেপিকে ঘটনাটা জানিয়ে আসি

'ওকে এসব জানানোর কি দরকার?'

'মাথা খাটাও, মেডক। সে জানে তার ভাই এখানেই আছে। কিছু একটা গল্প বানিয়ে ওকে বুঝ দিতে হবে তো?'

ধীর পায়ে বাড়ির ভিতরে এগিয়ে গেল এড। পেপির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় করছে ওর। পেপি যে ব্যাপারটা কিভাবে নেবে কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না?

পেপিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি এড। বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে ওদের মধ্যে, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে মনে হয় যেন ও অনেক দূরের মানুষ। এর আগে যত মেয়েকে সে জেনেছে তাদের কারও সাথেই মিল নেই পেপির ওর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কিছুটা ভাব হওয়ার পর ওকে নিজের অতীত সম্পর্কে খানিকটা আভাস দিয়েছে এড। পূর্ব অভিজ্ঞতায় সে দেখেছে এতে ভাল কাজ হয়। বেশির ভাগ মেয়েই এতে একটা অজানা পুলক অনুভব করে। সে দেখেছে অবস্থার ফেরে পড়ে তাকে ওই পথে যেতে হয়েছিল জেনে কিছু মেয়ে ওর জন্যে উদ্বিগ্ন হয়, আর অন্যেরা তাকে নতুন করে গড়ে নেয়ার জন্যে উঠেপড়ে লেগে যায়। কিন্তু পেপি ওদের কোন দলেই পড়ে না। ওর কথা শুনে সে হেসে বলেছিল, 'তোমার অতীত সম্বন্ধে আগেই শুনেছি আমি। জানি তুমি কেন এসেছ। তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও কারণ বাবার মৃত্যুর পর অনেক সম্পত্তির মালিক হব আমি। সব জেনেও হয়তো তোমার কথায় ভুলতে পারি আমি–কে বলতে পারে?' এটা আবার কি ধরনের কথা হলো?

পেপির ঘরের দরজায় টোকা দিল এড। সাথে সাথেই দরজা খুলে দিল পেপি। জামা ছাড়েনি সে–চেহারাটা ভীত-সন্ত্রস্ত আর মলিন দেখাচ্ছে। 'এড...,' আর কিছু বলতে পারল না সে।

'এখানে সুস্থির হয়ে একটু বসো তুমি,' হাত ধরে টেনে নিয়ে পেপিকে বিছানার ওপর বসাল এড।

'ওকে...ওকে কি মেরে ফেলা হয়েছে?'

'না, পেপি। এখনও মারেনি।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত মারবে?'

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আবার ফিরে এসে পেপির পাশে বসল এড। গুদাম ঘরের ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করল সে। তারপর বলল, 'আমার মতে এটাই ভাল হয়েছে। এছাড়া অন্য কোন পথ বেছে নিলে এতক্ষণে ওর মৃত্যু ঘটত।'

নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল পেপি। 'জুলিয়াস কি খুব খারাপভাবে আহত হয়েছে?'

'সেটা ঠিক জানি না, তবে সে যে জখম হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।'

'তাহলে? এরপরে এখন কি ঘটবে?'

মাথা নাড়ল এড সে ভাল করেই জানে এরপর কি ঘটবে। উপায়টা জানে না বটে, কিন্তু মেডক যখন চায় তখন জুলিয়াসকে মরতেই হবে

এডের দিকে একটু ঝুঁকে এল পেপি। বলল, 'ওর পালাবার একটা ব্যবস্থা তোমাকে করে দিতে হবে, এড।'

'সেটা কি করে সম্ভব, পেপি? আমি আর কি করতে পারি?'

'তা জানি না, কিছু একটা করতেই হবে।'

'কিন্তু সেটা যে অসম্ভব!'

এডের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে সে বলল, 'আমার এটাই সান্ত্বনা যে আমাকে মিথ্যে বুঝ দিচ্ছ না তুমি।'

'তার মানে?'

'তুমি নিজেই স্বীকার করেছ আমাকে ভালবাসার অভিনয় দিয়ে ভুলিয়ে বিয়ে করার জন্যেই তুমি এসেছিলে। তারপর হেসে বলেছিলে, আমাকে ভোলাতে এসে এখন নিজেই ফাঁদে পড়ে গেছ–অভিনয় করতে করতে সত্যি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছ আমাকে। সেটাও কি তোমার অভিনয়?'

অব্যক্ত ব্যথায় ম্লান হয়ে গেল এডের মুখ। 'না, পেপি। ওটা মন ভুলানো কথা নয়। নিজের অজান্তেই ভালবেসে ফেলেছি তোমাকে।'

'কিন্তু আমার চেয়ে মেডককেই বেশি দাম দিচ্ছ তুমি।'

'না! কখনোই না!' তীব্র প্রতিবাদ করল এড।

'কিন্তু ভাব দেখে তো আমার তাই মনে হচ্ছে।'

বিছানা ছেড়ে উঠে অস্থিরভাবে ঘরে পায়চারি করতে শুরু করল এড। এর আগে নিজেকে কোনদিন তার এতটা অসহায় আর বিভ্রান্ত মনে হয়নি। আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সে? জানে না। আগামীকাল কি অবস্থা হবে? তা-ও জানা নেই। পায়চারি থামিয়ে পেপির দিকে চাইল এড। সত্যিই কি মেয়েটা তাকে ভালবাসে? আসলে পেপির জন্য উপযুক্ত পাত্র সে নয়। জীবনে ওকে কি দিতে পারবে এড? যে কোন সময় ওকে গা ঢাকা দিয়ে পালাতে হতে পারে।

একটা বিষাদ মাখা হাসি ফুটে উঠল এডের ঠোঁটে। তার পেটের ভিতরে একটা গিঁট লেগে গেছে–কিন্তু তার চেহারায় এর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। সে বলল, 'ঠিক আছে, আমি জুলিয়াসকে পালাতে সাহায্য করব। কিন্তু বিনিময়ে তুমি আমায় একটা কথা দেবে?'

'তুমি যা চাও তাই দেব, এড,' দ্বিধাহীন স্বরে জবাব দিল পেপি।

'আগামীকাল যখন মেডক জানতে পারবে পাখি উড়ে গেছে তখন আমি যেন বলতে পারি তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছ। জুলিয়াসকে যেতে দেয়ার একটা অজুহাত আমার থাকতেই হবে, নইলে আমার বেঁচে থাকাই দায় হয়ে উঠবে।'

উঠে দাঁড়াল পেপি। 'সত্যিই কি আমাকে বিয়ে করতে চাও তুমি?'

'তুমি তো জানো আমি কি চাই।'

'আমিও তাই চাই।'

এগিয়ে গিয়ে পেপির দুই কাঁধে হাত রাখল এড। ওর ভিতরটা এক অব্যক্ত জ্বালায় জ্বলছে 'না, পেপি। ওই ভাবে নয় আমি তোমাকে চাই সত্যি, কিন্তু জুলিয়াসকে বাঁচানোর বিনিময়ে নয়। কেবল মাত্র নিজের বিনিময়েই আমি পেতে

চাই তোমাকে আমাদের মাঝে আর কেউ থাকবে না, শুধু তুমি আর আমি

'কিন্তু, এড...'

'না, আর কথা নয়। কথা অনেক হয়েছে, এবারে কাজ করতে হবে আমাকে—অনেক কাজ বাকি।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল এড যাবার আগে পেঁপিকে নরম গলায় শুভরাত্রি জানিয়ে গেল।

গোলাঘরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। ধীরে ধীরে জুলিয়াসের জ্ঞান ফিরে আসছে। একে একে সব মনে পড়ছে তার। মারপিটটা ঠিক কিভাবে শেষ হলো মনে পড়ছে না। গা-হাত-পা সব টনটন করছে ব্যথায়। মুখ ফুলে উঠেছে, হাতের মুঠি দুটো আড়ষ্ট—মাথার ভিতরে হাতুড়ি পেটা চলেছে।

অন্ধকার থেকে একটা গলা শোনা গেল, কেউ আর একজনকে প্রশ্ন করছে, 'কি খবর ওর? জ্ঞান ফিরেছে?'

'দু'একবার সামান্য নড়েছে,' জবাব দিল লোকটা। 'মনে হয় না এখনও জ্ঞান ফিরেছে। বেচারা বেশ জখম হয়েছে।'

'মার মাডিও কম খায়নি,' বলল এড। 'ওর ভাই ওকে ধাক্কা দিয়ে বেসামাল করে না দিলে ড্র হত না, জুলিয়াসই জিতত। ভাইয়ের সাথে কি কেউ এই ব্যবহার করে?'

'খুব ডেঁপো ছেলে ওই জারভিস—জানি না মেডক কেমন করে ওকে সহ্য করে।'

'আর বেশিদিন হয়তো সহ্য করবে না—সে যাক, তুমি যাও, সকাল পর্যন্ত আমি নিজেই পাহারা দেব।'

'কিন্তু মেডক আমাকে এখান থেকে নড়তে মানা করেছে।'

'মত পালটেছে সে, সকালে তোমাকে কি একটা কাজে পাঠাবে। যাও, একটু ঘুমিয়ে নাও।'

উঠে দাঁড়াল লোকটা, 'সেই ভাল, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে আমার। সকালে দেখা হবে।'

চলে গেল লোকটা। একটু পরে জুলিয়াসের কাছে গিয়ে এড নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'জুলিয়াস, জেগে আছ?'

'জেগেই আছি আমি,' বিরক্ত স্বরে জবাব দিল জুলিয়াস।

'গোলাঘরের পিছনে ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে রেখে এসেছি, তোমাকে ওই পর্যন্ত পৌঁছে দিলে যেতে পারবে?'

অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইল জুলিয়াস। এডই তাকে বন্দী করেছিল, এখন আবার সে-ই তাকে ছেড়ে দিচ্ছে! 'ঘোড়ার পিঠে টিকে থাকতে পারব,' জবাব দিল জুলিয়াস। কিন্তু আসলে সে নিজেও এ সম্বন্ধে নিশ্চিত নয়।

'মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে পার্ক ছেড়ে চলে যাওয়াই এখন তোমার জন্যে ভাল।'

'তুমি ভাল করেই জানো আমি যাব না।'

'ওরা পিটিয়ে ছাতু করবে তোমাকে।'

মুখ তুলে চাইল জুলিয়াস 'তুমি আমাকে সাহায্য করছ কেন?'

'পেপির জন্যে।'

উঠে বসল জুলিয়াস। দুর্বল শরীরে মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। নিজেকে সামলাতে চোখ বন্ধ করল সে। একটু পরেই সামলে নিয়ে চোখ খুলে এডের দিকে চাইল। 'আমি জানি কিসের লোভে তুমি পার্কে এসেছ। তোমার সব মতলব বুঝেছি আমি। একটা নীচ আর লোভী লোক তুমি এড।'

'ওসব কথা ছাড়ো।'

'কেন ছাড়ব? আমি চাই না তুমি আমার বোনকে বিয়ে করো।'

'কে বলেছে আমি তা করব?' জানতে চাইল এড।

'কেন, তাই কি তুমি চাও না?'

'হ্যাঁ, চাই,' স্বীকার করল সে। 'জানি না সেটা সম্ভব হবে কিনা, তবে পারলে আমি তাই করব। যাক, সে ব্যাপারে কথা বলার সময় এখনও আসেনি।'

'আমাকে একটা পিস্তল দাও।'

'কি লাভ? হাতের মুঠোয় পিস্তল ধরার ক্ষমতা এখন আর নেই তোমার।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জুলিয়াস জিজ্ঞেস করল, 'আমার চলে যাওয়াটা মেডক কি চোখে দেখবে?'

কৌতুকপূর্ণ হাসি হাসল এড। 'মেডক রাগে ফেটে পড়বে–তর্জন গর্জন করবে, চিৎকার করে রাগ দেখাবে আমার ওপর, আর নিজের নখ কামড়াবে। মনে মনে আমাকে খুনও করতে চাইবে ও, কিন্তু ওই পর্যন্তই। পেপির থেকে স্বার্থসিদ্ধি করতে হলে আমাকে ওর দরকার, তাই ইচ্ছা থাকলেও সে মারতে পারবে না আমাকে।'

'তাহলে ওর কাজটা আমিই শেষ করব,' বলে উঠল জুলিয়াস। 'এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা পিস্তল যোগাড় করে আবার ফিরে আসব।'

'তার আগে তোমার বোনের সাথে একটু আলাপ করে নিয়ো।'

'কেন?'

'কারণ ঘটনা যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে এতে তিনটে পক্ষ থাকবে। একটা তোমার, একটা মেডকের আর বাকিটা পেপি আর আমার। দেখি, উঠে দাঁড়াও তো?'

প্রথমে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে কোনমতে উঠে দাঁড়াল জুলিয়াস। চট করে এড ওকে ধরে না ফেললে সে ঠিক পড়েই যেত। একটু পরে ধাতস্থ হয়ে নিজেই দাঁড়াতে সক্ষম হলো সে। একবার ঘোড়ায় উঠতে পারলে টিকে থাকতে পারবে বলেই মনে হচ্ছে ওর।

'শব্দ কোরো না, নিঃশব্দে চলার চেষ্টা করো।'

রোষের সাথে এডের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে জুলিয়াস বলল, 'জাহান্নামে যাও তুমি। ভবিষ্যতে সাবধান থেকো।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল ওরা।

দশ

ঘোড়ার কাছে পৌঁছতেই যেন অনন্তকাল লেগে গেল ওর। সেখান থেকে যে কোথায় কোথায় ঘুরেছে আবছা ভাবে কিছু কিছু মনে পড়ছে তার। ভোরের বেলা জুলিয়াস দেখল ইডেন নদীর ধারে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলছে সে। রকিং এইচ থেকে জায়গাটা মাত্র দু'ঘণ্টার পথ। এখন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার। ক্রেস্টলাইনের দিকে রওনা হতে পারে সে, কিন্তু এতটা পথ পেরিয়ে ওখানে পৌঁছতে পারবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া এতক্ষণে হয়তো মেডকের লোকজন তাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে। পশ্চিমে গিয়ে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাতেও ঝুঁকি অনেক। শেষ পর্যন্ত কলিন গেইলের খামারেই যাবে বলে ঠিক করল জুলিয়াস।

নদী পার হয়ে কোনাকুনি ভাবে কলিনের র‍্যাঞ্চের দিকেই রওনা হলো সে। এবারে জিনার কথা মনে পড়ল ওর। জুলিয়াসকে কি চোখে দেখবে জিনা? ওর সাথে দেখা হওয়া দরকার, কয়েকদিন ভেবেছে সে। কিন্তু সুযোগ আসেনি। হয়তো ওর সাথে কথা বলেও লাভ হবে না আর। ওর বিশ্বাসই হতে চায় না—এই কিছুদিন আগেও জিনার সাথে তার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এখন দু'জনার মাঝে গড়ে উঠেছে একটা দুর্ভেদ্য দেয়াল।

জুলিয়াস যখন কলিনদের উঠানে পৌঁছল তখন সূর্য সবেমাত্র উঠেছে। ঘোড়া থেকে নামার আগেই কলিন বেরিয়ে এল। ওকে চিনতে পেরে সাদর সম্ভাষণ জানাল সে। আর একবার ভাল করে জুলিয়াসের দিকে চেয়েই উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কলিন, 'কি হয়েছে, জুলিয়াস? তোমার একি···'

কথা শেষ না করেই ছুটে এগিয়ে এসে জুলিয়াসকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করল সে।

'রাতটা দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে কেটেছে,' শুকনো মুখে মন্তব্য করল জুলিয়াস।

'তোমার এই অবস্থা কে করল?'

'মাডি লরিমার।'

ঝাল লাগার ভঙ্গিতে মুখ দিয়ে শব্দ করে বাতাস টানল কলিন। 'মাডি, না? ওতো একাই ছয়জনের সমান। ভিতরে চলো, দেখি কি করা যায়।'

'ওরা আমার পিছনে ধাওয়া করে আসতে পারে।'

'মেডক?'

'সাথে আরও লোকজন থাকবে ওর।'

মুখ তুলে রকিং এইচে যাবার পথের দিকে চাইল কলিন। ওর ঠোঁট দুটো একটা দৃঢ় সঙ্কল্পে পরস্পরের ওপর চেপে বসেছে। 'এটা আমার বাড়ি। আর কারও মাতব্বরি চলবে না এখানে। ঢুকতে হলে ... আমার সাথে বোঝাপড়া

করতে হবে। মনে হয় না ওরা সে চেষ্টা করবে। চলো, ভিতরে যাই।'

হিলডা বারান্দায় বেরিয়ে এল। ওদের একনজর দেখে নিয়েই ভিতরে জিনার উদ্দেশে কি যেন বলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। পরমুহূর্তেই জিনাকে দেখা গেল দরজায়। ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব ওর চোখে-মুখে।

'ওকে জনের কামরায় নিয়ে যাই, চলো,' বলল হিলডা।

কি যেন বলার জন্যে মুখ খুলল জিনা, কিন্তু কথাটা বলতে গিয়ে বলল না সে। সবার আগে আগে গিয়ে জনের কামরার দরজা খুলে বিছানা ঢাকা চাদরটা উঠিয়ে নিল জিনা। জুলিয়াসকে ধরে বিছানার ওপর বসিয়ে দিল কলিন।

'আমি পানি গরম করতে যাচ্ছি,' বলল হিলডা। 'কলিন, তুমি ওর মোজা আর কাপড়-জামা খুলে দাও–ধুতে হবে। ড্রয়ারে জনের ধোয়া কাপড় আছে, সেগুলোই আপাতত পরাও ওকে। তোমার জামা ওর গায়ে ছোট হবে।'

ড্রয়ার থেকে কাপড় বের করে বিছানার ওপর রাখল জিনা। হাত কাঁপছে ওর। দুর্বল গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল, জুলিয়াস?'

'পেপির সাথে দেখা করতে খামারে গেছিলাম–ফেরার পথে ওদের হাতে ধরা পড়ে যাই।'

'বাবার সাথে দেখা করতে চাওনি তুমি?'

'না।'

'জারভিস বলছিল তুমি বাবার সাথে দেখা করে সম্পত্তির ভাগ আদায় করার চেষ্টা করবে।'

'না, জিনা।'

'তাহলে পেপির সাথে দেখা করার কি দরকার ছিল তোমার?'

এতক্ষণ জুলিয়াসের বুট খোলায় ব্যস্ত ছিল কলিন। সে এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'আর বকবক কোরো না, জিনা, এবার যাও। জুলিয়াসের কাপড় বদলাব আমি এখন।'

ঠোঁট কামড়ে ধরে দরজার দিকে এগোল জিনা। বেরুবার মুখে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বারো, রকিং এইচের লোক যদি জুলিয়াসের পিছনে ধাওয়া করে এসে এখানে হাজির হয়, তখন?'

'ওরা এলে ওদের আবার খালি হাতেই ফিরে যেতে হবে,' রুক্ষ গলায় জবাব দিল কলিন। 'আর কোন কথা নয়, এবার যাও।'

শরীরের সবখানেই কমবেশি কেটে-ছিলে গেছে জুলিয়াসের। এ নিয়ে দুর্ভাবনা নেই তার, সে জানে সময়ে সবই সেরে যাবে–শুধু পাঁজরের ব্যথাটা নিয়েই চিন্তা। হয়তো পাঁজরের কোন হাড় ভেঙে থাকতে পারে। তাছাড়া হাতের গাঁটগুলো কেটে রক্ত জমে আড়ষ্ট হয়ে গেছে, কয়েক সপ্তাহেও তার হাত দুটো ঠিক হবে কিনা সন্দেহ। পশ্চিমের লোকেরা হাত ছাড়া নিতান্তই অসহায়।

যথাসাধ্য চেষ্টা করছে হিলডা। ক্ষত পরিষ্কার করে মলম লাগানো, পানি গরম করে বাইক্লোরাইড ট্যাবলেট মিশিয়ে জুলিয়াসের হাত দুটো ভিজিয়ে রাখা–সবই করছে সে। জিনাও নীরবে সাহায্য করে যাচ্ছে। সব সময় ওর মুখ

থাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আর শুকনো। এই জিনা আর জনের মৃত্যুর আগের জিনা যেন ভিন্ন মানুষ। জিনাকে ইদানীং প্রাণখুলে হাসতে দেখেনি জুলিয়াস।

পানিতে হাত দুটো ডুবিয়ে বসে আছে জুলিয়াস। বাইরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল। জিনা উঠে জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে, 'ওরা এসে গেছে,' বলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

'তুমি নিশ্চিন্ত মনে হাতের যত্ন নাও,' বলল হিলডা। 'চিন্তার কিছু নেই, কলিনই ওদের সামলাবে।'

'ওরা কয়জন এসেছে?' প্রশ্ন করল জুলিয়াস।

উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল হিলডা। 'মেডক আর জারভিস। সাথে এডমন্ড ফিনলে, নকার, হোয়েল কিড আর হিউ হার্পার। জানালাটা খুলেই দিচ্ছি আমি।'

খোলা জানালা দিয়ে ওদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। মেডক বলছে, '...এই হলো অবস্থা, গেইল। জুলিয়াস রকিং এইচে এসে গোলমাল করুক এটা আমরা চাই না। বিশেষ করে সেবাস্টিন দত্তের যা শারীরিক অবস্থা তাতে এসব ঝামেলা না হওয়াই ভাল। তাই আমরা এসেছি জুলিয়াসকে ধরে নিয়ে জেলে আটকে রাখব।'

'সেটা আজ হবে না,' জবাব দিল কলিন।

'কেন হবে না?'

'জুলিয়াসের কোথাও যাবার মত অবস্থা এখন নেই। তোমার লোকই তো ওর এই দশা করেছে। তোমার আর ওর বিরুদ্ধে কোন নালিশ থাকা উচিত নয়। অনেক চোট পেয়েছে বেচারা।'

'মিথ্যে কথা! লোক দেখানো ভণিতা করছে ও। ওকে বের করে দাও, গেইল।'

'না।'

'নকার, হোয়েল–যাও ওকে ভিতর থেকে বের করে নিয়ে এসো।'

হঠাৎ কলিনের স্বর রুক্ষ হয়ে উঠল। 'খবরদার, মেডক। এখানে মাতব্বরি করতে যেয়ো না। তোমাদের সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছি–কেউ আমার বাসায় ঢোকার চেষ্টা করলেই গুলি করব আমি।'

এক মুহূর্ত নীরবে কাটল। জুলিয়াস ওখান থেকে ওদের দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু ঘটনা পরিষ্কার আন্দাজ করতে পারছে। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কলিন। কোন রকম উত্তেজনার প্রকাশ নেই ওর চেহারায়। উত্তেজিত হওয়া ওর স্বভাব বিরুদ্ধ। শান্ত পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল কলিন। এটা জানা কথা, মেডকের লোকজনের সাথে সে কখনোই পেরে উঠবে না, কিন্তু কেউ তাকে গুলি করলে পার্কের সবাই ক্ষেপে উঠবে। এই সাহসেই সে রুখে দাঁড়িয়েছে। ভেবেছিল এতেই কাজ হবে, কিন্তু তা হলো না।

'তাহলে আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছ তুমি?' রাগত স্বরে প্রশ্ন করল মেডক।

'নিশ্চয়ই না,' জবাব দিল কলিন। 'তুমি আবার কবে থেকে আইনের প্রতিনিধি হলে?'

'যে কোন লোকেরই গ্রেপ্তার করার অধিকার আছে।'

'আমার এলাকায় নয়। এখানে আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তোমরা অনধিকার প্রবেশ করেছ এখানে।'

আবার সবাই চুপ হয়ে গেল। মেডকের কয়েকটা অসহ্য মুহূর্ত কাটল। রাগে নিষ্ফল ভাবে দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলল, 'খোদার কসম, গেইল, তোমার এই আচরণের কথা আমার মনে থাকবে।'

একটু পরেই ঘোড়ায় চড়ে ওদের চলে যাবার শব্দ শুনল জুলিয়াস। জানালার ধার থেকে স্বামীর গরবে গর্বিতা একটা ভাব নিয়ে সরে এল হিলডা।

'নিজের হাতের যত্ন নাও তুমি, আমি তোমার খাবার যোগাড় করছি।'

কলিন দম্পতি সারাদিন বাসাতেই রইল। কি একটা কাজে কলিন কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে গেছিল। ফিরে এসে জানাল মেডকের দু'জন লোক এই বাড়ির আশপাশেই ঘুরঘুর করছে। 'ওদের লক্ষ্য করে গুলি করা উচিত ছিল আমার,' রাগের সাথে বলল কলিন।

'গুলি না করে ভালই করেছেন,' মন্তব্য করল জুলিয়াস। 'এসবের মধ্যে আপনার জড়ানো ঠিক হবে না।'

দুপুরের দিকে জিনা ঘোড়ায় চেপে বাইরে কোথাও গেল। দু'ঘণ্টা সে যে কোথায় ছিল জুলিয়াস তা জানে না। হয়তো ফিরে এসে সে তার বাপ-মাকে বলেছে–কিন্তু জুলিয়াস তখন গভীর ঘুমে অচেতন। জিনার সাথে কথা বলার সুযোগই পাচ্ছে না জুলিয়াস। ইচ্ছা করেই যেন ওকে এড়িয়ে চলছে সে।

রাতে খাবার সময়ে বিছানা ছেড়ে উঠল জুলিয়াস। এতক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর বেশ চাঙ্গা বোধ করছে সে। পাঁজরের ব্যথার জন্যে একটু খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছে তাকে, শরীরটাও একটু আড়ষ্ট। মুখটা এখনও ফুলে রয়েছে, তবু নিজেকে আর আগের মত দুর্বল ঠেকছে না। একটু অসুবিধা হলেও হাত দুটো এখন কিছুটা ব্যবহার করতে পারছে সে।

খেতে বসে প্রকাশ পেল জিনা দুপুরে কোথায় গেছিল। 'বিকেলের দিকে জারভিসের সাথে দেখা হয়েছে আমার,' বলল সে।

কেউ কথা বলল না। অস্বস্তি ভরে নিজের প্লেটের দিকে চেয়ে বসে রইল জুলিয়াস। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে এবারে অপ্রিয় কোন প্রসঙ্গ তুলবে জিনা।

'জারভিসের কাছে গতরাতের ঘটনা শুনলাম। বাবার কামরায় যাবার পথে ধরা পড়েছিল জুলিয়াস। ওর এই অবস্থার জন্যে সে নিজেই দায়ী, বাবার সাথে দেখা করার জিদ ধরে মারপিট না করলে মার খেতো না ও।'

'না, আসল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন,' প্রতিবাদ করল জুলিয়াস। 'পেপির সাথে দেখা করতে গেছিলাম আমি। ওর ঘর থেকে বেরিয়ে ফিরে আসার পথে আমাকে ধরে গোলাঘরে নিয়ে যায়, সেখানেই মাডির সাথে মারপিট করতে বাধ্য করেছিল ওরা।'

'তাহলে হয় জারভিস মিথ্যে কথা বলেছে, নয় তুমি।'

'হ্যাঁ, বোঝাই যাচ্ছে আমাদের দু'জনের একজন মিথ্যাবাদী। পেপির সাথে

শহরে দেখা হলে ওর কাছেই জেনে নিয়ো আসল ঘটনা।'

'তাই করব।'

একটু সামনে ঝুঁকে কলিন জিজ্ঞেস করল, 'আমার খামারে ওদের দু'জন লোক কি করছে তা কিছু বলেছে জারভিস?'

'হ্যাঁ, সে বলল ওদের একজন হচ্ছে নকার, জুলিয়াসের সাথে তার পুরোনো বিবাদ আছে। ঝামেলা এড়াবার জন্য মেডক তাকে বরখাস্ত করেছে। এখন সে কি করছে না করছে সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার।'

'আর অন্যজন?'

'সেটা জারভিসও জানে না।'

বিষণ্ন মুখে মাথা নাড়ল কলিন। 'দুঃখ হয় ভাবতে যে বাইরে থেকে দেখে কেউ বলবে না আমরা একই পরিবারের মানুষ। বিপর্যয়ের মাঝে পরিবারের সদস্যরা একজোট হয়ে একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসে–কিন্তু এই বাড়িতে তা হবার নয়। হিলডা আর আমি একজন বিপন্ন মানুষকে আশ্রয় দিয়েছি, কিন্তু জিনার সমর্থন আমরা পাইনি।'

জিনার মুখটা লাল হয়ে উঠল। 'আমার অনুভূতিকে কি করে অস্বীকার করব আমি?' প্রশ্ন করল সে।

'চেষ্টাই করোনি তুমি!'

'করেছি। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে আমি যা জানি তা তোমরা জানো না। জারভিস আমাকে বলেছে বিপজ্জনক জেনেও জুলিয়াস ইচ্ছে করেই উস্কে জনকে উত্তেজিত করে ওই ঘোড়ায় চড়তে বাধ্য করেছিল।'

'কথাটা ঠিক নয়, জিনা। সবাই জানে ঘোড়া বশ করায় জন আমার চেয়েও বেশি দক্ষ ছিল। আমি দু'বার চেষ্টা করেও পারলাম না দেখে সে নিজেই এগিয়ে এসেছিল। বন্য ঘোড়া বশ করার আছে একটা নেশা, উত্তেজনা, আনন্দ আর সব শেষে আছে তৃপ্তি। একটা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে জয়ী হবার আনন্দ পেতে চেয়েছিল জন। কিন্তু তাতে যে এমন মর্মান্তিক একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে তা আমরা কেউই আশা করিনি।'

'ঘটনা অন্য রকম ঘটেছিল বলে শুনেছি আমি। জন চায়নি, তুমিই ওকে উস্কে দিয়ে ওই ঘোড়ায় চড়তে রাজি করিয়েছিলে।'

হতাশ ভাবে মাথা নাড়ল জুলিয়াস। 'ওকে চেনো না তুমি? ধরতে গেলে ঘোড়া চরিয়েই বড় হয়েছে জন। ঘোড়া বশে আনতে পার্কের সেরা লোকদের একজন ছিল সে।'

'আমি জানি আমার ছেলে দুর্ঘটনার শিকার হয়েই মারা গেছে,' বলে উঠল কলিন। 'বুনো ঘোড়া বশ করে সে যে কত আনন্দ পেত তা অজানা নয় আমার। ঠ্যাটা ঘোড়াটাই ওর জিদ বাড়িয়ে দিয়েছিল।'

ঘাড় কাত করে বাঁকা চোখে বাবার দিকে চাইল জিনা। 'জারভিস বলেছে–আচ্ছা ঘাড় বিকৃত করায় ওর কি স্বার্থ?'

'নিজের ভাই সম্বন্ধে এমন কথা কি ধরনের মানুষ মুখে আনতে পারে বোঝো না?' শাসনের সুরে প্রশ্ন করল কলিন।

এ কথার কোন জবাব দিতে পারল না জিনা হঠাৎ একেবারে চুপসে গিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে থরথর করে কাঁপতে লাগল মেয়েটা। অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করার মত কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না জুলিয়াস। হাত বাড়িয়ে জিনাকে ছুঁয়ে সান্ত্বনা দিতে বড্ড ইচ্ছে করছে, কিন্তু আবার ভয় হচ্ছে হয়তো ঘৃণায় কুঁকড়ে সরে যাবে ও। হিলডার দিকে চাইল জুলিয়াস।

'গরম পানিতে আবার হাত ভিজানোর সময় হয়েছে,' বলে উঠে দাঁড়াল হিলডা। 'জিনা, তুমি গামলাটা বার করো, আমি টেবিল পরিষ্কার করছি।'

রাতটা নির্বিঘ্নেই কাটল। বাইরের লোক দুটো এখনও আছে। রাতের বেলা আস্তাবলের কাছেই একটা আস্তানা করে কাটিয়েছে ওরা। সম্ভবত ঘোড়ার ওপর নজর রাখার জন্যেই। সকাল হতেই আবার সরে গেছে। দূর থেকেই নজর রেখেছে এই বাড়ির ওপর। সারাটা দিন বাড়ির আশপাশেই কাজ করে কাটাল কলিন। জিনাও সাথে থেকে সাহায্য করল তাকে। গত রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়েছে, আর আজ সকালেও জুলিয়াসকে কথা বলার কোন সুযোগ দেয়নি মেয়েটা।

দুপুরে নডি এল। কলিনের অনুরোধে ওদের সাথে খাওয়া দাওয়া করল সে। মেডকের লোক দু'জন ওকে আসতে দেখেছে, বাধা দেয়নি। বোঝাই যাচ্ছে জুলিয়াসের জন্যেই অপেক্ষা করছে ওরা।

খেতে বসে ঠাট্টা করে নডি বলল, 'আমি দেখতে এসেছি কেউ যেন আমার কাজের মানুষটাকে ভাগিয়ে না নেয়। জুলিয়াসের সাথে মারামারির খবরটা ক্রেস্টলাইনের সবাইকে শোনানো হয়েছে।'

'কি রকম রং চড়ানো হয়েছে শুনি?'

'শোনা যাচ্ছে মাডিকে নাকি সেবাস্টিন দত্তের দেখাশোনা করার ভার দেয়া হয়েছিল। তুমি ওঁর সাথে দেখা করার জন্যে জিদ ধরায় তোমাকে মেরে পিস্তল কেড়ে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ঘোড়াটা হাঁটতে হাঁটতে এখানে এসে হাজির হয়।'

'শেরিফ তো ঘটনা শুনে তোমাকে হাজতে ভরার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু মেডকই ওকে ঠেকাল। বলল তোমার নাকি যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।'

খাওয়ার টেবিলে বসেই জুলিয়াসের কাছ থেকে রকিং এইচের আর কলিনের কাছ থেকে তার পরের সব ঘটনার বিবরণ শুনল নডি। দু'জন লোক এখনও এই খামার বাড়ির বাইরে পাহারায় আছে সেকথাও জানাল কলিন। 'এখন অবশ্য চিন্তা নেই, কিন্তু জুলিয়াস এখান থেকে যাবার পথে কি ঘটবে বলা মুশকিল।'

'কিছু একটা উপায় বের করে ফেলব,' বলল নডি।

'এর মধ্যে জড়াবার কোন দরকার নেই তোমার,' আপত্তি জানাল জুলিয়াস। 'মারিয়া আর ছেলেমেয়েদের কাছেই তোমার এখন থাকা উচিত।'

'ফেরার তাড়া নেই আমার।'

জিনার দিকে ইচ্ছে করেই চাইছে না জুলিয়াস। গতকাল সে জার্ভিসের

সাথে দেখা করতে গেছিল, হয়তো আজও যাবে। মন চাইলেও ওকে বিশ্বাস করতে পারছে না জুলিয়াস।

'তোমার হাত দুটো এক সপ্তাহের আগে ঠিক হবে বলে মনে হয় না।' মন্তব্য করল নডি।

'বেশিও লাগতে পারে,' বলে উঠল কলিন। 'কিন্তু কোন অসুবিধা নেই, জুলিয়াস যতদিন খুশি থাকতে পারে এখানে।'

কৃতজ্ঞতা ভরে মাথা ঝাঁকাল জুলিয়াস। 'এক সপ্তাহের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে আশা করছি।'

বিশেষ করে জিনাকে শোনানোর জন্যেই কথাটা বলল সে। কিন্তু খাওয়া শেষ হতেই নডির সাথে গোপনে কিছুক্ষণ আলাপ করল জুলিয়াস। এক সপ্তাহ কিছুতেই বসে থাকবে না, আজ রাতেই সে বেরিয়ে পড়বে। কতদিন আর কলিন বাড়ি বসে থাকবে ওর জন্যে? খামারের লোকদের বাড়ি বসে থাকলে কাজ চলে না, এটা বোঝে জুলিয়াস।

বিকেলের দিকে নডি বিদায় নিল। অল্প পরেই জিনাও বেরুল। সে যে কোথায় যাচ্ছে তা আন্দাজ করে নিল জুলিয়াস। মনটা ওর বিষাদে ছেয়ে গেল। কেন এমন হয়? নিষ্ফল আক্রোশে ওর দেয়ালে ঘুসি মারতে ইচ্ছে করছে। জিনার কথা আর ভাববে না জুলিয়াস।

রাতে খেতে বসার আগেই এক ফাঁকে কলিনকে তার ইচ্ছার কথা জানিয়ে রাখল জুলিয়াস। বাকি দু'জন এ ব্যাপারে কিছুই জানল না। জিনা ফিরেছে, কিন্তু আজ কোথায় গেছিল এ সম্বন্ধে সে আর কাউকে কিছু বলল না। খাওয়া সেরে বেশ জলদিই ঘুমাতে গেল সবাই।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাড়িটা নিঝুম হয়ে গেল। অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে প্রহর গুনছে জুলিয়াস। নডির সাথে যুক্তি করে একটা সহজ পন্থা বেছে নিয়েছে সে। শহরে গিয়ে অন্ধকার হবার সাথে সাথে একটা বাড়তি ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসবে নডি। ঘোড়া নিয়ে কলিনের খামার থেকে মাইল তিনেক দক্ষিণে নদীর ধারে অপেক্ষা করবে। দূরত্ব নিয়ে ভাবছে না জুলিয়াস, তার আসল কঠিন কাজটা হবে পাহারায় যে দু'জন আছে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালানো। তবে জুলিয়াস আশা করছে কাজটা তার পক্ষে খুব শক্ত হবে না, কারণ ওরা কলিনের আস্তাবলের ওপরই চোখ রাখবে। জুলিয়াস যে পায়ে হেঁটে পালাতে পারে এটা ওদের মাথায় চট করে খেলবে না।

কলিন একটা পিস্তল দিয়েছে—অন্ধকারে বসেই সেটা একবার পরীক্ষা করে দেখে নিল জুলিয়াস। হাতের বর্তমান অবস্থায় সে পিস্তলটা ঠিকমত ব্যবহার করতে পারবে কিনা সন্দেহ, তবু ওটা সাথে থাকলে সাহস অনেকটা বাড়ে। নিঃশব্দে উঠে দরজার কাছে গেল জুলিয়াস। খোলার সময়ে সামান্য শব্দ হলো দরজায়। একটু অপেক্ষা করে আবার এগিয়ে গেল সে। কিন্তু পর মুহূর্তেই একটা খসখস শব্দ শুনে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কে যেন অন্ধকার থেকে ফিসফিস করে ডাকল, 'জুলিয়াস?'

জিনার গলা চিনতে পেরে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

ওর দিকে এগিয়ে এল জিনা। অন্ধকারে আবছা ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে ওকে। 'তুমি চলে যাচ্ছ! কোথায়? বাইরে ওই দু'জন রয়েছে না?' একসাথে একগাদা প্রশ্ন করে বসল সে।

'ওরা আস্তাবলের দিকে নজর রেখেছে,' জবাব দিল জুলিয়াস। 'আমি হেঁটেই যাচ্ছি, নডি ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।'

মুখ দেখা না গেলেও বিরক্তিতে বিকৃত ওর চেহারাটা আঁচ করতে পারছে জুলিয়াস।

'আমাকে বলতে পারতে তুমি?। বুঝেছি, বিশ্বাস কোরো না। তোমার সাথে কথা বলার সুযোগ খুঁজছিলাম—পাইনি। যাক, এখন কোথায় যাচ্ছ? নাকি তাও বলা যাবে না?'

'নিজেই জানি না কোথায় যাব!'

'পার্কেই থাকছ?'

'হ্যাঁ।'

'কি দরকার?'

'দরকার আছে, জিনা।'

হঠাৎ রাগ প্রকাশ পেল ওর গলায়। 'এখানে থেকে ওদের সাথে বোঝাপড়া করতে চাও। তোমার অংশ আদায়ের চেষ্টা করবে তুমি! জারভিস ঠিকই বলেছিল।'

'না, জিনা। আমাকে ভুল বুঝছ তুমি।'

'এছাড়া এখানে থাকার আর কি কারণ থাকতে পারে? নাহ্, অনেক বদলে গেছ তুমি।'

'তুমিও আর সেই আগের মত নেই।'

নীরবে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। জুলিয়াসের মনে হচ্ছে যেন এই মাত্র ওদের শেষ কথা বলা হয়ে গেল। কিছুই বাকি রইল না। মুখের ভিতরটা বিস্বাদ ঠেকছে। পেপি বলেছিল ছেলেবেলাটাই ভাল ছিল। কথাটা এখন সমর্থন করতে ইচ্ছে করছে ওর। এখন বুঝতে পারছে পেপি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিল।

নড়ে উঠে দরজার দিকে ফিরল জুলিয়াস। 'এবার যাবার সময় হলো, জিনা।'

'বেশ, যাও।'

আবেগহীন একটা উক্তি। সামান্য মমতার আভাস থাকলেও মনে মনে আশা করতে পারত জুলিয়াস। ওর শেষ কথা যেন জানিয়ে দিল জিনা।

বাইরে বেরিয়ে এল জুলিয়াস।

এগারো

বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে নকার আর তার সঙ্গীর অজান্তেই নদীর ধারে নডির সাথে মিলিত হলো জুলিয়াস। শহরে পৌঁছে নডিকে ধন্যবাদ দিয়ে

বিদায় জানিয়ে লোলার খোঁজে রেস্টুরেন্টে ঢুকল সে।

রাত হয়েছে। রেস্টুরেন্টের কাজ সেরে বাড়ি ফেরার জন্যে তৈরি হচ্ছিল লোলা এত রাতে জুলিয়াসকে দেখে অবাক হয়ে ওকে ভিতরে নিয়ে গেল সে। ভিতরে বসে পেপির সাথে দেখা হওয়া থেকে শুরু করে ক্রেস্টলাইনে পৌঁছা অবধি আদ্যপান্ত সব কথাই জুলিয়াসের মুখে শুনল। বিবরণ শেষ করে সে বলল, 'আরও বলতে গেলে তুমিই আমার ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি জেনে ফেলবে!'

'আমি তো তা-ই চাই, হেসে জবাব দিল লোলা। 'এবারে পেপির কথা কিছু শোনাও।'

তাই করল জুলিয়াস। দু'জনে মিলে পেপিকে নিয়ে বিভিন্ন রকম আলোচনা করল। জুলিয়াসের ধারণা সব কিছুর মূল চাবিকাঠিই পেপির হাতে। লোলারও একই মত, কিন্তু এখন যে কি করা দরকার তার কোন ভাল বুদ্ধি সে যোগাতে পারল না।

'চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পেপির কতদিন লাগবে?'

'জানি না। তবে ওরা তাড়াহুড়ো করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। বিয়েটা হয়ে গেলেই মেডকের সবচেয়ে বড় বাধাটা সরে যাবে। তখন বাবার মরার অপেক্ষায় থাকবে ওরা। এরপরে আসবে জারভিসের পালা।'

'আমার মনে হয় তুমি বাবার সাথে দেখা করতে পারলে ভাল হত।'

'সুযোগ পাইনি—তবে হয়তো এটাই ভাল হয়েছে। পেপি বলছিল বাবার শরীর খুব দুর্বল। তবে সে এটাও বলেছে যে বাবা আশা ছাড়েননি। একদিন তিনি আবার ভাল হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠবেন বলেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।'

'ডাক্তার কি বলে? তাঁর কি ভাল হবার কোন আশা নেই?'

'সম্ভাবনা কম। তবে বাবা একটু ওইরকমই—চিরদিনই উনি একটু একগুঁয়ে। মৃত্যুর ব্যাপারেও তিনি শেষ পর্যন্ত যুঝবেন, সন্দেহ নেই।'

হাসল লোলা। 'ওঁর মত মানুষেরা এইরকমই। একদিন না একদিন মৃত্যু হবেই, কিন্তু মরেও তাঁরা অন্যের মনের সাহস হয়ে বেঁচে থাকেন তবু এসবের মাঝে তোমার স্থান কোথায়, জুলিয়াস? তুমি কিসের জন্যে লড়ছ?'

জুলিয়াস তার মনের অনুভূতি কথায় প্রকাশ করার চেষ্টা করল 'সম্পত্তির অংশের লোভে লড়ছি না আমি। বাবা যদি আমাকে বঞ্চিত করতে চান প্রতিবাদ আমি করব না। কিন্তু তাই বলে অতীতকেও ভুলতে পারব না। বাবা, পেপি, জারভিস ওদের সবাইকে নিয়েই আমাদের পরিবার, ওরাই আমার আপনজন। ওদের বিপদ মানেই আমার বিপদ। মেডক লোকটা সবকিছু গ্রাস করার মতলবে আছে—কিন্তু এত সহজে আমি তা হতে দেব না।'

'কিন্তু পেপি যদি এডকে বিয়ে করে?'

'ওর মাথা ঠাণ্ডা থাকলে তা করবে না।'

'এত নিশ্চিত হয়ো না, জুলিয়াস, প্রেম বড় সাংঘাতিক। কেউ নিজের ইচ্ছা মত চালাতে পারে না মন। অনেক সময়েই যুক্তি বা বুদ্ধি মেনে চলে না প্রেম। এর জন্যে অনেক দুঃখ-কষ্টই হাসি মুখে সহ্য করে মানুষ। না, হেসো না তুমি।

আমি জানি বলেই বলছি।'

গুরুগম্ভীর আলোচনা অনেকক্ষণ চলেছে। এবারে হাসতে হাসতেই আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে জুলিয়াস বলল, 'দেখো, মোটেও হাসছি না আমি।'

হেসে ফেলল লোলাও। 'ঠিক আছে, মুখ যখন আছে যতখুশি হাসো। কিন্তু আজ রাতে কোথায় থাকবে ঠিক করেছ কিছু?'

'না।'

'কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চাও?'

'পারলে সেটাই সবচেয়ে ভাল হত। পেপি কয়েকদিন একটু ভেবে দেখার সুযোগ পেত। ওর সাথে আবার দেখা করব। সপ্তাহখানেক লুকিয়ে থাকতে পারলে আমার হাত দুটোও সেরে যেত।'

'আমাদের ওখানে থাকলে কেমন হয়? বাবা মারা যাওয়ার আগে আমরা যে খামারে ছিলাম ওটা তো খালিই পড়ে আছে। যে লোকটা ওটা ভাড়া নিয়েছিল, চালাতে পারেনি বলে ছেড়ে দিয়েছে।'

জায়গাটা রকিং এইচ থেকে অনেক দূরে পাহাড়ের মধ্যে। এক সপ্তাহের মধ্যে জুলিয়াসকে ওখানে খুঁজতে যাবে না কেউ। জুলিয়াসের জন্যে সবদিক দিয়েই জায়গাটা চমৎকার।

'খাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে?'

'আগামীকাল রাতে আমি খাবার পৌঁছে দিতে পারি।'

'আমার জন্যে রাঁধাবাড়া করবে কে?' দুষ্টুমির হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল জুলিয়াস। 'আমার দেখাশোনা?'

লোলার চোখ-মুখ হেসে উঠল। 'ভেবেছ পারব না? তবে সে-সময় এখনও আসেনি। হেভি ইঞ্জিন আমি, একবার চালু হলে সহজে থামতে পারি না।'

'চিন্তার বিষয়!'

'অবশ্যই! সে যাক, আমাদের খামার বাড়িতে থাকতে চাইলে এখনই রওনা হয়ে যাও। তোমার সাথে নেয়ার জন্যে কিছু খাবার বেঁধে দিচ্ছি।'

এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে জুলিয়াসের হাতে একটা পোঁটলা ধরিয়ে দিল লোলা। 'কাল রাতে তোমার জন্যে এক সপ্তাহের বাজার করে নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসব।'

'ঠিক আছে–কাল আবার দেখা হবে।'

বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেল জুলিয়াস।

পার্কের একেবারে পুব সীমানায় লোলাদের র‍্যাঞ্চ। ঘরগুলো এখনও ভালই আছে। কিছু আসবাবপত্রও রয়েছে ভিতরে। বিছানাগুলো বেশ নরম। ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে ঘরে এসে কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ল জুলিয়াস। পরদিন বিকেল পর্যন্ত বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটল ওর। ঘোড়ার যত্ন সেরে ঘরদোর হাঁড়ি পাতিল ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলল সে। এত কাজ করে খিদে পেয়ে গেছে তার, কিন্তু উপায় নেই, খাবার যা সাথে দিয়েছিল লোলা তা এর মধ্যেই শেষ

হয়ে গেছে। এখন লোলার পথ চেয়ে বসে থাকতে হবে।

একা একা চিন্তা করার প্রচুর অবকাশ আর সুযোগ আজ পেয়েছে জুলিয়াস। বিভিন্ন ধরনের চিন্তা আসছে ওর মাথায়। কিন্তু কেন যেন ঘুরেফিরে বারবার লোলার কথাই মনে আসছে। ওর সঙ্গ পাবার জন্যে জুলিয়াসের মনটা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। সে কি নিজের অজান্তেই মেয়েটাকে ভালবেসে ফেলেছে? অবশ্য ওদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক সবসময়ই ছিল। যখনই শহরে গেছে, লোলার সাথে অবশ্যই দেখা করেছে। এতদিন লোলাকে নিছক বন্ধু বলেই ভাবত সে। কিন্তু এখন নিঃসন্দেহে বুঝেছে মেয়েটা ভালবাসে তাকে।

সন্ধ্যার দিকে দূর থেকে লোলাকে আসতে দেখে বাইরে এসে দাঁড়াল জুলিয়াস। ঘোড়া থেকে নামতে নামতে হাসি মুখে জুলিয়াসের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কি, খিদে পেয়েছে?'

'মনে হচ্ছে একটা আস্ত খাসি খেয়ে ফেলতে পারব আমি!'

'ঠিক আছে, আমি ভিতরে গিয়ে তোমার খাবার তৈরি করছি, তুমি আমার ঘোড়া সামলাও। জিন নামিয়ো না, বেশিক্ষণ থাকতে পারব না আমি।'

'কেন, এত তাড়া কিসের?'

'পারলে সারারাতই তোমার সাথে কাটাতাম, কিন্তু এখন তোমার খুব সাবধান থাকা উচিত। হয়তো সে সুযোগ একদিন আসবে—নাও, ঘোড়াটা ধরো।'

জুলিয়াস এগিয়ে গেল ওর দিকে। 'লোলা...'

হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে পিছিয়ে গেল লোলা। 'না, জুলিয়াস। আগে খাওয়া তারপরে অন্য চিন্তা।'

থলে ভরে বাজার করে এনেছে লোলা। সেগুলো ঘরে পৌঁছে দিয়ে ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে গেল জুলিয়াস। ফিরে এসে দেখল খাবার তৈরি করতে লেগে গেছে মেয়েটা।

'তোমার কোন সাহায্যের দরকার আছে?' দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল জুলিয়াস।

'না, এখন আর কিছু করতে হবে না। তুমি বরং ততক্ষণে শেভ সেরে নাও। ক্ষুরটা দেখো টেবিলের ওপরই রেখেছি।'

'টেবিলের ওপর ওটা দেখতে পেল জুলিয়াস। 'কোন কোন মেয়ে কিন্তু ছেলেদের দাড়ি-গোঁফ পছন্দ করে।'

'আমি অন্য দলে।'

'ঠিক আছে, তাহলে শেভটা করতেই হয়

প্রদীপের আলোয় বসে ওরা রাতের খাবার খেলো। রান্নাটা বড় সুস্বাদু হয়েছে। টুকিটাকি হালকা কথাবার্তার মাঝেই খাওয়া শেষ হলো। বাতি নিভিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। সুন্দর ঝিরঝির হাওয়া বইছে।

'এসো, বাইরে কিছুক্ষণ বসা যাক,' বলল জুলিয়াস।

'বেশিক্ষণ দেরি করতে পারব না আমি। মাকে একা ফেলে এসেছি, তাছাড়া

কাল সকালেই আছে রেস্টুরেন্টের কাজ। আমাকে এখনই ফিরতে হবে।'

'এখনই যেয়ো না, কিছুক্ষণ থাকো।'

'তা হয় না, জুলিয়াস। সহজ সরল মানুষ আমি–যা ভাবি তাই বলি। তুমি বলেছিলে আমার মনের মানুষকে পেতে হলে আমাকে চেষ্টা করতে হবে–চেষ্টা আমি করেছি। এখন থাকলে নিজেকে সামলাতে পারব না বলেই থাকার সাহস পাচ্ছি না। তবে যাওয়ার আগে একটু স্মৃতি রেখে যাচ্ছি।' জুলিয়াসের আলিঙ্গনে ধরা দিল লোলা। সেদিন রেস্টুরেন্টে চমকে উঠেছিল সে, কিন্তু আজ সে মনে মনে প্রস্তুত। ওর নরম ভিজে ঠোঁট জোড়ায় চুমু খেলো জুলিয়াস। ওকে যেতে দিতে আর মন সরছে না।

লোলা নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করতেই ফিসফিস করে জুলিয়াস বলে উঠল, 'প্লীজ, থাকো।'

'যেতেই হবে,' জোর করেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিল লোলা।

আস্তাবল থেকে ঘোড়া বের করে আনল জুলিয়াস। নীরবেই ঘোড়ায় উঠে বসল লোলা।

'তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে মন চাইছে, কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। আবার আসবে তো তুমি?'

'না, জুলিয়াস।'

'কেন?'

'তুমিও আমাকে চাও কিনা সেটা তোমার নিজের ভাল করে বুঝে দেখার জন্যে কিছু সময় দরকার।'

জুলিয়াস হাত বাড়াল, 'লোলা...'

কিন্তু আর অপেক্ষা করল না লোলা, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হলো। মিনিটখানেক পরে ঘোড়ার খুরের শব্দও মিলিয়ে গেল।

বারো

ওদের চোখে ধুলো দিয়ে জুলিয়াস পালিয়ে গেছে, এই খবর নিয়ে ভগ্নদূত হয়ে মেডকের সামনে এসে দাঁড়াল নকার। জানাল, কেবল দু'জনের পক্ষে জুলিয়াসকে পাহারা দিয়ে আটকে রাখা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না।

'তাহলে দোষটা সম্পূর্ণ তোমার,' এডের দিকে ফিরে মন্তব্য করল মেডক।

'আমি আবার কি করলাম?' নিরীহ ভাল মানুষের মত প্রশ্ন করল এড।

'জুলিয়াসকে আমরা এখানে হাতের মুঠোয় পেয়েছিলাম। তুমিই ছেড়ে দিয়েছ।'

কাঁধ ঝাঁকাল এড। 'এখনও বলি ঠিকই করেছি আমি। জুলিয়াসকে এখানে হত্যা করলে খুব খারাপ দেখাত। কিন্তু এ নিয়ে তুমি এত চিন্তা করছ কেন বুঝি না। রুখে দাঁড়াবার মত শক্তি এখন আর ওর নেই, তাছাড়া সেবাস্টিন দত্ত তো

ত্যাজ্যই করেছেন ওকে।'

ঘরের মধ্যে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছে মেডক। সে জানে এড যা বলছে কথাগুলো খুব সত্যি। কিন্তু জুলিয়াস আপাতত ওর কোন ক্ষতি করতে না পারলেও পরবর্তীতে অনেক ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। পার্কে জুলিয়াস বেশ জনপ্রিয়—ডেনভারের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিয়েও সেটা ক্ষুণ্ন করতে পারেনি মেডক।

'কাল সকালেই শহরে যাচ্ছ তুমি, নকার,' হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে বলে উঠল মেডক। 'শেরিফকে বলেছি তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছি আমি। তুমিও সবাইকে জানাবে এখানে আর কাজ করছ না তুমি।'

'তারপর?'-

'ওকে খতম করাই হবে তোমার কাজ। সম্ভবত নর্ডি কোলম্যানের ওখানেই আবার ফিরে গেছে জুলিয়াস। কিন্তু সে যাই হোক, শিগ্‌গিরই একদিন শহরে আসতেই হবে ওকে।'

'আমার টাকার কি হবে?'

'কাজ শেষ হলেই টাকা পাবে তুমি—যাও, এখন আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও। তুমি না; এড—তোমার সাথে কথা আছে আমার।'

সবাই বেরিয়ে যেতেই দরজায় খিল এঁটে তাতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল এড। দুশ্চিন্তার বিন্দুমাত্র ছায়া নেই ওর মুখে। অবশ্য কেউই ওকে বিব্রত হতে কোনদিন দেখেনি।

'তোমাদের খবর কি?' প্রশ্ন করল মেডক।

'ভাল।'

চোখ ছোট করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেডক চেয়ে রইল এডের দিকে। 'আজ সকালেই পেপিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কবে বিয়ে করছ তোমরা—জবাব না দিয়ে আমতা আমতা করল সে।'

'দিন এখনও ঠিক করিনি।'

'তবে ঠিক করে নাও,' আদেশ করল মেডক।

এডের গলায় একটু ঝাঁঝ প্রকাশ পেল। 'আমাকে গরু-ছাগলের মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবার চেষ্টা কোরো না। সেটা পছন্দ করি না আমি। পেপিকে বিয়ে করব, ওর সম্পত্তিও নেব, কিন্তু কাজটা আমি নিজের মত করেই শেষ করতে চাই।'

'যাই করো, জলদি করো। যাও, তুমিও দূর হও এবার।'

দাঁত বের করে অবজ্ঞার হাসি হেসে এড জবাব দিল, 'সানন্দেই যাচ্ছি।'

এড বেরিয়ে যেতেই আবার পায়চারি শুরু করল মেডক। এডকে নিয়ে চিন্তায় পড়েছে সে। জুলিয়াস আর এড দু'জনে একই সাথে রকিং এইচে পৌঁছেছিল—কথাটা ভোলেনি মেডক। সেদিন রাতেও এডই ওকে ছেড়ে দিয়েছিল। অবশ্য একটা যুক্তিসঙ্গত কারণই দেখিয়েছে সে, তবু ব্যাপারটা মেডকের পছন্দ হয়নি। নজর রাখতে হবে লোকটার ওপর।

সেবাস্টিন দত্তের কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে বাতি জ্বালাল মেডক।

সেবাস্টিন চোখ বুজে পড়ে আছেন বিছানায়।

'এই যে বুড়া মিয়া, ওঠো, কথা আছে,' বলল মেডক।

সেবাস্টিন দত্তের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। চোখ বুজেই শুয়ে রইলেন তিনি।

বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে ঠেলা দিল মেডক। 'কই শুনছ? ওঠো।'

চোখ মেললেন সেবাস্টিন। 'আবার জ্বালাতে এসেছ তুমি?'

'কেন, আমাকে দেখতে ইচ্ছা করে না? মরলেই তো পারো, সবারই হাড় জুড়ায়!'

'তোমাকে না মেরে মরব না আমি।'

খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে উঠল মেডক। সেবাস্টিন দত্তের মৃত্যু ঘটলে এই ধরনের আনন্দটা হারাবে সে। 'সুখবর আছে, তোমার মেয়ে আমার এক কর্মচারীকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে!'

'আমার ছেলে কোথায়?'

'মেস ঘরে পোকার খেলে টাকা হারছে।'

'অন্য ছেলের কথা জিজ্ঞেস করছি।'

'আর ছেলে কই তোমার? জুলিয়াসের কথা জিজ্ঞেস করছ? বেচারা মারা গেছে।'

মাথা নাড়লেন সেবাস্টিন দত্ত। 'না, সে মারা গেলে ফলাও করে সেই খবরটা তুমি আমাকে আগেই শোনাতে।'

একটু চটে উঠল মেডক। 'তোমার আর বেশিদিন নেই, "জিন্দা লাশ" তুমি। পেপি আর এডের বিয়েটা হয়ে গেলেই সাজানো দুর্ঘটনায় মারা পড়বে জারভিস। তারপর তোমার পালা।'

চোখ বুজলেন সেবাস্টিন দত্ত।

কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থেকে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাতি নিভিয়ে দিল মেডক 'আরও কয়টা দিন টিকে থাকো, বুড়া মিয়া। তোমার জন্যে এক টুকরো বিয়ের কেক পাঠিয়ে দেব আমি।'

হাসতে হাসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পাষণ্ড মেডক।

পরের পাঁচটা দিন একা একাই লোলাদের র‍্যাঞ্চে কাটাল জুলিয়াস। খরগোস শিকার করে টাটকা মাংস খেয়েছে, সিমেরন পাহাড়ে ঘুরে ফিরে সময় কাটিয়েছে সে। বাড়িটার ধারে কাছেই গোটা সাতেক বিষাক্ত র‍্যাটল স্নেক মেরেছে। এর মধ্যে আর কেউ র‍্যাঞ্চের ত্রিসীমানাতেও আসেনি। ওর মুখের ফোলা ভাবটা চলে গেছে। পাঁজরের ব্যথাটাও নেই বললেই চলে, হাতের অবস্থাও অনেক ভাল এখন।

ছয় দিনের দিন দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে বিকেল বেলা নডি কোলম্যানের খামারে পৌঁছল জুলিয়াস। নডি বাড়িতে ছিল না—মারিয়া আর বাচ্চারা জুলিয়াসকে পেয়ে খুব খুশি।

'আমরা তোমার জন্যে দুশ্চিন্তায় ছিলাম,' বলল মারিয়া। 'অবশ্য

বিশ্বাসযোগ্য মানুষের কাছে খবর পেয়েছি তুমি নিরাপদেই আছ। এখানে আসার পথে কাউকে দেখলে?'

'কই, না তো?'

'তাহলে হয়তো সে চলে গেছে।'

'কে?'

'নকার। গত দুইদিন সে আশপাশের এলাকা চষে ফেলেছে। দূর থেকে নডি ওকে কয়েকবার দেখেছে, কিন্তু কাছে ভেড়েনি।'

কয়েক মিনিট পরেই নডি ফিরে এল। 'কি, আবার কাজে লাগার জন্যে তৈরি তো?'

'না, আরও কয়েকটা দিন যাক,' জবাব দিল জুলিয়াস।

'আমি জানতাম তুমি ওই কথাই বলবে।'

রাতের খাবার তৈরি হতে আরও আধঘণ্টা দেরি আছে জেনে নডি আর জুলিয়াস ঘোড়া দেখাশোনার কাজ সারতে আস্তাবলে ঢুকল।

'কাল সকালে আমাকে একটা ঘোড়া ধার দিতে হবে,' বলল জুলিয়াস। 'লোলার ঘোড়ায় চড়ে আমার শহরে যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'তোমার যেটা পছন্দ বেছে নিয়ো, কিন্তু আমার মতে তোমার আদৌ শহরে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'কেন?'

'শুনলাম নকারকে রকিং এইচ থেকে বের করে দিয়েছে মেডক। এখানেও তোমাকে খুঁজতে এসেছিল সে। এখনও শহরেই আছে লোকটা।'

চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়ল জুলিয়াস। বলল, 'নডি, ওর সাথে মোকাবিলা করার কোন ইচ্ছা নেই আমার। কিন্তু তাই বলে সারা জীবন ওর ভয়ে আমাকে লুকিয়ে চুরিয়ে চলতে হবে, এরও কোন মানে হয় না। আমার মত আমি চলব, যদি ওর সাথে দেখা হয়ে যায়, হবে।'

'শুনেছি লোকটা খুব ক্ষিপ্র।'

'সব বন্দুকবাজই নিজেকে সেরা ওস্তাদ বলে মনে করে। সে যাক, লোলার সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

'হয়েছে, ভালই আছে সে।'

'রকিং এইচের খবর কি?'

'সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেবাস্টিন দত্ত এখনও স্রেফ মনের জোরেই টিকে আছেন। পেপি আর এডের বিয়ের একটা খবর শোনা যাচ্ছে—কেউই ব্যাপারটা পছন্দ করছে না।'

'জারভিসের কি সমাচার?'

'আগের মতই।'

চমকে দেয়ার মত নতুন কিছুই ঘটেনি। বাড়ির ভিতরে যেতে যেতে জুলিয়াস বলল, 'আগামীকাল খুব ভোরে রওনা হব আমি—সকালে ঝামেলার সম্ভাবনা কম থাকবে।'

'আগামীকাল আমারও শহরে যাওয়া দরকার,' বলল নডি।

হেসে মাথা নেড়ে জুলিয়াস জবাব দিল, 'না, তোমার কালকে শহরে যাবার কোন দরকার নেই। মারিয়াকেও আমি তাই জানাব। গতবার আমার জন্যে ফাঁদ পাতা হয়েছিল, কালকে আমি শহরে যাব একথা কেউ জানে না। সত্যিই যদি আমার সাহায্যের দরকার হয় তাহলে আমি নিজেই বলব।'

পরদিন ভোর না হতেই রওনা হয়ে সকাল ন'টায় জুলিয়াস পৌঁছে গেল ক্রেস্টলাইনে। সোজা রেস্টুরেন্টের সামনে ঘোড়া বেঁধে রেখে ভিতরে ঢুকল সে। দরজার সাথে লাগানো ছোট্ট ঘণ্টিটা 'টিং' করে বেজে উঠল। সকালের নাস্তা এরমধ্যেই সবাই সেরে নিয়েছে—কোন লোক নেই রেস্টুরেন্টে।

ঘণ্টির শব্দে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল লোলা। জুলিয়াসকে দেখেই থমকে দাঁড়াল সে—গাল দুটো সামান্য আরক্ত হলো তার।

'সুপ্রভাত, লোলা,' হাসিমুখে বলল জুলিয়াস।

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল লোলা। ওর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'সুপ্রভাত, জুলিয়াস। কফি না নাস্তা?'

'ব্যস? বলার আর কিছু খুঁজে পেলে না?' কৃত্রিম আহত সুরে বলে উঠল জুলিয়াস। 'তোমাকে এখন জড়িয়ে ধরে চুমু খেলে কি করবে?'

প্রতিবাদ স্পষ্ট হয়ে উঠল লোলার চোখে। কিন্তু হাসতে হাসতেই বলল, 'ভাল হবে না বলছি! আমি চিৎকার করলে ফুটন্ত পানির প্যান হাতে মা বেরিয়ে আসবেন রান্নাঘর থেকে। একবার ঘটেওছিল তাই। যাক, তোমার জন্যে একটা খবর আছে।'

'কি খবর?'

'পেপি তোমাকে দেখা করতে বলেছে। অ্যাডালামের গুহা চেনো?'

গুহাটা রকিং এইচের উত্তর-পশ্চিমে জঙ্গলের ভিতরে লুকানো একটা জায়গা। ছেলেবেলায় ওখানে অনেক খেলেছে ওরা। গা ঢাকা দিয়ে ওখানে পৌঁছতে কোন অসুবিধা হবে না তার। লোলার দিকে চেয়েই সম্মতি জানাল সে।

'আজ থেকে শুরু করে তোমার সাথে দেখা করার জন্যে ওখানে প্রত্যেকদিন একবার করে যাবে পেপি। আমি বলেছিলাম দু'একদিনের মধ্যেই তোমার সাথে আমার দেখা হবে।'

'ধন্যবাদ, লোলা।'

'এডের সম্পর্কে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওকে ভালবাসে পেপি।'

মুখ বিকৃত করলেও জুলিয়াস জানে লোলার কথাই ঠিক। কিন্তু এতে ওর করার কিছুই নেই।

'আরও একটা খবর আছে তোমার। খবরটা তোমাকে দিতে মন না চাইলেও দিচ্ছি: জিনা তোমাকে দেখা করতে বলেছে।'

জুলিয়াসের বুকের ভিতরটা লাফিয়ে উঠল। জিনা কি জন্যে দেখা করতে বলেছে? গতবার যা কথা হয়েছে তাতে তো সব শেষ হয়ে যাবার কথা! নাকি মেয়েটা নতুন করে কিছু ভেবেছে?

'কফি না নাস্তা?' সাদামাঠা গলায় জিজ্ঞেস করল লোলা।

লোলার দিকে মুখ তুলে চাইল জুলিয়াস। আগের সেই অন্তরঙ্গ ভাবটা আর নেই ওর মুখে। এর কারণটাও জুলিয়াসের অজানা নয়। জিনার পাঠানো খবরে ওর বিচলিত হয়ে ওঠা লক্ষ করেছে লোলা। নিজের অনুভূতি গোপন রাখতে পারেনি জুলিয়াস। হঠাৎ নিজের ওপরই রাগ হলো তার, বলল, 'লোলা, তুমি...'

'কফি দেব, না নাস্তা?' বাধা দিয়ে উঠল লোলা।

'নাস্তা, আর শোনো...'

কিন্তু বলার মত আর কিছুই খুঁজে পেল না জুলিয়াস। লোলাদের পাহাড় ঘেরা র‍্যাঞ্চে একা একা সে কেবল লোলার কথাই ভেবেছে। আবার ওকে দেখার জন্যে তার মনটা উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। ভেবেছিল জিনাকে মন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলেছে। কিন্তু তবে এই দোটানা কেন? মন স্বীকার করতে না চাইলেও সে বুঝতে পারছে এখনও তার বুক জুড়ে বসে আছে জিনা।

'তোমার নাস্তা নিয়ে আসি,' ত্রস্ত পায়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল লোলা। অস্বস্তিভরে একটু নড়েচড়ে বসল জুলিয়াস। কেউ একজন ভিতরে ঢুকল। ঘণ্টির শব্দে মুখ তুলে ডিগবিকে দেখে মুখ বাঁকাল জুলিয়াস। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেছে তার–শেরিফের এই অসময়ে আসার কি দরকার ছিল? অনেক কথাই লোলাকে বলার ছিল, কিন্তু এখন আর কিছুই বলা যাবে না।

জুলিয়াসের টেবিলে এসে চেয়ার টেনে বসতে বসতে সে বলল, 'সুপ্রভাত, জুলিয়াস। কোথায় ছিলে তুমি?'

'সুপ্রভাত, শেরিফ,' বিরক্ত সুরে জবাব দিল জুলিয়াস। 'বিশ্রাম করছিলাম।'

'আমার প্রশ্নের জবাব হলো না ওটা। সে যাক, রকিং এইচে চড়াও হয়ে হাঙ্গামা বাধিয়েছিলে কেন? তোমার বাবা যে খুব অসুস্থ এতটুকু বোধও কি তোমার নেই?'

শেরিফের সাথে তর্ক করার ইচ্ছা জুলিয়াসের নেই। তাছাড়া ডিগবি ওকে দেখতে পারে না, জুলিয়াস যাই বলুক বিশ্বাস করবে না সে। এড়িয়ে যাবার জন্যে সে বলল, 'যা ঘটে গেছে সেজন্যে আমি খুব দুঃখিত, এখন ওসব কথা তুলে আর কি লাভ?'

'তা ঠিক। আমি তো সব শুনে তোমাকে জেলেই ভরব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু মেডকের মন নরম, সে-ই বাধা দিল।'

মেডকের মন নরম! ভাবতেই হাসি পাচ্ছে–তবু কোন মন্তব্য করল না জুলিয়াস। লোলা জুলিয়াসের নাস্তা দিয়ে গেল।

'শোনো, জুলিয়াস, তোমার রকিং এইচে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি আমি। ওখানে গিয়ে আর গোলমাল পাকিয়ো না, বুঝেছ?'

'নিশ্চয়ই,' সহজভাবেই জবাব দিল জুলিয়াস।

'আর একটা কথা, পার্কে যেন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এজন্যে মেডক খুব সহযোগিতা করছে। নকার আর তোমার ঝগড়ার পরিণাম খারাপ দাঁড়াতে পারে ভেবে নকারকে বরখাস্ত করেছে। পার্ক থেকেই চলে যাবার নির্দেশ

দিয়েছে ওকে। আশা করছি দু'একদিনের মধ্যে চলে যাবে লোকটা, তবে এখনও শহরেই আছে সে।'

'নকারের সাথে আমার কোন বিরোধ নেই।'

'সে অন্যরকম বলে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে হন্যে হয়ে রয়েছে। ওকে সাবধান করে দিয়েছি যে পার্কে কোন বন্দুকবাজি আমি সহ্য করব না। এরপরেও যদি তোমরা গোলাগুলি করো, তবে তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে তাকেই জেলে পুরব আমি।'

'আমার তরফ থেকে ঝামেলা হবে না,' জবাব দিল জুলিয়াস।

নকার তাহলে শহরেই আছে। সাবধান থাকতে হবে ওকে। শহরে যতক্ষণ থাকবে বিপদের সম্ভাবনাও ততই বাড়বে। আর একটা ব্যাপার সেই সাথে টের পেল জুলিয়াস, যতটা মনে করেছিল তারচেয়েও অনেক বেশি ধূর্ত মেডক। নকারকে বরখাস্ত করায় এখন যাই ঘটুক ওর আর কোন দায়িত্ব থাকছে না। সবাই ওকে সম্পূর্ণ নির্দোষ ভাববে।

উঠে দাঁড়িয়ে ভারী গলায় ডিগবি বলল, 'তোমার ওপর নজর রাখব আমি, জুলিয়াস। সুতরাং সাবধান।'

'আমাকে সাবধান করতে হবে না, নকারের ওপর নজর রেখো,' হেসে জবাব দিল জুলিয়াস।

কফি নিয়ে এল লোলা। টেবিলের ওপর জুলিয়াসের কফি নামিয়ে রেখে সে বলল, 'দেখি তোমার হাত?'

হাত দুটো লোলার সামনে তুলে ধরে জুলিয়াস বলল, 'তুমি ও নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না–আমার হাত প্রায় ভাল হয়ে গেছে।'

'নকারের সাথে যদি...'

'কোন চিন্তা কোরো না তুমি।'

হঠাৎ উল্টোদিকের আসনে বসে পড়ল লোলা। 'কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা যাচ্ছে কই? এখনই তুমি বাইরে রাস্তায় পা দেবে–কি ঘটবে কিছু ঠিক আছে? তোমাকে এভাবে বিপদের মধ্যে যেতে দিতে মন সরছে না।'

'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আমার ওপর রাগই করেছ।'

মাথা নাড়ল লোলা। 'রাগ করিনি–একটু দুঃখ পেয়েছিলাম। হয়তো আমিই বেশি আশা করেছি, কিন্তু এখন সে-প্রসঙ্গ থাক।'

সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে ওকে। বারবার কেবল দরজার দিকে চাইছে লোলা। টেবিলের ওপর রাখা ওর ছোট ছোট হাত দুটোর ওপর নিজের হাত রেখে আদর করে মৃদু চাপ দিল জুলিয়াস। 'সুস্থির হও, লোলা। মানুষকে ঝুঁকি নিতেই হয়। গুহায় আমাদের পূর্বপুরুষ যারা বাস করত, তারা ঝুঁকি নিয়ে বাইরে না বেরুলে এখনও আমাদের আগের মত বর্বরই থাকতে হত।'

হাসতে চেষ্টা করল লোলা। 'আমাদের ওই রকম একটা গুহা থাকলেই ভাল হত। আগে ভাবতাম আমার অনেক সাহস, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আসলে আমি একটা ভীতুর ডিম।'

'তুমি কোন চিন্তা কোরো না,' সান্ত্বনা দিল জুলিয়াস 'সামনেই আমার

ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। ঘোড়ায় চেপে এক মিনিটের মধ্যেই শহর ছেড়ে চলে যাব। তবে, আবারও ফিরব আমি।'

'তুমি ফিরে আসো, এটাই চাই।'

লোলার হাতে মৃদু চাপড় দিয়ে উঠে দাঁড়াল জুলিয়াস। দরজার সামনে গিয়ে একটু থেমে খাপে ভরা পিস্তলটা পরীক্ষা করে দেখল ওটা ঠিকমত সহজে বেরোয় কিনা। জুলিয়াস জানে লোলা লক্ষ করছে তাকে, কিন্তু উপায় নেই। যদিও শহর ছেড়ে যাবার আগে নকারের সাথে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই, তবু সাবধান থাকা ভাল।

লোলাকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এল জুলিয়াস। রাস্তার অন্য মাথায় তার অফিসের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ডিগবি নোবল। অ্যালেন কারভার বারের বারান্দা পরিষ্কার করছে। ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে তিনজন লোক কথা বলছে। ঘোড়ার রাশটা খুলে লাগাম ঢিলে করতে করতেই পিছন থেকে নকারের চড়া কর্কশ স্বর শুনতে পেল জুলিয়াস। রেস্টুরেন্টের কোনায় দাঁড়িয়ে আছে নকার!

'ঘুরে দাঁড়াও, জুলিয়াস দত্ত!'

ধীর গতিতে ঘুরে দাঁড়াল জুলিয়াস। ওর হাতটা কোমরে বাঁধা পিস্তলের বাঁটের কাছে নেমে এসেছে। মনেমনে তৈরি থাকলেও এটা ঠিক আশা করেনি ও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নকারের দিকে চেয়ে আছে জুলিয়াস। একটু ঝুঁকে মুখ কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে নকার। ওর ডান হাতটা পিস্তলের বাঁটের কাছাকাছি ঘুরছে।

'এবার আর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই তোমার,' বলল নকার। 'তৈরি হও।'

'কেন?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল জুলিয়াস।

'কেন তা তুমি ভাল করেই জানো, মরার জন্য তৈরি হও।'

এমন কঠিন অবস্থায় মানুষের হাসি বেরুবার কথা নয়, তবু চেষ্টা করে একটু হাসল জুলিয়াস। অপেক্ষা করছে সে—নকারের স্নায়ুর জোর পরীক্ষা করার জন্যে ওকেই প্রথম পিস্তল বের করার সুযোগ দিতে চায় জুলিয়াস। গান-ফাইটে শক্ত নার্ভের দরকার। জুলিয়াস আশা করছে মনের জোর কম থাকলে হয়তো পিছিয়ে যাবে নকার। অহেতুক পিস্তল ব্যবহার করতে চায় না ও।

সতর্ক দৃষ্টিতে নকারকে লক্ষ করছে জুলিয়াস। একটু আগেও নকারের কপালটা শুকনো ছিল, এখন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে সেখানে। ওর চোখের ভাব পালটে গেছে—আগের আত্মবিশ্বাসের ছাপ আর সেখানে নেই।

জুলিয়াসের গলা দিয়ে একটা শব্দ বেরুল। নকারের কাছে ব্যঙ্গাত্মক হাসির মতই শোনাল শব্দটা। আর সহ্য করতে পারল না সে। বেসুরো গলায় চিৎকার করে বলল, 'এইবার, জুলিয়াস, গুলি করো!'

এক ঝটকায় পিস্তল বের করে আনল নকার। জুলিয়াসের হাতেও বিদ্যুৎ খেলে গেল। নিজের গুলির শব্দের প্রায় সাথে সাথেই প্রতিধ্বনির মত নকারের গুলির আওয়াজ শুনতে পেল জুলিয়াস। উরুর উপরটা হঠাৎ চাবুকের আঘাতে যেন জ্বলে উঠল। আবার গুলি করল জুলিয়াস। কিন্তু তার দরকার ছিল না,

নকার ততক্ষণে পিছন দিকে উল্টে পড়তে শুরু করেছে। হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ল—ওর অসাড় দেহটা মাটিতে পড়ার আগে মাথাটা দালানের কোনায় ঠুকে গেল। কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে।

এক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পিস্তল খাপে ভরল জুলিয়াস। অন্য হাতে মুখটা মুছল। ঘামে ভিজে গেল তালু। ওর হাত-পা দুটোও কেমন যেন দুর্বল ঠেকছে। রেস্টুরেন্টের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল লোলা। মুখটা ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত, উৎকণ্ঠায় তার হাত দুটো বুকের কাছে ভাঁজ করা।

'উপায় ছিল না, লোলা,' ভারী গলায় বলে উঠল জুলিয়াস। 'চেষ্টা করেও...'

কথাটা শেষ হলো না। আড়চোখে দূরে ডিগবি নোবলকে ওর দিকে ছুটে আসতে দেখল জুলিয়াস। শেরিফের হুমকির কথা ভোলেনি সে। যা ঘটেছে তাতে দেশের কোন আইনেই জুলিয়াসকে আটকানো অসম্ভব। কোন সন্দেহ নেই আত্মরক্ষার জন্যেই গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে সে—কিন্তু শেরিফ ইচ্ছা করলে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও তাকে আটকে রাখতে পারে। হাজতে আটকে থাকার কোন ইচ্ছে নেই ওর।

ঘোড়াটা ছাড়া পেয়ে লাগাম মাটিতে লুটিয়ে রাস্তার ওপর হাঁটছে। একটু এগিয়ে ঘোড়াটাকে ধরেই লাফিয়ে ওর পিঠে উঠে বসল জুলিয়াস। চিৎকার করতে করতে শেরিফ ছুটে এল।

'এখন সময় নেই,' ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে সরে যেতে যেতে চিৎকার করে জানাল জুলিয়াস। 'পরে দেখা হবে।'

দ্রুত বেরিয়ে গেল সে। কিছুদূর গিয়ে পিছন ফিরে দেখল এর মধ্যেই লোকজন জড়ো হতে আরম্ভ করেছে। লোলা হাত নেড়ে বিদায় জানাল ওকে। শেরিফও ওর দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে, তবে তার হাত মুষ্ঠিবদ্ধ।

তেরো

ক্রেস্টলাইন থেকে ছয়-সাত মাইল এসে পশ্চিমে মোড় নিল জুলিয়াস। বিকেলের দিকে কলিন গেইলের বাড়ির উত্তরে পৌঁছল সে। ইচ্ছা করলেই ওখানে গিয়ে রাতের খাওয়াটা সেরে নেয়া যায়। তাছাড়া জিনা নিজেই দেখা করতে বলেছে, সুতরাং তার যাওয়াটা একেবারে অকারণ হবে না।

ভাবতে ভাবতেই একটা সিগারেট ধরাল জুলিয়াস। কি চায় জিনা? কেন সে আবার দেখা করতে বলেছে? যেতে গিয়েও ভিতর থেকে কেমন যেন একটা বাধা অনুভব করছে। বুঝতে পারছে ভিতরে ভিতরে জিনা কি বলবে এই ভয়টাই বাধা দিচ্ছে ওকে—কিন্তু ভয় পাওয়ারই বা কি আছে? আঙুলে টিপে সিগারেট নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। কলিনের বাড়ির দিকে একবার মুখ তুলে চেয়ে হঠাৎ সোজা পশ্চিম দিকেই আবার ঘোড়া ছুটাল জুলিয়াস। জিনার সাথে পরে

দেখা করলেও চলবে–পেপির সাথে দেখা করাই এখন তার প্রথম কাজ।

রাত বারোটার দিকে গুহায় পৌঁছল সে। পেপি নেই ওখানে–অবশ্য এই অসময়ে পেপিকে এখানে আশাও করেনি ও। বিশ্রাম নেয়ার একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল জুলিয়াস।

পরদিন সকাল দশটায় পেপিকে দেখা গেল। ঝর্নার পাশ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসছে সে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পেপিকে কেউ অনুসরণ করেনি দেখে সামনে বেরিয়ে এসে বলল, 'সুপ্রভাত, পেপি।'

ক্লান্ত আর শুকনো দেখাচ্ছে ওকে। তাড়াতাড়ি জুলিয়াসের দিকে ফিরে সে বলল, 'আমি ভাবিনি…'

'যে গুহাটার কথা মনে থাকবে আমার?' কথার মাঝেই বলে উঠল সে। ছেলেবেলায় পেপিই এই গুহার নামকরণ করেছিল।

'না, তুমি খবরটা পাবে কিনা, আর পেলেও আসবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না।'

'কেন?'

'গতবার আমার সাথে দেখা করতে এসে অনেক ভোগান্তি হয়েছে তোমার।'

'সেটা তো আর তোমার দোষ নয়।'

ঘোড়া থেকে নামল পেপি। 'মাডি লোকটা আস্ত একটা জানোয়ার। শুনেছি সে নাকি খালি হাতেই একবার একজন লোককে মেরে ফেলেছিল।'

ঘোড়াটা গাছের সাথে বেঁধে রেখে ঝর্নার ধারে গিয়ে বসল ওরা। 'তোমাকে কেউ অনুসরণ করেনি তো?' জিজ্ঞেস করল জুলিয়াস।

সুন্দর করে হেসে মাথা নাড়ল পেপি। 'না, আমার পিছন পিছন কেউ আসবে না। লোকজন বেশির ভাগই বাইরে গেছে, তাছাড়া কেউ আমার পিছু নিলে এডের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। নিজস্ব একজন পুরুষ থাকার এটাই সুবিধা।'

'এখন কোথায় সে?'

'বাসায়। আমি কোথায় আর কি জন্যে এসেছি, সব জানে ও। তুমি রাজি থাকলে আজ বিকেলে ওকে নিয়ে আসতে পারি।'

'সেটা দেখা যাবে।' হ্যাঁ বা না, কিছুই বলল না জুলিয়াস।

'আমার যা বক্তব্য সেটা ঠিক পছন্দ হবে না তোমার!'

'বলেই দেখো না।'

'আমি কি চাই তা আমি জানি। এডকে আমার চাই, তোমাকে আর জারভিসকে আমি আবার আগের মত বাড়িতে দেখতে চাই; চাই মেডক আর তার ভাড়া করা লোকজনকে রকিং এইচ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হোক।'

হাসল জুলিয়াস। পেপির কথায় অবাক হয়নি সে। বলল, 'লম্বা অর্ডার।'

'কিন্তু তা-ই চাই আমি।'

'এডের কি মত?'

'ও বলে চেষ্টা করা যায়–তবে ফল কি হবে বলা যায় না।'

'তুমি কি সত্যিই ওকে ভালবাসো?'

'হ্যা।'

'আর সে?'

মুখ তুলে জুলিয়াসের দিকে তাকাল পেপি। 'আমার মনে হয় সে-ও আমাকে ভালবাসে। অন্তত এমন করে আগে আর কেউ আমাকে চায়নি।'

'তাহলে এখন কি হবে?'

'জানি না, জুলিয়াস। তবে ওকে বিয়ে করব আমি। বাবার মৃত্যুর পরে খামারের একটা অংশ ভাগে পাব আমি। মেডকের ধারণা এডের মাধ্যমে সেটা হাত করবে সে। তবে এড় এত সহজে ছেড়ে দেবে না। ওদের মধ্যে ঠোকাঠুকি লাগতে বাধ্য।'

'অর্থাৎ তুমি জানতে চাও দরকার পড়লে এডকে আমি সাহায্য করব কিনা?'

'কেন করবে না? সম্পত্তিতে তোমারও ভাগ আছে।'

'বাবা তো আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন।'

'বাবা অসুস্থ অবস্থায় রাগের মাথায় কি না কি বলেছেন—ওটা তাঁর মনের কথা নয়।'

কনুই-এ ভর দিয়ে গা এগিয়ে বসল জুলিয়াস। 'বাবার শরীর কেমন, পেপি?'

'দুর্বল। গতরাতে তাঁর ঘরে গেছিলাম—সব কথাই খুলে বললাম বাবাকে। কিছুই বাদ দিইনি। এড আর আমার কথা থেকে শুরু করে তোমার, জারভিসের, মেডকের—সবার কথাই বললাম। মিথ্যে কথাও একটা বললাম—বলেছি নিজেরা আলাপ করে আমরা একটা পন্থা ঠিক করেছি, চিন্তার কিছুই নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা যে কতটুকু শুনেছেন ঠিক বুঝলাম না, অর্ধেক শোনার পর মনে হলো যেন শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

'তবে তো বোঝা যাচ্ছে উনি সত্যিই অসুস্থ—তোমার এভাবে সব কথা বলে তাঁকে বিব্রত করা ঠিক হয়নি।...হ্যাঁ, জারভিসের কি খবর?'

'খুব খারাপ। দিন দিন আরও খারাপের দিকেই যাচ্ছে। সেদিন মেডকের সাথে ঝগড়া করেছে ও। নিজেকে বড় কেউ ভাবতে আরম্ভ করেছে সে এড বলেছিল, ও যদি হিউ হারপারের সাথে মাতব্বরি ফলাতে যায় তবে ওকে করে ফেলবে হিউ।'

'ওকে বাঁচানো হয়তো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না,' মন্তব্য জুলিয়াস।

'কিন্তু ও যে আমাদেরই ভাই—ওকে বাঁচাতেই হবে।'

মাথা নেড়ে আবার উঠে বসে জুলিয়াস বলল, 'সত্যি কথাটা স্বীকার করতেই হবে, জীবনটা ছেলেখেলা নয়। এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে তাতে মেডকের সাথে সংঘর্ষ বাধলে বলা যায় না এডও মারা যেতে পারে এর সাথে জড়ালে আমারও মৃত্যু ঘটতে পারে—তুমি নিজেও নিরাপদ নও

'এড আর আমি যদি পার্ক ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাই তাহলে হয়?'

'এডমন্ড পালাবার লোক নয়। আর তাতেও জারভিসের কোন সুরাহা হচ্ছে না। সে তো বোকার মত মাতব্বর সেজে মহা আনন্দেই আছে।'

'তবে কি এই বিয়েতে আমার রাজি না হওয়াই উচিত?'

'জানি না তুমি রাজি না হলে ওরা কোন্ পথ ধরবে-তবে কিছু একটা করবেই। সব চাবি-কাঠিই এখন ওদের হাতে।'

লম্বা করে একটা শ্বাস নিল পেপি। 'তাহলে বলতে চাও এর থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ কোন রাস্তা নেই?'

'ঠিকই ধরেছ।'

'তোমার সাথে দেখা করার জন্যে এডকে নিয়ে আসব?'

নিরুৎসাহিতভাবে ধীরে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল জুলিয়াস। 'ক্ষতি কি? ওকে ভাল করে জানার কৌতূহল হচ্ছে আমার। জানি না, হয়তো সে মেডকের চেয়েও খারাপ।'

কেন যেন ওর কথায় রাগল না পেপি। উল্টো হেসে মাথা নেড়ে বলল, 'তুমি চেনো না ওকে, জুলিয়াস। জানি ওর সম্পর্কে অনেক কথাই তুমি বলতে পারো, কিন্তু ওর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে, প্রচুর সময় একসাথে কাটিয়ে, ওর বাইরের শক্ত খোলসটার ভিতরে একটা সুন্দর রুচিশীল মানুষ খুঁজে পেয়েছি আমি।'

'ভালমতই মজেছ দেখছি,' দুষ্টুমি ভরা মুখে বলল জুলিয়াস।

'হ্যাঁ, পুরোই ডুবেছি।'

'বিয়ে কবে করছ?'

'সামনের রোববার। অর্থাৎ আর চারদিন।'

মুখ সামান্য তুলে আকাশের দিকে চেয়ে আছে পেপি, গালে গোলাপি আভা। স্বপ্নালু চোখে সুখের স্বপ্ন দেখছে সে। ওর কোমল প্রশান্ত মুখ থেকে দুশ্চিন্তার ছায়া মিলিয়ে গেছে। কল্পরাজ্যে হারিয়ে যাওয়া কনের মতই দেখাচ্ছে ওকে। চট করে ওর হাতের ওপর হাত রেখে সস্নেহে মৃদু চাপ দিল জুলিয়াস। 'পেপি, তুমি সুখী হও, এ-ই আমি চাই। যাও, ওকে নিয়ে এসো।'

হাসতে হাসতেই বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেল পেপি। এতদিন পরে ওকে আবার এমন সুন্দর প্রাণখোলা হাসি হাসতে দেখে জুলিয়াসের মনটা খুশিতে ভরে উঠল। কিন্তু ওর এই হাসি কতদিন থাকবে? এডের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না সে-পেপি কি ওকে বিয়ে করে সুখী হবে? বিয়ের পরে গতানুগতিক একঘেয়ে রুটিনে কি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে এড?

সাথে করে আনা খাবার খেয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে জুলিয়াস। বিকেলের শেষ ভাগে ওদের দূর থেকে আসতে দেখল সে। ঘোড়ার পিঠে পেপি এডকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে । খোলা জায়গাটায় পৌঁছে পিছন ফিরে হাসতে হাসতে এডকে কি যেন বলল পেপি। হাসি মুখেই জবাব দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পেপিকে দু'হাতে শূন্যে তুলে মাটিতে নামিয়ে দিল সে। নিশ্চিন্ত আত্মহারা এডের চেহারা-কোনরকম দুশ্চিন্তার ছায়া নেই ওর মুখে।

পেপিই প্রথম জুলিয়াসকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল, 'এই যে, জুলিয়াস, ওকে নিয়ে এসেছি।'

জুলিয়াস ওদের দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল, 'এসো, পেপি। কি খবর, এড?'

'এই তো,' হাতটা একটু তুলে জবাব দিল এড। 'তোমার কেমন চলছে?'

দু'জনেই দু'জনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একে অন্যকে মেপে দেখছে। ভিতরে ভিতরে কেমন একটা বিরূপ ভাব কাজ করছে জুলিয়াসের মনে। সে বুঝতে পারছে এডেরও একই অনুভূতি হচ্ছে।

মাটিতে পা ঠুকে প্রতিবাদ করল পেপি। 'খুব হয়েছে! মনে হচ্ছে তোমরা কঠিন দৃষ্টিতে চেয়েই পরস্পরকে ভস্ম করে ফেলবে।'

'কই, আমি কঠিন চোখে চাইনি তো?' আপত্তি জানাল জুলিয়াস।

সাথে সাথেই এডও বলে উঠল, 'আমিও না!'

এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল এড। আনন্দের সাথেই ওর হাতটাও গ্রহণ করল জুলিয়াস।

'খুশি হলাম। এবার আলোচনা শুরু করা যায়,' আশ্বস্ত হয়ে বলল পেপি।

ঘোড়া দু'টোকে নিয়ে গাছের সাথে বেঁধে রাখল এড। তারপর ভাল একটা জায়গা বেছে নিয়ে তিনজনে বসল। কোনরকম ভণিতা না করে সরাসরি কাজের কথায় চলে এল এড। 'জুলিয়াস, আমরা সামনের রোববারে বিয়ে করব বলে ঠিক করেছি।'

মাথা ঝাঁকাল জুলিয়াস। 'হ্যাঁ, শুনেছি। পেপি বলেছে আমাকে।'

'তোমার কথায় মনে হয় খুশি হওনি তুমি।'

মুখ তুলে সোজাসুজি এডের দিকে চাইল জুলিয়াস। 'পেপি ভুল করছে কিনা সেটাই ভাবছি আমি।'

'অস্বীকার করে লাভ নেই, পেপির আরও ভাল কোন পাত্র হলেই যোগ্য জুড়ি হত। মিথ্যা বলব না, মেডকের প্ল্যান অনুযায়ী আমি পেপিকে বিয়ে করার উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিলাম। কথা ছিল আমি পেপিকে রাজি করাতে না পারলে ওরা অন্য পথ ধরবে।'

'তবে তো তোমার গর্ব বোধ করাই উচিত?' ফোড়ন কাটল জুলিয়াস।

'আমাকে খেপিয়ো না,' রাগের সাথে বলে উঠল এড। 'এই ভাবেই প্ল্যান করা হয়েছিল। প্ল্যানটা আমার নয়, মেডকের। একঘেয়ে কাজ করতে করতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম–এই কাজটা আকর্ষণীয় মনে হওয়ায় এটা নিয়েছি–এতে আমার দোষটা হলো কোথায়?'

'পেপিকে বিয়ে করতে যাচ্ছ তুমি।'

'ওকে ভালবেসে ফেলেছি আমি।'

'হয়তো।'

এডের চোখ দু'টো কঠিন হলো। 'তোমার ভালর জন্যেই বলছি, অমন কথা দ্বিতীয়বার আর উচ্চারণ কোরো না।'

গলার স্বরে জুলিয়াসের মনে হলো যথার্থই খেপেছে লোকটা। পেপির দিকে চাইল সে। এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি মেয়েটা। ওর চুপ করে থাকতে যে

কত কষ্ট হচ্ছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে জুলিয়াস। হাত দুটো কোলের ওপর মুঠো করে রাখা–মুখটা বেদনায় ক্লিষ্ট।

'মেডকের প্ল্যানটাই তাহলে শোনা যাক,' সংযত স্বরে বলল জুলিয়াস। 'তোমাদের বিয়ের পরে কি ঘটবে?'

'মেডকই আগের মত র‍্যাঞ্চ চালাবে। পেপি ওর জমি আমার নামে লিখে দেবে, সেটা আমাকে দিয়ে নিজের নামে লিখিয়ে নিয়ে আমার পাওনা মিটিয়ে দেবে মেডক।'

'অর্থাৎ সবকিছুই শেষ পর্যন্ত মেডকের পেটে যাচ্ছে?'

'সেই রকমই পরিকল্পনা, জুলিয়াস।'

'জারভিসের কি হবে?'

'নিজের বোকামির জন্যে কোন দুর্ঘটনায় মারা পড়বে সে।'

'পেপি বলেছিল মেডকের সাথে তোমার বিরোধ বাধবে।'

মৃদু হাসল এড। 'অবশ্যই বাধবে, কারণ ওর প্ল্যান অনুযায়ী পেপিকে আমার নামে জমি লিখে দিতে বলব না আমি। আমার মাধ্যমে মেডক কোনদিনই পেপির সম্পত্তি পাবে না।'

'তোমাকে মেরে ফেলবে ও।'

'চেষ্টা সে অবশ্যই করবে। কিং অ্যালেনবির সাথে রেড রিভার এলাকায় দলগতভাবে কাজ করার সময়ে মেডকের সাথে আমার পরিচয়। লোকটা পিস্তলের যাদুকর। এছাড়া রয়েছে হিউ হার্পার। তিনবার ওকে নিজের চোখে অ্যাকশনে দেখেছি–আজ পর্যন্ত ওর সাথে তুলনা করার মত কাউকে দেখিনি এই রকম আরও তিনজন উঁচুদরের বন্দুকবাজ রয়েছে ওদের সাথে–হোয়েল কিড, হোরেস আর চাক। ওদের মধ্যে বিশেষ করে হোয়েল কিড খুব সাংঘাতিক লোক। আরও একজন ছিল, নকার, কিন্তু তোমার দৌলতে ওর কথা আর ভাবতে হবে না আমাদের।'

'এতসবের মোকাবিলা করার চেয়ে পালিয়ে যাওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ, কি বলো?' জানতে চাইল জুলিয়াস।

'আমি শুধু পেপির প্রেমেই পড়িনি, জুলিয়াস, পার্ককেও ভালবেসে ফেলেছি। এখানেই ঘর বেঁধে বসবাস করতে চাই আমি। এখানে এত দূরে হয়তো আমার অতীত আর আমাকে বিব্রত করবে না। নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে পারব। ছেলেবেলায় র‍্যাঞ্চেই বড় হয়েছি, র‍্যাঞ্চের সব কাজই জানা আছে আমার। অতীতে যা কিছু অন্যায় করেছি সব ভুলে নতুন করে বাঁচতে চাই আমি। এর জন্যে দরকার হলে রুখে দাঁড়াতেও আমি রাজি।'

এডের কথাগুলো সত্যি হলে পেপির জন্যে ভালই হয়। কিন্তু জুলিয়াস আর ওর অতীত নিয়ে ঘাঁটতে চায় না, অন্য কথা পাড়ল সে।

'জারভিসের কি হবে?' প্রশ্ন করল জুলিয়াস।

'ওকে নিয়ে যে কি করা যায় তা নিজেও ভেবে পাই না আমি,' নিজের মতামত প্রকাশ করল এড। 'তোমাদের ভাই হলেও একেবারেই ছেলে-মানুষ আর বোকা ও। সেবাস্টিন দত্ত জীবিত আছেন বলেই ওরা এখনও হত্যা করেনি

ওকে। ওর মাধ্যমে মেডক এখনও বেশ সুন্দর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে।'

'বাবা আর কতদিন বাঁচবেন?'

'কে বলতে পারে? মেডক তাঁকে যে-কোন সময়ে খতম করতে পারে, করছে না, কারণ পেপির সাথে আমার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে ওর বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। তবে একটা কথা না বলে পারছি না, সেদিন তাঁর ঘরে গিয়ে দেখলাম উনি ঘুমাচ্ছেন। যে বইটা তিনি পড়ছিলেন সেটা মাটিতে পড়ে আছে। ওটা তুলে তাকের ওপর রেখে দিয়ে ফিরে আসি আমি। পরে উনি ওটা চাইতে পারেন মনে করে ওটা তাঁর হাতের কাছে এগিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ঘরে গিয়ে দেখি ওই বইটাই তিনি পড়ছেন। জিজ্ঞেস করে জানলাম ঘরে আর কেউ আসেনি। তাহলে বইটা কে এগিয়ে দিল তাঁকে?'

রুদ্ধশ্বাসে উঠে বসল পেপি। 'একথা আমাকে আগে বলোনি কেন তুমি?'

'এখনও বলা হয়তো ঠিক হলো না, আমি তোমাদের আশা দিয়ে নিরাশ করতে চাই না। কিন্তু আমার ধারণা তাঁকে আমরা যতখানি দুর্বল আর অসুস্থ মনে করছি আসলে তিনি তা নন।'

'কিন্তু আমাকেও তো এ ব্যাপারে কোন কথা বাবা বলেননি?'

'এই কেনর জবাব পেতে হলে তোমার বুঝতে হবে জুলিয়াসের সাথে তিনি কেন দুর্ব্যবহার করলেন।'

'তার মানে?'

আবার হাসল এড। পেপির দিক থেকে জুলিয়াসের দিকে চোখ ফিরাল সে। 'তুমিও বোঝোনি? তোমার তো বোঝা উচিত ছিল? সেবাস্টিন দত্ত অসুস্থ, সন্দেহ নেই–কিন্তু দেহ অসুস্থ হলেও মাথায় তো আর কোন দোষ হয়নি তাঁর! তিনি জানেন মেডকই সবকিছু চালাচ্ছে, জারভিস বোকা আর পেপি অসহায়। তাই জুলিয়াস যখন ফিরে এল তখন তাকে সাথে সাথেই অমন করে বের করে না দিলে আর একটা দিনও বাঁচার উপায় ছিল না ওর।'

জুলিয়াসও পেপির মত সোজা হয়ে বসেছে এখন। ব্যাপারটাকে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আগে কখনও ভেবে দেখেনি সে। এডের ধারণা সত্যি হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে তা ভাল করেই বুঝতে পারছে ও। তাকে বাঁচাবার জন্যে বাবা সবই করতে পারেন। আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল জুলিয়াসের গলা। দুর্বল আর অসুস্থ অবস্থায় নিজের বাড়িতে বন্দী থেকেও জুলিয়াসের জীবন বিপন্ন হবে ভেবেই কারও কাছে সাহায্য চাননি তিনি।

'সত্যি, সেবাস্টিন দত্ত একজন মানুষ বটে!' বলে চলল এড। 'আমার বাবাও ঠিক এমনই ছিলেন। কঠিন, জেদী আর সৎ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মারা পড়েছিলেন তিনি। এক রাতে সারা দেহে অসংখ্য গুলির জখম নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। অন্য যে-কেউ হলে অনেক আগেই নির্ঘাত মারা যেত। কিন্তু আমাদের সাবধান করা আর সেই সাথে নিরাপদে পালিয়ে যাবার কথা বলার উদ্দেশ্যেই যেন জেদ করে বেঁচে ছিলেন তিনি। সেই রাতেই মাকে নিয়ে অন্যখানে চলে যাই আমি। তবে পরে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ আমি নিয়েছি–তারপর থেকেই আমি ফেরারী।'

নিজের জন্যে একটা সিগারেট বানিয়ে নীরবে এডের দিকে তামাক আর কাগজ বাড়িয়ে দিল জুলিয়াস।

'রোববারেই বিয়ে করে ফেলাটা হয়তো আমাদের ঠিক হচ্ছে না,' বলে উঠল পেপি।

সিগারেটের কাগজটা জিভের ডগা দিয়ে ভিজিয়ে মাথা নাড়ল এড। 'না, পেপি, দেরি করার উপায় নেই আমাদের। হয় রুখে দাঁড়াতে হবে, নয়তো পালাতে হবে।'

'বিয়ের পরে কি ঘটবে?' প্রশ্ন করল জুলিয়াস।

'সাথে সাথেই কিছু ঘটবে না হয়তো, কিন্তু বিয়ের পরে সেবাস্টিন দত্ত আর জারভিস দু'জনেই বিপদের মুখে পড়বে।'

'এর প্রতিকার জানা আছে আমার,' মন্তব্য করল জুলিয়াস। 'আমাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান এতে হবে না বটে কিন্তু মেডক আপাতত ঠাণ্ডা থাকবে।'

'শুনি কি ফন্দি এঁটেছ?'

'জারভিসকে ঘিরেই আমার প্ল্যান। ধরো রোববার তোমাদের বিয়ে হলো, তোমরা এক সপ্তাহের জন্যে মধু-চন্দ্রমা যাপন করতে কোথাও চলে গেলে। বিয়ের রাতেই জারভিসও নিরুদ্দেশ হলো।'

'কিন্তু জারভিস নিরুদ্দেশ হবে কেন?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল পেপি।

হাসল জুলিয়াস। 'ওকে রাজি করানোর ভার আমার। কিন্তু ভেবে দেখো, এমন হলে কিন্তু মেডকের হাত থেকে নিরাপদ থাকছে জারভিস। ওকে হাতে না পেয়ে বাবার বিরুদ্ধেও কিছু করতে সাহস পাবে না মেডক।'

আলাপ আলোচনা আরও কিছুক্ষণ চলল। কিন্তু নতুন কোন প্ল্যান ওদের মাথায় এল না। এড আপত্তি জানাচ্ছিল যে জুলিয়াসের কাঁধেই কাজের গুরুভার পড়ল। কিন্তু সে নিজেও কম ঝুঁকি নিচ্ছে না, তাকে সবসময়ই থাকতে হচ্ছে মেডক আর তার লোকজনের মাঝে।

'জারভিসকে গায়েব করার সময় সাহায্য দরকার হবে না তোমার?' প্রশ্ন করল এড।

'হ্যাঁ, তবে ভাল লোকের অভাব হবে না আমার।'

'বিয়ের রাতেই কাজটা সারতে চাইছ?'

'ওই সময়েই সুবিধা হবে।'

'মনে রেখো উৎসবের রাতে মদ সবাই বেশি খাবে। নকারের পক্ষ নিয়ে কেউ প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করা বিচিত্র নয়। মদের আসরে একটা ঝগড়া বাধিয়ে নেয়া কঠিন হবে না।'

'সতর্ক থাকব আমি,' শান্তভাবেই জবাব দিল জুলিয়াস।

'বিয়ের আগে কোন কারণে দরকার হলে কিভাবে যোগাযোগ করব?'

বিন্দুমাত্র না ভেবেই জুলিয়াস জবাব দিল, 'কোন খবর থাকলে সেটা লোলার কানে পৌঁছলেই আমি জানতে পারব। ওর ওপর পুরো বিশ্বাস আছে আমার।'

কথা শেষ করে উঠল ওরা। জুলিয়াসও ওদের সাথে এল। ঘোড়ায় চড়ার

আগে এডের হাতে হালকাভাবে পেপির হাতের ছোঁয়া লাগল। চট করে পেপির দিকে ফিরে চাইল এড। নীরবেই দৃষ্টি বিনিময় হলো ওদের। ওই দৃষ্টি দেখেই জুলিয়াস মনে মনে বুঝে নিল ওদের ভালবাসা কত গভীর। ওরা একে অন্যকে এমন আপন করে জেনেছে যে দৈহিক সংস্পর্শের দরকার পড়েনি ওদের, চোখের দৃষ্টি দিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল ওরা।

এগিয়ে এসে পেপির গালে চুমু খেলো জুলিয়াস। 'সুখী হও। তোমাদের দু'জনেরই শুভ কামনা করি।'

এডের সাথেও হাত মিলিয়ে ওদের বিদায় দিল জুলিয়াস। অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল সে। কয়েক ঘণ্টা আগেও জুলিয়াস বিশ্বাস করেনি পেপি আর এড বিয়ে করে সত্যিকার সুখ খুঁজে পাবে। কিন্তু ভুল ভেঙেছে ওর। বুঝেছে সুখ এখন ওদের হাতের মুঠোয়–ওদের ভাগ্য প্রসন্ন।

চোদ্দ

শুক্রবারে জুলিয়াসের খোঁজে নডির র‍্যাঞ্চে এসে হাজির হলো শেরিফ ডিগবি। একাই এসেছে সে। মারিয়াকে জিজ্ঞেস করে কোন্ এলাকায় ওরা কাজ করছে জেনে নিয়ে সেখানে হাজির হলো ডিগবি। খড় কাটছে ওরা–দু'জনেই পরিশ্রমে নেয়ে উঠেছে ঘামে।

'ভাল সময়েই এসেছ শেরিফ, একটা ফর্ক তুলে নিয়ে কাজে লেগে যাও,' মুচকি হেসে বলে উঠল নডি।

'হাতে সময় নেই এখন,' জবাব দিল ডিগবি। তারপর একটু ভেবে বলল, 'ভাগ্যিস সময় নেই, তোমাদের সাথে এই রোদে একঘণ্টা কাজ করতে হলে নির্ঘাত মারা পড়তাম। আমি এসেছি জুলিয়াসের সাথে কিছু আলাপ করতে।'

'ঝটপট বলে ফেলো কি বলবে,' তাড়া দিল জুলিয়াস।

'সেদিন নকারের মৃত্যুর তদন্ত হলো, তোমার থাকা উচিত ছিল সেখানে। সে যাক, জুরি একচেটিয়াভাবে রায় দিয়েছে তোমার দোষ নেই, আত্মরক্ষার জন্যেই ওটা ঘটেছে।'

অন্য কোন রায় হলেই বরং অবাক হত জুলিয়াস। ডিগবিকে পছন্দ করে না বটে জুলিয়াস তবে এটা ঠিক যে লোকটা নিরপেক্ষ–কোন প্যাঁচ নেই ওর মনে। সে বলল, 'ধন্যবাদ, ডিগবি। ঘটনায় আমি নিজেও দুঃখিত। এড়িয়ে যেতে পারলে…'

'অন্য একটা ব্যাপারে এসেছি আমি–এই রোববারে তোমার বোনের বিয়ে হচ্ছে ক্রেস্টলাইন চার্চে সানডে সার্ভিসের পর।'

'এই রকমই একটা কথা কানে এসেছে আমার।'

'তোমাকে কে বলল?'

'এসব কথা বাতাসে ছড়ায়।'

'কার সাথে ওর বিয়ে হচ্ছে তা-ও শুনেছ?'

'হ্যাঁ, এডমন্ড ফিনলের সাথে।'

চোখ ছোট করে জুলিয়াসের দিকে চাইল শেরিফ। 'আমার ধারণা ছিল এ বিয়েতে আপত্তি থাকবে তোমার।'

কাঁধ ঝাঁকাল জুলিয়াস। 'আপত্তি থাকলেও আমার করার কিছুই নেই, নিজের পছন্দ মতে বিয়ে করছে পেপি। মিয়া-বিবি রাজি তো কেয়া কারেগা কাজী? ও সুখী হলেই আমিও খুশি।'

'তাহলে বিয়েতে যাচ্ছ না তুমি?'

'যাব না কেন? বোনের বিয়েতে নিশ্চয়ই যাব।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে স্বাভাবিক ভাবেই এটা গ্রহণ করেছ তুমি, কিন্তু মনে রেখো, বিয়েতে তুমি যদি কোন গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করো তবে আমি নিজে তোমাকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করব। মেডককেও আমি এই কথাই বলেছি।'

'মেডক কি মনে করে বিয়েতে গোলমাল বাধাব আমি?'

'বলা কি যায়?'

চেষ্টা করে একটু হাসল জুলিয়াস। 'না, পেপির বিয়েতে কোন ঝামেলা করব না আমি। তুমি দেখে নিয়ো, ভিড়ের মধ্যে আমিও যে আছি টেরই পাবে না তুমি।'

আরও দু'একটা কথার পরে বিদায় নিল ডিগবি।

রোববার সকালে অন্ধকার থাকতেই রওনা হয়ে গেল ওরা। দেখা গেল বিয়েতে মারিয়ারই উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। এডমন্ড ফিনলে সম্পর্কে প্রশংসা শুনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেও জুলিয়াসের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন সে। তবে বিয়ে সবসময়ই মারিয়ার কাছে একটা বিশেষ আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। নডি ওর অবস্থা দেখে হেসে ওকে একটা বাড়তি রুমাল সাথে নিতে বলল।

'না, কাঁদব না আমি,' বলল মারিয়া, 'হয়তো একটু ভেজাভেজা হয়ে উঠবে চোখ--কিন্তু সেটা তোমারই দোষ। মেয়েরা বিয়েতে একটু কাঁদে কারণ নিজের বিয়ের স্মৃতি মনে পড়ে যায়।'

'অনুশোচনা হয় বলে কাঁদে?'

'না, নিজের বিয়ের দিনটাই কল্পনায় আবার নতুন করে উপভোগ করে। দোয়া করি যেন পেপি বিয়ে করে আমার মত সুখী হয়। তুমি কবে বিয়ে করছ জুলিয়াস?'

হেসে উঠল সে, 'মেয়েটা রাজি আছে কিনা জিজ্ঞেস করে দেখা হয়নি।'

'কাকে--লোলাকে?'

চমকে উঠল জুলিয়াস। তার মনের কথা মারিয়া টের পেল কি করে? সে ভাবতেও পারেনি তার আর লোলার বাপারটা কেউ আঁচ করতে পারে।

নডিও অবাক হয়েছে। 'লোলা! ডুবে ডুবে পানি খাওয়া হচ্ছে! আমি কিন্তু মোটেও টের পাইনি।'

সন্তুষ্টি ফুটে উঠল মারিয়ার মুখে। 'একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারতে,' বলল সে। 'লোলার প্রসঙ্গ উঠলেই ওর চেহারা কেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, গলার স্বর নরম হয়ে যায়, এসব লক্ষ করোনি? মেয়েটাকে কিন্তু আমার খুব ভাল লাগে—জুলিয়াসের সাথে চমৎকার মানাবে ওকে।'

'আপাতত এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমি।' বলে উঠল জুলিয়াস। মারিয়ার মন্তব্যে মনে মনে খুশি হয়েছে সে।

দশটার দিকে ক্রেস্টলাইনে পৌঁছে গেল ওরা। চার্চে ভিড় হয়েছে অনেক। কয়েকটা রিজার্ভ করা আসন ছাড়া সব ভর্তি হয়ে গেছে। যারা পরে এসেছে তারা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। সার্কিট প্রীচারের সার্ভিসে এমনিতেই বেশি লোক হয়, তার ওপর আজ সার্ভিসের পরেই বিয়ে আছে। ক্রেস্টলাইনের সব লোক তো এসেছেই, পুরো পার্কের লোকই আজ এখানে এসে হাজির হয়েছে।

পিছনের দিকে রকিং এইচের পাঁচজন লোক দেখা যাচ্ছে—হিউ, হোয়েল, ফক্সি, চাক আর হোরেস একসাথেই বসেছে। মাডি ওদের সাথে নেই, সম্ভবত ওকে রকিং এইচের পাহারায় রেখে আসা হয়েছে।

জিনাও এসেছে তার বাপ-মার সাথে। জুলিয়াসকে দেখেও ইচ্ছে করেই মুখ ঘুরিয়ে রইল সে অন্যধারে লোলাকে দেখতে পেল—ওকে দেখে সামান্য মাথা দুলিয়ে হাসল সে।

সার্ভিস শুরু হবার অল্প আগেই পেপি আর এড ঢুকল। ওদের পিছন পিছন এল জারভিস আর মেডক। মৃদু গুঞ্জন উঠল চার্চের ভিতর। গুঞ্জনের কারণ বুঝে নিতে কারও অসুবিধা হলো না—অপূর্ব সুন্দরী দেখাচ্ছে পেপিকে। ওর সুন্দর মিষ্টি হাসি থেকে যেন একটা স্বর্গীয় আভা ফুটে বেরুচ্ছে। সাদা শার্ট আর ব্রাউন রঙের একটা নতুন সুট পরেছে এড। নির্ভীক, আত্মবিশ্বাসী, আর পেপিকে পাশে পেয়েই যেন একটু গর্বিতও দেখাচ্ছে ওকে।

ওরা চারজন সামনের রিজার্ভ করা সীটে গিয়ে বসল। অনেকক্ষণ ধরে চলল সার্ভিস। এত শ্রোতা পেয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েই সার্কিট প্রীচার লম্বা বক্তৃতা দিলেন। সার্ভিসের শেষেই বিয়ের অনুষ্ঠান একপাশে জারভিস আর অন্যপাশে মেড়কের মাঝে প্রীচারের সামনে দাঁড়িয়ে এড আর পেপির বিয়ে হলো। দু'জনেই স্পষ্ট গলায় জানাল বিয়েতে তারা রাজি। অনুষ্ঠানের শেষে চার্চের অর্ধেক লোকই ছেঁকে ধরল ওদের। বাইরে রাস্তায় কেউ একজন আনন্দে চিৎকার করে পিস্তল ছুঁড়ল।

নব-দম্পতিকে অভিনন্দন জানাচ্ছে সবাই—দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে জুলিয়াস। রকিং এইচের সেই পাঁচজন এখন পিছনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। কোন উত্তেজনা নেই চার্চে সবারই হাসি হাসি মুখ, কথাবার্তার গুঞ্জন ছাপিয়ে বারবার হাসির শব্দ ভেসে আসছে এর মধ্যে থেকে লোলা যে কখন চার্চ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে খেয়াল করেনি জুলিয়াস—নিশ্চয়ই মাকে সাহায্য করতে রেস্টুরেন্টে ফিরে গেছে কলিন আর হিলডার সাথে জিনাও চলে গেছে।

লোকজন চারপাশ থেকে ভিড় করে থাকলেও তারই ফাঁকে জুলিয়াসকে ঠিকই লক্ষ করেছে পেপি হাতের ইশারায় ওকে কাছে ডাকল সে লোকজনের

ভিতর দিয়ে এগিয়ে ওদের কাছে গিয়ে এডের সাথে হাত মেলাল সে। তারপর পেপির গালে চুমু খেলো। ভাইকে জড়িয়ে ধরে গালে গাল রেখে আদর নেয়ার সময়ে সে খুব আস্তে ফিসফিসিয়ে বলল, 'যাওয়ার আগে লোলার সাথে দেখা কোরো।' কথাটা যে আর কারও কানে যায়নি এ সম্বন্ধে জুলিয়াস নিশ্চিত।

চিরাচরিত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই চার্চ ছেড়ে বেরিয়ে গেল নব-দম্পতি। রাস্তার দুই ধারে ঘোড়ায় চড়া এসকর্টের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল ওরা দু'জন। ঘনঘন লোকজনের উৎফুল্ল চিৎকার আর পিস্তল ফুটানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। পেপি আর এড শহর ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত এইরকমই চলল।

'চমৎকার বিদায় অনুষ্ঠান,' বলল নডি। 'তবে উৎসব মোটে শুরু।'

ঠিকই বলেছে নডি। বারের সামনে একটা মারপিট ঠেকাল শেরিফ। বিয়েটা লোকজনের বেশি মদ খাওয়ার একটা উছিলা মাত্র। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার আগেই আরও অনেক মারপিট হবে আজ। পাইকারী হারে মদ খাওয়ার এটা অবশ্যম্ভাবী ফল।

গ্রোসার ককসির বাসার বৈঠকখানায় লাঞ্চ সেরে বসে গল্প করছে ওরা তিনজন। ককসি, নডি আর জুলিয়াস। ককসির কথায় মনে হয় সে মেডক সম্বন্ধে সন্দিহান। এড সম্পর্কে জুলিয়াসের সামনে কোন মন্তব্য না করলেও বোঝা যায় সে উদ্বিগ্ন।

বৌয়ের ডাকে ককসি একটু ভিতরে যেতেই জুলিয়াস নডিকে বলল, 'এবার লোলার সাথে দেখা করতে রেস্টুরেন্টে যাওয়া দরকার–পেপি ওর কাছে কিছু খবর দিয়েছে।'

'তাহলে আমি যাচ্ছি, খবরটা নিয়ে আসি,' বলে উঠল নডি। 'না, আপত্তি কোরো না, আমার দিকে কেউ খেয়াল করবে না, কিন্তু তুমি রাস্তায় নামলেই এখন হোয়েলের সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। মগজ খাটাও, সাবধানে চললে সারা জীবন লোলার সাথে দেখা করার অনেক সুযোগ পাবে।'

কথাটা সত্যি। হোয়েল যদি জুলিয়াসের পিছনে লেগে থাকে তবে তার পক্ষে রাস্তায় বেরুনো এখন মোটেও ঠিক হবে না।

জনি এসে হাজির হলো। একটা ছুতো দেখিয়ে জনির সাথে বেরিয়ে পড়ল নডি। আধঘণ্টা পরে ফিরে এসে জুলিয়াসকে আড়ালে ডেকে সে বলল, 'রাস্তায় হোয়েলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ছায়ায় দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ করছে। সবাই কম বেশি মদ খেয়েছে আজ, কিন্তু হোয়েল এখনও একফোঁটা মদ ছোঁয়নি।'

'জারভিস এখনও শহরে আছে?'

'হ্যাঁ, বারে বসে পোকার খেলছে। জনি ওর পেছনে একজন লোক লাগিয়েছে, জারভিস বার থেকে একপা নড়লেই আমরা খবর পাব।'

আজ রাতেই যে করে হোক জারভিসকে ধরে নিয়ে যাবে জুলিয়াস। তাই এখনও শহর ছেড়ে যায়নি ওরা।

'লোলা কি বলল?' জিজ্ঞেস করল সে।

'চার্চের আগে পেপি, এড, মেডক আর জারভিস কফি খেতে রেস্টুরেন্টে গেছিল। পেপি ওখানে তার পোশাকের কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে এমন ভাব দেখালে লোলা সেটা ঠিক করে দেয়ার জন্যে ওকে রান্নাঘরে নিয়ে যায়। সেখানে আড়ালে একটু কথা বলার সুয়োগ পেয়েছে ওরা। পেপি জানিয়েছে এক সপ্তাহের জন্যে হানিমুন করতে ওরা দু'জন তোমার বাবার শিকারের কেবিনে কাটাবে। তুমি আর জারভিস ছাড়া রকিং এইচের কেউই জায়গাটা চেনে না। লোলা আরও একটা কথা বলেছে, অবশ্য সেটা তোমার খবরের অংশ নয়।'

'কি কথা?'

'বলেছে এই এক সপ্তাহের ভিতর তুমি ওদের বিরক্ত করতে গেলে সে তোমার মাথা ভেঙে দেবে।'

বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল জুলিয়াস। 'আর কিছু বলল সে?'

'হ্যাঁ, বলেছে তার কাছে জ্যান্ত সাধারণ মানুষও মরা হিরোর চেয়ে অনেক ভাল।'

সন্ধ্যার পরে নডিকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জুলিয়াস। মারিয়া শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাইল নডির দিকে, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। শহরের উত্তর-পশ্চিমে নদীর ধারে জনির সাথে মিলিত হলো ওরা। দুটো ঘোড়া সাথে এনেছে জনি। সে-ই খবর দিল, জারভিস এখনও বারেই আছে–খেলায় অনেক হেরেছে। এখনও চলছে খেলা। জারভিসের অভ্যাস ভাল করেই জানে জুলিয়াস। অত্যন্ত সহজ একটা প্ল্যান এঁটেছে সে। তাস খেলার সময়ে বিয়ার খায় জারভিস, তাই প্রতি আধঘণ্টায় তাকে একবার করে বারের পিছনে নিজেকে খালাস করতে যেতে হয়। ওখান থেকেই ওকে অপহরণ করা হবে।

'চলো, আর দেরি না করে হাতের কাজটা শেষ করে ফেলা যাক,' প্রস্তাব দিল নডি।

বারের পিছন দিকে কিছুটা অংশ বেড়া দিয়ে ঘেরা। এর শেষ মাথায় টয়লেট। পিছনের উঠানে নানান আকারের কাঠ স্তূপ করে রাখা আছে। জুলিয়াসদের লুকিয়ে থাকার জন্য চমৎকার জায়গা।

গত আধঘণ্টায় বারের পিছন দিককার দরজা দশ-বারোবার খুলেছে। বিভিন্ন লোক তাদের কাজ সেরে আবার ফিরে গেছে। এরপরে জুলিয়াসের প্রত্যাশাই ঠিক প্রমাণ করে জারভিস বেরিয়ে এল। কিন্তু একা নয় সে। ওর সাথে চাকও বেরিয়ে এসেছে–সম্ভবত ওকে সামাল দিতেই।

কাঠের গাদার পাশ দিয়ে টয়লেটের দিকে যেতে যেতে চাককে ওরা বলতে শুনল, 'জলদি করো, জারভিস, তোমার কপাল মোটে ঘুরতে আরম্ভ করেছিল–আগামী ঘণ্টাটা মনে হয় ভালই যাবে তোমার।'

'বাজে তাস পাচ্ছিলাম,' তিক্ত স্বরে বলে উঠল সে, 'কিন্তু তুমি দেখে নিয়ো, যা হেরেছি সব সুদে আসলে তুলে নেব আমি।'

অন্ধকারের ভিতর থেকে নিচু অথচ তীক্ষ্ণ গলায় আদেশ করল জুলিয়াস, 'যেখানে আছ সেখানেই চুপ করে দাঁড়াও। পিস্তল বের করার চেষ্টা কোরো না

কেউ!'

আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেল জুলিয়াস। নডিও ওর সাথে সাথেই আছে। জনি পিস্তল হাতে কাভার করছে ওদের দু'জনকে।

চাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে একেবারে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত দুটো সামান্য উঁচুতে মাঝ পথেই থেমে রয়েছে। জারভিস দাঁড়িয়ে নেশার ঘোরে দুলছে। হঠাৎ হেঁড়ে গলায় সে চিৎকার করে উঠল, 'কি চাও তোমরা? আমি কি করেছি? আমি...'

'ঘুরে দাঁড়াও,' কঠিন গলায় নির্দেশ দিল জুলিয়াস।

নির্দেশ মানল না জারভিস, ধীরে ধীরে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। কিন্তু চাক পিস্তলের মুখে লক্ষ্মী ছেলের মত ঘুরে দাঁড়াল। জনি এগিয়ে এসে ওর কানের পিছনে পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করতেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

ঘুরেই বারের দিকে হাঁটা ধরেছিল জারভিস। লাফিয়ে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ওকে ধরে ফেলল জুলিয়াস। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর হাল ছেড়ে দিয়ে রাগে ফুঁসতে থাকল জারভিস।

'চলো, এখান থেকে জলদি কেটে পড়ি,' পরামর্শ দিল নডি, 'এখনই হয়তো কেউ এসে পড়তে পারে। চাকের কি খবর?'

জুলিয়াস আড়চোখে মাটিতে শোয়া চাকের দিকে চাইল। ওরা ভেবেছিল অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে চাক–হয়তো কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞান হারিয়েও ছিল সে: কিন্তু এখন পিস্তল তুলে তাক ঠিক করছে ও।

অন্যদের সাবধান করার আর সময় নেই এখন। জারভিস্‌কে ছেড়ে দিয়ে পিস্তল বের করেই গুলি করল জুলিয়াস। গুলিটা ওর কাঁধ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠে আবার পিস্তল ওঠাল চাক। জুলিয়াসের দ্বিতীয় গুলিটা ওর হৃদপিণ্ড ছেঁদা করে দিল। পিস্তলটা ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে পড়ল সে।

মারা গেছে চাক। এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থেকে পিস্তল খাপে ভরল জুলিয়াস।

জারভিসকে আবার ধরে ফেলল জনি। 'জুলিয়াস, শিগ্‌গির চলো, এখনই সবাই এসে পড়বে,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে।

ছুটতে ছুটতে পাশের বাড়িটার আড়ালে চলে যাবার আগে একবার পিছন ফিরে দেখল জুলিয়াস। এখনও বারের পিছনের দরজা খুলে কেউ বেরিয়ে আসেনি। দু'জনে দু'পাশ থেকে জারভিসের হাত ধরে দ্রুত এগিয়ে গেল নদীর দিকে।

নদীর ধারে পৌঁছে জারভিসের নেশা কিছুটা পাতলা হয়ে এল। ছাড়া পেলে এই তিনজনের যে কি দুরবস্থা করবে তা সবিস্তারে গালাগাল সহ বর্ণনা করল সে।

কথার কোন জবাব না দিয়ে ওকে ঘোড়ায় তুলে পায়ে রেকাব পরিয়ে ঘোড়ার সাথে ভাল করে বেঁধে দিল ওরা। বারের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে লক্ষ করল পিছনের উঠানে এখন লোক জড়ো হয়েছে। কেউ পিছু নেয়নি দেখেই

বোঝা যাচ্ছে পালাবার পথে ওদের দেখেনি কেউ। উঠানে চাকের মৃতদেহ দেখে সবাই মনে করবে জারভিসই ওকে খুন করে পালিয়েছে।

'তোমার কি মনে হয় শেরিফ জারভিসকেই খুনী সাব্যস্ত করে লোকজন নিয়ে ওকে খুঁজতে বেরুবে?' প্রশ্ন করল নডি।

'সেটাই স্বাভাবিক,' জবাব দিল জুলিয়াস। আকাশের দিকে একবার চেয়ে সে আবার বলল, 'মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে, বৃষ্টির পরে ওরা আর ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখে আমাদের খুঁজে বের করতে পারবে না-সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে যাবে বৃষ্টিতে।'

জনি বলে উঠল, 'আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়? আগামীকাল আমরা যদি শেরিফকে জানাই আমার একজন কর্মচারী জারভিসকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে গিরিপথের দিকে যেতে দেখেছে, তাহলে নিশ্চয়ই এদিকে খোঁজা বৃথা মনে করে খোঁজাখুঁজি বাদ দেবে ওরা-কি বলো?'

'বুদ্ধিটা ভালই করেছ,' সমর্থন করল জুলিয়াস। 'জারভিসকে এখন এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন কেউ ওকে খুঁজে না পায়। ওর নিরাপত্তাই এখন আমাদের কাছে সবচাইতে বড়। আমরা সবাইকে সত্যি কথা জানাব বিপদ পার হবার পর। তবে লোলাকে তুমি সব কথা খুলে বলতে পারো, নডি।'

'ঠিক আছে,' সায় দিল সে।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জারভিসকে সাথে করে লোলাদের র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল জুলিয়াস।

বারের পিছনের উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা অল্পক্ষণের জন্যে মিস করল মেডক। মাত্র পনেরো মিনিট আগেই সে রকিং এইচের দিকে রওনা হয়ে গেছে। ওখানে একটা কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে তার।

দিনটা ভালই কেটেছে আজ। এখন মাত্র দুটো ব্যাপারে সে একটু বিব্রত। প্রথমটা অবশ্যই জুলিয়াস, কিন্তু সেটাও আর দু'একদিনের ব্যাপার। নকার কাজটা শেষ করতে পারেনি বটে, কিন্তু হোয়েলকে লাগানো হয়েছে এবার। লোকটা হিউ হার্পারের মতই দক্ষ। ওরা একবার সামনাসামনি হলেও জুলিয়াসের আয়ু শেষ।

ওর মাথা ব্যথার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এডমন্ড ফিনলে। ওর ব্যাপারেও একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মেডক। লোকটা কাজ করছে বটে; কিন্তু ওর নিজস্ব একটা মতলবও আছে। বোকাটা অভিনয় করতে গিয়ে সত্যি সত্যিই পেপির প্রেমে পড়ে গেছে। পারলে সে নিজেই এখন রকিং এইচ ভোগ করবে।

বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। পাতলা বর্ষাতিটা বার করে নিল মেডক। মাথা থেকে সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলল সে। জুলিয়াস মারা পড়বেই-কেবল সময়ের অপেক্ষা। এডও মরবে, কিন্তু তার আগে কাগজপত্র হাত করে নেবে মেডক। পিস্তলের মুখে কাগজ সই করে দেয়া ছাড়া কোন উপায়ই থাকবে না ওর। এক সপ্তাহ পরে সেই ব্যবস্থাই করবে সে। আপন মনেই [illegible] উঠল মেডক-প্ল্যান করেই সে এক-সপ্তাহের জন্যে ওদের হানিমুনে যেতে দিয়েছে

র‍্যাঞ্চে পৌঁছে আস্তাবলে ঘোড়া রেখে নিজের কেবিনে ঢুকে পোশাক বদলে নিল মেডক। তারপর গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে এক চুমুকে শেষ করে বড় বাড়িতে গেল সে। মাডি দরজা খুলে দিল—ওর চোখমুখ এখনও ফোলা।

'বিয়ে কেমন হলো?' প্রশ্ন করল সে।

'অন্যান্য বিয়ের মতই,' জবাব দিল মেডক। 'এবার নিজের ঘরে ফিরে যাও তুমি, বুড়োর সাথে কিছু কথা আছে আমার।'

সেবাস্টিন দত্তের ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে বিছানার দিকে চাইল মেডক। প্রতিবারই সে আশা করে ঘরে ঢুকে দেখবে সেবাস্টিন দত্ত তাঁর বিছানায় মরে পড়ে আছেন। এগিয়ে গেল মেডক।

'বুড়া কি এখনও বেঁচে আছ?' ডাকল সে।

কোন সাড়া সেই—চোখও বন্ধ।

'কি হলো, জবাব দাও না কেন, জেগে আছ?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল মেডক।

'জেগেই আছি, বলো,' জবাব এল এবার।

তৃপ্তির সাথে হাসল মেডক। আজ শেষ কথা বলবে সে।

'এইমাত্র বিয়েটা দেখে ফিরলাম। আমার লোককেই বিয়ে করল তোমার মেয়ে পেপি,' বলল মেডক। দাঁত বের করে হাসছে সে। 'হানিমুনে গেছে ওরা, ফুর্তিতে আছে। দুঃখের বিষয় ওরা ফিরে এসে দেখবে তুমি পটল তুলেছ।'

মুখ তুলে চাইলেন সেবাস্টিন দত্ত—কিন্তু কোন কথা বললেন না।

'হ্যাঁ, আজ রাতেই মৃত্যু হবে তোমার। দু'দিন পরে তোমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কবর দেয়া শেষ হলে উকিল তোমার উইলটা খুলে সবার সামনে পড়বে। অর্ধেক পাবে পেপি, বাকি অর্ধেক জারভিস। হঠাৎ দুর্ঘটনায় জারভিস মারা যাওয়ার পর সবই পাবে পেপি—মানে এড। চুক্তি অনুযায়ী সব আমার হাতে তুলে দিয়ে তার পাওনা টাকা চাইবে এড। তার সব পাওনাই মিটিয়ে দিয়ে চিরদিনের জন্যে বিদায় করব আমি। কি বলো, সুন্দর সহজ সরল প্ল্যান করেছি না?'

'তোমাকে খুন করব আমি,' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন সেবাস্টিন।

'সে সুযোগ আর তোমার হবে না বুড়া মিয়া, মরার আগে যীশুর নাম জপে নাও।'

বালিশ থেকে একটু মাথা উঁচু করে কান খাড়া করলেন সেবাস্টিন। উঠানে কয়েকটা ঘোড়া এসে থামার আওয়াজ শোনা গেল। শহর থেকে ফিরেছে ওরা।

'তোমাকে মারার জন্যে তোমার বালিশটাই ব্যবহার করব আমি,' বলে চলেছে মেডক। 'এর আগে কোনদিন মানুষ মারতে বালিশ ব্যবহার করিনি, তবে মনে হয় ওতে কাজ হবে। আগামীকাল তোমাকে দেখে সবাই মনে করবে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে তোমার। বিদায়, কাঞ্জুস বুড়া, গুড-বাই!' বালিশটা নেয়ার জন্যে ঝুঁকল মেডক। বাড়িতে ঢুকেছে কেউ—তার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছে। আবার কি হলো? তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরুতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। হোয়েল বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসছে।

'ষাঁড়ের মত চ্যাঁচাচ্ছ কেন, কি হয়েছে?' বিরক্ত স্বরে ধমকে উঠল মেডক।

'চাক মারা পড়েছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল হোয়েল। 'জারভিস নিরুদ্দেশ। মনে হচ্ছে সে-ই চাককে গুলি করে পালিয়েছে।'

অবিশ্বাস্য! কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না মেডক। প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই জারভিস সোজা গুলি চালাতে পারে না–সেই মানুষ মাতাল অবস্থায় চাকের মত লোককে মারে কি করে?

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিল হোয়েল। খেলায় চাকই একচেটিয়া ভাবে জিতছিল। টয়লেটে যাবার সময়ে জারভিস বেসামাল ভাবে টলছে দেখে জলদি আবার খেলা চালু করার উদ্দেশে চাক নিজেই ওর সাথে সেলুনের পিছনে গেছিল। অল্প পরে গুলির আওয়াজে সবাই ছুটে পিছনের উঠানে গিয়ে দেখে চাক মরে পড়ে আছে আর জারভিস উধাও হয়েছে।

পার্কের কেউ আসল ঘটনা আঁচ করতে না পারলেও মেডক ঠিকই সন্দেহ করল এটা জুলিয়ার্সেরই কাজ। জারভিসকে কিডন্যাপ করেছে সে। বাধ্য হয়ে সেবাস্টিন দত্তকে এখন আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে হবে তার নিজের স্বার্থেই।

'একটু পরে আমার কামরায় এসো, তোমার সাথে কথা আছে,' অনিশ্চিত স্বরে বলল মেডক।

হোয়েল চলে যেতেই আবার বিছানার পাশে ফিরে এল সে। সেবাস্টিন দত্তের দিকে একনজর চেয়ে বাতি নিভিয়ে নিজের ঘরে ফেরার জন্যে পা বাড়াল মেডক।

পিছন থেকে সেবাস্টিন দত্তের গলার স্বর শুনে থমকে দাঁড়াল সে। 'আবার দেখা হবে, মেডক–বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তি যেদিন হবে সেদিন তোমাকে খুন করব আমি।'

'চুপ করো!' ধমক দিল মেডক। 'যা কোনদিন পারবে না তা নিয়ে মিছে বড়াই কোরো না।'

পনেরো

পাঁচদিন পর বেশ রাতে নডির বাসায় হাজির হয়ে ওকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল জুলিয়াস। মারিয়াও উঠেছে–আগুনটাকে একটু উস্কে কফির জন্যে পানি চাপিয়ে দিল সে।

'জারভিস কোথায়?' প্রশ্ন করল নডি। 'ওকে কি বেঁধে রেখে এসেছ?'

'না, ওর পিস্তল, ঘোড়া আর বুট লুকিয়ে রেখেছি। সাপকে ওর ভীষণ ভয়–জুতো ছাড়া ঘরের বাইরে পা বাড়াতেই সাহস পাবে না ও। ওর সামনেই বাড়ির আশেপাশে পাঁচ-পাঁচটা র‍্যাটল স্নেক মেরেছি আমি।'

জবাব শুনে হেসে ফেলল নডি। 'আর যদি আগুন জ্বালায়?'

'সে ব্যবস্থাও রাখিনি–ম্যাচ নিয়ে এসেছি। ওর কাছে টিনের খাবার খোলার

জন্যে একটা ছুরি ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু এদিককার কি খবর?'

'জারভিসের খোঁজে পুরো একটা দিন কাটানোর পর ওকে গিরিপথ দিয়ে পালাতে দেখা গেছে শুনে খোঁজাখুঁজি বন্ধ করেছে শেরিফ। ওর ধারণা জারভিস ভেগে গেছে।'

'মেডক কি বলে?'

'কেমন করে যেন ব্যাটা ঠিকই ব্যাপারটা আঁচ করেছে–শেরিফকেও সে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পাত্তা পায়নি। ডনকে চেনো না?'

'হ্যাঁ, জনির খামারে কাজ করে।'

'ওকে রকিং এইচে কাজের খোঁজে পাঠানো হয়েছিল। কাজে যোগ দিয়ে পার্কের উত্তরে একটা গুপ্ত আস্তানায় তোমাদের দেখা গেছে বলে একটা গুজব ছড়িয়েছে সে ওদের মধ্যে। মেডকের লোকজনকে বিপথে চালানোর জন্যে লোক লাগিয়ে ওখানে কিছু পায়ের ছাপের ব্যবস্থাও করেছে সে। কয়েকদিন ওদিকেই বৃথা খোঁজাখুঁজিতে ব্যস্ত থাকবে মেডক।'

নডির থেকে মারিয়ার দিকে মুখ ফেরাল জুলিয়াস। 'এমন সত্যিকার বন্ধু কয়জনের থাকে? তোমাদের এই উপকারের কথা কোনদিন ভুলব না আমি।'

'সে কথা থাক–এখন কি করবে তাই বলো।' দাবি জানাল নডি।

'একটা মতলব এসেছে আমার মাথায়, সকালেই পেপি আর এডের সাথে দেখা করতে যাব।'

'এক সপ্তাহ তো এখনও শেষ হয়নি–লোলা কি বলেছিল মনে নেই?'

'মনে আছে,' হেসে ফেলল জুলিয়াস। 'কিন্তু ওদের সাথে দেখা করাটা খুব জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'কবে দেখা করবে ভাবছ?'

'কাল সকালেই রওনা হব–শহরে কবে যাচ্ছ তুমি?'

'আগামীকালই যাব।'

'শহরে খবর ছড়িয়ে দিয়ো যে আমিই চাককে মেরে জারভিসকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছি, কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা দু'জনে শহরে হাজির হব। কিন্তু সাবধান, কথাটা যে তুমি ছড়িয়েছ এটা যেন কেউ টের না পায়।'

'চিন্তা নেই, রকিকে কাজটা বুঝিয়ে দিলেই হবে। চুল ছাঁটার দোকান থেকে আগুনের মতই খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।'

রাতটা নডির ওখানে কাটিয়ে ভোর বেলাতেই রওনা হয়ে গেল জুলিয়াস। সন্ধ্যার দিকে বাবার শিকারের আস্তানায় পৌঁছুল সে।

পেপি আর এড এখনও এখানেই আছে বোঝা যাচ্ছে। কেবিনের কাছেই ওদের ঘোড়া দুটো বাঁধা রয়েছে লক্ষ করল জুলিয়াস। হঠাৎ চোখে পড়ল তার বোন হাসতে হাসতে ছুটে পালাচ্ছে, পিছনে খেলার ছলে ওকে তাড়া করেছে এড। পেপি ধরা পড়তেই হেসে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল দু'জনেই। ওরা যে সুখী তা ওদের দেখলেই বোঝা যায়। থমকে দাঁড়াল জুলিয়াস–ইতস্তত করছে, ওদের আনন্দে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চায় না সে।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। এড দেখে ফেলেছে ওকে। পেপিকে জড়িয়ে

থেকেই সে বলে উঠল, 'দেখো কে এসেছে!' এখনও হাসছে সে।

তৃপ্ত আবেশে এডের বুকে মাথা গুঁজে রেখে চোখ বুজেই সে জবাব দিল, 'ওকে বলে দাও আমরা কেউ বাড়ি নেই।'

এড চিৎকার করে বলল, 'যাও, বিরক্ত কোরো না, দেখছ না আমরা বাড়ি নেই?'

হাসতে হাসতেই উঠে দাঁড়িয়ে পেপিকেও টেনে তুলল এড।

পেপির চোখে মুখে খুশি উপচে পড়ছে। গাল দুটোয় গোলাপী রঙ ধরেছে। আনন্দে হাসছে ওর সারা অঙ্গ।

'অসময়ে এসে পড়ে তোমাদের রস-ভঙ্গ করলাম,' বিব্রত ভাবে বলল জুলিয়াস।

'না, তুমি আসবে বলেই আশা করছিলাম,' জবাব দিল এড। 'সেইজন্যেই তো আমরা কোথায় থাকব জানিয়ে এসেছিলাম।'

একটু দুশ্চিন্তার ছায়া দেখা দিল পেপির মুখে, 'বাবা কেমন আছেন?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

'আগের মতই–কোন পরিবর্তন নেই।'

'আর জারভিস?'

'লোলাদের র‍্যাঞ্চে একা রেখে এসেছি ওকে। ভয় নেই, ও যেন কোথাও না যায় সে ব্যবস্থা করে এসেছি। বিয়ের রাতে ওকে আনার সময়ে চাক মারা পড়েছে।'

'ক্ষতি নেই, দুশমন আর একজন কমল,' নির্বিকার গলায় মন্তব্য করল এড।

জুলিয়াসকে কিছুতেই ছাড়ল না ওরা। বাধ্য হয়েই থাকতে হলো ওকে। অনেক রাত অবধি ওরা দু'জন কত আনন্দ উপভোগ করছে সেই বৃত্তান্তই শুনতে হলো ওকে। মাঝে মধ্যে যে ওর একটু আধটু হিংসে হয়নি এমন নয়–মনে হয়েছে যেন ওরা দু'জনেই পৃথিবীর সব আনন্দ লুটে শেষ করে ফেলেছে, জুলিয়াসের জন্যে আর কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। তবু খুশিতে মনটা ভরে থাকল–কাজের কথাটা সে কিছুতেই পাড়তে পারল না।

শেষ পর্যন্ত এডই সুযোগ করে দিল, বলল, 'বুঝতে পারছি একটা প্ল্যান তোমার মাথায় ঘুরছে–শুনি কি প্ল্যান করেছ?'

'ঠিকই ধরেছ তুমি, কিন্তু এতে পেপির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে।'

মুখ তুলে জুলিয়াসের দিকে চাইল পেপি। 'তোমরা যা ভাল মনে করো সেইমতই চলব আমি।'

'কবে ফিরছ তোমরা?'

'ফিরতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু কথামত আগামীকালই বিকেলে ফিরতে হবে।'

'তোমাদের ওই দুশমনদের খপ্পরে ফিরে যেতে দিতে মন সরছে না আমার, কিন্তু অন্য কিছু করতে গেলেই মেডকের লোকজনের সাথে সামনাসামনি মোকাবিলা করতে হবে–অনেক লোক হতাহত হবে। বাড়ি ফিরে তোমরা

সবদিক সামলাতে পারবে বলে মনে করো?'

জবাব দেয়ার আগে একটু চিন্তা করে নিল এড। 'মেডক আমাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে বলেই মনে হয়। কিন্তু আমাকে ছাড়া ওর চলবে না। মনে হয় বাড়ি ফেরার ঝুঁকি নেয়া যায়।'

'বাড়ি ফিরে একটা দিন অপেক্ষা করবে তোমরা। শুনতে পাবে আমি চাককে মেরে জারভিসকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছি। শুনে পেপির এমন ভাব দেখাতে হবে যেন আমাকে সামনে পেলে খেয়েই ফেলবে।'

মাথা ঝাঁকাল পেপি। 'তারপর?'

'আরও শুনবে মঙ্গলবার দুপুর বারোটায় শেরিফের কাছে আমি আত্মসমর্পণ করব। এই খবর শুনে মেডক কি করবে বলে মনে হয়, এড?'

আরও কিছুটা কফি কাপে ঢেলে নিয়ে এড বলল, 'স্বভাবতই মেডকও তার লোকজন নিয়ে উপস্থিত থাকবে সেখানে। কিন্তু এতসব করে কি লাভ হবে? হাতের মুঠোয় পেলে শেরিফ সোজা জেলে ভরবে তোমাকে।'

'না, তা সে চাইলেও পারবে না। কিন্তু সে-কথা থাক, পেপিকে সেদিন ওখানে উপস্থিত দেখতে চাই আমি। বাবা অসুস্থ, জারভিস নিরুদ্দেশ এই অবস্থায় পেপিই রকিং এইচের মালিক। সবার সামনে মেডক আর তার লোকজনকে বরখাস্ত করবে পেপি। পেপির নির্দেশই গ্রাহ্য হবে—এতগুলো সাক্ষীর সামনে মেডকের আর করার কিছুই থাকবে না।'

'মেডক যদি না মানে, জোর খাটায়?'

মাথা নাড়ল জুলিয়াস, 'এতটা সাহস সে পাবে না। তাহলে আইনের বিরুদ্ধে যেতে হবে তাকে।'

'ব্যাপারটা এতে মিটবে বলে মনে হয় না,' মন্তব্য করল এড। 'চেষ্টা করতে দোষ নেই, তবে আমি জানি এত সহজে হাল ছাড়বে না মেডক।' রাতটা পেপিদের সাথে কাটিয়ে ভোর বেলাতেই বিদায় নিল জুলিয়াস। ওদেরও আজই রকিং এইচে ফিরে যাবার কথা। হানিমুনের সময়টাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে বিকেলের দিকে ফিরবে ওরা। নডির র‍্যাঞ্চে যাবার পথে সমস্যাটা নিয়ে আবার নতুন করে ভাবল জুলিয়াস। প্ল্যানটা ভালই, কিন্তু কিছুই বলা যায় না, হাজারো কারণে বানচাল হয়ে যেতে পারে ওর প্ল্যান। কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না সে। সন্ধ্যা নাগাদ নডির ওখানে পৌঁছে গেল ও।

'মঙ্গলবার দুপুরে শেরিফের অফিসের সামনে একটা নাটকের ব্যবস্থা করে এসেছি।' জুলিয়াস তার প্ল্যানের কথা নডিকে খুলে বলল। 'সাহায্যের দরকার হতে পারে আমার, তুমি ওইদিন বন্ধুবান্ধবকে ওখানে উপস্থিত থাকতে বলে রেখো। তাছাড়া মেডককে তার লোকজন সহ বিদায় করার পর রকিং এইচে কাজ করার জন্যেও ডজনখানেক লোক দরকার হবে। এসবের ব্যবস্থা আমাদের আগে থেকেই করে রাখতে হবে।'

'চিন্তা কোরো না, সব ব্যবস্থা আমি করব। তুমি কি এর মধ্যে আর শহরে যাচ্ছ?'

'আগামীকাল জারভিস নিরাপদ আছে কিনা দেখে রাতের বেলা শহরে

পৌঁছব আমি। একটা থাকার জায়গা খুঁজে নিতে হবে আমাকে।'

'লোলাদের ওখানেই তো থাকতে পারো তুমি?' মুচকি হেসে প্রস্তাব দিল নডি। 'দরকার হলে ওখানে থাকার কথা লোলাই বলছিল।'

ষোলো

রাতে শহরের রাস্তা দিয়ে না গিয়ে মাঠের ভিতর দিয়ে ঘোরা পথে লোলাদের বাড়ির পিছনে পৌঁছল জুলিয়াস। আস্তাবলে ঘোড়া রেখে এসে বাড়ির সদর দরজায় টোকা দিল ও।

আইডা বেইলি নিজেই দরজা খুলল। 'ভিতরে এসো, জুলিয়াস। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। নডি খবর পাঠিয়েছে আগামীকাল সকালে সে দেখা করবে তোমার সাথে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক চাইল জুলিয়াস। লোলাকে আশেপাশে কোথাও দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কই, লোলাকে দেখছি না?'

'অ্যালেন কারভারের স্ত্রী অসুস্থ,' ব্যাখ্যা করল আইডা। 'অ্যালেন বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত তার বউ-এর দেখাশোনা করতে গেছে লোলা। ওর ফিরতে রাত হবে। চলো, তোমাকে তোমার কামরা দেখিয়ে দিই।'

অনেক আশা নিয়ে এসেছিল জুলিয়াস, হতাশ হলো। উপায় নেই। ধন্যবাদ জানিয়ে আইডাকে অনুসরণ করল সে।

লোলার ঘরটাই তাকে দেয়া হয়েছে। লোলার মা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই খুঁটিয়ে চারদিক লক্ষ করল সে। সবটাই সুন্দর পরিপাটি করে গুছানো।

বাতি নিভিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে লোলার পদ শব্দের প্রতীক্ষায় রইল জুলিয়াস। বিছানার চাদর বদলানো হলেও লোলার উপস্থিতির একটা মৃদু গন্ধ এখনও হালকাভাবে লেগে আছে ঘরটাতে। তার মনে হলো সারারাত বুঝি একটুও ঘুমোতে পারবে না ও। কিন্তু লোলা ফেরার অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়ল ক্লান্ত জুলিয়াস।

সকালে দরজায় টোকা দিয়ে কফির কাপ হাতে ঘরে ঢুকল লোলা।

'না, না, বিছানা ছেড়ে ওঠার দরকার নেই,' হাসতে হাসতে বলল লোলা। 'কফি খেয়ে নাও। সকালে বিছানা ছাড়ার আগে এককাপ কফি না হলে তো তোমাদের পুরুষ জাতের মেজাজের চোটে মেয়েদের টেকাই দায় হয়ে ওঠে।'

'আম্মাদের দেশের একটা প্রচলিত প্রবাদ, "স্বামীর পায়ের তলাতেই মেয়েদের বেহেস্ত" সুতরাং চোখ কান বুজে পুরুষ জাতের সেবা করে যাও—স্বর্গ মিলবে!' হাসি মুখে জবাব দিল জুলিয়াস।

কফির কাপটা সাইড টেবিলে নামিয়ে দিয়ে দু'হাত কোমরে রেখে কপট রোষে জুলিয়াসের দিকে চাইল লোলা। রাতে ভাল করে বিশ্রাম নেয়ার সময় না

পেলেও লোলার চেহারায় ক্লান্তির কোন ছাপই নেই।

'কাছে এসো,' ডাকল জুলিয়াস।

'উঁহুঁ, এখন না। রাতে ঘুম হলো?'

'তোমার বিছানার মাঝখানটা বেকায়দা রকম উঁচু।'

'তাতে তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে বলে তো মনে হলো না। রাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম ছোট বাচ্চার মত অঘোরে ঘুমোচ্ছ তুমি!'

বিছানার ওপর উঠে বসল জুলিয়াস। 'কালরাতে তুমি এসেছিলে এই ঘরে? কখন?'

'অনেক রাত হয়েছিল—মায়ের কাছে দেরি করে ফেরার জন্যে বকুনিও শুনেছি। তবে তোমার নাক ডাকছে না দেখে আশ্বস্ত হলাম।'

সোজা হয়ে বসল জুলিয়াস। 'কাছে এসো, লোলা।'

হাসতে হাসতেই সে মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

'কেন আসবে না?'

লোলার মুখের ভাব ধীরে ধীরে বদলে গম্ভীর হয়ে গেল। 'আজ সকালে তোমার কাজ রয়েছে, কাজটা কি তা না জানলেও বুঝতে পারছি সেটা বিপজ্জনক। তোমার মন এখন বিক্ষিপ্ত না হওয়াই ভাল।'

জুলিয়াস উপলব্ধি করল ভুল বলেনি মেয়েটা। জোর করে একটু হাসল সে। 'আজ দুপুরে শেরিফের সাথে দেখা করব আমি। মেডক, পেপি, আর এড সহ অনেকেই থাকবে ওখানে। আশা করি আজই ব্যাপারটা মিটে যাবে। তারপর কি করব আমি?'

'সে তোমার খুশি। আমি তো আর চলে যাচ্ছি না।—এখানেই থাকব।'

'ঠিক আছে, তবে কাজ সেরেই আমি আসব।'

ত্রস্ত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পথে দরজার কাছ থেকে ফিরে তাকিয়ে সে বলল, 'অনেক কথাই বলার ছিল আমার, কিন্তু এখন বলব না। আজ সকালে খুব নার্ভাস থাকব। কাজ করতে কত কাপ আর প্লেট যে আমার হাতে আজ ভাঙবে তার ঠিক নেই। দয়া করে তাড়াতাড়ি ফিরে রেহাই দিয়ো আমাকে।'

সারা সকাল আর লোলার দেখা পেল না জুলিয়াস। বিছানা ছেড়ে কাপড়-জামা পরে তৈরি হবার আগেই জুলিয়াসকে একা রেখে মায়ের সাথে কাজে চলে গেল লোলা।

ধীর গতিতে কাটল সকাল। অস্থিরভাবে পায়চারি করেই কেটেছে সময়টা। আজ শেরিফের অফিসে কি ঘটবে জানে না জুলিয়াস। গুছিয়ে কত শক্তভাবে পেপি কথাগুলো বলে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। এডের ওপরও খানিকটা নির্ভর করবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা মেডক কিভাবে কথাটা নেয়। শহরে আজ একটা বিরাট গোলমাল বেধে যেতে পারে। কি হবে তা আগে থেকে কিছুই বলা যায় না—তবে এটা ঠিক যে মেডক তার এতদিনের প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যাওয়াটা কিছুতেই মুখ বুজে সহ্য করবে না।

দুপুরের কিছু আগে জনিকে সাথে করে উপস্থিত হলো নডি।

'আমাদের প্রস্তুতি শেষ,' বলল সে। 'রাস্তায় ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের বারোজন লোক। ঘটনা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে ওদের। ওরা নিজের থেকে কিছু করবে না, কিন্তু গোলাগুলির জন্যে তৈরি থাকবে। শেরিফের অফিসে আমাদের লোকজন হাজির হয়ে গেছে শেরিফের ধারণা তোমার দেখা পাওয়া যাবে না আজ।'

'মেডকের কি খবর?'

'আধঘণ্টা আগেই এসেছে সে। ওর সাথে রয়েছে হিউ, হোয়েল, ফক্সি আর হোরেস।'

'এড আর পেপি?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল জুলিয়াস।

'ওদের দেখিনি আমি। হয়তো এতক্ষণে এসে গেছে।'

'হয়তো দিয়ে কাজ হবে না, নিশ্চিত হতে হবে আমাদের। আজকে ওদের দু'জনের উপস্থিতিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কাউকে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসতে হবে।'

'আমি চট করে দেখে আসছি,' বলেই জবাবের অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নডি।

দুপুর বারোটা বেজে গেছে। জানালার ধারে উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে জুলিয়াস। নডি এসে খবর দিল পেপি আর এডের কোন দেখা নেই। কিছুই মাথায় ঢুকছে না ওর। পৌঁছতে এত দেরি করছে কেন ওরা?

'আরও অপেক্ষা করতে হবে আমাদের,' চিন্তিত মুখে মন্তব্য করল জুলিয়াস। 'কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষাও করা যাবে না।'

আবার পায়চারি আরম্ভ করল জুলিয়াস। বারোটা পঁয়ত্রিশে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তার।

'আর অপেক্ষা করা যায় না,' বলে উঠল জুলিয়াস। 'এড আর পেপি হয়তো দেরিতে এসে হাজির হতে পারে, তবে ওদের ওপর আর ভরসা করা চলে না।'

'ইচ্ছা করেই ওরা ডুবিয়েছে তোমাকে,' তিক্তভাবে বলল নডি।

মাথা নাড়ল জুলিয়াস। ও ভাল করেই জানে এড বা পেপি তা করতেই পারে না–নিশ্চয়ই ওদের কোন বিপদ ঘটেছে। মেডক লোকটা বড় বেশি ধুরন্ধর। তার ভয় হচ্ছে মেডকই ব্যাপারটা আঁচ করে রকিং এইচে ওদের বন্দী করে রেখেছে।

'এখন শেরিফের ওখানে গিয়ে কি করবে তুমি?' প্রশ্ন করল নডি।

'জানি না এখন কি ঘটবে। তবে কথা মত আমাকে হাজির হতেই হবে। মেডক থাকবে ওখানে–সবার সামনে আমাকেই মুখ খুলতে হবে আজ।'

'আমরা তোমার সাথে আছি জুলিয়াস,' উৎসাহ জোগাল নডি।

'হ্যাঁ, আজই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেললো, আমরা শেষ পর্যন্ত তোমার পাশে লড়ব,' জনিও সাহস দিল।

ওদের দু'জনের আশ্বাসে জুলিয়াসের বুকের বল অনেক বেড়ে গেছে। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। সূর্যটা ঠিক মাথার ওপর। একটুও হাওয়া নেই। কিন্তু এসব কিছুই খেয়াল করল না জুলিয়াস। পেপি আর এডকে ছাড়াও অন্তত অর্ধেক কাজ তার নিজেরই করতে হবে।

মোড় ঘুরতেই শেরিফের অফিসের সামনে জটলাটা চোখে পড়ল। মেডককে দেখা যাচ্ছে, ওর দু'পাশে রয়েছে হিউ আর হোয়েল। ককসি, বোকো, কলিন আর সেলুনের মালিক অ্যালেন কারভারকেও ওখানে দেখতে পেল জুলিয়াস।

এগিয়ে যেতে যেতে নিচু গলায় জনি বলল, 'খেয়াল করেছ মেডক তার লোকজনকে কেমন জায়গা মত দাঁড় করিয়েছে? দু'জন ওর সাথে, দু'জন জটলার বাইরে। কিছু ঘটালেই মাটিতে শুয়ে পড়তে হবে।'

জুলিয়াসও ব্যাপারটা খেয়াল করেছে। কাঁধ ঝাঁকাল সে-সব সময়ে প্ল্যানমাফিক কাজ হয় না।

শেরিফই কথা শুরু করল। ওরা জটলার কাছাকাছি পৌঁছতেই ডিগবি দুই কদম এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'জুলিয়াস, তোমাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে-লক্ষ্মী ছেলের মত পিস্তলটা দিয়ে দাও।'

'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?' জবাব দিল জুলিয়াস। 'আমাকে কি অপরাধে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে বলবে তো?'

'তোমার বিরুদ্ধে দুটো চার্জ আছে, খুন আর কিডন্যাপিং। কিংবা জোড়া খুনও হতে পারে-জারভিস কি বেঁচে আছে?'

'আমার সাথে শেষ যখন ওর দেখা হয় তখন সে বেঁচেই ছিল।'

'প্রমাণ কি?'

'প্রমাণ করা আমার দায়িত্ব না। জারভিসকে যে কিডন্যাপ করা হয়েছে একথা কে বলল? হতে পারে সে নিজের খুশিমত কোথাও বেড়াতে গেছে?'

মেডক আর চুপ করে থাকতে পারল না। ভিড় ঠেলে শেরিফের পাশে পৌঁছে রাগের সাথে বলল, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই-সবাই জানে জুলিয়াসই কিডন্যাপ করেছে ওর ভাইকে।'

সোজাসুজি মেডকের চোখে চোখ রাখল জুলিয়াস। 'ঘটনাটা তুমি নিজের চোখে দেখেছ? শোনা কথায় কাজ হবে না, প্রমাণ চাই আমি।'

সামনাসামনি আক্রমণে মুহূর্তের জন্যে হতবাক হয়ে গেল মেডক। এদিক ওদিক চেয়ে হঠাৎ হোরেসকে দেখতে পেয়ে সে বলে উঠল, 'হোরেস, তুমিই তো শুনে এসেছিলে জারভিসকে কিডন্যাপ করা হয়েছে-কার কাছে শুনেছ?'

'বারে অ্যালেন কারভারের কাছে,' জবাব দিল হোরেস।

'তুমি কার কাছে জেনেছ?' অ্যালেনকে প্রশ্ন করল মেডক।

'রকির কাছে।'

'তোমাকে কে বলেছে, রকি?'

দাঁত বের করে হাসল নাপিত রকি। 'কেন, হোরেসই তো আমার সেলুনে দাড়ি শেভ করার সময়ে ওকথা বলল।'

ঘুরে ফিরে আবার সেইখানে। কয়েকজন মজা দেখে শব্দ করে হেসে উঠল। কিন্তু মেডকের চেহারা রাগে কুৎসিত হয়ে উঠেছে। সে বলল, 'মিছে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। আমি জানি জারভিসকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। নইলে সে এমন হঠাৎ করে উধাও হবে কেন?'

'সে যে কেন নিরুদ্দেশ হয়েছে তা আমি জানি,' চড়া গলায় বলল জুলিয়াস।

কথা আরম্ভ করে একটু থেমে রাস্তার দিকে চোখ ফেরাল সে। এখনও পেপি বা এডের কোন পাত্তা নেই। ওরা যে আসবে না তা বুঝে নিয়েছে জুলিয়াস।

'বলো জারভিস কোথায়–সবাই আমরা শোনার অপেক্ষায় আছি,' তাড়া দিল শেরিফ।

'আসল কথা হচ্ছে,' ধীরে ধীরে আরম্ভ করল জুলিয়াস। ও যা বলতে যাচ্ছে তাতে সাময়িকভাবে কথাটা পেপি আর এডের বিপক্ষে যাবে। 'রোববার আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল জারভিস। বোনের সদ্য বিয়েতে মানসিকভাবে খুবই বিব্রত ছিল সে। তাছাড়া এড আবার মেডকের লোক–সে...'

চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাল মেডক। 'বিয়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই এর। তুমি...'

'চুপ করো,' ধমকে উঠল জুলিয়াস।

'কখনও না!'

মেডকের হাত তার পিস্তলের বাঁটের খুব কাছে নেমে এসেছে। সে বুঝে নিয়েছে জুলিয়াস এরপরে কি বলবে। মারপিট করে হলেও তাকে থামাবেই মেডক।

কিন্তু শেরিফ বাধ সেধে ওদের দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়াল। পদমর্যাদার উপযুক্ত গাম্ভীর্য নিয়ে সে দৃঢ় গলায় বলল, 'বাড়াবাড়ি কোরো না, মেডক। জুলিয়াস কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না–ওর কি বলার আছে শুনতে চাই আমি।'

সবার মুখের দিকে একবার চাইল জুলিয়াস। সবক'টা চোখ ওর দিকেই চেয়ে আছে। জুলিয়াস যা বলবে তা সে প্রমাণ করতে পারবে না বটে কিন্তু তার বক্তব্যটা ভুলে যাবে না কেউ। এতেই ওর অর্ধেক উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে।

'খুব সহজ কথা, এতে কারও না বোঝার কিছুই নেই,' আবার আরম্ভ করল জুলিয়াস। 'বাবা মারা যাবার পর রকিং এইচ দুই ভাগে ভাগ হয়ে এক অংশ পেপি আর অন্য অংশ জারভিস পাবে। মেডকের লোকের সাথে পেপির বিয়ের ফলে মেডক এখন সহজেই পেপির অংশ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। আর জারভিস যদি কোন দুর্ঘটনায় মারা যায় তবে পুরোটাই মেডকের আয়ত্তে এসে যাবে। এই কারণেই জারভিস ভয়ে পালিয়ে গেছে।'

জুলিয়াসের কথা শেষ হবার আগেই মেডক চিৎকার শুরু করল তার নামে মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে। তারপর হঠাৎ শেরিফকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল সে। কিন্তু পিস্তল বের করার আগেই ওর দু'পাশ থেকে দু'জন লোক মেডকের হাত চেপে ধরল। হিউ আর হোয়েলকেও পাশে থেকে একইভাবে ধরে রাখল নডি আর জুলিয়াসের বন্ধুরা। একটু দূরে ফক্সি আর হোরেস আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের দু'জনেরই পিঠে ছুঁয়ে রয়েছে দুটো পিস্তলের নল। অত্যন্ত তৎপরতার সাথে কাজ সেরেছে ওদের বন্ধু-বান্ধব।

মুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে ডিগবি নোবল্। 'কোন গোলাগুলি চলবে না এখানে,' কঠিন স্বরে ঘোষণা করল সে। 'যে-ই প্রথম পিস্তল ছোঁবে তাকেই গুলি করব আমি।'

'নির্জলা মিথ্যে কথা বলছে ও,' চিৎকার করল মেডক।
'সত্যি মিথ্যের প্রমাণ অবশ্যই নেব আমি,' উত্তর দিল ডিগবি।
'সেটা কি করে সম্ভব?'
'জারভিসকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।'
'দু'দিন পরেই আমি এখানে হাজির করব ওকে,' শেরিফকে জানাল জুলিয়াস। 'কিন্তু ওর নিরাপত্তার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে।'
ইচ্ছা করেই মেডকের দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসল জুলিয়াস। মেডক তার হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়েছে বটে কিন্তু কিছু করতে গেলেই ওকে আবার ধরে ফেলবে জেনেই সে আর নতুন কোন চাল খাটাতে গেল না। ক্রেস্টলাইনে যে জুলিয়াসের পক্ষের অনেক লোক আছে তা ভাল করেই টের পেয়ে গেছে সে। শেরিফের দিকে চেয়ে সে জুলিয়াসের অভিযোগেরই প্রতিবাদ করল আবার। বলল, 'এখানে সবাই জানে জারভিসের সাথে আমার সম্পর্ক খুব ভাল। সে এলে ওর মুখ থেকেই সবাই জানতে পারবে আসল কথা। জুলিয়াসের দিকে একবার রোষের সাথে চেয়ে সে আবার বলল, 'তবে আমার মনে হয় না তাকে জীবিত দেখতে পাবে কেউ—আমার ধারণা জুলিয়াসই তাকে শেষ করে রকিং এইচে একটা ভাগ বসাবার মতলবে আছে। আর এডমন্ড সম্বন্ধে আমার এইটুকুই বলার আছে যে লোকটাকে চেনা দূরের কথা, পার্কে আসার আগে ওকে আমি দেখিইনি কোনদিন। সে আমার লোক কখনোই ছিল না।'
কথা শেষ করেই রাস্তা পার হয়ে বারের দিকে রওনা হলো মেডক। ওর পিছু পিছু চলল হিউ আর হোয়েল। ওদের পিছনে ফক্সি আর হোরেস।
'জুলিয়াস,' দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডিগবি; 'জারভিস কোথায় আছে?'
'সেটা বলব না এখন, তবে দু'দিনের মধ্যেই এখানে ওকে হাজির করব আমি।'
'ঠিক তো?'
'ঠিক।'
'আমাকে বলতে তোমার কি অসুবিধা? যাক গে, তুমি মেডক সম্পর্কে আজ একটা অবিশ্বাস্য আর কঠিন অভিযোগ এনেছ। তোমার কথাই যদি সত্যি হয় তবে ওর জেলে থাকা উচিত।'
'বিশ্বাস করো শেরিফ, ওটাই ওর জন্যে যোগ্য স্থান।'
হঠাৎ দূরে রাস্তার ওপর একজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল জুলিয়াস। লোকটা রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়েছে। মনে হয় সে কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। নিজের ভাইকে চিনতে দেরি হলো না জুলিয়াসের। আর কেউ এখনও চিনতে পারেনি ওকে।
দ্রুত চিন্তা করছে জুলিয়াস। এক মিনিটের মধ্যেই জানাজানি হয়ে যাবে জারভিসের উপস্থিতি। ওর সাথে সামান্য কথা বলার সুযোগ পেলেই ডিগবি তাকে জেলে ভরবে।
চট করে নড়ি আর জনিকে এক পাশে টেনে সরিয়ে নিয়ে উৎকণ্ঠিত স্বরে জুলিয়াস বলল, 'আমাদের লোকজনকে বিপদ এড়িয়ে থাকতে বলো—ওই

ঘোড়াটা কার?'

'ওটা বোকোর কর্মচারীর—কেন?'

'ওকে জানিয়ে দিয়ো আমি ওর ঘোড়াটা ধার নিচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'এখন বলার সময় নেই।' শেরিফের দিকে ফিরে সে আবার বলল, 'ডিগবি, আমি এখনই জারভিসকে আনতে যাচ্ছি।'

'সময় নষ্ট কোরো না, জলদি যাও,' জবাব দিল শেরিফ।

ঘোড়া ছুটিয়ে মুহূর্তে দূরে চলে গেল জুলিয়াস। একেবারে দৃষ্টির আড়ালে যাবার আগে জুলিয়াস পিছন ফিরে দেখল শেরিফের অফিসের সামনে আবার লোকজনের জটলা বাড়ছে।

সতেরো

প্রথম কয়েক মাইল রকিং এইচের পথ ধরেই গেল জুলিয়াস। তারপর সবার অলক্ষ্যে র‍্যাঞ্চে পৌঁছবার জন্যে রাস্তা ছেড়ে অন্য পথ ধরল। যে কেউ ওর ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখে দেখে সহজেই ওকে অনুসরণ করতে পারবে। কিন্তু সে বিষয়ে চিন্তিত নয় জুলিয়াস। ওর এখন একমাত্র চিন্তা মেডকের আগে তাকে র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে হবে। লোকটা বুদ্ধিমান, জুলিয়াস কোথায় যাচ্ছে তা আন্দাজ করা ওর পক্ষে কঠিন হবে না।

বেয়ার ট্র্যাপ ক্রীক ঘুরে খামার বাড়ির পিছন দিকে উপস্থিত হলো জুলিয়াস। র‍্যাঞ্চটা খালি খালি দেখাচ্ছে—মাডি ছাড়া মেডকের বাকি সব লোকজনকে শহরে দেখে এসেছে সে। নিশ্চয়ই বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যেই রেখে যাওয়া হয়েছে ওকে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে কারণ যে কোন সময়ে শেরিফ সহ কিংবা তাকে ছাড়াই মেডক এসে হাজির হবে এখন।

লঘু পায়ে দৌড়ে এক ছুটে বাড়ির কাছে চলে এল জুলিয়াস। বাড়িটার সামনের দিকের কোনায় এসে উঁকি দিল সে। কেউ নেই। তার মনে পড়ল গতবার মাডি বাড়ির ভিতরেই ছিল। সম্ভবত এখনও তাই আছে। পিছনের দরজায় গিয়ে দেখল ওটা ভিতর থেকে বন্ধ। আবারও জানালা দিয়েই ঢুকতে হবে তাকে। কপাল ভাল ওর, পেপির ঘরের জানালাটা খোলা রয়েছে। জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল জুলিয়াস। বিছানার ওপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে পেপি, দেয়ালের দিকে ফিরানো ওর মুখ।

চট করে দরজাটা বন্ধ করে এল জুলিয়াস। বিছানার কাছে ফিরে এসে ঝুঁকে পেপির কানে-কানে ফিসফিস করে বলল, 'কোন শব্দ কোরো না, পেপি, এখনি তোমার বাঁধন কেটে দিচ্ছি আমি।'

মুখ ফিরিয়ে জুলিয়াসের দিকে চাইল পেপি। করুণ দেখাচ্ছে ওর চেহারা। গালে চোখের পানি শুকিয়ে দাগ পড়ে গেছে। উদ্‌ভ্রান্ত শূন্য চাহনি। ভয় আর বিষাদ যেন গ্রাস করেছে ওকে।

ছুরি বের করে পেপির বাঁধন কেটে দিল জুলিয়াস।

'ওরা মেরে ফেলেছে ওকে,' হঠাৎ বলে উঠল পেপি।

'কাকে? এডকে?'

কাঁপা গলায় সে বলল, 'এডকে ওরা জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। ওকে নিয়ে যাবার একটু পরেই গুলির আওয়াজ শুনলাম। ফিরে এসে বলল এড ওদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এই নিয়ে হাসাহাসি করছিল ওরা।' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল পেপি।

যুক্তির সাথে মিলছে না কথাগুলো। এই অবস্থায় এডকে মেরে ফেললে ওরা পেপির সম্পত্তি কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখবে? মেডকের পুরো প্ল্যানের চাবিকাঠিই তো এড?

'চুপ করে এখানেই অপেক্ষা করো তুমি, মাডির একটা ব্যবস্থা করে তোমাকে নিতে ফিরে আসব আমি।'

দরজায় কান পেতে কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনে বারান্দায় বেরিয়ে এল জুলিয়াস। ঘরে খুব নিচু স্বরে কথা বলেছে ওরা, মাডি নিশ্চয়ই শুনতে পায়নি। পিছন ফিরে বাবার ঘরের খোলা দরজাটা দেখল জুলিয়াস। বাবার সাথে দেখা করা দরকার ওর—কিন্তু এখন সময় নেই। মাডিকে কাবু করাই এখন তার প্রধান কাজ। পিস্তল বের করে পা টিপে টিপে বৈঠকখানার দিকে এগোল সে।

হাতের বামপাশের দরজাটা পার হয়ে এগোবার সময়ে পিছন থেকে পায়ের শব্দ কানে এল ওর। পেপি ওকে অনুসরণ করছে মনে করে ফিরে চাইল জুলিয়াস। ভুল! মাডি আসছিল তার পিছনে! পিস্তল ওঠাবার সময় পেল না জুলিয়াস; তার আগেই মাডি পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে আঘাত করল ওর মাথায়। চারদিক আঁধার হয়ে এল—জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল জুলিয়াস। বিফল হয়েছে সে।

জ্ঞান ফিরে জুলিয়াস দেখল গোলাঘরে শুয়ে আছে সে। তার হাত-পা শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা। এখনও দিনের আলো রয়েছে—তারমানে বেশিক্ষণ অজ্ঞান ছিল না সে। কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই, এখান থেকে ছাড়া পাবার আর কোন সম্ভাবনাই তার নেই।

যন্ত্রণায় মাথাটা দপদপ করছে। পেটের ভিতরটা গুলাচ্ছে—গা বমি-বমি লাগছে। নিজের বোকামির জন্যে নিজের ওপরই ভীষণ রাগ হচ্ছে। সে মনে করেছিল তার পিছন দিক থেকে পেপিই আসছে। কিন্তু এমন কঠিন অবস্থায় মানুষের একটা ভুলই যথেষ্ট। এখন তাকে অসহায়ভাবে মেডক ফিরে আসা পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে। তারপর...

মেডক যে কি করবে তা ভাবতেই জুলিয়াসের গা শিউরে উঠছে। একটু কাত হয়ে পাশ ফিরে অন্যদিকে চাইল সে। গোলাঘরে সে একা নয়, এডও রয়েছে! মরেনি সে। ঘরের একটা খুঁটির সাথে বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে এড।

জুলিয়াস ডাকল ওকে, 'এড...'

'কতক্ষণে তোমার জ্ঞান ফিরবে তাই ভাবছিলাম,' জবাব দিল সে। 'তুমি

ধরা পড়লে কিভাবে?'

'তোমাকে আর পেপিকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিতে এসেছিলাম···কিন্তু পারলাম না। মাডির হাতে ধরা পড়ে গেলাম।'

'আমাদেরও শহরে যাওয়া আর হয়নি। আমারই আগে থেকে সাবধান হওয়া উচিত ছিল–মেডক ব্যাপারটা আঁচ করে আমাদের বন্দী করেছে।'

'পেপিকে সে জানিয়েছে তোমাকে মেরে ফেলা হয়েছে।'

'স্বাভাবিক। ওর মনোবল ভেঙে দেয়ার চেষ্টা করছে মেডক। আজ রাতে আমাকে আবার পুনর্জীবিত করা হবে–মেডক আশা করছে ততক্ষণে পেপি আমাদের জীবন বাঁচাবার জন্যে যে-কোন কিছু সই করতে রাজি হবে।'

'কি সই করবে ও?'

'আগামী দিনের তারিখে একটা চুক্তি সই করিয়ে আমাদের মেরে ফেলা হবে। পরে সেই চুক্তি-পত্র মেডকের নামে পোস্ট করে পাঠানো হবে দূরের কোন শহর থেকে। সবাইকে বলা হবে আমরা বেড়াতে গেছি–চিঠি পাওয়ার পরে জানানো হবে যে আমরা আর ফিরব না, তাই সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে চাই। তারপরে বিক্রির চুক্তি-পত্র দেখানো হবে সবাইকে।'

'এখন তুমি কি করবে বলে ঠিক করেছ?'

'কি আর করতে পারি আমি? লড়ার চেষ্টা করতে পারি–কিন্তু কি লাভ হবে তাতে? হাত বাঁধা অবস্থায় থাকতে থাকতে এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, কেউ বাঁধন কেটে হাতে পিস্তল ধরিয়ে দিলেও অসাড় হাতে গুলি ছুঁড়তে পারব না আমি।' হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠেছে এডের চেহারায়।

'দেখি কি করা যায়,' অনিশ্চিতভাবে বলল জুলিয়াস।

'পেপির কি অবস্থা?'

'হাল ছেড়ে দিয়েছে–ওর কাছ থেকে এর বেশি কিছু আশাও করা যায় না।'

'ওরা কোন রকম নির্যাতন করেনি?'

'না।'

'যাক, তবু কিছুটা রক্ষা। ওরা যদি···' কথা শেষ না করেই কান খাড়া করে মনোযোগ দিয়ে কি যেন শুনল সে। তারপর আবার বলল, 'আর সময় নেই, ওরা এসে গেছে।'

শব্দ জুলিয়াসের কানেও গেছে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। কয়জন এল তা ঠিক বোঝা গেল না। উঠানে কথা বলার শব্দ হওয়ার অল্প পরেই গোলাঘরে ঢুকল মেডক। ওর পিছনে একে একে হিউ, হোয়েল, ফক্সি, হোরেস আর মাডি ঘরে ঢুকল। জারভিসও রয়েছে ওদের সাথে।

খুশিতে দেঁতো হাসি হেসে মাডি বলল, 'ওকে আমি শেষ করতে পারতাম, কিন্তু তোমার জন্যে জিইয়ে রেখেছি–ভাল বকশিশ পাব তো?'

'সে দেখা যাবে,' বলে এগিয়ে এল মেডক। ওর চোখ দুটো খুশিতে চকচক করছে। শহরে শেরিফের অফিসের সামনে ওর ভিত্তিতে নাড়া পড়েছিল। কিন্তু এখন ওর চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। জারভিসের দেখা পাওয়ার পর থেকেই পরিবর্তন এসেছে ওর মধ্যে।

'নিজেই এসে ধরা দিয়েছ?' মুখের ভাবে খুশি চাপতে পারছে না মেডক। 'ভালই হয়েছে, আমাদের ঝামেলা অনেক কমিয়ে দিয়েছ।'

'আমাকে দিয়ে কিছু করাতে পারবে না তুমি,' জবাব দিল জুলিয়াস।

'কিন্তু আমাদের সাহায্য তুমি ঠিকই করবে। এক ঢিলে দুই পাখি মারব আমি। বুড়োটা মর-মর অবস্থায় টিকে রয়েছে অনেকদিন—লোকজন জানবে তুমি তার ঘরে ঢুকে হট্টগোল বাধিয়েছিলে। ওই ঘরেই বুড়োর লাশের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখা যাবে তোমার মৃতদেহ।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল জারভিস। হতবুদ্ধি দেখাচ্ছে ওকে। এতদিন সে এটাকে একটা খেলা হিসাবেই নিয়েছিল। কচি বয়সে বড় কর্তা সেজে ওর ভালই লাগছিল। কিন্তু তার পরিণতি যে এইরকম দাঁড়াবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সে। বিস্মিত কণ্ঠে আপত্তি জানাল জারভিস, 'আবোল-তাবোল এসব কি বকছ, মেডক? আমার মনে হয়...'

ওকে কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়ে ধমকে উঠল মেডক। 'চুপ করো! তোমার কি মনে হয় তা কেউ জানতে চায়নি। বড়দের কথার মধ্যে কথা বোলো না তুমি—যাও, বাইরে গিয়ে একটু হাওয়া খেয়ে এসো।'

রূঢ় আঘাতে কল্পনার রাজ্য থেকে মাটিতে নেমে এল জারভিস। এখন সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে যে তার ভাই ভালর জন্যেই তাকে সাবধান করেছিল, বোঝাতে চেয়েছিল—কিন্তু সে-ই জুলিয়াসকে ভুল বুঝে ওর কোন কথাই শোনেনি। এখন আর সময় নেই। মেডকের এতজন লোকের বিরুদ্ধে সে একা কি করতে পারবে? নাহ্, সব শেষ হয়ে গেল তার বোঝার ভুলে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে—জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল জারভিস। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না ওর। স্পষ্ট বুঝতে পারছে বিরোধিতা করতে গেলে নির্ঘাত মৃত্যু।

'তোমাকে যা বলা হচ্ছে তাই করো, জারভিস,' জুলিয়াসই ওর একটা সুরাহা করে দিল।

কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল জারভিস। অস্পষ্ট কণ্ঠে সে বলল, 'আমাকে তাহলে বাড়িতে ঢুকতে হবে—এই ধার করা বুট নিয়ে কোথাও যাওয়া যায় না।'

ওর কথা শুনে হেসে উঠল মেডক। জারভিসকে নিয়ে আসলে কোন ভয়ই নেই তার। মেডকের কথা মতই সে উঠবে বসবে। লঘু কণ্ঠেই সে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি জামাকাপড় ছেড়ে বাবু সেজেই না হয় বাইরে যেয়ো। হোয়েল, ওই দু'জনের পায়ের বাঁধন কেটে ওদের বাড়িতে নিয়ে এসো—পেপির সাথে কথা বলার সময় হয়েছে।'

জুলিয়াসের পায়ের বাঁধন কেটে দিয়ে ওকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল হোরেস। এডের বাঁধন কাটছে হোয়েল। জারভিস অন্যদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

'শেষটা সুখের হলো না,' তিক্তভাবে মন্তব্য করল এড।

ঠিক মত দাঁড়াতেও পারছে না সে। হোয়েল ওকে ধরে সাহায্য করল। সেই সাথে সাবধান করল, 'কোন রকম চালাকির চেষ্টা কোরো না, এড। দরকার হলে পিস্তল ব্যবহার করব আমি।'

গোলাঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো ওরা। উঠানের মাঝখানে পৌঁছে দেখল সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে জারভিস। অবিশ্বাস ভরা চোখে দরজার দিকে চেয়ে রয়েছে সে।

ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল জুলিয়াস। অন্যেরাও দাঁড়িয়ে গেছে। দরজায় একজনের আবির্ভাব ঘটল–সেবাস্টিন দত্ত! তাঁর দু'হাতে দুটো পিস্তল দেখা যাচ্ছে। ক্ষীণকায় আর দুর্বল দেখাচ্ছে তাকে, কিন্তু পিস্তল দিয়ে উঠানের সবাইকে কাভার করে আছেন তিনি। গমগমে গলায় কথা বলে উঠলেন সেবাস্টিন, গলার স্বরে দুর্বলতার চিহ্নমাত্র নেই। 'কি হচ্ছে এখানে? আমার ছেলেকে কে বেঁধেছে?'

কথাকয়টা জুলিয়াসের কানে অমৃতের মত শোনাল। বাবা তাহলে সত্যি সত্যি রাগ করেননি তার ওপর। এডের কথাই ঠিক, তার জীবন রক্ষা করার জন্যেই বাধ্য হয়ে তাকে ত্যাজ্য ঘোষণা করেছিলেন তিনি।

সেবাস্টিন দত্তের পিছন পিছন পেপি বেরিয়ে এল। ওর হাতেও পিস্তল। হঠাৎ এডের দিকে চোখ পড়তেই তার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সব ভুলে এডের দিকে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই সেবাস্টিন দত্ত নিচু গলায় তাকে কি যেন বললেন। থেমে দাঁড়িয়ে সে আবার সতর্কভাবে উঠানের লোকগুলোর ওপর নজর রাখল।

আশপাশের সবাইকে একবার আড়চোখে দেখে নিল জুলিয়াস। আড়ষ্ট হয়ে আছে সবাই। প্রায় সবারই হাত রয়েছে নিজের পিস্তলের বাঁটের ওপর–কিন্তু কেউ সাহস করে পিস্তল বের করছে না। সবাই চাইছে আর কেউ ঝুঁকি নিয়ে কাজটা করুক।

মেডক তার লোকজনকে নিচু গলায় নির্দেশ দিল, 'সতর্ক থাকো। বুড়োর শরীর দুর্বল, বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।'

সেবাস্টিন দুর্বল হলেও তাঁকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। আড়চোখে জারভিসের দিকে চেয়ে ধমকে উঠলেন তিনি, 'হাঁ করে চেয়ে কি দেখছ। জলদি তোমার ভাই আর এডের বাঁধন কেটে দাও। তাড়াতাড়ি করো।'

'দিচ্ছি, বাবা,' উৎসাহের সাথে জবাব দিল জারভিস। ওর গলা শুনে মনে হচ্ছে এই আদেশে খুশিই হয়েছে সে। জুলিয়াসের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে ছুরি দিয়ে হাতের দড়িটা কাটতে শুরু করল জারভিস। ছুরিটা ভোঁতা, কাটতে সময় লাগছে অনেক।

'মেডক!' কঠিন গলায় আদেশ করলেন সেবাস্টিন দত্ত। 'সামনে এগিয়ে এসো।'

গভীর একটা শ্বাস নিয়ে এক পা এগিয়েই আবার থেমে দাঁড়াল মেডক।

'আরও কাছে!' গর্জে উঠলেন সেবাস্টিন। 'নাকি ওখানে দাঁড়িয়েই মরতে চাও তুমি?'

আর এক পা এগিয়ে এসেই কথা শুরু করল মেডক। বোঝাই যাচ্ছে, ইচ্ছা করে দেরি করিয়ে সেবাস্টিনের দুর্বলতার সুযোগ নিতে চায় সে। 'আপনি ভুল করছেন, সেবাস্টিন। ধৈর্য ধরে এক মিনিট–'

'অনেক শুনেছি আমি। আমার কামরায় এসে তুমি যা যা বলেছ সবই মনে আছে আমার। তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি, মনে আছে?'

সবার থেকে কয়েক পা আগে নিশ্চল অবস্থায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে মেডক। ওর হাত এখনও পিস্তলের বাঁটের ওপরই রয়েছে। জুলিয়াস বুঝতে পারছে মুহূর্তে পিস্তল বের করে গুলি করবে মেডক। এখনও জারভিস তার হাতে বাঁধা দড়িটা কাটছে।

'কেউ বাধা দিতে এসো না,' চিৎকার করে বললেন সেবাস্টিন। 'মেডক, এটা শুধু তোমার আর আমার ব্যাপার—তৈরি হও।'

নিমেষে পিস্তল বের করে আনল মেডক, কিন্তু সে গুলি করার আগেই সেবাস্টিনের গুলি তার ডান হাতের কব্জি ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে গেল। আবার গুলি করলেন সেবাস্টিন। এবারের গুলিটা মেডকের বাম হাতে লাগল। পরের গুলি দু'টো লাগল তার দুই পায়ে। মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় কাটা মুরগীর-মত ছটফট করছে মেডক।

'কেমন লাগছে এখন?' সেবাস্টিনের কথায় এতদিনের জমানো আক্রোশ ফুটে উঠেছে। 'বুঢ়া মিয়া—না? আমার র‍্যাঞ্চ নেবে? আরও লোকজন নিয়ে এসো—তবু পারবে না।'

আবার গুলি করলেন সেবাস্টিন। মেডকের কাতরানি থেমে গেল। ওর দেহটাও জন্মের মত স্থির হয়ে গেল।

বাঁধন মুক্ত হয়েছে জুলিয়াস, কিন্তু হাত দু'টো এখনও পিছন দিকেই ধরে রেখেছে ও। জারভিস এডের বাঁধন কাটার কথা ভুলে গিয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে মেডকের মৃতদেহের দিকে। আড়চোখে কে কোথায় আছে দেখে নিল জুলিয়াস। মেডক মারা পড়লেও ওরা বিপদমুক্ত হয়নি এখনও। মেডকের লোকেরা সবাই ভয়ঙ্কর আর সশস্ত্র।

'হিউ, হোয়েল আর এড রয়েছে জুলিয়াসের বামে। ডানদিকে ফক্সি, হোরেস আর মাডি। জারভিস এখনও তার পিছনেই দাঁড়িয়ে। অল্প-অল্প করে সরে ডানদিকে ফক্সির কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করল জুলিয়াস। ফক্সির পিস্তলটা ওর বাম দিকে ঝুলছে—বাঁ-হাতি লোক সে। কিন্তু ওর পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়েও হিউ আর হোয়েল, দু'জনকে একসাথে ঘায়েল করা জুলিয়াসের পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া ডানদিকের তিন জন তো থাকছেই।

এডের সাথে জুলিয়াসের চোখাচোখি হলো। সামান্য মাথা ঝাঁকাল এড। জুলিয়াস বুঝে নিল এডও একই কথা ভাবছে। দরজার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেবাস্টিন। হাতে পিস্তল দু'টো দৃঢ়ভাবে ধরা থাকলেও কঠিন অসুখের পর এত উত্তেজনায় কাহিল হয়ে পড়েছেন। পেপিকে তিনি কি যেন বললেন। পেপি একটু এগিয়ে এসে বলল, 'সবাই পিস্তল ফেলে দাও। এক্ষুণি!' ওর গলাটা খুব চড়া শোনাল।

এক মুহূর্ত সবাই চুপ। হঠাৎ নিচু গলায় হোয়েল বলে উঠল, 'হিউ, তুমি বুড়োটাকে সামলাও। আমি...'

কথা শেষ করার সুযোগ পেল না সে। হাত বাঁধা অবস্থাতেই ওর ওপর ডাইভ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এড। এক লাফে সামনে এগিয়ে ফক্সির পিস্তলটা

তুলে নিল জুলিয়াস। পিস্তল হাতে ঘুরে দাঁড়াতেই একটা গুলির শব্দ হলো। এড ঠিক সময় মত ঝাঁপিয়ে পড়ায় গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে জুলিয়াসের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। পিছনে কেউ আর্তনাদ করে উঠল।

এড আর হোয়েল দু'জনেই ধরাশায়ী হয়েছে। হিউ চট করে একটু ঘুরে জুলিয়াসের দিকে ফিরল। গুলি করল জুলিয়াস—একটা, পরক্ষণেই আবার। গুলির ধাক্কায় প্রথমে একপা পিছিয়ে গেল হিউ, তারপরেই আধপাক ঘুরে মাটিতে পড়ল। ফক্সি দু'হাত শূন্যে তুলে চিৎকার করে বারবার জানাচ্ছে সে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু হোরেস হাল ছাড়েনি, সে বারান্দার ওপর সেবাস্টিন আর পেপিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। জুলিয়াসের অব্যর্থ গুলিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। মাডিকে পেট ধরে দু'ভাঁজ হয়ে বসে পড়তে দেখল জুলিয়াস। মুহূর্তে এক হাঁটুর ওপর চট করে ঘুরেই সে দেখল গড়িয়ে এডের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে পিস্তল তুলেছে হোয়েল। আর মাত্র দুটো গুলি আছে জুলিয়াসের পিস্তলে। হোয়েলকে লক্ষ্য করেই পিস্তলটা খালি করল সে। নিজের গুলি শেষ হতেই হোয়েলের পিস্তলটা ছিনিয়ে নিতে ওর দিকে ছুটে গেল জুলিয়াস। কিন্তু তার আর দরকার ছিল না—হঠাৎ করেই থেমে গেল যুদ্ধ।

মেডক আগেই মরেছে। হিউ, হোয়েল, হোরেস আর মাডি ধরাশায়ী। কেবল ফক্সি আত্মসমর্পণ করেছে। জারভিস পিস্তল হাতে সবাইকে কাভার করে দাঁড়িয়ে আছে। সে-ই গুলি করেছে মাডিকে।

বারান্দার দিকে চাইল জুলিয়াস। তার বাবা এখনও নিজের পায়েই খাড়া আছেন। দেয়ালের সাহায্য নিচ্ছেন না তিনি। এডের দিকে ছুটে যাচ্ছে পেপি।

উঠে বসতে বসতে এড বলল, 'দেখা যাচ্ছে পিস্তল চালানো ভালই শিখেছ তুমি।'

জবাব দেয়ার দরকার বোধ করল না জুলিয়াস। সে জানে পিস্তলে তার হাত যত ভালই হোক না কেন, এড ওভাবে হোয়েলের ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়লে আজ আর তার রক্ষা ছিল না।

এডের কাছে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে বাঁধন খুলতে খুলতে ওকে হাজারো প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল পেপি। বারান্দা থেকে বজ্রগম্ভীর স্বরে সেবাস্টিন দত্ত হাঁকলেন, 'বসে থেকো না, জুলিয়াস, জলদি উঠে এসব আবর্জনা সরাও উঠান থেকে।'

চটপট উঠে দাঁড়াল জুলিয়াস। 'আমি সব ব্যবস্থা করছি, বাবা, তুমি ভিতরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও।' অনেক ভাল বোধ করছে সে এখন। আবার সব যেন আগের মত হয়ে গেছে। বাবা যে এতদিন অসুস্থ ছিলেন তা মনেই হচ্ছে না।

'অনেক বিশ্রাম নিয়েছি আমি,' জবাব দিলেন সেবাস্টিন। 'এই খামার ঠিকমত চালাতে হলে একজন শক্ত লোকের দরকার।'

একঘণ্টা পর শেরিফের সাথে নডি, জনি আর বোকো সহ আরও দশ-বারোজন লোক ঘোড়ায় চেপে রকিং এইচে এসে হাজির হলো। মেডক, হিউ আর হোয়েল মারা গেছে, হোরেস আর মাডি আহত, কিন্তু প্রাণে বাঁচবে। ফক্সিকে হাতকড়া

পরিয়ে দিল ডিগবি।

'আমি ভাবতেও পারিনি তলে তলে এইরকম একটা কাণ্ড ঘটতে পারে,' বিস্ময় প্রকাশ করল ডিগবি। 'সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছি আমি জুলিয়াসের বাবাকে সুস্থ দেখে। আমরা তো ভেবেছিলাম...'

'হ্যাঁ, বাবাই ডাক্তারকে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন যেন তিনি সত্যিকথা কাউকে না জানান,' জবাব দিল পেপি। 'ডাক্তার নাথান অ্যাশওয়ার্থই প্রথম টের পান যে বাবা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন, আর রাতে তিনি রোজ একটু একটু করে ব্যায়ামও করছেন শক্তি বাড়াবার জন্যে।'

'কিন্তু কাউকে দিয়ে আমাদের খবর দিলেই তো হত?' প্রশ্ন করল নডি।

'তাতে অযথা অনেক নির্দোষ লোক মারা যেত,' জবাব দিলেন স্বয়ং সেবাস্টিন দত্ত। 'তোমরা খবর পেলেই লোকজন নিয়ে সাহায্য করতে ছুটে আসতে—মেডক ছাড়ত না। তার চেয়ে এই ভাল হয়েছে। বিছানার তলায় পিস্তল আমি অনেকদিন থেকেই লুকিয়ে রেখেছিলাম। মেডককে যে-কোন সময়ই মারতে পারতাম—কিন্তু ওদের সবার সঙ্গে এক সাথে যুঝতে পারার মত শক্তি সঞ্চয় করার জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করেছি আমি।

পেপির ওপর সবাইকে আপ্যায়ন করার ভার দিয়ে ঘোড়া নিয়ে শহরের পথে বেরিয়ে পড়ল জুলিয়াস। অনেকটা পথ যেতে হবে তাকে—তার জন্য একজন অপেক্ষা করে আছে।

দরজায় টোকা দিতেই খুলে দিল লোলা। বেশ রাত হয়েছে, এতক্ষণ লোলা জেগে বসে থাকবে আশা করেনি সে। ওকে দেখে জুলিয়াসের মনটা খুশি হয়ে উঠল। একটু পাশে সরে দাঁড়িয়ে জুলিয়াসকে ভিতরে ঢোকার জায়গা করে দিল লোলা। উৎকণ্ঠায় আড়ষ্ট হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'যত জলদি সম্ভব চলে এলাম,' বলল জুলিয়াস।

'অপেক্ষায় থেকে থেকে আমার মনে হচ্ছিল যেন কত যুগ পার হয়ে গেল,' নিচু অস্ফুট গলায় বলল লোলা।

'যাক, এখন আর চিন্তা নেই—এসে পড়েছি আমি। ওদিককার সব ঝামেলা চুকে গেল। কি হয়েছে শুনতে চাও?'

'এখন না, কেন এসেছ তুমি?'

জুলিয়াসের মুখে দুষ্টুমির হাসি। 'জানো না? তোমার জন্যেই তো এলাম।'

'তাহলে আর অপেক্ষা কিসের?'

এগিয়ে গেল জুলিয়াস। লোলাও এগিয়ে এসে মিলিত হলো ওর সাথে। নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলো ওরা।

শোবার ঘরের দরজা খুলে দৃশ্যটা কিছুক্ষণ সস্নেহ চোখে উপভোগ করল আইডা বেইলি। তারপর ওদের অজান্তেই একটু মুচকি হেসে আবার নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

***

সেই এরফান

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

গোড়ার কথা

'ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়ার আগে তোমার আর নতুন কিছু বলার আছে, হার্ভি?'

রুক্ষ প্রশ্নটার সুরে আসন্ন মৃত্যুর পূর্বাভাস সুস্পষ্ট। এবং বক্তার কাছে এটা কেবল একটা নিছক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। শক্ত গড়নের লোকটার বয়স তিরিশের কাছাকাছি হবে। হাতের দুটো বুড়ো আঙুলই নিজের গান-বেল্টে গুঁজে গোড়ালির ওপর সে সামনে-পিছনে দুলছে। কোটরে ঢুকানো দুটো চোখ আর ওর বাঁকা নাকে ওকে অনেকটা মড়া-খেকো শকুনের মতই দেখাচ্ছে। নিচের দিকে নামানো চওড়া গোঁফ ওর নিষ্ঠুর চিবুক আর ঠোঁট মোটেও ঢাকতে পারেনি।

যাকে সম্বোধন করে কথাটা বলা হয়েছে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের মানুষ। বক্তার চেয়ে তার বয়স অন্তত বিশ বছর বেশি। পাক ধরা চুল আর দাড়িওয়ালা চেহারায় রয়েছে একটা কঠিন ধৈর্যের ছাপ, যেটা অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করার পরেও জীবনের পথে তেমন কোন উন্নতি করতে না পারার ফল। এর কারণ হচ্ছে সে আমেরিকার এমন একটা নিষ্ফলা জমিতে বাস করছে যেখানে কেবল কোনমতে বেঁচে থাকাটাই প্রায় অসম্ভব। হাত বাঁধা অবস্থায় সে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর হতাশ ভাবে নিরুপায় হয়ে বুকে চিবুক ঠেকিয়ে বসে আছে। চেহারায় বিফল হওয়ার চিহ্ন স্পষ্ট। একটা ছোট ঝর্নার ধারে সে নিজের হাতে তৈরি করেছে তার কেবিন। নিজের হাতে তৈরি র‍্যাঞ্চটাকে সে ভালবাসে; কিন্তু এটা যখন মাত্র লাভজনক হয়ে উঠতে শুরু করেছে, তখনই তাকে বাধ্য হয়ে এটা ছেড়ে যেতে হচ্ছে। সেটাও অনেক নির্যাতন আর মিথ্যা অপমানের লাঞ্ছনা মাথায় নিয়ে। পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে অবাস্তব ঠেকছে। আজও সূর্য উঠেছে, পাখিরা গান গাইছে, মৃদু আওয়াজ তুলে বয়ে যাচ্ছে ঝর্না–তবু বাতাসটা যেন দুঃখের ভারে ভারী হয়ে আছে।

তাকে অর্ধ-চক্রাকারে ঘিরে দাঁড়ানো লোকগুলোর ওপর একবার ঘুরে এলো হার্ভি বোলটনের চোখ। ওদের চেহারায় নিষ্ঠুর একটা কৌতূহল ছাড়া আর কিছুই নেই। ওরা সবাই কাউবয়–এবং বক্তার ভাড়া করা লোক। ওদের কাছে কোনরকম সুবিচারই আশা করে না হার্ভি। ওদের যেমন হুকুম দেয়া হয়েছে তা-ই ওরা করবে।

এবার মুখ তুলে তাকিয়ে ওদের লীডারের দিকে চেয়ে কথা বলল হার্ভি। গলার স্বর শান্ত এবং নিচু–চেহারায় ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

'আমি আগেও যা বলেছি সেটাই আবার বলছি–আমি তোমার কোন গরু ছুঁইনি, বার্ট,' ভারী স্বরে বলল সে।

'তাহলে ওগুলো তোমার করালে এলো কিভাবে? ওগুলোর মার্কাও বার্ বি

থেকে ফোর বি করা হয়েছে,' অবজ্ঞার সাথে ভেঙচি কেটে বলল বার্ট। 'আমার গরু চুরি করার জন্যে সুবিধামত একটা ব্র্যান্ডই তুমি বেছে নিয়েছ বটে!'

'এখানে আসার বহু বছর আগে থেকেই ওটা আমার নিজস্ব ব্র্যান্ড। আমার নামও বোলটন–এবং নামের সাথে মিল রেখেই ওই ব্র্যান্ড রেজিস্ট্রি করেছিলাম আমি,' যুক্তি দেখাল সে। 'আর তাছাড়া তুমি কি মনে করো আমি এতই বোকা যে ব্র্যান্ড পাল্টে তোমার গরু চুরি করে থাকলে সেগুলোর ক্ষত শুকাবার আগেই আমি ওদের করালে ঢোকাব?'

'ওহ্, তোমাদের মত নেস্টাররা মনে করো তোমরা যা খুশি করেও পার পেয়ে যাবে, কিন্তু তুমি জানতে না যে আমরা তোমাকে সন্দেহ করে তোমার ওপর নজর রেখেছিলাম!' অস্থির স্বরে বলল বার্ট। 'ওই গরুগুলোর পাখা নেই যে ওরা তোমার বেড়া দেয়া করালে উড়ে এসে ঢুকেছে! এর কি ব্যাখ্যা দেবে তুমি?'

'ওগুলো এখানে কিভাবে এলো তা আমি জানি না। গতকাল আমি এখানে ছিলাম না, হোপ শহরে রসদ আনতে গেছিলাম; আমার অনুপস্থিতিতে আর কেউ ওগুলো এখানে এনেছে।'

'হ্যাঁ, ভাল একটা গল্প ফেঁদেছ বটে! এদিককার কাজ সেরে তুমি অন্যত্র থাকার অজুহাতে রেহাই পাওয়ার আশায় ছিলে; ভাল একটা প্ল্যান করলেও এতে কোন কাজ হবে না।'

অভিযুক্ত লোকটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে মাথা নাড়ল। সে বুঝতে পারছে তার আর বাঁচার কোন রাস্তা নেই। যখন থেকে সে এখানে বসবাস শুরু করেছে তখন থেকেই তাকে টিকে থাকার জন্যে লড়তে হয়েছে। তাকে হুমকি দেয়া হয়েছে, ঘোড়াকে খোঁড়া করা হয়েছে–একবার তার জমির খড় পুড়িয়ে দিয়ে শীতের জন্যে পশুর খাবার নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তবু সে হাল ছেড়ে বসে থাকেনি, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে–ভেবেছে আপন মনে নিজের কাজ করে গেলে নেস্টারদের প্রতি স্থানীয় মত একদিন পাল্টাবে। এবং এটা হয়ত ঘটত, কিন্তু কেবল বার্টের জন্যেই তা সম্ভব হয়নি।

'এখানে আমার অধিকার আছে,' বলল সে। 'এটা সরকারি জমি।'

'এটা ফ্রী রেঞ্জ,' কঠিন স্বরে বলল বার্ট।

'হ্যাঁ, তোমার জন্যেই কেবল ফ্রী, আমার জন্যে নয়,' প্রতিবাদ জানাল বন্দি লোকটা।

'এখানে আমিই প্রথমে এসেছি,' যুক্তি দেখাল বার্ট; তারপর আবার বলল, 'এসব কথা আগেও হয়েছে, তাই এখন আর নতুন করে বলে কোন লাভ নেই। এখানে গরু চোরের জন্যে একটা জিনিসই কেবল ফ্রী, সেটা হচ্ছে ফাঁসির দড়ি।'

গাছের গুঁড়ির ওপর বসা লোকটা হতাশ ভাবে কাঁধ উঁচাল। 'আমি চোর নই, কিন্তু তোমরা যেভাবে আমাকে আটক করে বেঁধে রেখেছ তাতে আমার বিদায় নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমার ছেলেটা না থাকলে কোন তোয়াক্কাই ছিল না আমার। এভাবে লড়াই করে টিকে থাকার কোন অর্থই হয় না, কিন্তু আমি ছাড়া ছেলেটার আর কেউ নেই।'

'এতদিনে তোমার বিদায় নেয়ার কথা মনে পড়ল?' কঠিন আর নিষ্ঠুর স্বরে বলল বলিষ্ঠ লোকটা। 'এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন আর তা হয় না–তোমাকে বহুদিন আগেই এখান থেকে চলে যেতে বলা হয়েছিল, তখনই তোমার যাওয়া উচিত ছিল। আমার কথায় তুমি কান দাওনি; এখন ফাঁসি ছাড়া তোমার আর কোন পথ নেই।'

হার্ভি ধীরে মুখ তুলে তাকাল। চেহারায় বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। এতক্ষণ পর্যন্ত তার ধারণা ছিল যে তাকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হবে, কিন্তু এখন বার্টের নিষ্ঠুর চেহারা দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, তাকে মেরে ফেলাই লোকটার উদ্দেশ্য। অভিযোগটা বার্টই তাকে মেরে ফেলার জন্যে সাজিয়েছে। আবার একে একে সে সবার চেহারা দেখল। ওদের মধ্যে কেবল বার্ট আর হেনডন ছাড়া আর সবাই তার অপরিচিত। ওদের সবাই ওর দিকে নিষ্ঠুর চোখে চেয়ে থাকল, একমাত্র হেনডনই তার চোখ নামিয়ে নিল। বাকি সবার চোখে সে একজন ঘৃণ্য গরু চোর ছাড়া আর কিছুই না। কোনরকম করুণার অযোগ্য।

'তোমরাও কি এই অবিচার মুখ বুজে সহ্য করবে?' হতাশ স্বরে প্রশ্ন করল সে।

কেবল হেনডনই ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলল। 'শোনো, বস্, ও যদি সত্যিই দেশ ছেড়ে চলে যায়– ' শুরু করেছিল সে।

ধমক দিয়ে ওকে থামিয়ে দিল বার্ট। 'অসম্ভব! ওকে অনেক দয়া দেখানো হয়েছে! আমরা অনেকদিন ওর অত্যাচার সহ্য করেছি, আর নয়। নেস্টার আর ইন্ডিয়ানদের মধ্যে কোন তফাত নেই– মৃতগুলোই কেবল ভাল। চুরির মাল সমেত ধরা পড়েছে ও। এটা হয়ত অন্যান্য নেস্টারদের জন্যেও একটা দৃষ্টান্ত হবে; ওরা বুঝবে এখানে ওদের দৌরাত্ম্য সহ্য করা হবে না। তোমার দড়িটা নিয়ে এসো, ডোভার।'

যাকে আদেশ করা হলো সে এগিয়ে তার ঘোড়ার পিঠে ঝোলানো দড়ির কয়েলটা নিয়ে ফিরে এলো।

'আমার বাবাকে তুমি ছেড়ে দাও, নইলে তোমাকে আমি সোজা জাহান্নামে পাঠিয়ে দেব, বার্ট।'

আদেশটা চড়া চিকন সুরে এলো। ওর কচি স্বরটা রাগে নাকি ভয়ে কাঁপা শোনাল তা ঠিক বোঝা গেল না। সবাই বক্তার দিকে ফিরে তাকাল। দেখল একটা বারো-তেরো বছর বয়সের নীল শার্ট পরা বাচ্চার থেকে চূড়ান্ত আদেশটা এসেছে। বড়দের কাছে ওটা একটা হাসির ব্যাপারই মনে হত, কিন্তু ওর হাতে সরাসরি বার্টের বুক লক্ষ্য করে ধরা ভারী রাইফেলটা হালকা ভাবে নেয়া যায় না। এবং ছেলেটার চেহারা গভীর আবেগে ভরা।

'আমি ঠাট্টা করছি না, বার্ট,' চেঁচাল সে। 'আমার বাবাকে ছেড়ে দাও বলছি, নইলে তোমাকে মেরে ফেলব আমি!'

হুমকির মুখে বার্ট হেসে উঠল। 'ঠিক আছে, বাছা,' বলে সে হার্ভির দিকে এগোল। কিন্তু একই সাথে সে দড়ির ফাঁস হাতে লোকটার দিকে চেয়ে উদ্দেশ্যপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়ে চোখ টিপল। ছেলেটা বার্টের ওপর চোখ রেখেছিল।

তাই সে ডোভারের কব্জির হঠাৎ নড়ে ওঠা লক্ষ করল না। যখন টের পেল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে; দড়ির ফাঁসটা ছেলেটার কাঁধে এঁটে বসেছে। একটা জোর হেঁচকা টান ওকে মাটিতে ফেলে দিল। তবু পড়ে যাওয়ার আগেই সে ট্রিগার টেনে দিল, কিন্তু গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

'নরকের শয়তানের বাচ্চা,' ছেলেটাকে কাবু করে বেঁধে ফেলার পর অবজ্ঞার সাথে মন্তব্য করল বার্ট। 'ওর বয়স আর একটু বেশি হলে ওকে স্রেফ খুন করে ফেলতাম আমি। তোমাদের কেউ আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওকে ঘরে নিয়ে আটকে রাখো।'

হেনডন নিজে থেকেই ওই কাজের ভার নিতে এগিয়ে এসে ওকে ঘরে নিয়ে গেল। ছেলেটা সমানে গালি দিচ্ছে আর নিষ্ফল ভাবে পা ছুঁড়ছে। বার্ট তার ভাড়াটে গুণ্ডাদের দিকে ফিরল।

'তোমাদের কাজ শেষ হলে ছাপরায় আগুন ধরিয়ে করাল থেকে সবগুলো গরু তাড়িয়ে নিয়ে এসো,' কঠিন সুরে সাঙ্গপাঙ্গকে আদেশ দিয়ে নিজের ঘোড়া নিয়ে সে রওনা হয়ে গেল। যাকে সে আসন্ন মৃত্যুর মুখে ফেলে গেল তার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

*

একঘণ্টা পর ছেলেটা ক্রীকের ধারের ঝোপের ভিতর তার লুকানো অবস্থান থেকে বেরিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে পুড়ে ছাই হওয়া বাড়ি পার হয়ে বড় কটনউড গাছটার দিকে এগোল। ছাপরা থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে। গাছে ঝুলানো বাবার নিথর মৃতদেহটা দেখে সে ভীষণ ভাবে কেঁপে উঠল। এক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থাকার পরে পা নড়তে না চাইলেও মনের জোরেই সে আবার এগোল। মৃতদেহের নিচেই কতগুলো জিনিস স্তূপ হয়ে পড়ে আছে– পুরোনো একটা মানিব্যাগ, তামাকের থলি আর একটা পাইপ, একটা লকেট, যার ভিতর ওর মায়ের ছবি আছে বলে সে জানে, একটা ভাঁজ করা বড় ছুরি, আর একটা কাগজ। ওটাতে দ্রুতহাতে পেনসিল দিয়ে লেখা কয়েকটা শব্দ:

'গুডবাই, বাছা। খুশি মনেই আমি বিদায় নিচ্ছি। আমাকে ভুলে যেয়ো না। আমি জানি উচিত কাজই তুমি করবে। বাবা।'

পানি ভরা ঝাপসা চোখে মেসেজটা পড়ল সে।

রুদ্ধস্বরে সে আপন মনেই বলল, 'আমি যা উচিত সেটাই করব, বাবা, ওই শয়তানটাকে আমি উচিত সাজাই দেব।'

এর আগে যা সে বহুবার নিছক আনন্দের জন্যে করেছে, তাই তাকে আবারও করতে হলো; তবে এবার তা মোটেও আনন্দময় হলো না। গাছে চড়ে ছুরি দিয়ে ফাঁসির দড়িটা কেটে দিল। ঝপ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল হার্ভির শিথিল দেহ। মাথাটা ঝিমঝিম করছে ওর। কয়েক মুহূর্ত গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে নিচে নেমে এলো। বাবার গালে একটা চুমো খেয়ে ছোট্ট বাগান থেকে একটা বেলচা হাতে ফিরে এসে কবর খোঁড়া শুরু করল।

ছোট ছেলের জন্যে একটা কঠিন পরিশ্রমের কাজ। কবর দেয়া শেষ করতে বিকেল হয়ে গেল। চলে যাওয়ার জন্যে রওনা হতে গিয়েও সে হঠাৎ কি মনে

করে থমকে দাঁড়াল। পকেট থেকে ছুরিটা বের করে গাছের গোড়ায় সে তার বাবার ব্র্যান্ড ফোর বি বড়বড় অক্ষরে খোদাই করল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তবু সদ্য গাছের বাকল তুলে লেখা নামটা যেন ঝলমলে সাদা দাঁত খিঁচিয়ে অন্যায় লিঞ্চিঙের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

ছেলেটা দেখতে পেল করালের কাছেই একটা গাছের সাথে তার ঘোড়াটা বাঁধা আছে। ওটার পিঠে তারই পুরোনো জিনটা চড়ানো হয়েছে। এসবের জন্য মনেমনে হেনডনকে ধন্যবাদ জানাল টেড।

'আমি তোমার বাবার জন্যে কিছুই করতে পারব না, বাছা,' ওর বাঁধন খুলে দিয়ে বলেছিল হেনডন। 'তবে তোমাকে পায়ে হেঁটে এখান থেকে বিদায় নিতে হবে না। তোমার জন্যে আমি একটা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে করালের পাশে রেখে যাব।'

ঘোড়ার পিঠে উঠে শেষ বারের মত পিছন ফিরে তাকাল টেড। সব শেষ হয়ে গেছে।

'আমি আবার ফিরে আসব, ব্ল্যাক বার্ট,' বিড়বিড় করে বলল টেড বোলটন। 'এবং যখন ফিরব তখন তৈরি হয়েই ফিরব।'

এক

দুপুরের প্রখর ফোস্কা-পড়া রোদে হোপ এগেইন শহরটা ঝিমাচ্ছে; এই প্রচণ্ড গরমে পরিশ্রম করাটা অভিশাপ, আর ছায়া হচ্ছে একটা আশীর্বাদ। শহরের এই অদ্ভুত নামকরণের কারণ কেউ সঠিক বলতে পারবে না। হতে পারে নতুনের সন্ধানে কোন অভিযাত্রী-দল হয়ত বহু ধকল সহ্য করে প্রায় মরমর অবস্থায় দূর থেকে এদিকে গাছপালা দেখে এখানে পৌঁছে আশ্রয় পেয়ে শহরের ওই নাম রেখেছিল।

তবে এখানকার বাসিন্দাদের কাছে এখন এটা কেবল হোপ নামেই পরিচিত। কিন্তু মরুভূমি ছাড়া আর কোনদিক থেকে আসা মানুষের কাছে নামটা অযৌক্তিক বলেই মনে হবে। এটা সীমান্তের অন্যান্য যেকোন শহরের মতই। রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলো এমন দেখায় যে মনে হয় নিজেদের অসমান আর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার জন্যে যেন ক্ষমা চাইছে। বাড়িগুলোর ফাঁকে ব্যবহার করা খালি টিন আর বিভিন্ন আবর্জনা। এগুলোর মধ্যে দুটো দালানই কেবল শহরের মান কিছুটা রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে; এগুলোর একটা হচ্ছে হোটেল, আর দ্বিতীয়টা হিউগো সেলুন, যেটার নামের তলায় 'আবার এসো' লিখে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই সেলুনের সংলগ্ন একটা ডান্স হলও রয়েছে। শহরে আর যা আছে তার মধ্যে রোদে পোড়ানো ইঁটের তৈরি একটা মজবুত ব্যাঙ্ক, দুটো জেনারেল স্টোর, যার মধ্যে একটা পোস্ট অফিসের কাজও করে; এছাড়া একটা কামারশালা আর কয়েকটা ছোট সেলুনও আছে। রাস্তার দুপাশে চওড়া কাঠের ফুটপাত লোকজনের পথ চলার কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছে। উত্তরের মেসা মাউন্টিন থেকে নেমে আসা ছোট্ট নদীটার ওপর একটা কাঠের ব্রিজও আছে; ওই নদীই শহরবাসীর যাবতীয় পানির চাহিদা মেটায়। তবে নদীটা শহর থেকে মাইলখানেক এগিয়েই মরুভূমির বালুর ভিতর হারিয়ে গেছে। মরুভূমির সৌজন্যে শহরের প্রত্যেকটা বাড়ির ওপরই পুরু ধুলোর পরত পড়েছে।

শহরটাকে একেবারে পরিত্যক্ত বলেই মনে হচ্ছে। পুরো শহরে কেবল একটা ছোট সেলুনের দরজার মুখে দাঁড়ানো দুজন মানুষ ছাড়া আর কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। তাদের একজন বেঁটে আর মোটা সেলুনের মালিক, ফেনটন— যার চোখ দুটো নির্মল কৌতুকে সর্বক্ষণ ঝিকমিক করছে। অন্যজন নবাগত স্ট্রেঞ্জার।

স্বভাবতই নবাগত লোকটার সম্পর্কে জানার কৌতূহল বোধ করছে ফেনটন। কিন্তু প্রকাশ করছে না, কারণ সে ভাল করেই জানে পশ্চিমে বেশি কৌতূহল প্রকাশ করাটা ডিনামাইটের মতই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

লোকটা বেশ লম্বা, বয়স সম্ভবত তিরিশের কোঠায়। চওড়া কাঁধ আর পাতলা কোমরে তাকে দেখেই বোঝা যায় লোকটা শক্ত ধাতুতে তৈরি। ওর

কোমরের দুপাশে দুটো পিস্তল ঝুলছে, দ্রুত বের করার সুবিধার জন্যে ওগুলো পায়ের সাথে ফিতে দিয়ে বাঁধা। ওর পরনের কাউবয় পোশাক সাধারণ হলেও পরিচ্ছন্ন। ওর পিস্তল দুটোও যে বহুল ব্যবহার দেখেছে তা দেখেই বোঝা যায়। ওর ঘোড়ার ব্র্যান্ড দেখেও ফেনটনের কোন লাভ হলো না, কারণ ওটা তার অপরিচিত।

ফেনটন আড়চোখে আগন্তুককে দেখে এবার আঁচ করার চেষ্টা করছে। এই শক্ত গড়নের লোকটা কি কোন বেকার কাউবয়, নাকি একজন পিস্তলবাজ, অথবা দুটোই? লোকটা কি কারণে হোপে এসেছে, এটা তো সরাসরি আর কোথাও যাওয়ার পথে পড়ে না–তাহলে লোকটা এখানে কি কারণে এসে থাকতে পারে? লোকটার এই অদ্ভুত নীরবতা ওকে আরও কৌতূহলী করে তুলেছে।

রাস্তার একটু আগে দোতালা সেলুনের দিক থেকে পিস্তলের গুলির মত শব্দে একটা চাবুক ফোটার শব্দ শোনা গেল; একই সাথে একটা কুকুর আর্তচিৎকার দিয়ে প্রায় উড়ে এসে হোটেল থেকে বাইরের রাস্তায় ধুলোর ওপর আছড়ে পড়ল। অকথ্য ভাষায় গালি দিতে দিতে একটা লোক চাবুক হাতে বাইরে বেরিয়ে এলো। কুকুরটা নিজের দুরবস্থা কিছুটা সামলে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে রাস্তা ধরে ফেনটনের সেলুনের দিকে মাত্র রওনা হয়েছিল, কিন্তু তার আগেই চাবুকের দ্বিতীয় একটা বাড়ি ওর পিঠের কিছুটা ছাল তুলে নিল।

'আমাকে কামড়াতে চেষ্টা করার উচিত শিক্ষাই তোকে আজ আমি দেব, বেজন্মা শয়তান!'

কুকুরের 'কেঁউ' শব্দের সাথে লোকটার উল্লাসের হাসি শোনা গেল। পিস্তলের গুলির মত শব্দে যেন ম্যাজিকের মত লোকজনের মাথা হাজির হলো বিভিন্ন বাড়ির দরজা আর জানালায়। কৌতূহলী কিছু লোক ফুটপাতেও নেমে এলো, কিন্তু খুব সতর্ক আছে ওরা, যদি গোলাগুলিই হয় তবে সীসার গুলি কোনদিকে যাবে তার কোন ঠিক নেই। কি ঘটছে দেখার পর ওদের কয়েকজন হেসে উঠল। একজন মন্তব্য করল, 'পাগলা মার্টি আবার খেপেছে!'

'চাবুকটা ফেলে দাও!' কঠিন স্বরে আদেশ এলো।

স্ট্রেঞ্জার হঠাৎ সজীব হয়ে নিমেষে ফুটপাতে নেমে এলো, ওই কথাটা সে-ই বলেছে। মার্টির খুদে চোখ দুটোতে বুনো বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

'জাহান্নামে যাও তুমি,' রোষের সাথে জবাব দিল সে।

'ওটা ফেলে দাও বলছি, পাজি খটাস!' আবার নির্দেশ এলো। এবার ওর স্বরে ঠাণ্ডা হুমকির পরিষ্কার স্পষ্ট আভাস।

সেটা টের পেয়ে একটু থমকাল মার্টি। সে স্পষ্ট বুঝে নিয়েছে এখন হয় ওকে আদেশটা মানতে হবে–অথবা লড়তে হবে। সে একসাথে দুটোই করার সিদ্ধান্ত নিল। চাবুকটা ফেলে দিয়ে পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল সে। নবাগত লোকটাকে দেখে মনে হলো তার যেন কোন তাড়া নেই। মার্টি তার খাপ থেকে পিস্তল না বের করা পর্যন্ত নবাগত লোকটা একেবারে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু পিস্তলটা খাপ থেকে বের করার সাথেসাথেই কোমরের পাশ থেকে

স্ট্রেঞ্জারের বাম হাতের পিস্তল গর্জে উঠল। মার্টি কাত হয়ে ধুলোর ওপর পড়ল। পিস্তলটাও হাত থেকে ছুটে ধুলোয় গড়াচ্ছে। এবার নবাগত লোকটা মার্টির দিকে এগিয়ে গেল।

'ওই কুকুরটা কি তোমার?' প্রশ্ন করল সে।

আহত লোকটা রোষের সাথে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে তোমার কি?'

'আমি তোমার কুকুরটাকে কিনে নিচ্ছি,' ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিল লোকটা। তারপর পকেট থেকে নোটের একটা মোটা বান্ডিল বের করে ওখান থেকে একটা নোট খুলে মার্টির দিকে ছুঁড়ে দিল। 'কুকুরের দামের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি দিলাম, এবং তোমার পঞ্চাশ গুণ,' অবজ্ঞার সুরে বলল সে।

'ব্যাপারটার এখানেই শেষ নয়–এর পুরো শোধ আমি তুলে ছাড়ব!' রাগে দাঁত কিড়মিড় করে বলল মার্টি।

'আগে নিজেকে সামলে নাও তারপর আমার সামনে দাঁড়াবার কথা ভেবো।'

বাম হাত দিয়ে ডান হাতের জখম চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল সে। ওর আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটাফোঁটা রক্ত বেয়ে পড়ছে। ওকে কয়েক সেকেন্ড লক্ষ করে কুকুরটার দিকে নজর দিল বিজয়ী। ওটা অবলা প্রাণী হলেও পুরো ঘটনা দেখে সে ঠিকই বুঝেছে অকথ্য নির্যাতন থেকে ওকে কে বাঁচিয়েছে–এবং কে ওর বন্ধু। লেজ নাড়তে নাড়তে কম বয়সী কুকুরটা ওর ত্রাণকর্তার দিকে এগিয়ে এলো। ঝুঁকে মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে একটু আদর করে দিল লোকটা।

'তোমাকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, বাছা,' বলল সে। 'তোমার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে নিয়মিত খাবারও তোমার কপালে জোটেনি। ঠিক আছে, সেটার ব্যবস্থা আমি করব।'

'কাপুরুষ!'

স্বরটা নিচু, এবং যেটা মিষ্টি হওয়ার কথা, সেটা এখন রাগ আর বিদ্বেষে ভরপুর। কুকুরটাকে আদর করা ছেড়ে অবাক হয়ে লোকটা মুখ তুলে চাইল। পাশের একটা দোকান থেকে কথাটা বলা হয়েছে। বক্তা মাঝারি উচ্চতার পাতলা গড়নের সুন্দরী এক তরুণী মেয়ে। রাইডিং পোশাক পরায় ওর সুগঠিত দেহের সৌন্দর্য আর বাঁকগুলো যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। মেয়েটার গলায় একটা রুমাল কাউবয় স্টাইলে পেঁচানো রয়েছে। মাথার মোটা কাপড়ের নরম হ্যাটটা ওর বাদামী চুল পুরোপুরি ঢাকতে পারেনি। ওই চুলের ওপর রোদ পড়ে একটা চমৎকার তামাটে উজ্জ্বলতা এনেছে।

'লোকটা মরে যেতে পারত,' রাগের সাথে বলে চলল সে।

স্বভাবতই স্ট্রেঞ্জার বুঝতে পারছে যে মেয়েটা কুকুরের মালিক সম্পর্কেই কথা বলছে। লোকটার চোখে দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল।

'আমি চাইলে সে অবশ্যই মরত,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল সে। 'কিন্তু আমি কেবল ওর পিস্তল ধরা হাতটা জখম করেছি। মনে হচ্ছে তুমি কুকুর পছন্দ করো না, ম্যাম?'

'তোমার ধারণা ভুল–আসলে কুকুর আমার খুব প্রিয়,' জবাব দিল মেয়েটা। 'কিন্তু ওদের আমি মানুষের সম পর্যায়ের বলে মনে করি না।'

স্ট্রেঞ্জারের চোখদুটো আনন্দে ঝিলিক দিয়ে উঠল। 'তুমি ঠিক কথাই বলেছ,' বলে উঠল সে। 'কোনকোন সময়ে সেটা কুকুরকে অপমান করারই সামিল হয়।'

মেয়েটা নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল। 'তুমি ওই লোকটাকে উস্কে পিস্তল ড্র করতে বাধ্য করেছ। কারণ তুমি জানতে তুমিই ওর আগে গুলি ছুঁড়তে পারবে।'

'যাকে আমি আগে কখনও দেখিনি তার ক্ষিপ্রতা সম্পর্কে আমি কিভাবে জানব?' শান্ত স্বরে নিজের পক্ষে যুক্তি দেখাল সে। 'তাছাড়া সে তার পিস্তল বের করে ফেলেছিল, এবং তার উদ্দেশ্য মোটেও ভাল ছিল না।'

'হ্যাঁ, সমান সমান সুযোগ–পেশাদার খুনীর সেই চিরাচরিত অজুহাত,' মেয়েটা ঘৃণার সাথে বলল। 'তুমিও একটা খুনী, তাই ওই অজুহাত দেখাচ্ছ, আমার ধারণা পিস্তলে আরও একটা আঁচড় বাড়াবার উদ্দেশ্যেই তুমি এটা করেছ। জানো, গুলি ছোঁড়ার সময়ে আমি তোমাকে হাসতে দেখেছি!'

এক ঝটকায় পিস্তলের হাতল দুটো মেয়েটাকে দেখাতে তুলে ধরল সে। তারপর ওগুলো আবার খাপে ভরে রেখে কুকুরটার উদ্দেশে বলল, 'মনে হচ্ছে এখন থেকে বাঁট দুটোতে আমার কিছু আঁচড় কাটা শুরু করতে হবে; এই কাজটা পুরোপুরি আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে, বাছা।'

আগুন বর্ষানো চোখে মেয়েটা ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে 'তুমি অসম্ভব রকম উদ্ধত,' বলে আবার দোকানে ঢুকে পড়ল।

মেয়েটার সাথে কথা বলার সময়ে লোকটা মাথা থেকে হ্যাটটা নামিয়ে নিয়েছিল, সেটা আবার পরে নিয়ে কুকুরটাকেই বলল, 'এখানে আমরা একেবারেই অবাঞ্ছিত, বাছা, ওর কাছে আমাদের মূল্য রাস্তার ধুলোর চেয়েও কম। তবে মেয়েটা দেখলে যে চোখ জুড়িয়ে যায় তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

ওর কথা শেষ হতেই চারজন ঘোড়সওয়ার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ফেন্টনের সেলুনের পাশে এসে থামল। ওদের লীডার বিশাল দেহধারী কালো চুলের একটা লোক; নাকটা টিয়ার ঠোঁটের মতই বাঁকা। বোঝাই যাচ্ছে লোকটার মেজাজ খুব চড়ে আছে।

'তুমিই সেই লোক যে আমার একজন লোককে গুলি করেছে?' এক নিঃশ্বাসে বলল লোকটা।

'তুমি কি আমার সাথে কথা বলছ?' মুখ তুলে চেয়ে প্রশ্ন করল স্ট্রেঞ্জার। 'আমি একটা দুপেয়ে খটাসকে গুলি করেছি বটে; সে যদি তোমার আউটফিটের কেউ হয়, তাহলে বলতেই হবে মানুষ আর জন্তুর তফাৎ তুমি বোঝ না।'

লোকটা অপমানটা উপেক্ষা করে বলল, 'একটা কুকুর আর তার মালিকের মধ্যে কোন্ অধিকারে নাক গলিয়েছ তুমি?'

'আমার ডাইনে আর বাঁয়ে দুদিকেই একটা করে অধিকার ঝুলছে,' দাঁত বের করে হেসে পিস্তলের বাঁট দুটো ছুঁয়ে জবাব দিল সে।

'হুম, তাহলে তুমিও বেয়াড়া দলের একটা লোক,' অবজ্ঞার সাথে বলল সে। 'এখানে তোমার কি কাজ?'

'সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার,' উদ্ধত স্বরে বলল স্ট্রেঞ্জার; 'তুমি জিজ্ঞেস

করার কে? তুমি কি এখানকার শেরিফ বা তার কোন ডেপুটি?'

যেমন ধীর স্বরে কথাগুলো উচ্চারিত হলো তা সুস্পষ্ট ভাবেই অপমানজনক। দলপতির চোয়াল দুটো রাগে শক্ত হয়ে ফুলে উঠল।

'আমি শেরিফ নই,' বলল সে। 'কিন্তু— '

'কিন্তু তোমার আদেশেই সে চলে,' ওকে বাধা দিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বলল স্ট্রেঞ্জার। 'ভাল, সেটা তো প্রায় সমান কথাই হলো, তাই না?' এবার কঠিন সুরে বলল, 'তোমার পিছনের লোকটা যদি তার হাত স্থির না রাখে তাহলে তোমার আরও একটা লোক কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

'এর মধ্যে নাক গলাতে এসো না, ডোভার, যা করার তা আমিই করব,' বলল লীডার। তারপর আবার স্ট্রেঞ্জারের দিকে ফিরে বলল, 'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এখানে তোমার কি কাজ। আমার ধৈর্যের সীমা পরীক্ষা করতে চাওয়ার ফল ভাল হবে না।'

অপরিচিত লোকটা হাসল। 'তোমার ধৈর্যের সীমা!' বলল সে। 'না, তোমার কতটা নার্ভ আছে সেটাই আমি দেখতে চাই।' ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই লোকগুলো চেয়ে অবাক হয়ে দেখল দুহাতে দুটো পিস্তল বাগিয়ে ধরে ওদের কাভার করে আছে স্ট্রেঞ্জার। ও যে কখন পিস্তল বের করেছে তা টেরই পায়নি কেউ। 'শোনো, তোমাদের ভালর জন্যেই আমি বলছি,' ঠাণ্ডা স্বরে হুমকি দিল সে, 'তোমাদের চারজনকে ফেলে দিতে আমার চার সেকেন্ডও সময় লাগবে না।' লোকটা যে মিথ্যে হুমকি দেয়নি সেটা ওর পিস্তল ড্র করার ধরন দেখেই নিঃসন্দেহে বুঝে নিয়েছে ওরা। ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল সবাই। শেষ কথাটা ওদের দলপতিই বলল।

'এবারে তোমার জিত হলো বটে, কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ হলো মনে করলে খুব ভুল করবে—আবারও আমাদের দেখা হবে।'

'আমিও সেই আশাতেই থাকলাম,' জবাব দিল স্ট্রেঞ্জার।

অনেকগুলো কৌতূহলী লোকের বিহ্বল দৃষ্টির সামনে অভিভূত আর অপমানিত দলটা ধীর গতিতে এগিয়ে আবার এসে সেলুনের সামনে ঘোড়া থামিয়ে দরজা দিয়ে ভিতরে অদৃশ্য হলো। নবাগত লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল ফেনটন সেলুনের মালিক অবাক চোখে ওর দিকেই চেয়ে আছে।

'কি হলো, ওল্ড টাইমার? কোন সমস্যা হয়েছে?'

'সমস্যা আমার হয়নি—সমস্যাটা হয়েছে তোমার। তুমি জানো ওই লোকটা কে?' ওকে মাথা নাড়তে দেখে সে বলে চলল, 'ওর নাম ব্ল্যাক বার্ট, যদিও ওর সামনে কেউ ওকে ওই নামে ডাকতে সাহস পায় না, কেবল বার্ট বলেই ডাকে। ও যখন কথা বলে, কেউ ওর চোখে চোখ রেখে কথা বলে না—মাথা হেঁট করে থাকে।'

'তাই নাকি?' সহজ সুরে বলল সে। 'তাহলে তো এটা ওর জন্যে নতুন একটা অভিজ্ঞতা হলো।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এর গুরুত্ব ঠিক বুঝতে পারছ না তুমি। সোজা ভীমরুলের চাকে হাত দিয়েছ তুমি। এটা মোটেও হাসির ব্যাপার নয়। এই পুরো শহরটাই ওর

হাতের মুঠোয়। প্রথম সুযোগেই তোমাকে সে তার দলবল নিয়ে গুলি করে ঝাঁঝরা করবে।'

'আশা করি এই শহরে বেশ বড়সড় কবরখানা আছে, কারণ ওরা আমার সাথে লাগতে এলে ওটার প্রয়োজন হবে,' জবাব দিল সে। 'কবরে গেলে আমি একা যাব না, ওদেরও সাথে নিয়ে যাব।'

'এটা ঠিক যে তুমিও ওদের কিছু লোককে মারতে পারবে বটে, কিন্তু তাতে কি লাভ হবে? একজন লোক কি বিশজনের বিরুদ্ধে জিততে পারবে? বার্টের সাথে আমার মোটেও সখ্যতা নেই, কিন্তু তোমার পক্ষ নিলে সে আমার দোকান লণ্ডভণ্ড করে দেবে–তবু প্রয়োজন হলে তোমাকে আমি সাহায্য করব।'

স্ট্রেঞ্জারের চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তুমি খুব সাদা মনের লোক, স্যার,' বলল সে। 'এখনকার মত আমি নিজের পথ ধরছি; পরে আবার দেখা হবে।'

ওর চলায় কোনরকম তাড়া দেখা গেল না। সোজা দোকানের সামনে রাখা নিজের ঘোড়ার কাছে গিয়ে সে জিনে চেপে বসে শিস দিয়ে কুকুরটাকে ডাকল।

অবলা প্রাণী হলে কি হবে, ওর চোখের সামনে যা যা ঘটেছে সবই সে লক্ষ করেছে। কে যে তার বন্ধু সেটা সে ঠিকই বুঝেছে। শিস শোনার সাথেসাথে সে দৌড়ে ছুটে এল। শহর ছেড়ে ট্রেইল ধরার পর থেকে সে-ই ঘোড়ার আগে আগে ছুটল। যেন কাল্পনিক খরগোশের পিছনে ধাওয়া করছে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরপরই আবার ফিরে এসে নতুন প্রভুকে উত্তেজিত স্বরে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

'তুমি একটা কৃতজ্ঞ বাচ্চা কুকুর, তাই না?' কুকুরের উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রকাশ দেখে মন্তব্য করল রাইডার। 'এখনও তোমার দাম পুরোপুরি চুকানো হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস।'

সেলুনের মালিক ওকে যতক্ষণ দেখা যায় দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে থেকে শেষে নিজের খালি সেলুনের বারের পিছনে দাঁড়াল; গভীর চিন্তায় মগ্ন তার চেহারা

'সবাই তোমরা চুপ করো,' বিড়বিড় করে খালি সেলুনে যেন নিজেকেই বলল সে, 'শহরে একটা লোক এসেছে বটে!'

দুই

জ্যাক মাস্টারসন, লেজি এম র‍্যাঞ্চের মালিক তার র‍্যাঞ্চহাউসের বারান্দায় একটা চুরুট মুখে বসে চিন্তামগ্ন মনে ট্রেইলের দিকে চেয়ে আছে। ওটা একটা সরু সাদা ফিতের মত এঁকেবেঁকে হোপ এগেইন শহরের দিকে এগিয়ে গেছে। সাধারণত হাসিখুশি চেহারার লোকটাকে গত কয়েক বছর ধরেই মাঝেমাঝে একটা কালো বিষণ্ণতায় ডুবে থাকতে দেখা যায়। এই এলাকার সবথেকে ভাল এবং অনেক বর্গমাইল জায়গা জুড়ে তার র‍্যাঞ্চ থাকা সত্ত্বেও ওর এই বিষণ্ণতার

কি কারণ থাকতে পারে এটা বোঝা ভার।

অল্পক্ষণের মধ্যেই র‍্যাঞ্চারের অভিজ্ঞ চোখে ট্রেইলের ওপর বহু দূরে একটা ছোট্ট বিন্দুর মত কি যেন ধরা পড়ল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই ওটা বড় হয়ে একজন রাইডারে পরিণত হলো। ওর সামনে আরও একটা ছোট বিন্দুর মত কিছু ছুটছে।

'এটা নিশ্চয় সেই লোক,' আপন মনেই বলল র‍্যাঞ্চার। 'কিন্তু একটা কয়োটিকে সে কেন ধাওয়া করছে?'

র‍্যাঞ্চহাউসের ঢাল শুরুর কাছে ট্রেইলটা বাঁক নিয়েছে বলে রাইডার কিছুক্ষণের জন্যে বাঙ্কহাউসের আড়ালে অদৃশ্য হলো। জ্যাক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অস্থির ভাবে বারান্দায় পায়চারি করা শুরু করল। ওকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না; শীঘ্রি রাইডারকে আবার দেখা গেল। হাত তুলে সংবর্ধনা জানিয়ে বিশ গজ দূরে ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়াল সে।

'হ্যালো, জেমস: আবার তোমার দেখা পেয়ে খুব খুশি হলাম। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ভিতরে এসো।'

যে কামরায় ওরা ঢুকল সেটা এই সময় আর দিনকাল অনুযায়ী অত্যন্ত বিলাসী। পুরো কামরার মেঝে কারপেটে মোড়া; ভারী ওকের আসবাবপত্র শোভা পাচ্ছে; একটা পিয়ানোও রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত স্টেশন থেকে ওগুলো ওয়্যাগনে করে এখানে বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। খোলা ফায়ার প্লেসের সামনে পাতা রয়েছে একটা ভালুকের চামড়া। দেয়ালে শোভা পাচ্ছে নানারকম ইন্ডিয়ান ট্রোফি আর ছবি অতিথি আপ্যায়নের জন্যে টেবিলের ওপর একটা বোতলের সাথে দুটো গ্লাস রেখে চুরুটের বাক্সটা ওর দিকে ঠেলে দিল সে। একটা চুরুট তুলে নিয়ে অপেক্ষায় রইল জেমস।

'দুহপ্তা আগে আমার ফোরম্যান স্টিভকে কেউ পিছন থেকে গুলি করে হত্যা করেছে,' কথা আরম্ভ করল র‍্যাঞ্চার। 'আমি ওদের অনেক টাকা দিয়েছি, কিন্তু এখন আমার পক্ষে আর টাকা জোগাড় করা সম্ভব নয়। স্টিভ খুব অনুগত আর শান্ত প্রকৃতির লোক ছিল, এবং ওর কোন শত্রু ছিল বলে আমার জানা নেই। যে লোক ওর জায়গা নেবে তাকেও একই রকম বিপদ পোহাতে হবে। পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছ তো?'

'নিশ্চয়,' বেপরোয়া সুরে জবাব দিল জেমস।

'অনেক বছর ধরে একটা লোক আমার পিছনে লেগে আছে। এখন সে আমার গরু নিয়ে যেতে শুরু করেছে। ওকে উচিত শিক্ষা দেয়ার একটা পরিকল্পনা আমার আছে। কিন্তু এতে আমি বিফলও হতে পারি। কারণ কাজটায় বেশ ঝুঁকি আছে। তাই একজন যোগ্য লোকের হাতে আমি এই র‍্যাঞ্চের ভার তুলে দিতে চাই। সেইজন্যেই আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তোমার কি মত?'

'লোকটা কে?' প্রশ্ন করল আগন্তুক।

'ব্ল্যাক বার্ট, বার বির মালিক। মেসা মাউন্টিনের কাছে ওর র‍্যাঞ্চ,' জবাব দিল জ্যাক। 'এবার সে আমার র‍্যাঞ্চের দিকে হাত বাড়াবে।'

'আমি তোমাকে সাহায্য করব,' সংক্ষেপে জবাব দিল সে।

র‍্যাঞ্চারের চেহারা আশ্বস্ত দেখাল। পরবর্তী কথায় বোঝা গেল লোকটা আসলেই সৎ। সে বলল, 'তুমি যদি আমার প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখার জন্যে দু'এক দিন সময় নিতে চাও তাতে আমি কিছু মনে করব না। তুমি বরং একটু ভেবেচিন্তেই জবাব দিয়ো। কারণ যে-প্রস্তাবটা আমি দিয়েছি সেটা সত্যিই একটা শক্ত কাজ। এই এলাকায় বার্টই হচ্ছে সর্বেসর্বা। কেউ ওর বিরোধিতা করলে সে বেশিদিন বাঁচে না—সেইজন্যেই তোমাকে আমি সময় নিয়ে ভেবে জবাব দিতে বলছি।'

'আমার তরফ থেকে এতে ভেবে দেখার কিছুই নেই,' বলল জেমস। 'কিন্তু একটা কথা তোমাকে আমার জানিয়ে রাখা উচিত, সেটা হচ্ছে জাজ এমারি তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময়ে আমাকে জেমস গ্রীন বলে পরিচয় দিলেও আমার আসল নাম হচ্ছে এরফান জেসাপ। টেক্সাসে আমি বিদ্যুৎ এরফান বলেই বেশি পরিচিত; হয়ত নামটা তুমি শুনেছ?'

হঠাৎ সোজা বসে অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ এরফানের দিকে চেয়ে থেকে সে বলল, 'শুনেছি মানে? ওই নাম এদিকের সবার কাছেই পরিচিত। পিস্তলে তোমার হাত বিদ্যুতের মত দ্রুত চলার গল্প এখানে আমরা অনেক শুনেছি।'

'সেইজন্যে জাজকে আমার নামটা গোপন রাখতে আমিই অনুরোধ করেছিলাম, এবং তোমাকেও আমি একই অনুরোধ করছি তুমি আমাকে জেমস বলেই ডেকো। এখানে কথাটা এত সহজে জানাজানি হয়ে যাক এটা আমি চাই না; এতে আমার কাজ কিছুটা সহজ হবে।'

'বেশ, তুমি যা চাও তাই হবে। আমি জানি তোমাকে আউটলরাও যমের মতই ভয় করে। তোমার পরিচয় জানলে সহজে তোমার কাছে কেউ মুখ খুলবে না এটা আমি ভাল করেই জানি। ওই বার্ট লোকটা একটা পাকা শয়তান। সে-ই এখন আমাকে জ্বালাতন করছে।' র‍্যাঞ্চার এরফানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'শেক,' বলল সে।

হাত মিলিয়ে এরফান বলল, 'তাহলে আমিও তোমাকে জ্যাক বলেই ডাকব।'

জ্যাক বলল, 'এখন আমার আশা হচ্ছে যে আমার কপাল সত্যিই বদলাতে শুরু করেছে। আমি তো শুনেছি তোমার নিজেরই ওয়াইওমিঙে একটা বিরাট র‍্যাঞ্চ রয়েছে: তুমি এর মধ্যে নিজেকে জড়াতে যাচ্ছ কেন?'

'এমারি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এবং এতে আমার নিজস্ব কারণও কিছু আছে। তাছাড়া ইতোমধ্যে এর সাথে হরে আরও কিছু কারণ যোগ হয়েছে।' শহরে ব্ল্যাক বার্টের সাথে যা যা ঘটেছে তা খুলে বলল সে মেয়েটার কথাটা কেবল এড়িয়ে গেল।

বার বি মালিকের এভাবে সবার সামনে অপমানিত হওয়ার বর্ণনা শুনে হো হো করে হেসে উঠল জ্যাক 'ব্ল্যাক বার্ট আর তার তিন সঙ্গীর ওই দুরবস্থা নিজের চোখে দেখার জন্যে আমি ডান হাত কেটে দিতেও আপত্তি করতাম না আমার মনে হয় আগে তাকে কখনও চারজন থাকা সত্ত্বেও

একজনের বিরুদ্ধে এই ধরনের অপমান হজম করতে হয়নি। এটা সে সহজে ভুলবে না, জেমস। পাগলা মার্টিও "সাইড ওয়াইন্ডার" সাপের মতই বিষাক্ত। (ওই মরু-সাপের মুখ সামনের দিকে থাকলেও ওরা এঁকেবেঁকে পাশের দিকে চলে বলেই ওই সাপের এই নামকরণ করা হয়েছে) তোমার এখন থেকে একটু সাবধানে চলাফেরা করা দরকার।'

'আমি সবসময়েই সাবধানে চলি,' বলল এরফান। 'তোমার সব লোকজন কি বিশ্বাসী?'

র‍্যাঞ্চার মাথা নাড়ল। 'আমার সেটা জানা নেই,' জবাব দিল সে। 'ওটা তোমার নিজেকেই বিচার করে বুঝে দেখতে হবে। কিছু লোককে বার্টের চাপে পড়ে আমাকে কাজে নিতে হয়েছে। এই ব্যাপারে তোমার পুরো স্বাধীনতা থাকবে।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'তুমি বলছ বার্ট তোমার গরু নিয়ে যাচ্ছে। তুমি কি বলতে চাও সে ওগুলো চুরি করছে?'

'না, ও একটা সাক্ষাৎ শয়তান,' খেপে উঠল জ্যাক। 'সে শুধু বলে দেয় পঞ্চাশ বা একশোটা গরু পাঠিয়ে দাও, এবং আমাকে বাধ্য হয়ে তাই পাঠাতে হয়। একটা বিশেষ কারণ আছে যেজন্যে ওর প্রস্তাব আমি এখনও প্রত্যাখ্যান করতে পারছি না। তুমি এখানে এসে পড়ায় আমি স্বস্তি পাচ্ছি, জেমস; আমার বিশ্বাস যদি কেউ পারে তাহলে একমাত্র তুমিই ফিল আর আমাকে এই সমস্যা থেকে উদ্ধার করতে পারবে।'

'ফিল? আমি জানতাম না তোমার একটা ছেলেও আছে।'

'না, আমার কোন ছেলে নেই; ফিলিপা আমার মেয়ের নাম। আমার কোন ছেলে নেই বলে ওকেই আমি ফিল বলে ডাকি।'

এই সময়ে বাইরে থেকে পাতলা স্বরে একটা ডাক শোনা গেল। 'হ্যালো, দা হাউস।'

'ওই যে ফিল এসে গেছে,' বলে উঠে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চার। 'আমি একটা ছেলেই চেয়েছিলাম, কিন্তু যখন মেয়ে হলো তখন ওকে দিয়েই আমাকে ছেলের সাধ মেটাতে হলো। মনে রেখো, ও কিন্তু এসব কোন কথাই জানে না।'

জ্যাকের পিছন পিছন এরফানও বারান্দায় বেরিয়ে এলো। মেয়েটা বাবাকে আন্তরিকভাবে জড়িয়ে ধরে আদর জানানোর পরে শহরে দেখা নবাগত লোকটার দিকে ওর চোখ পড়ল। ওকে দেখামাত্র বাবাকে ছেড়ে পিছিয়ে গেল সে।

'ফিল, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল সে। 'এ হচ্ছে জেমস গ্রীন, স্টিভের জায়গায় ওকে কাজে নিয়েছি আমি।'

মেয়েটা হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়াল না। ওর চোখে কোন স্বাগত জানানোর চিহ্নও ফুটে উঠল না। 'মিস্টার গ্রীনের সাথে আমার আগেই দেখা হয়েছে,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল সে।

র‍্যাঞ্চার অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে ব্যাখ্যা করল এরফান।

'আমি কুকুরটা কেনার সময়ে মিস মাস্টারসন ওখানে উপস্থিত ছিল। আমার সাথে বেশ কিছু কথা কাটাকাটি হওয়ার পর লোকটা পিস্তল বের করে।

আমি হাতে গুলি করে ওর পিস্তলের হাত জখম করেছি সেটা তোমার মেয়ের ঠিক পছন্দ হয়নি।'

গম্ভীর সুরেই কথা বলেছে এরফান; কিন্তু তবু মেয়েটার কাছে মনে হয়েছে ওর চোখদুটো যেন ব্যঙ্গভরে হাসছে। এতে ওর রাগ আরও বাড়ল। র‍্যাঞ্চারের চোখ এরফানের ঘোড়ার পাশে ধৈর্য ধরে বসে থাকা কুকুরটার ওপর পড়ল।

'কুকুর সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞান নেই, তবে ওটাকে দেখে তো আমার কাছে নিতান্ত সাধারণ একটা কুকুর বলেই মনে হচ্ছে; ওটার জন্যে তুমি এত ঝামেলা পোহাতে গেলে কেন?'

'সাধারণ কুকুরই আমার পছন্দ। ওটা অন্তত গর্বে নাক উঁচু করে আমাকে সাধারণ কাউবয় হিসেবে হেয় মনে করবে না। না, স্যার, ওই কুকুরটা যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে। ওর চোখদুটো বেশ দূরে বসানো; আমার সাথে চলার যোগ্যতা ওর আছে।'

র‍্যাঞ্চার ওর কথায় হেসে উঠল, কিন্তু মেয়েটা ওই হাসিতে কোন অংশ নিল না। জেমস তার বিনয়ী কথার অন্তরালে যেন ভদ্র ভাষায় তাকেই খোঁচা দিল বলে মনে করে কঠিন হলো তার চোখ।

'তুমি কি আমাদের সাথে সাপার খাবে, জেমস?' প্রশ্ন করল র‍্যাঞ্চার।

'ধন্যবাদ, কিন্তু আমি অন্যান্য কাউবয়দের সাথেই খাব,' জবাব দিল এরফান। প্রস্তাবটা যে ফিলিপাও সমর্থন করেনি এটা নতুন ফোরম্যানের নজর এড়ায়নি।

র‍্যাঞ্চার মাথা ঝাঁকাল। এই সময়ে কাউহ্যান্ডদের ফিরে আসার শব্দে সে বলল, 'এসো তোমার সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দিই। আমি এখনই ফিরে আসছি, ফিলি।'

মেয়েটা নবাগত লোকটাকে ছোট্ট একটা নড করে ওখানেই দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত ওদের যাওয়া লক্ষ করল। লোকটাকে ওর পছন্দ না হলেও ওকে চিতার মত মসৃণ ভাবে চলতে দেখে নিজের অজান্তেই কেন যেন সে শিউরে উঠল।

লোকগুলো ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামাচ্ছিল, কিন্তু মালিক কিছু বলতে এগিয়ে আসছে দেখে থামল। পরিচয়ের পালা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলো।

'এ হচ্ছে জেমস গ্রীন, বয়েজ। স্টিভের জায়গায় ওকে নেয়া হয়েছে, এবং এখন থেকে সেই তোমাদের বস্।'

কিছু লোক "হাওডি" বলল, কেউ কেবল নড করল, কয়েকজন শুধু চেয়ে থাকল। এরফানের কাছে ওদের দৃষ্টি ঠিক বন্ধুসুলভ বলে মনে হলো না। সে নিজেও নীরব থেকে মনেমনে ওদের কেবল যাচাই করল।

'পাশের ওটাই তোমার থাকার কামরা, জেমস,' বলে আঙুল তুলে পাশেই কাঠের তৈরি ছোট একটা বাসা দেখাল জ্যাক। 'ওটা আগে থেকেই গুছিয়ে রাখা হয়েছে, তোমার যদি আর কিছুর দরকার হয় তবে রাঁধুনীকে জানালেই তা পাবে; পরে আবার দেখা হবে।'

এরফান ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন আর ব্যাগ নামিয়ে ওকে করালে ছেড়ে দিয়ে নিজের নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে ঢুকল। এক রুমের কেবিনটায় একটা বিছানা,

একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার রাখা আছে সামনে এবং পিছনে একটা করে জানালা রয়েছে. বাচ্চা কুকুরটা ভিতরে ঢুকে চারপাশ একবার ভাল করে শুঁকে দেখে বিছানার গোড়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে প্রভুর দিকে চেয়ে শুয়ে থাকল।

'কি রে, জায়গাটা তোর পছন্দ হয়েছে তো, টমি?' প্রশ্ন করল এরফান। সে ওটার নাম রেখেছে টমি।

টমি কোন জবাব দিল না। জামা কাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলে দরজার দিকে এগোল এরফান। বাইরে থেকে কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'কুকুর আমি মোটেও পছন্দ করি না,' বলছিল রাঁধুনী ড্যানিয়েল। 'রাতের বেলা ওদের আমি ভীষণ ভয় পাই।'

এরফানের আগমনে ওর কথায় ছেদ পড়ল। বিশালদেহী নিগ্রো লোকটা ছোট্ট টমিকে দেখে ভয়ে যেভাবে কুঁকড়ে গেল তাতে নতুন ফোরম্যান হেসে ফেলল।

'আমি তোমাকে ওদের বশ করার নতুন একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিচ্ছি, ড্যানিয়েল,' বলল সে। 'তুমি ওকে একটা বড় মাংসের টুকরো খেতে দাও, দেখবে সে তোমার সারা জীবনের বন্ধু হয়ে গেছে। ওরা মানুষের মত নয়—একবার তোমার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পেলে সেটা সে কখনও ভুলবে না।'

কালো লোকটা বিশদ একটা হাসি দিল। 'ঠিক আছে, স্যার, ওকে আমি পেট ভরেই খেতে দেব,' বলল সে।

সাপারের সময়ে তাই ঘটতে দেখা গেল। লম্বা টেবিলের মাথায় বসে আর সবার সাথে খাচ্ছে এরফান। ওর পায়ের কাছে বসে বড় এক টুকরো মাংস চিবাচ্ছে টমি। এরফান নিজে চুপ করে খাওয়ার ফাঁকে তার সামনে বসা লোকগুলোকে যাচাই করে দেখছে। ওখানে মোট দশজন লোক রয়েছে, সে জেনেছে আরও তিনজন লোক দূরবর্তী লাইন ক্যাম্পে কাজ করছে। যুবক বয়সের লোকের সাথে কিছু মাঝবয়সী লোকও রয়েছে ওখানে। ওদের সবাইকে বেশ শক্ত সমর্থ লোক বলেই এরফানের ধারণা হলো। তবে ওদের মধ্যে একজন বিশেষ করে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। লোকটার নাম বুল ডেভিস। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি; নামের সাথে ওর যথেষ্ট মিল আছে। ষাঁড়ের মতই শক্তিশালী মাঝারি গড়নের মানুষটার চোখদুটো ওর বিশাল মাথায় খুদে দেখাচ্ছে। ও যে এরফানের কর্তৃত্ব ঠিক মেনে নিতে পারেনি এটা ওর চেহারায় স্পষ্টই প্রকাশ পাচ্ছে। বিরক্তি নিয়ে সে এখন তার কফির দিকে চেয়ে আছে।

'এই কালো কালির ডিব্বা,' চিৎকার করল সে. 'এটা কি তৈরি করেছ তুমি?'

একটু মুচকি হেসে এরফান তার কফিতে চুমুক দিয়ে স্বাদ নিয়ে দেখল। 'আমার কাছে তো বেশ ভালই মনে হচ্ছে,' শান্ত স্বরে বলল সে।

'তোমার কাছে তাই মনে হচ্ছে?' টিটকারির সুরে বলল বুল। 'যে যেমন খেয়ে অভ্যস্ত স্টিভ কখনও এটা বরদাস্ত করত না—সে তার কাজ ঠিকই বুঝত।

ওর মত ভাল ফোরম্যান আমরা আর সহসা পাব না।

ইচ্ছাকৃত ভাবে বেয়াড়া ব্যবহার করার চেষ্টা ওর ভাবে স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু এরফান কোন জবাব দেয়ার আগেই পাতলা গড়নের ছেলে ল্যাঙ্কি বলে উঠল, 'হ্যাঁ, স্টিভ সত্যিই ভাল লোক ছিল বটে, বুল, কিন্তু তুমি এটা আবিষ্কার করতে একটু বেশি দেরি করে ফেলেছ না?' দাঁত বের করে হাসল সে। 'এতদিন পরে দরদ হঠাৎ করে কেন উথলে উঠল? আমরা সবাই স্টিভের লাশ আনতে যাওয়ার সময়ে তুমি কোথায় ছিলে? ওর জন্যে কোন শোক তুমি প্রকাশ করোনি। এমনকি ওকে কবর দেয়ার সময়েও আমরা কেউ তোমাকে দেখিনি। আমার তো সন্দেহ হয় ওর জায়গায় নিজে ফোরম্যান হওয়ার আশায় হয়ত তুমি নিজেই ওকে খুন করেছ বা করিয়েছ!'

ওদের মধ্যে কথা কাটাকাটি মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার আগেই এরফান এতে বাধ সাধল।

'মাস্টারসন আমাকে বলেছিল যে স্টিভের মৃত্যুটা পুরোপুরি একটা রহস্য, ওর কোন শত্রুই ছিল না,' টেবিলে উপস্থিত সবার উদ্দেশে শান্ত স্বরে বলল এরফান।

'এতে রহস্যের কিছু নেই,' বলে উঠল বান্ডি, যাকে সবাই ঠাট্টা করে "হাড়ের বান্ডিল" বলেই ডাকে—কারণ ওর দেহে হাড় আর চামড়াই কেবল আছে। 'কাজটা ব্ল্যাক-মাস্ক ছাড়া আর কারও নয়; এটা আমি বাজি ধরে বলতে পারি।'

'এমন কথা প্রচার করে বেড়ালে তুমি নিজেই স্টিভের সাথে আলাপ করে উত্তরটা জেনে নেয়ার সুযোগ পাবে,' সাবধান করল ল্যাঙ্কি।

'এই ব্ল্যাক-মাস্কটা কে?' প্রশ্ন করল এরফান। 'ওর কথা আমি এই প্রথম শুনলাম।'

'অর্থাৎ ওল্ড ম্যান (মালিক) তোমাকে ওর কথা কিছুই বলেনি? আশ্চর্য ব্যাপার!' বলে উঠল ল্যাঙ্কি। ওর কথার সুরে বোঝা গেল এমন জরুরী একটা কথা না জানানো নতুন ফোরম্যানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করারই সামিল।

উক্তিটা উপেক্ষা করেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বান্ডির দিকে তাকাল এরফান।

'ব্ল্যাক-মাস্ক একজন লোক নয়, ওরা একদল ডাকাত; যারা এদিক-ওদিক সবখানেই ডাকাতি করে বেড়ায়। ওদের পরিচয় কেউ জানে না,' জবাব দিল বান্ডি। 'শোনা যায় পাহাড়ের চূড়ার কাছে একটা গুহায় ওরা থাকে। হোপের একটা লোক দাবি করেছিল যে ওদের আস্তানা সে চেনে। পাসিকে পথ দেখিয়ে ওখানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবও সে দিয়েছিল; কিন্তু শেরিফ টেলর হেসেই ওর কথা উড়িয়ে দিয়ে ওকে ঘুময়ে মাথা ঠাণ্ডা করতে বলল। এখন সে তাই করছে—কবরখানায়।'

'সে কিভাবে মরল?' জানতে চাইল ফোরম্যান।

'লোকটা হোপে একজন স্ট্রেঞ্জারের বিরুদ্ধে ছুরি ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায় নেমে হেরে যায়,' ব্যাখ্যা করল সে।

'ওদের কি স্টিভের বিরুদ্ধে কোন আক্রোশ ছিল?'

'মনে হয় না, তবে হতে পারে যে সে ঘুরতে ঘুরতে ওদের আস্তানার কাছাকাছি কোথাও পৌঁছে গেছিল,' নিজের মত জানাল সে। 'ব্ল্যাক-মাস্কের দলটা সত্যিই সাংঘাতিক। ব্লাডি বার্ট পর্যন্ত ওদের চটাতে সাহস পায় না।'

'হাহ্, তোমার কথা শুনে হাসি পায়,' বলে উঠল বুল ডেভিস। 'একটু অবসর পেলেই বার্ট ওখানে হানা দিয়ে ওদের জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে।' বাস্তির উক্তিতে বুলকে এমন কঠিন প্রতিবাদ শুনে এরফানের ধারণা হলো সম্ভবত জ্যাককে চাপ দিয়ে বার্টই এই লোকটাকে তার র‍্যাঞ্চে কাজে নিতে বাধ্য করেছে।

'বার্টের একটু অবসর পেতে খুব লম্বা সময় লাগছে,' মন্তব্য করল শান্ত প্রকৃতির মাঝ-বয়সী রে এদারটন। 'আমার মনে হয় এখানে যদি বিদ্যুৎ এরফান থাকত, যে হ্যাচেট্‌স ফলি গ্যাঙকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল, তাহলে ব্ল্যাক-মাস্কের দল পালিয়ে কূল পেত না।'

'শুনেছি ওর হাত নাকি দারুণ চালু,' যোগান দিল ল্যাঙ্কি।

'শুধু চালু?' বলে উঠল রে। "বিদ্যুৎ"ই ওর উপযুক্ত নাম।

'হাহ্, আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওর হাত এখন আর আগের মত চালু নেই,' বলল বুল। 'বিয়ে করে সংসারী হওয়ার পর মানুষ অনেক ধীর হয়ে যায়।'

টেবিলের মাথায় বসে এরফান ওদের কথাবার্তা শুনে মনেমনে পুলকিত হচ্ছে। তাহলে বিদ্যুৎ এরফানের কথা এরা এখনও ভোলেনি। সে ভাবছে বয়স্ক এদারটন লোকটা তাকে আগে কখনও দেখেনি তো? কিন্তু কাউবয়ের চেহারা খুঁটিয়ে লক্ষ করেও লোকটার চেহারায় তাকে চেনার কোন লক্ষণ দেখতে পেল না। সে মনে করে না যে বিয়ে করায় পিস্তলে তার দক্ষতার একটুও ঘাটতি ঘটেছে। সময়ই এর প্রমাণ দেবে। যাহোক, আবার খেলায় নেমে সে বেশ ভাল বোধ করছে। খাওয়ার শেষে কিছুক্ষণ সে তার কর্মচারীদের সাথে এটা-ওটা নিয়ে আলাপ করে নিজের ঘরে ফিরল। তৃপ্ত টমিও ওর পিছন পিছন কামরায় ঢুকল–রাঁধুনী ওর ভাল যত্নই নিয়েছে। পুরো একঘণ্টা এরফান সিগারেট ফুঁকে আর বিভিন্ন চিন্তা করেই সময় কাটাল। এটা সুস্পষ্ট যে মাস্টারসন খুব দুশ্চিন্তায় আছে। র‍্যাঞ্চটা কিভাবে রক্ষা করা যাবে তাই নিয়েই ওর এত চিন্তা। সন্দেহ নেই যে সে খুব বিপজ্জনক একটা পথ বেছে নিয়েছে। তার পুরোনো বন্ধু জাজ এমারি নিজে এসে ওকে এই কাজটা নিতে অনুরোধ জানাল, তখনই সে বুঝেছিল কাজটা মোটেও সহজ হবে না।

তিন

পরদিন সকালে নাস্তা শেষ করার পরেই এরফান বাইরে বেরিয়ে দেখল কাউবয়রা সবাই কাজে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে করালের কাছে দাঁড়িয়ে ওর নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। ওইদিন কাকে কোন্ কাজে যেতে হবে সেটা জানতে

পারলেই ওরা রওনা হবে। বুল ডেভিস, হেনডন, এবং একজন মেক্সিকান–যাকে সে মারিও নামে ডাকতে শুনেছে, ওরা একটা পৃথক দলে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে দেখে নতুন ফোরম্যান গোলযোগের গন্ধ টের পেয়ে সোজা ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

'স্টিভের মৃত্যুর পর থেকে তুমিই অস্থায়ী বস্ হিসেবে কাজ চালাচ্ছিলে,' বুলকে বলল সে, ওকে করে অসন্তুষ্ট ভাবে নড করতে দেখে এরফান বলল, 'আপাতত তুমি সেটাই চালিয়ে যাও।'

বুলের চোখদুটো একটা হিংস্র আনন্দে জ্বলে উঠল। সে মনে করল এই নতুন ফোরম্যান যদি তাকে ভয় নাও পায়, তবু লোকটা ঝামেলা এড়িয়ে যেতে চাইছে। কাঁধ সোজা করে চ্যালেঞ্জিং ভঙ্গিতে বুক ফুলিয়ে সে বলল, 'যে চাকরিটা তুমি পেয়েছ সেটা ন্যায্যত আমাদেরই কারও পাওয়া উচিত ছিল। আমার বিশ্বাস র‍্যাঞ্চার এই আউটফিটের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বাইরের একজনকে ধরে এনে আমাদের মাথার ওপর ফোরম্যান করেছে।'

ঝড়ের আগের থমথমে একটা পরিবেশ বিরাজ করছে। চুপ করে দেখছে সবাই। এরফানের মাথায় দ্রুত চিন্তা চলছে। সে এখনই দলের কারও সাথে সরাসরি বিরোধে যেতে চাইছে না বটে, কিন্তু যাদের নিয়ে তাকে কাজ করতে হবে তাদের অন্তত বুঝিয়ে দেয়া দরকার; যে-কাজের ভার তাকে দেয়া হয়েছে সেটার জন্যে সে সত্যিই উপযুক্ত লোক। ডেভিসের দিকে তাকাল সে, ওর চাহনিতে আমোদ পাওয়ার ভাব একটা দেখা যাচ্ছে।

'এতে আমার কি করার আছে?' প্রশ্ন করল সে। 'তুমি কি আশা করছ আমারই মাস্টারসনকে গিয়ে বলা উচিত যে সে ভুল লোককে কাজে নিয়েছে?'

দর্শক কয়েকজনকে চাপা হাসি হাসতে শোনা গেল। বোঝা যাচ্ছে ওদের কাছে বড় গলায় নতুন ফোরম্যানের মুরোদ সে আজ পরীক্ষা করে দেখবে বলে বড়াই করে এসেছে; কিন্তু এখন বুঝতে পারছে লোকটার সাথে কথায় পারা যাবে না।

'মাস্টারসনকে কিছু বলার দরকার হলে সেটা আমি নিজেই বলতে পারব,' ওর মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠেছে।

'বেশি কিছু বলার দরকার নেই, শুধু এটুকু বললেই চলবে যে আমি তোমাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেছি। তোমার পাওনা টাকা সে বুঝিয়ে দেবে,' শান্ত স্বরেই কথাগুলো বলল এরফান। কিন্তু ওকে হুমকির ভঙ্গিতে পিস্তলের বাঁটে হাত রাখতে দেখে বলল, 'ওটা ধরে মিছেই তুমি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ; ওটা খাপ থেকে বের করার সাহস তোমার নেই।'

কয়েক সেকেন্ড পরস্পরের দিকে চেয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। মাত্র দুগজ দূরে দুজনেই ড্র করার ভঙ্গিতে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে অপর পক্ষ থেকে সামান্যতম নড়াচড়ার ওপর সতর্ক নজর রেখেছে। তারপর বুল এদিক ওদিক চেয়ে শেষে চোখ নামিয়ে নিল।

'আমি যেমন বলেছিলাম–কাপুরুষ,' বলে এরফান ফেরার জন্য অর্ধেকটা মাত্র ঘুরেছে।

'ড্যাম ইউ,' চিৎকার করল বুল। 'আমি–

কিন্তু ছোবল দিয়ে বুল পিস্তল বের করার আগেই আড়চোখে ওর হাত নড়ে উঠতে দেখে এরফান স্টীলের মত শক্ত আঙুলে বাম হাতে ওর কব্জি ঠেসে ধরল। একই সাথে ওর ডান হাত বুলের গলায় চেপে বসল।

নড়াচড়ায় অক্ষম লোকটা প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল। এরফানের আঙুলগুলো বুলের গলায় আরও এঁটে বসছে। লোকটার চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, চেহারাটাও বেগুনি হয়ে ওর প্রায় মরার দশা হয়েছে দেখে জোরে আকস্মিক একটা ধাক্কায় ওকে মুখ থুবড়ে ধুলোর ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল এরফান। ফুঁপিয়ে শ্বাস নিয়ে নিজেকে কিছুটা সামলে উঠে দাঁড়াতে সে বেশ সময় নিল।

'র‍্যাঞ্চহাউসে গিয়ে নিজের পাওনা বুঝে নিয়ে ট্রেইল ধরো,' ওকে সংক্ষেপে নির্দেশ দিল ফোরম্যান।

শয়তানের মত একটা চাহনি দিয়ে বিড়বিড় করে ওকে হুমকি দিতে দিতে মাথা নিচু করে ওর নির্দেশ পালন করল পরাজিত বুল।

এরফান আর সবার দিকে ফিরে দাঁড়াল। পুরো অ্যাসিডে ভরা স্বরে সে বলল, 'আর কারও কোন বক্তব্য আছে?'

'আমিও মিস্টার ডেভিসের সাথে যাচ্ছি,' বলল মেক্সিকান।

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ফোরম্যান। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এবার হেনডনের দিকে তাকাল সে। একটা হাসি দিয়ে ওর অব্যক্ত প্রশ্নের জবাব দিল হেনডন।

'আমি এখানেই থাকছি,' জানাল সে।

'ভাল কথা,' বলে সবাইকে দিনের কাজ বুঝিয়ে দেয়ার কাজে মন দিল সে।

'ঈশ্বর!' হেনডনের সাথে কাজে যেতে যেতে বলল ল্যাঙ্কি। 'তুমি দেখেছ? লোকটা বুলকে শায়েস্তা করার সময়ে রীতিমত হাসছিল!'

'হাসছিল?' খেপে উঠল হেনডন। 'হ্যাঁ, নেকড়ে যখন বাছুরকে শিকার করে মাটিতে ফেলার সময়ে যেমন দাঁত খিঁচায় ঠিক তেমনি। আমার বিশ্বাস বুলের কাছে এখন ফাঁসি আর নতুন কোন অভিজ্ঞতা বলে মনে হবে না।'

লোকজনকে কাজে পাঠিয়ে এরফান সোজা র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকল। বাইরের কামরাতেই জ্যাক আর তার মেয়ের দেখা পাওয়া গেল। মেয়েটা রাইডিঙে যাওয়ার পোশাক পরেছে। এরফানকে দেখে মেয়েটার ভুরু একটু কুঁচকাল।

'হ্যালো, জেমস, তুমি এখনই আগাছা ছাঁটতে শুরু করে দিয়েছ শুনলাম,' স্বাগত জানাল র‍্যাঞ্চার।

'হ্যাঁ, দুজন কর্মচারীকে বিদায় দিতে বাধ্য হলাম,' এরফান একটু হাসল। 'এখানকার কাজে ওদের মন ছিল না।'

'তুমি আসার আগে পর্যন্ত ওরা মন দিয়েই কাজ করছিল,' আপত্তি জানাল ফিল। 'ওরা দুজনই বিশ্বস্ত লোক ছিল, মিস্টার বার্টের সুপারিশে ওরা এসেছিল।'

এই তীব্র আক্রমণের তিক্ততা এরফানকে অবাক করল। কিন্তু শান্ত আর স্বাভাবিক স্বরেই এরফান বলল, 'আমি জানতাম না যে ওরা তোমার প্রিয়পাত্র, মিস মাস্টারসন।'

'আমি কাউবয় বা মেক্সিকানদের সাথে বন্ধুত্ব করি না,' ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিল ফিল। 'আমার ধারণা তোমার নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করেই তুমি ওদের উস্কে পিস্তলের লড়াইয়ে নামাতে চেয়েছিলে?'

হাসল এরফান। 'এবং আমার পিস্তলে আরও দুটো আঁচড়, না? ভালই বুঝেছ; বুলকে উস্কানোর জন্যে আমি যা করেছিলাম, সেটা হচ্ছে ওকে আমি ডেপুটি ফোরম্যান নিযুক্ত করতে চেয়েছিলাম, সে বিনা যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করল—একটা ধন্যবাদও দিল না। বরং আমি ঘুরতেই সে যখন আমাকে পিছন থেকে গুলি করে মারার চেষ্টা করল, তখন বাধ্য হয়েই ওকে আমার একটু শায়েস্তা করতে হলো। মেক্সিকানটাও ওর পিছু নিল।'

'মিস্টার বার্ট ব্যাপারটা পছন্দ করবে না,' মেয়েটা বলল।

'ড্যাম বার্ট,' রাগে ফেটে পড়ল জ্যাক। 'এটা আমার র‍্যাঞ্চ এবং আমিই এটা চালাচ্ছি। আমি যখন একটা লোককে এটা চালাবার ভার দিয়েছি, তখন তাকে আমি শেষ পর্যন্ত ব্যাক করব। সত্যিই প্রয়োজন মনে করলে তুমি ইচ্ছে করলে এই আউটফিটের সবাইকে বরখাস্ত করতে পারো, জেমস। আমার সাথে কি তোমার আর কোন কথা ছিল?'

'না, আমি এখন রেঞ্জটা একটু ঘুরে দেখে আসতে যাচ্ছি,' বলল এরফান। আড়চোখে রাইডিঙের পোশাক পরা ফিলিপার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলল ওর মাথায় সে বলে উঠল, 'আমি ভাবছি মিস মাস্টারসনের যদি রাইডিঙে যাওয়ার প্ল্যান থেকে থাকে তাহলে সে হয়ত আমাকে রেঞ্জটা একটু ঘুরিয়ে দেখাতে পারে।'

এরফানের ঔদ্ধত্য দেখে মেয়েটার চেহারায় বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। 'না, আমার অন্য একটা কাজ আছে,' সে সংক্ষেপে জবাব দিল।

রেঞ্জটা ঘুরে দেখতে বেরিয়েছে এরফান। উৎফুল্ল টমি ঘোড়ার কয়েক গজ আগে আগে ছুটছে। ওর উদ্দেশে এরফান বলল, 'ওই রাজকুমারীর অন্য কাজ আছে, টমি, কাজটা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। মেয়েটা আমাদের মোটেও দেখতে পারে না। না, এটা খুশি হওয়ার কোন কথা নয়—ওর ঘাড়ে আমরা একটা বিষ ফোঁড়া ছাড়া আর কিছুই নই।'

*

প্রায় মাঝরাত হবে হঠাৎ এরফানের ঘুম ভেঙে গেল বিছানার পায়ার কাছে শোয়া টমির গলার ভিতর থেকে নির্গত নিচু গরগর শব্দে। উঠে চারপাশে চেয়ে দেখল সে। আকাশে চাঁদ নেই, কিন্তু তারার ক্ষীণ আলোয় অস্পষ্ট ভাবে কিছুটা দেখা যাচ্ছে। তার মনে হলো যেন পিছনের জানালায় আবছা কিছু ওর চোখে পড়ল।

'চুপ থাকো, বাছা,' ফিসফিস করে টমিকে নির্দেশ দিয়ে স্থির হয়ে বসে থাকল সে। ডান হাতে চলে এসেছে ওর একটা পিস্তল।

যেটাকে সে ছায়া ভেবেছিল সেটা আবার দেখতে পেল সে। এবার জানালাটা একটু ককিয়ে উঠল, মনে হলো কেউ যেন জোর করে ওটা খোলার চেষ্টা করছে। এরফান একটুও নড়ল না। অল্প সময়ের জন্যে কোন শব্দ হলো না। সম্ভবত ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয়নি মনে করেই নিশ্চিন্ত হয়ে

গোপনে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা আবার শুরু করল। আবার জানালা ক্যাঁকিয়ে ওঠার শব্দ শোনা গেল। জানালাটা এখন ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক হয়েছে; ফ্লপ শব্দে মেঝের ওপর কিছু পড়ার পরই জানালা থেকে একটা মুখ অদৃশ্য হলো। কিন্তু তার আগেই সে দেখতে পেয়েছে ওই মুখটা কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল নিজের মনেই হাসল এরফান; সম্ভবত এই আউটফিটেরই কেউ নতুন ফোরম্যানের সাথে মস্করা করার জন্যেই ওকে ব্ল্যাক-মাস্কের গল্প শুনিয়েছে।

'ড্যাম ফুল, সে যেই হোক,' বিড়বিড় করল এরফান, 'আমি যদি গুলি করতাম–'

ওর বাক্যটা অসমাপ্তই রয়ে গেল, কারণ ওই মুহূর্তেই সে মেঝের ওপর পড়া কুণ্ডলীর থেকে একটা ক্রুদ্ধ হিসহিসানির সাথে র‍্যাটল স্নেকের লেজের ঝুনঝুনি শুনতে পেল। বিপদ টের পেয়ে কুকুরটাও ঘেউঘেউ শুরু করল। কুকুরের মাথায় হাত রেখে ওকে শান্ত করল এরফান।

কান পেতে শুনে সে বোঝার চেষ্টা করছে সাপটার অবস্থান। কিন্তু মাটির মেঝের ওপর ওটার নড়াচড়ার কোন শব্দই শোনা গেল না। এরফান জানে র‍্যাটল স্নেক ভীতু প্রাণী। একান্ত কোণঠাসা না হলে ওরা কাউকে আক্রমণ করে না। কিন্তু আবদ্ধ অবস্থায় থাকার পর ওটার মেজাজ এখন কেমন আছে তার কোন ঠিক নেই। ভয়ে ভয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বিছানার পাশে রাখা বুট দুটো তুলে পরে নিল সে।

উত্তেজনাময় একটা পরিস্থিতি। লম্বা লম্বা দুই কদমে ঘরের মাঝখানে পৌঁছে টেবিলের ওপর থেকে হাতড়ে ম্যাচের বাক্স খুঁজে পেল বটে কিন্তু বাতিটা হাতের কাছে পেল না। ওটা খুঁজতে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে আর প্রতি পদক্ষেপেই ভয় হচ্ছে এই বুঝি সাপটা পায়ের তলায় চাপা পড়ল। তা ঘটলে সাথেসাথে ওর পায়ের মাংস ভেদ করে ঢুকে যাবে সাপের তীক্ষ্ণ বিষদাঁত। টেবিলের ওপর রাখা বাতিটা খুঁজে পেয়েই ম্যাচ জ্বালাল এরফান। ম্যাচের আলোয় ওর চোখে পড়ল মাত্র এক গজ দূরেই সাপটা আধা কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথা তুলে আঘাত হানার জন্যে তৈরি হয়েছে। ঠিক সময় মতই লাফিয়ে পিছিয়ে গিয়ে সাপের চ্যাপ্টা মাথায় গুলি করল এরফান। বাতিটা জ্বালিয়ে লাথি মেরে মৃত সাপটাকে দূরে পাঠিয়ে দিল সে। মারা গেলেও সাপের দেহটা তখনও পাকাচ্ছে। বাইরে একদল লোকের ছুটে আসার শব্দ আর কথাবার্তার সাড়ার সাথে দরজার ওপর নক করার আওয়াজ শোনা গেল। ওটা খুলে সে দেখল তারই লোকজন গুলির শব্দে রাতের পোশাক পরেই ছুটে এসেছে। কিন্তু সবার হাতেই রয়েছে পিস্তল।

'কি ঘটেছে?' প্রশ্ন করল হেনডন–সেই সবার আগে ছিল।

'একটা ডায়মন্ড-ব্যাক (র‍্যাটল স্নেকের স্থানীয় নাম) দেখা করতে এসেছিল,' ব্যাখ্যা করল এরফান। 'বাধ্য হয়ে ওটাকে মেরে ফেলতে হলো।'

লোকগুলো ভিতরে ঢুকে সাপটাকে পরীক্ষা করে দেখল। বিশাল লম্বা একটা সাপ।

'দশটা র‍্যাটল,' (প্রতি বছর ওদের লেজে বিষাক্ত র‍্যাটলের সংখ্যা একটা করে বাড়ে) মন্তব্য করল ওদের একজন। 'নিশ্চয় ওটার অনেক বাচ্চাকাচ্চা

আছে। ওরাও সঙ্গে আসেনি তো?'

সবাই মিলে কামরাটা ভাল করে খুঁজেও আর কোন সাপ দেখতে পেল না। ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে বাঙ্কহাউসে ফিরে গেল; কেবল হেনডন ইতস্তত করছে।

'ওটার এখানে ঢোকাটা সত্যিই একটা আশ্চর্য ব্যাপার,' বলল সে। 'এই কামরার চারপাশেই কাঁকর দিয়ে ছাওয়া আছে, এবং ওরা কাঁকরের ওপর দিয়ে চলা পছন্দ করে না।'

জানালার কাছে গিয়ে সে ঝুঁকে একটা কিছু হাতে তুলে নিল। 'ওটা এখানে বাস করার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছিল—সাথে সে নিজের ব্যাগও নিয়ে এসেছিল।' চামড়ার ব্যাগটা তুলে ধরল সে। ওটায় ফিতে টেনে মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা আছে। ওটা থেকে র‍্যাটল স্নেকের বোটকা গন্ধ বেরোচ্ছে। 'তোমার জীব-জন্তু প্রীতির কথা সবাই জানে,' বলে চলল সে। 'এর পরে তুমি হয়ত একটা দুর্গন্ধময় স্কাঙ্কই পোষা শুরু করবে।'

'আজ রাতেই একটাকে আমি পেতে পারতাম,' জবাব দিল ফোরম্যান, কিন্তু আর কোন তথ্য সে প্রকাশ করল না। যদিও এই লোকটাকে এখনও বিশ্বাসী বলেই মনে হয়, তবু এখনই কিছু বলা ঠিক হবে না। তাকে হত্যা করার একটা জঘন্য চেষ্টা যে আজ করা হয়েছিল তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তার হাতে এমন কোন প্রমাণ নেই যাতে ওই অপরাধীকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। হেনডন চলে যাওয়ার পর টমিকে সময় থাকতে ওকে সাবধান করার জন্য একটু আদর করে ধন্যবাদ জানিয়ে এরফান আবার শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমানোর আগে সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, যেহেতু হেনডন, বুল আর মারিওর সাথেই দাঁড়িয়ে ছিল, তাই ওর ওপর সে নজর রাখবে।

সকালে সূর্য ওঠার সাথেই এরফান বাইরে জানালার কাছে গিয়ে ট্র্যাক খোঁজা শুরু করল। কিন্তু হেনডনের কথাই ঠিক, চারপাশে খোয়া বিছানো থাকায় কোন চিহ্নই দেখা গেল না। কিন্তু দশ গজ দূরে এক চিলতে বালু ঘাস থেকে খোয়াকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ওখানেই ট্র্যাকের প্রথম চিহ্ন দেখতে পেল এরফান। এক জোড়া গভীর গোড়ালির ছাপ রয়েছে ওখানে। লোকটা যে ওখানে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছে সেটা ছাপের গভীরতায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ওটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে এরফান দেখল ডান গোড়ালির বুটে ছোট্ট একটা ক্রস চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। মাস্টারসন পুরো ঘটনা শোনার পর হেসেই কথাটা উড়িয়ে দিল।

'ব্ল্যাক-মাস্কের কাছ থেকে আমাদের ওপর কখনও কোন হামলা আসেনি, এবং সেটা আমি চাইও না,' বলল সে। 'ওরা বড় জোর মাঝেমধ্যে আমাদের একটা-দুটো গরু হয়ত নেয়; কিন্তু সেটা শুধু খাবার উদ্দেশেই—বিক্রি করার জন্যে নয়। এমন নীচ কাজ কখনও ওরা করবে না। মনে হয় এতে কোন গ্রীজারের হাত আছে।' (ঘৃণা প্রকাশ করতে আমেরিকানরা মেক্সিকানদের ওই নামে ডাকে।)

র‍্যাঞ্চারের জবাব, এরফানের সাথে মিলে যাওয়ায় আর কথা না বাড়িয়ে ওখানেই কথা শেষ করল এরফান। সারাদিন আবার রেঞ্জ দেখে কাটিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে সে দেখল একটা লোক ওর সাথে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করছে।

মাঝারি উচ্চতার লোকটা নাদুসনুদুস গড়নের। গোলগাল চেহারা রোদে পুড়ে বাদামী না হয়ে একটু লালচে দেখাচ্ছে।

'আমি আন্দাজ করছি তুমিই এই আউটফিটের ফোরম্যান,' বলল কমবয়সী যুবক।

'তোমার আন্দাজ করার ক্ষমতা বেশ ভাল,' বলল এরফান। 'তা তোমার সমস্যাটা কি?'

অতিথির হালকা নীল চোখদুটো ঝিলিক দিচ্ছে। 'একমাত্র পকেটে প্রচণ্ড শূন্যতা ছাড়া আমার আর কোন সমস্যা নেই,' জবাব দিল সে।

'তুমি কি চাকরি খুঁজছ?' প্রশ্ন করল এরফান।

'একটা চাকরি আমার প্রয়োজন, যেটা সম্ভবত একই কথা হলো,' জবাব দিল সে। 'মুশকিলটা হচ্ছে বহু বছর আগেই আমি খুব খারাপ একটা অভ্যাস করে ফেলেছি, যেজন্যে নিয়মিত খাবার না খেলে এখন আর আমার চলে না।'

'এই ধরনের অভ্যাস ছাড়া খুবই কঠিন,' স্বীকার করল এরফান। 'তুমি গরু সম্পর্কে কিছু জানো?'

'গরু? বলো কি? বলতে গেলে গরুর দুধ খেয়েই তো আমি বড় হয়েছি,' হেসে বলল স্ট্রেঞ্জার।

'তাই নাকি?' খাটো লোকটার দিকে চেয়ে শান্ত স্বরে বলল এরফান। 'তাহলে বলতে হয় ওরা তোমাকে বেশি বড় করতে সক্ষম হয়নি–হয়েছে?' এই কথায় যে হাসির রোল উঠল নবাগত লোকটাও সেই হাসিতে যোগ দিল।

'তোমার যেকোন আদেশ পালন করতে আমি একান্ত বাধ্য কুকুরের মতই ছুটে আসব,' জবাব দিল হাসিখুশি লোকটা।

'ঠিক আছে,' ফোরম্যান হেসে বলল, 'আমাদেরও একজন বাড়তি লোকের প্রয়োজন ছিল; আমরা তাহলে তোমাকে সানসেট বলেই ডাকব–ওটা তোমার গায়ের রঙের সাথে সুন্দর মেলে।'

মুহূর্তের জন্যে ওর হালকা নীল চোখদুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং বিশদ একটা হাসিতে ওর মুখটা আরও লাল হলো।

'সানসেট নামটাও চলবে, যদিও আমার আসল নাম লরি লরি বস্টন,' বলল সে।

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'শীঘ্রি সাপার তৈরি হয়ে যাবে,' ওকে জানাল সে। 'ল্যাঙ্কি তোমাকে তোমার বাঙ্ক দেখিয়ে দেবে।'

সন্ধ্যার পরে বস্টন চুপিচুপি ফোরম্যানের দরজায় নক না করেই ভিতরে ঢুকে পড়ল এবং নির্লজ্জ ভাবে নতুন বসের দিকে তাকিয়ে হাসল।

জবাবে সেও হেসে বলল, 'সানসেট, তোমাকে স্বাগতম

'আমি যদি জানতাম তুমি আমার ওপর এমন একটা নাম চাপিয়ে দেবে, তাহলে চাকরির জন্যে আমি–'

'আমার সাথে ঝামেলায় না জড়ালেই তুমি ভাল করবে,' ওকে সাবধান করল এরফান। 'তাছাড়া তোমার একজন সঙ্গীও জুটেছে: জেন্টল অ্যানি।'

'জেন্টল অ্যানি?' হেসে উঠল সানসেট। 'এমন একটা নাম তুমি কোথায়

খুঁজে পেলে?'

'আজ সকালেই সে অসুস্থ বাছুরের মত হেঁড়ে গলায় গাইছিল, "জেন্টল অ্যানি, তুমি কি আমাকে আগের মতই ভালবাস?" আমি ওই নাম নিজে থেকে আবিষ্কার করিনি। তবে ছেলেটা সত্যিই ভাল, একেবারে লোহার মত শক্ত।'

'ওরা আর সবাই কি ধরনের লোক?' প্রশ্ন করল লরি।

'আমি চাই সেটাই তুমি খোঁজ নিয়ে বের করো,' বলল নতুন ফোরম্যান। 'শোনো, আমি হোপে আসার পর থেকে কি কি ঘটেছে তা তোমাকে বলছি।'

হোপ শহরে পৌঁছানোর পর থেকে শুরু করে তার কামরায় র‍্যাটল স্নেক ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টা পর্যন্ত সব ঘটনাই ওকে জানাল এরফান। সব শুনে সানসেটের হাসি ধীরে ধীরে আরও প্রশস্ত হলো।

'হুঁ, তুমি দেখছি কোন সুযোগই হাতছাড়া করোনি,' মন্তব্য করল সে। 'মনে হচ্ছে দুহপ্তার মধ্যেই তুমি গুটি-বসন্তে আক্রান্ত রোগীর মত জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।' হাসি-ঠাট্টার সুর বদলে এবার সে একটু সিরিয়াস হলো। 'তুমি কখনও ভেবে দেখেছ কেন আমি তোমার সাথে এখানে আসার জন্যে এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম?'

'আমার তো ধারণা তুমি নিয়মিত কাজে ফাঁকি দেয়ার সুযোগ নিতেই আমার পিছু নিয়েছ।' তারপর ঠাট্টার সুর ছেড়ে সে বলল, 'আচ্ছা, তুমিই না হয় বলো।'

'তোমার সাথে কাজ করার একটা আলাদা উদ্দেশ্য আছে আমার।' ওর কোমল চেহারাটা এবার পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠল। ছেলেমানুষি ভাবটা এখন ওর চেহারা থেকে পুরোপুরি মুছে গেছে। সে ভারী স্বরে বলে চলল, 'আমার আসল নাম টেড; টেড বোলটন। আমার বাবা হার্ভি বোলটনের বিরুদ্ধে মিথ্যা গরু চুরির অভিযোগ সাজিয়ে ব্লাডি বার্ট তাকে বিনা বিচারে ফাঁসি দিয়েছিল। তখন আমার বয়স ছিল বারো বছর। এখন বড় হয়ে আমি তার প্রতিশোধ নিতে এসেছি।'

এরপর ধীর গলায় সেই ঘটনার পুরো বিবরণ দিল সে। সবটা শুনে এরফানের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়িয়ে টেডের কাঁধে হাত রেখে সহানুভূতির স্বরে প্রশ্ন করল, 'ওখানে যারা উপস্থিত ছিল তাদের সবাইকে তুমি চেনো?'

'ওদের সবার নাম জানা না থাকলেও ওদের চেহারাগুলো আমি কোনদিন ভুলব না,' জবাব দিল যুবক। 'ওদের একজন ছিল তোমার আউটফিটের হেনডন। কিন্তু বার্ট আমাকে বেঁধে ছাপরার ভিতর বন্দী করে রেখে ছাপরা আগুনে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়ে গেলেও সে আমাকে পিছনের দরজা দিয়ে বের করে দিয়ে আমার জন্যে ঝোপের ভিতর একটা ঘোড়া রেখে গিয়েছিল বলে ওকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। কিন্তু বার্টের সাথে আর যারা ছিল তাদের কাউকে আমি ছাড়ব না। ওদের কেবল তিনজনের নাম আমার জানা আছে। ওদের একজনকে ডোভার বলে সম্বোধন করা হয়েছিল; একজনকে মারিও আর অন্যজনকে ফিলিপ।'

'ফিলিপের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না; সে ডেজার্ট এজে আমার বিরুদ্ধে পিস্তল ড্র করে মারা পড়েছে। মারিও এখানেই কাজ করত, কিন্তু বুল ডেভিসের সাথে সেও কাজ ছেড়ে চলে গেছে। তবে ওদের নাগাল আমরা পরেও পাব।'

'তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ,' লরি কেবল এটুকুই বলতে পারল। তারপর কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর সে প্রশ্ন করল, 'মাস্টারসনের ওপর বার্টের কি ধরনের চাপ রয়েছে যে ওকে বাধ্য হয়ে ওই শয়তানটার সব কথাই মেনে নিতে হচ্ছে?'

'সেটা সে আমাকে বলেনি, তবে আমার ধারণা অত্যন্ত কঠিন কোন চাপ হবে। কারণ র‍্যাঞ্চারকে দেখে আমার নরম লোক বলে মনে হয়নি।'

'মেয়েটা কেমন?' ওর দ্বিতীয় প্রশ্ন এলো।

'খুব সুন্দরী, কিন্তু মেয়েদের মতই–অদ্ভুত প্রকৃতির,' হেসে জবাব দিল এরফান।

'হাহ,' হাসল লরি। 'তুমি ওর প্রেমে পটে যাওনি তো?'

'নিষ্ঠাবান বিবাহিত পুরুষের পরকীয়া প্রেম করা সাজে না। না, লরি, তেমন কিছুই ঘটেনি বা ঘটার কোন সম্ভাবনাও নেই।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে এই বাচ্চা-কুকুরটাই তোমার একমাত্র প্রকৃত বন্ধু।'

'আসলে কুকুরই হয় মানুষের সত্যিকার বন্ধু,' মন্তব্য করল এরফান। 'এখন আমার দুটো হয়েছে।'

'কি! তুমি আমাকে কুকুর বলে–

'না, বন্ধু বললাম। টমি তোমাকে হিংসে করবে না, কারণ সে কুকুরের চেয়ে নীচ মানুষও অনেক দেখেছে।' কথা শেষ করে ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। 'তবে তুমি টেড হলেও তোমাকে আমি লরি বা সানসেট বলেই ডাকব। আর, মনে রেখো, ফোরম্যান সবার সামনে তোমার বন্ধু নয়, এবং তুমি তাকে বিশেষ পছন্দও করো না–বুঝেছ?'

'তোমাকে পছন্দ না করার পার্টে অভিনয় করতে আমার এক বিন্দুও অসুবিধা হবে না; ওটা স্বাভাবিক ভাবেই আসবে,' খোঁচা দেয়ার সুযোগটা ছাড়ল না লরি। 'তোমার সাথে কথার যুদ্ধ ভালই জমবে,' বিদায় নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

চার

তারই পাঠানো দুজন কাউবয়কে লেজি এম র‍্যাঞ্চ থেকে ছাঁটাই করে ফেরত পাঠানোটা বার বির মালিক বার্ট তাকে সরাসরি অবজ্ঞা করা হয়েছে বলেই ধরে নিল। পরের দিন বিকেলেই সে ঘোড়ার পিঠে জ্যাকের র‍্যাঞ্চে গিয়ে হাজির

হলো। ওর হাঁক শুনে বেরিয়ে এলো জ্যাক।

'হ্যালো, মাস্টারসন,' অভিবাদন জানাল সে। 'ফিল্‌কে রাইডে নিয়ে যেতে এসেছি, কিন্তু তার আগে তোমার সাথে কিছু কথা আছে।'

এত বড় দেহ নিয়েও সে যেমন অনায়াসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল সেটা দেখে কেউ বুঝবে না ওর বয়স এখন চল্লিশ পার হয়ে গেছে। জ্যাককে অনুসরণ করে সে বসার ঘরে ঢুকল।

'বুল আর মারিওকে তোমার এভাবে ছাঁটাই করার কি কারণ?' রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল সে।

'বুলকে অস্থায়ী ফোরম্যানের কাজ করার প্রস্তাব দেয়ায় সে খেপে গিয়ে আমার ফোরম্যানকে গুলি করার জন্যে পিস্তল বের করার চেষ্টা করেছিল,' ব্যাখ্যা করল জ্যাক। 'আর মারিও নিজের ইচ্ছেতেই কাজ ছেড়েছে।'

'ভাল, কিন্তু বুলকে যদি তোমার অপছন্দই ছিল তাহলে তুমি সেটা আমাকে জানালেই পারতে, আমি ওর বদলে আর কাউকে পাঠাতাম,' বলল বার বি র‍্যাঞ্চের মালিক। 'কিন্তু এই জেমসের খোঁজ তুমি কোথায় পেলে?'

'ডেজার্ট এজে ওর কথা আমি শুনেছি,' জবাব দিল জ্যাক। 'মনে হলো আমার কাজের জন্যে লোকটা সত্যিই যোগ্য।'

'হতে পারে,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল বার্ট। 'কিন্তু ওকে আমার মোটেও পছন্দ নয়, মাস্টারসন, ওকে বিদায় করো।'

র‍্যাঞ্চারের দুচোখে মুহূর্তের জন্যে অবাধ্য একটা ভাব ফুটে উঠল। কিন্তু বার্টের কঠিন দৃষ্টির সামনে সে চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো।

'হয়ত কিছুদিন পরে আমি তাকে—'

'না,' বাধা দিয়ে বলে উঠল বার্ট। 'আগামীকালই ওকে যেতে হবে। ও, আর একটা কথা, ট্রেইলে পাঠাবার জন্যে আমার পঁচাত্তরটা তিন-বছরবয়সী গরু কম পড়েছে; ওগুলো নেয়ার জন্যে আমি দুদিনের মধ্যেই লোক পাঠাব।'

রাগে র‍্যাঞ্চার ভিতরে ভিতরে জ্বলছে; কিন্তু মনের ইচ্ছাটা মনেই রয়ে গেল। লোকটাকে গুলি করে মারার সাহস হচ্ছে না, কারণ বার্ট ওকে বহুবার সাবধান করেছে, 'মনে রেখো, জ্যাক, আমি যতদিন বেঁচে আছি কেবল ততক্ষণই তুমি নিরাপদ।'

বাইরে থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ ওকে কোন জবাব দেয়ার একটা কঠিন পরিস্থিতি থেকে রেহাই দিল। ফিলকে দেখা গেল দরজায়। রাইডিঙের পোশাক পরে তৈরি হয়ে কাউপোনি নিয়েই এসেছে সে। বার্টকে নিয়ে বেড়াতে চলে গেল মেয়েটা। কাউবয় স্টাইলে স্যাডল হর্নের খুব কাছে বসে দ্রুত ঘোড়া ছুটাল ফিল। ওর উৎফুল্ল ডাকে সাড়া দিতে বার্টও ঘোড়া ছুটিয়ে পাশাপাশি এসে হাজির হলো। ওদের যেতে দেখে বাঙ্কহাউসে ঢুকল এরফান।

'ওই লোকটাই তো তোমাদের নতুন ফোরম্যান, তাই না?' প্রশ্ন করল বার্ট। 'ওর সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'ওসব সাধারণ কর্মচারীদের নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না,' হালকা সুরে বললেও কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলেনি ফিল।

'তাহলে তো আমার দুশ্চিন্তার কিছুই নেই,' বলল তার সঙ্গী। 'আমি তোমার বাবাকে বলেছি ওকে যেন কালই বিদায় করা হয়। আমার ভয় ছিল তোমার যদি ওকে ভাল লেগে থাকে–'

ওকে মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে ফিল বলল, 'আমার প্রশ্রয় পাওয়া এত সহজ নয়, মিস্টার বার্ট। আশা করি বাবা তোমার উপদেশ মতই কাজ করবে।'

মুখে ওই কথা বললেও ওর মনে একটা সন্দেহ থেকেই গেল। ফিলের ধারণা নতুন ফোরম্যান আসার পর থেকে ওর বাবা যেন দুশ্চিন্তা ছেড়ে আবার সেই আগের প্রত্যয় ফিরে পেয়েছে।

বার্টও মেয়েটার কথায় নিশ্চিন্ত হয়ে জেমসের কথা আর তুলল না। মাঝেমাঝে সে তার পাশের অপরূপা সুন্দরী যুবতীর দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। যেকোন মূল্যেই হোক মেয়েটাকে তার চাই। যদিও ওদের মধ্যে বয়সের বেশ ব্যবধান রয়েছে, তবু সে আকারে ইঙ্গিতে ওকে এটা জানিয়েছে। তবে সে প্রকাশ্যে কখনও ওর সাথে প্রেম করার চেষ্টা করেনি। সে নিজেকে বুঝিয়েছে যে তার এখনও বয়স এমন কিছু বেশি হয়নি, এবং এছাড়াও তার যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি আর প্রতিষ্ঠা আছে–এটাও ফেলনা কিছু নয়।

মেয়েটার চিন্তাও প্রায় একই খাতে বইছে। সে ভাল করেই জানে যে বার বির মালিক তার প্রেমে পাগল–এটা ভেবে নিজেও সে মনেমনে পুলকিত হচ্ছে। বার্টের পরনে রেঞ্জে কাজ করার উপযুক্ত কাউবয়দের মত পেশাক থাকলেও তা উন্নত মানের দামী কাপড়ে তৈরি এবং পরিচ্ছন্ন। নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে সে সম্পর্কে লোকটা সচেতন। এদিককার মেয়েদের মতে লোকটা পৌরুষোচিত, আত্মপ্রত্যয়শীল, এবং চাইলে সে অতন্ত ভাল আর আনন্দদায়ক সঙ্গী হতে পারে। যদিও বিষয়টা নিয়ে কখনও গভীর ভাবে ভাবেনি ফিল, তবু সে মনে করে এই মেলামেশার পরিণতিতে বার্টের সাথেই তার বিয়ে হবে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আজ বেড়াতে বের হয়ে কেন যেন বারবারই ওর মনে হচ্ছে "যার সম্পর্কে সে ভাবে না" বলেছিল, তার সামনে এই লোকটার ব্যক্তিত্ব নেহাতই খেলো। হয়ত এই কারণেই ফিলের বেড়ানোটা আজকে অন্যান্য দিনের মত উপভোগ্য হলো না।

ওইদিনই সন্ধ্যার পরে ফোরম্যান তার দরজায় খুব হালকা একটা নকের আওয়াজ শুনতে পেল। দরজা খুলে জ্যাককে দেখে ওকে ভিতরে ঢুকতে দিল সে। র‍্যাঞ্চারের চেহারাটা বিষণ্ন দেখাচ্ছে, কিন্তু কথা বলার সময়ে তার স্বরটা দৃঢ়প্রত্যয়ে কঠিন শোনাল।

'বার্ট আজ এখানে এসেছিল, এ নে হচ্ছে পরিস্থিতি চূড়ান্ত একটা সংঘর্ষের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে,' শুরু করল সে। 'আমাকে পাঁচাত্তরটা গরু হস্তান্তর করার আদেশের সাথে কালই তোমাকে বিদায় করে দিতে বলা হয়েছে। তার আগে ওর সাথে আমি নরকে দেখা করব।' এক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পরও এরফান কোন মন্তব্য করল না দেখে র‍্যাঞ্চার আবার বলে চলল, 'এটা আমি আরও দেরিতে ঘটবে বলে আশা করেছিলাম, কিন্তু এখন আর করার কিছু নেই।

একটা কথা জেনে রাখো, আমি ব্যক্তিগত কারণে বার্টের মুঠোয় আছি–কিন্তু আমি যদি এখানে না থাকি–'

এরফান বোঝার ভঙ্গিতে হেসে মাথা ঝাঁকাল। মালিক যদি উপস্থিত না থাকে তাহলে লেজি এম র‍্যাঞ্চের ওপর বার্টের আর কোন অধিকারই খাটবে না।

'আমার প্ল্যানটা হচ্ছে, আমি কাউকে কিছু না জানিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাব। এবং তুমি র‍্যাঞ্চ চালাবার ভার নেবে। আমি যদি একটা যুক্তিসম্মত সময়ের মধ্যে ফেরত না আসি, তখন সবাই ধরে নেবে আমি মারা গেছি এবং ডেজার্ট এজের জাজ এমারি আমার উইল অনুযায়ী চার্জ নিয়ে ফিলের অভিভাবক হিসেবে কাজ করবে। ফিলের পরিণত বয়স্কা হতে এখনও বারো মাস দেরি আছে। তুমি জানো জাজের সুপারিশেই তোমাকে আমি কাজে নিয়েছি। সে জানে না আমি কি প্ল্যান করেছি, তোমার যেকোন ঝামেলায় সে তোমাকে সাহায্য করবে।'

'তোমার মেয়ের জন্যে এটা খুব কষ্টদায়ক হবে। সে জানবে না তুমি বেঁচে আছ কি না।'

'সেটাও আমি ভেবে দেখেছি, কিন্তু এর বিকল্প আর কোন পথ নেই,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চার। 'আমি যদি কোন মেসেজ রেখে যাই তবে পুরো প্ল্যনটাই পণ্ড হয়ে যাবে–ওর আচরণেই সে ধরা পড়ে যাবে। এবং ব্ল্যাক বার্ট আমাকে খুঁজে বের করবে। আমি চাই বার্ট মনে করুক আমি মারা গেছি। এতে আমি নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারব। তাছাড়া ফিলের বয়সে দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বার্টকে দেয়ার জন্যে জাজ এমারি আমার র‍্যাঞ্চ বন্ধক রেখে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে আমাকে টাকা জোগাড় করে দিয়েছিল। আমার ধারণা র‍্যাঙ্ক এত সহজে জাজকে টাকা ফেরত দিতে তাগিদ দেবে না। তাছাড়া রিজের ধারে এক্স টি র‍্যাঞ্চ লেজি এম থেকে আশিটা গরু কিনতে চেয়েছে; ওরা ক্যাশ টাকাই দেবে। ওই টাকা দিয়েই কিছুদিন তুমি র‍্যাঞ্চের খরচ চালাতে পারবে। ব্যস, ওই সময়টুকুই আমার জন্যে যথেষ্ট হবে। জাজ এমারি তোমার সম্পর্কে আমাকে যা বলেছে সেই ভিত্তিতেই তোমাকে বিশ্বাস করে সব ভার তোমার ওপর ছেড়ে যাচ্ছি।'

'তুমি আমার ওপর আস্থা রাখতে পরো,' শান্ত স্বরে বলল এরফান।

'হ্যাঁ, তোমার ওপরই আমি আমার শেষ কড়িও বাজি রাখছি,' জবাব দিল জ্যাক। 'আর মনে রেখো, আজ তোমার সাথে আমার দেখা হয়নি–এবং তুমি আমার গতিবিধি সম্পর্কেও কিছু জানো না। অ্যাডিঅস্।'

অনেকক্ষণ পরস্পরের হাত চেপে ধরে হ্যান্ডশেক করার পর যেমন চুপিচুপি এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল র‍্যাঞ্চার। এখন ওর মন অনেকটা হালকা ঠেকছে। সে একটা মরিয়া অবস্থায় পড়েছিল, এতদিন পরে মুক্তি পেয়ে যেন ওর মনটা এখন হাওয়ায় উড়ছে। যদিও সদ্য পরিচিত একটা স্ট্রেঞ্জারের হাতে সে সব ভার তুলে দিয়ে এসেছে, তবু ওর মন বলছে উপযুক্ত লোকের কাছেই সে দায়িত্ব দিয়েছে।

সকালে খাবার টেবিলে বাবার অনুপস্থিতি ফিলের কাছে কিছুটা অস্বাভাবিক ঠেকলেও আর কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামাল না। কারণ মাঝেমাঝে সকালে উঠে সে তার প্রিয় ঘোড়া নিয়ে বেড়াতে বের হয়। তবে কেউ ওকে বেরোতে

দেখেনি। যখন পরের দিনও তার কোন খবর পাওয়া গেল না তখন ফিলের উদ্বেগ আশঙ্কায় পরিণত হলো যদিও সে জেমস লোকটাকে পছন্দ করে না, তবু তার কাছেই গিয়ে হাজির হলো মেয়েটা। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না।

'ওর এক্স টি র‍্যাঞ্চের সাথে একটা ব্যবসা করার কথা ছিল, হয়ত সে ওখানেই গেছে,' বলল এরফান। 'অথবা এমনও হতে পারে কোন কাজে ডেজার্ট এজে গিয়ে সে আর ফেরার সময় করে উঠতে পারেনি।'

ফিল মাথা নাড়ল। 'আমাকে না জানিয়ে বাবা এর আগে আর কোথাও যায়নি,' বলল সে। তারপর একটা লোককে এগিয়ে আসতে দেখে মেয়েটা প্রশ্ন করল, 'কি খবর হেনডন?'

ফিলের প্রশ্নে লোকটা খুব অস্বস্তি বোধ করছে বলে মনে হলো। 'আমি ফোরম্যানের সাথে একটু আলাপ করতে চাই, মিস মাস্টারসন,' জবাব দিল সে।

মেয়েটার চেহারা ফেকাসে হয়ে গেল। 'কথাটা যদি আমার বাবার বিষয়ে কোন খবর হয়, তাহলে আমিও সেটা শুনতে চাই।' ফিলের স্বরটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ শোনাল।

কাউবয়কে তবু ইতস্তত করতে দেখে এরফান বলল, 'তুমি কি খবর এনেছ সেটা বলেই ফেলো শুনি।'

'মালিকের ঘোড়াটা এইমাত্র ফিরে এসেছে,' জানাল হেনডন। 'ওটা ওখানে করালের ধারে দাঁড়িয়ে আছে।'

ফিল কোন মন্তব্য করল না, কিন্তু ওর ঠোঁট পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে এবং থরথর করে কাঁপছে। সোজা করালের দিকে রওনা হলো মেয়েটা।

ওর পিছু নিয়ে এগোবার সময়ে হেনডন ফিসফিস করে বলল, 'ওকে কি তুমি একটু সরিয়ে রাখতে পারো না? ঘোড়াটার জিনের ওপর রক্তের দাগ রয়েছে।'

মাথা নাড়ল এরফান। এখন আর তা সম্ভব নয়, অনেক দেরি হয়ে গেছে। লম্বা লম্বা পদক্ষেপে মেয়েটা প্রায় করালের কাছে পৌঁছে গেছে। ঘোড়াটা মাথা নিচু করে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে; পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওটা অত্যন্ত ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত। খাপে রাইফেলটা নেই—এবং জিনের ওপর শুকনো রক্তের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মেয়েটা বিস্ফারিত আতঙ্কিত চোখে ওদিকে চেয়ে আছে। এর মানে কি হতে পারে বোঝার বুদ্ধি তার আছে।

এরফানের কথায় সবার চটকা ভাঙল। 'তোমরা সবাই চটপট কাজে ব্যস্ত হও,' বলল সে, 'ঘোড়া, রাইফেল আর খাবার নিয়ে দুমিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নাও। আমি তোমাদের এখানে হাজির চাই। আমরা আজ জ্যাকের খোঁজে পুরো রেঞ্জ চষে ফেলব।'

এরফানের জোরালো আদেশে ফিলেরও অভিভূত অবস্থাটা কেটে গেল। 'আমিও আমার ঘোড়া নিয়ে তৈরি হয়ে আসছি,' বলে সে উদ্ধত দৃষ্টিতে এরফানের দিকে তাকাল, যেন আশা করছে তাকে যেতে নিষেধ করবে ফোরম্যান।

এরফান কিন্তু ঠিক তার উল্টোটাই করল। 'নিশ্চয়, বরং তোমার সাহায্যই

আমাদের বেশি প্রয়োজন হবে,' বলল সে, 'এই এলাকা তোমার চেয়ে বেশি আর কেউ চিনবে না। তাছাড়া জ্যাক যেসব জায়গায় বেড়ানো পছন্দ করত সেগুলো তুমি চেনো।'

জোড়ায় জোড়ায় বিভক্ত করে সবাইকে বিভিন্ন দিকে পাঠাল এরফান, কারণ অনেক এলাকা জুড়ে ওদের খুঁজতে হবে। তবে কড়া নির্দেশ থাকল কেউ যেন একা কোন দিকে না যায়। ফিলকে পাঠানো হলো রে এদারটনের সাথে। কেবল বাকি থেকে গেল সে নিজে। অবশ্য টমি ওকে সঙ্গ দিল। স্টিভের লাশ যেখানে পাওয়া গেছিল সেই এলাকাটাই প্রথমে খুঁজে দেখার সিদ্ধান্ত নিল এরফান।

যাওয়ার পথে পুরো ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখল সে। কিন্তু ওকে স্বীকার করতেই হলো যে এখন পুরো ঘটনাটাই কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে। এই এলাকায় কোন মানুষই স্বেচ্ছায় কেউ ঘোড়া ছেড়ে পায়ে হেঁটে কোথাও যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে না। তাছাড়া রাইফেলটাও খাপ থেকে অদৃশ্য হওয়ার অর্থ একটাই হতে পারে–সেটা হচ্ছে স্টিভের ভাগ্যে যা ঘটেছিল তাই ঘটেছে র‍্যাঞ্চারের। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে হত্যাকারী কে হতে পারে? এতে বার্টের কোন হাত থাকতে পারে না, কারণ র‍্যাঞ্চার বেঁচে থাকলেই তার লাভ। তবে কি ব্ল্যাক মাস্ক দলের কারও সাথে জ্যাকের শত্রুতা ছিল? এসব প্রশ্নের কোন সমাধান না পেয়ে শেষে সে ওসব চিন্তা মাথা থেকে আপাতত বাদ দিয়ে খোঁজার কাজে মন দিল। এমনও হতে পারে যে গুলি খেয়ে আহত অবস্থায় কোথাও পড়ে আছে র‍্যাঞ্চার। তাহলে তাকে যত তাড়াতাড়ি খুঁজে পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

কিন্তু ওর সব চেষ্টাই বৃথা গেল; আহত জ্যাক বা তার লাশ সে খুঁজে পেল না। লেজি এম-এ ফিরে এরফান দেখল ওর মতই আর সব কাউবয়রাও বিফল হয়ে ফিরেছে। র‍্যাঞ্চারকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ডেজার্ট এজ আর হোপেও খবর পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু ওদিকেও তার কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

ষষ্ঠদিন খুব সকালে এরফান দেখল র‍্যাঞ্চহাউসের বারান্দায় বসে বার্ট আর ফিল আলাপ করছে। বিশাল লোকটা ব্যাখ্যা দিল যে সে কিছুদিন বাইরে ছিল–ফিরে খবরটা শুনেই ছুটে এসেছে। ফোরম্যানকে দেখেই তার চেহারা রাগে বিকৃত হলো।

'যদি চাও তুমি আমার আউটফিটের লোকজনকেও খোঁজার কাজে ব্যবহার করতে পারো, ফিল,' বলল সে। 'আমি বুঝতেই পারছি না জলজ্যান্ত লোকটা হঠাৎ এভাবে অদৃশ্য হলো কিভাবে।' এবার এরফানের দিকে ফিরে সে প্রশ্ন করল, 'তোমরা পুরো এলাকা ভালভাবে খুঁজে দেখেছ তো?' জবাবে ওকে নড করতে দেখে সে আবার বলল, 'তাহলে আর খোঁজাখুঁজি করে কোন লাভ নেই, সে যদি মাটির উপরে থাকে তবে নিজে থেকেই ফিরে আসবে–আর তা না থাকলে–' ইঙ্গিতপূর্ণ ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল বার্ট। তারপর, হঠাৎ ফোরম্যানকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এই ব্যাপারে তোমার কোন আইডিয়া আছে?'

'না, এসম্পর্কে আমি পুরো অন্ধকারে,' জবাব দিয়ে বার্টের তীক্ষ্ণদৃষ্টি উপেক্ষা করে ওর চোখেচোখে চেয়ে থাকল এরফান।

বার্ট আবার ফিলের দিকে চোখ ফেরাল। 'এখন আমাদের আর করার

কিছুই নেই। আশা রেখে আমাদের দৈনন্দিন জীবন চালিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার বাবা আমাকে ট্রেইল হার্ড তৈরি করার জন্যে পঁচাত্তরটা গরু দেবে বলে কথা দিয়েছিল।'

'তুমি দেখো ওগুলো যেন পাঠিয়ে দেয়া হয়,' এরফানকে নির্দেশ দিল ফিল।

'তুমি ওগুলোর জন্যে কত টাকা দিচ্ছ?' প্রশ্ন করল এরফান।

বেকায়দা পাল্টা প্রশ্নে বার্টের মুখ কালো হলো। 'এখানে দামের কোন প্রশ্ন উঠছে না,' বলল সে। 'গরুগুলো আগের দেনা পরিশোধ করার আংশিক দাম,' ফিলকে জানাল সে।

'দেনা আছে প্রমাণ করার জন্যে লিখিত কিছু আছে?' এরফান জানতে চাইল।

'এতে তোমার নাক গলাবার কি আছে?' খেপে উঠল বার্ট। 'তোমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, ব্যস!'

'তুমি আমাকে আদেশ দেয়ার কে?' শান্ত স্বরে পাল্টা জবাব দিল এরফান। 'এখানে এখন আমিই ইনচার্জ, মিস মাস্টারসনের ইচ্ছা বিবেচনা করে যদি আমি সেটা যুক্তিসঙ্গত মনে করি তবেই তা আমি পূরণ করব। আমি আমার মালিকের সবকিছুর জন্যে দায়ী, তাই একমাত্র মালিকের আদেশ ছাড়া যার-তার মুখের কথায় আমি কোনকিছুই কাউকে দিতে বাধ্য নই।'

'তুমিই ইনচার্জ, না?' দাঁত খিচিয়ে বলল বার্ট। 'ভাল, কিন্তু এখন আর তুমি তা নও। মিস মাস্টারসন তোমাকে এই মুহূর্তেই বিদায় করবে।'

ফিলের দিকে তাকাল এরফান। মেয়েটার ঠোঁট কাঁপছে, মুখ লাল হয়ে উঠেছে এবং বোঝা যাচ্ছে বার্টই ওর হয়ে কথা বলুক, সে এটাই চাইছে।

'ওটা তার পক্ষে সম্ভব নয়,' চট করে জবাব দিল সে।

'পারে না, না?' আবার দাঁত খিঁচাল বার্ট। 'তাহলে তোমার ধারণা র‍্যাঞ্চটা ওর নয়?'

'তুমি ঠিকই ধরেছ,' উল্লেখ করল ফোরম্যান। 'মালিক মৃত তা প্রমাণিত হওয়ার আগে তো নয়ই– এবং সেটা যদি সত্যিও হয় তার পরেও ওকে পরিণত বয়স্কা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মাস্টারসন আমাকে এই পদে বসিয়েছে, এবং আমি এখান থেকে যে নড়ছি না, এসম্পর্কে তুমি নিশ্চিত থাকতে পরো।'

বার্টকে তার শেষ কথা জানিয়ে দিয়ে সে ঘুরে নিজের কাজে চলে গেল।

বার্ট সেদিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মেয়েটাকে বলল, 'ওর একটা উচিত শিক্ষা হওয়া উচিত। আমি নিজে এর একটা ব্যবস্থা করব। ওকে সাজা দেয়ার কাজটা আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পরো।'

অতিথি বিদায় নিয়ে চলে যাবার পরেও ফিল অনেকক্ষণ ধরে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বারান্দাতেই বসে থাকল। পরিস্থিতিটা ভাল মত বিচার করে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছে সে। সারা সপ্তাহটা বাবার শোকে মুহ্যমান হয়ে সারাদিন তাকে খুঁজে বেড়িয়েই কেটেছে ওর–কারণ অন্যান্য কাউবয়ের সাথে সমানে তাল রেখে সে-ও হন্যে হয়ে জ্যাককে খুঁজেছে। তখন তার আর কিছু ভাবার অবসর

ছিল না। কিন্তু এইমাত্র বার্টের সাথে ফোরম্যানের ইচ্ছার বিরোধ দেখার পর নিজের অবস্থান এখন সে ঠিকই বুঝতে পারছে। যদিও তার কাছে জেমসের কঠিন হাতে র‍্যাঞ্চের কর্তৃত্ব তুলে নেয়াটা ঠিক পছন্দ হয়নি, তবু যেন মনে ক্ষীণ একটা স্বস্তিও বোধ করছে । স্বীকার না করলেও জেমসকে সে যে তার উদ্ধত আচরণের জন্যে পছন্দ করে না, এটা সত্যি। বার্ট যদি ওকে সত্যিই শায়েস্তা করতে পারে, তবে সে মনেমনে খুশিই হবে।

পাঁচ

এক এক করে দুহপ্তা পার হয়ে গেল, কিন্তু নিরুদ্দেশ র‍্যাঞ্চারের কোন খবর পাওয়া গেল না। গতানুগতিক নিয়মে র‍্যাঞ্চের কাজ ঠিকই চলছে। বুল ডেভিসকে ফোরম্যান যেভাবে সামলেছে তাতে আর সবাই বুঝে গেছে যে জেমসের সাথে লাগতে যাওয়ার ফল ভাল হয় না। এতে এ-ও বোঝা গেছে যে লোকটা কাজ বোঝে। তাই ওকে আর কেউ ঘাঁটাতে সাহস পায়নি।

একদিন সকালে রাঁধুনী আর র‍্যাঞ্চহাউস দেখাশোনা করার লোক ড্যানিয়েল এসে এরফানকে খবর দিল যে মিস মাস্টারসন ওকে দেখা করতে বলেছে। ওখানে পৌঁছে সে দেখল, ফিল বড় কামরাটায় তার অপেক্ষাতেই বসে আছে। মেয়েটাকে ফেকাসে দেখাচ্ছে, চোখের নিচেও কালি পড়েছে; এসব এতদিন দুশ্চিন্তায় কাটানোর ফল।

'আমি শুনলাম তুমি কিছু গরু একত্রে জড়ো করছ,' বলল সে। 'ওগুলো কি মিস্টার বার্টের জন্যে?'

'না,' বলল এরফান। 'ওগুলো এক্স টি র‍্যাঞ্চে বিক্রি করা হবে। তোমার বাবাই এর ব্যবস্থা করেছিল—তাছাড়া আমার কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়েছে।'

'তোমার দরকার?' ব্যঙ্গাত্মক সুরে খোঁচা দিল ফিল।

'নিশ্চয়; আমাকে কর্মচারীদের বেতন আর খরচ দিতে হবে,' জবাব দিল সে। 'হয়ত এক্ষেত্রে "আমার" না বলে "আমাদের" বলাটাই বেশি সঙ্গত হত; কিন্তু হরেদরে সেটা একই কথা হলো।'

'আমি ডেজার্ট এজ থেকে না ফেরা পর্যন্ত দয়া করে বিক্রিটা তুমি স্থগিত রেখো,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল ফিল।

ওর কথায় জেমস কোনরকম কৌতূহল প্রকাশ না করায় খুব নিরাশ হলো মেয়েটা। এরফান কেবল বলল, 'তোমাকে এতদূর পথ আমি একা যেতে দিতে পারি না।' অপেক্ষা করছে ফিল, সে ভাবছে লোকটা হয়ত নিজেই তার সাথে যাওয়ার প্রস্তাব দেবে, আর সে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে মনের ঝাল মেটাবে। কিন্তু আবারও তাকে নিরাশ হতে হলো। 'বস্টনকে আমি তোমার সঙ্গে পাঠাতে পারি, ওর তেমন কোন কাজ নেই,' বলল এরফান।

ওরা দুজনে বেশ দ্রুত গতিতেই ডেজার্ট এজের ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে।

প্রথমে ফিলের কিছুটা পিছনে থেকেই এগোচ্ছিল সে। কিন্তু কোন কথা ছাড়া চুপচাপ পথ চলতে চলতে বিরক্ত হয়ে শেষে মেয়েটা নিজেই ওকে এগিয়ে এসে পাশাপাশি চলতে বলল: গোলগাল চেহারার নতুন কাউহ্যান্ডকে আসলে ফিলের বেশ ভালই লেগেছে। যুবককে একটু লাজুক প্রকৃতির আর নিরীহ বলেই ওর মনে হচ্ছে। যখন ফিল প্রশ্ন করল র‍্যাঞ্চটা ওর কেমন বলে মনে হয়, সে এক কথায় জবাব দিল "চমৎকার" কিন্তু ওকে যখন ওর ফোরম্যান কেমন জিজ্ঞেস করা হলো, তখন জবাবটা আগের মত তাড়াতাড়ি এলো না বা তেমন উৎসাহও দেখা গেল না।

কিছুক্ষণ ভেবে সে বলল, 'লোকটা তার কাজ খুব ভাল বোঝে বটে, কিন্তু ওকে সন্তুষ্ট করা সহজ কাজ নয়। আসল কথা কি জানো, মিস, সে যখন কাউকে কোন কাজ করতে দেয়, কাজটা ঠিক ওর মন মত না হলে সে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসতে পারে।'

'অর্থাৎ প্রচণ্ড উদ্ধত একটা হেঁকড়া লোক,' মন্তব্য করল ফিল।

লরি বস্টন আড়চোখে মেয়েটার দিকে চেয়ে খিকখিক করে হেসে উঠল। 'ওকে আমি ঠিক উদ্ধত বলব না—তবে সে তার নিজস্ব কঠিন আইডিয়ায় চলে, এটা সত্যি,' বলল লরি।

'আমার মতে সে একজন পেশাদার পিস্তলবাজ,' রোষের সাথে বলল ফিল।

'অবশ্যই তা হতে পারে,' স্বীকার করল লরি, 'কিন্তু আমার তা মনে হয় না; কারণ ওই ধরনের লোকের চোখগুলো সাধারণত নীচ দেখায়। তবু আমি বলব কেউ যদি ওর বিরুদ্ধে পিস্তল ড্র করতে যায় তবে হয়ত টের পাবে একটু দেরি করে ফেলেছে সে।'

এরপর লরি মেয়েটাকে খুনী আর গান-ফাইটারদের অনেক গল্প শোনাল; ওয়াইল্ড বিল হিকক, স্লেইড, বিদ্যুৎ এরফান, এবং আরও অনেকের কথা, সেইসাথে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল ওরা দেশে শান্তি আর শৃঙ্খলা আনার জন্যে কিভাবে লড়াই করেছে। কিন্তু মেয়েটা যখন প্রতিবাদ জানিয়ে বলল যে ওসব দেখার জন্যে দেশের আইন রয়েছে, আইনের লোকেরাই যারা খারাপ কাজ করে তাদের ধরে শাস্তি দেবে, তখন লরি হাসল।

'মৃত লোকের কাছে আইন থাকলেই বা কি লাভ?' প্রশ্ন করল সে। 'না, ম্যাম, ওইসব আইন-শৃঙ্খলাহীন এলাকা এবং এই এলাকায় মানুষকে আইন তার কোমরে হাতের কাছে তৈরি রাখতে হয়। যেখান থেকে সে যেকোন সময়ে দ্রুত কোমরে ঝোলানো আইনের সাহায্য পেতে পারে। আমি নিজে একজন ভদ্র মানুষ, কিন্তু তা হলেও আমাকে পর্যন্ত নিজেকে রক্ষার জন্য কোমরে অস্ত্র ঝোলাতে হয়।'

এইসব কথাবার্তার মাঝেই ফিলকে ব্যস্ত আর আমোদে রেখে ওকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিল কাউবয়। ডেজার্ট এজ ঠিক হোপের মতই আর একটা শহর। যদিও ফিল আরও কয়েকবার তার বাবার সাথে পুবে যাওয়ার সময়ে এখানে এসেছে, তবু এই শহর ওর কাছে বিশেষ পরিচিত নয়। এক পাকা চুলওয়ালা বুড়োর কাছে জাজ এমারির ঠিকানা জিজ্ঞেস করল ও। লোকটার

মাথায় হ্যাট না থাকলেও স্বভাবজাত ভাবেই বুড়ো তার হ্যাট খোলার চেষ্টায় বিফল হয়ে একটু লজ্জা পেয়ে বাড়িটা দেখিয়ে দিল।

জাজ লোকটা বেশ লম্বা বয়স ষাটের মত হবে: তাকে মুখ দেখে টাইটেলটা দেয়া হয়নি। আসলেই সে সরকারি জাজ এবং আইন তার ভালভাবেই জানা আছে। কাজের মেয়েটা যখন তাকে জানাল যে মিস মাস্টারসন তার সাথে দেখা করতে এসেছে, সে তখন শার্ট পরিহিত অবস্থায় বসার ঘরে বসে চুরুট ফুঁকছিল। ওটা তাড়াতাড়ি নিভিয়ে লম্বা কালো কোট চাপিয়ে সাথে সাথেই বেরিয়ে সে নিজেই অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলো।

'তাহলে তুমিই জ্যাক মাস্টারসনের সেই ছোট্ট মেয়েটা, না? এসো ভিতরে চলো। আমি ধরেই নিচ্ছি জ্যাকের কোন খবর তোমরা এখনও পাওনি? যাক, এখনই হতাশ হওয়ার কিছু নেই,' পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল এমারি। 'এখন সুস্থির হয়ে বসে বলো তোমাকে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি।'

প্রথম দৃষ্টিতেই জাজকে পছন্দ করে ফেলেছে ফিল। বসার আগেই সে ভাবল: এই লোককে বিশ্বাস করা যায়।

'আমি বাবার কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম, এই সময়ে দেখি ওগুলোর একটায় লেখা আছে তার যদি কিছু হয়, তাহলে আমি যেন এসে তোমার সাথে দেখা করি।'

'খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা,' বলল জাজ। 'এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে তোমার বাবার সব ব্যবসা বহু বছর ধরে আমিই দেখাশোনা করি। কয়েক মাস আগে আমার কাছে সে একটা উইল করে। ওটার শর্ত অনুযায়ী এখন আইনত আমিই তোমার অভিভাবক। বলতে বাধা নেই যে আমি আমার বর্তমান মর্যাদায় গর্বিত।' সে একটা আনুষ্ঠানিক কুর্নিশের ভঙ্গি করে মেয়েটাকে সম্মান দেখাল। যখন দেখল ব্যাপারটা ফিলের মাথায় ঠিক ঢোকেনি তখন জাজ বলল, 'এর মানে হচ্ছে তোমার বাবা না ফেরা বা তার সম্পর্কে কোন নিশ্চিত খবর না পাওয়া পর্যন্ত আমাকেই তোমার ভালমন্দ দেখতে হবে–তুমি প্রাপ্ত বয়স্কা হলেই কেবল র‍্যাঞ্চের মালিকানা পাবে।'

মেয়েটা চুপ করে বসে আছে, ভাবছে। 'এবং ধরো–যদি এর মধ্যে আমি বিয়ে করতে চাই–তবে তোমার অনুমতি আমার নিতে হবে, এই তো?'

ওর কথা শুনে ধূর্ত জাজের চোখে একটা ঝিলিক দেখা দিল, কারণ সে বুঝেছে এই তরুণী কেবল সুন্দরীই নয়, বুদ্ধিমতীও বটে। 'হ্যাঁ,' বলল সে, 'জ্যাক যে কেন এই শর্তটার ওপর এত জোর দিল তা আমার বোধগম্য হয়নি–কিন্তু এটা ওর উইল, সুতরাং আপত্তি করার কোন উপায় আমার ছিল না। ওতে আরও বলা হয়েছে, তুমি যদি আমার মতের বিরোধিতা করো তবে পুরো সম্পত্তির বদলে তুমি কেবল একটা সামান্য মাসিক ভাতা পাবে। কেন যে সে এই শর্তের ওপর এত গুরুত্ব দিল তা আমি নিজেও জানি না।'

মেয়েটা আবার চুপ করে থাকল। আবছা ভাবে তার ধারণায় ছিল যে সে যদি বার্টকে বিয়ে করে তাহলে হয়ত জেমসকে র‍্যাঞ্চ থেকে তাড়ানো অনেক সহজ হবে। এখন সে ভাবছে, এই শর্তটা কি বার বির মালিকের উদ্দেশেই

করেছে বাবা? তার বাবার সাথে বার্টের সবসময়ে সদ্ভাবই ছিল; কিন্তু ইদানীং সে লক্ষ করেছে তার বাবার সাথে তার সম্পর্কে যেন কেমন একটা চিড় ধরেছে। এখন সে আর তাকে আগের মত পছন্দ করে না।

'তুমি যদি তোমার র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে দুশ্চিন্তায় থাকো তার কোন প্রয়োজন নেই,' মন্তব্য করল জাজ। 'তোমাদের ফোরম্যান অত্যন্ত উপযুক্ত লোক।'

'আমি ওকে পছন্দ করি না,' পরিষ্কার জানিয়ে দিল ফিল। 'সে এমন ব্যবহার করে যেন ওই র‍্যাঞ্চটা তারই সম্পত্তি।'

'সে তার মালিকের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছে, তাকে আদেশ দেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে,' ওকে মনে করিয়ে দিল জাজ এমারি।

'কিন্তু তাই বলে আমাকেও?' প্রতিবাদ জানাল মেয়েটা।

'তা কি সে কখনও করেছে?' প্রশ্ন করল এমারি।

একটু ইতস্তত করে ফিল বলল, 'না, ঠিক তা নয়, তবে আমার ওকে পছন্দ হয় না, আমার আদেশও সে উপেক্ষা করেছে,' বলে সে ওর সামনে বার্টকে গরু দিতে অস্বীকার করার পুরো ঘটনা খুলে বলল।

'পুরোপুরি ঠিক কাজই করেছে সে,' বলল জাজ। 'তোমাদের র‍্যাঞ্চের ব্যবসা সংক্রান্ত সব কথাই জানি। আমার জানামতে বার্টের কাছে কোন দেনা মাস্টারসনের নেই। এবং এটাও তোমাকে জানিয়ে রাখছি যে তোমার বাবার কাছে আমিই ওই লোককে রাখার সুপারিশ করেছিলাম। শুনে খুশি হলাম যে সে আমার বিশ্বাস ভঙ্গ না করে ঠিক মতই র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছে।'

আবার মেয়েটা চুপ থাকল। সে ভেবেছিল বার্টকে বিয়ে করলে বিনা রক্তপাতেই ফোরম্যানকে সহজে বিদায় করা যাবে। কিন্তু তার বাবা উইলে ওই শর্তটা জুড়ে দিয়েই তার সব প্ল্যান পণ্ড করে দিয়েছে। সে আগে মনে করত তার বাবা বার্টকে পছন্দই করে, কিন্তু পরের দিকে তার মনে সন্দেহ জাগতে শুরু করেছিল। এখন তার মনে হচ্ছে হয়ত বার্টকে ঠেকাবার উদ্দেশ্যেই ওই শর্তটা উইলে ঢুকানো হয়েছে। চতুর বুড়ো জাজই হয়ত এমন ভাবে উইলটা লিখেছে যেন বেকায়দা পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়। তার বার্টের পাওনার কথা এভাবে উড়িয়ে দেয়া থেকেই বোঝা যায় যে জাজেরও বার্ট সম্পর্কে তেমন উঁচু ধারণা নেই। তার এতদূর আসাটাই বৃথা হলো বুঝে বেজার মুখে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল সে। ওর এই তিক্ত চেহারার ভুল অর্থ করল জাজ।

দরদ ভরা স্বরে সে বলল, 'শোনো, লক্ষ্মী মেয়ে, এখনই ভেঙে পড়ার কিছু নেই; আশপাশের সবকটা শহরে খবর নেয়ার ব্যবস্থা আমি করেছি, আশা করছি কয়েকদিনের মধ্যেই তোমার বাবার সন্ধান আমরা পেয়ে যাব। যদি যে-কোন করণে প্রয়োজন হয় তবে তুমি সোজা আমার কাছে চলে এসো, অথবা আমাকে একটা খবর পাঠালে আমি নিজেই চলে আসব–তবে তোমার ফোরম্যানকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো।'

লরির সঙ্গী ফিরতি পথে একেবারে নীরব থাকল। আসলে ওর মাথায় বিভিন্ন রকম চিন্তা চলছে এখন। সকালে ডেজার্ট এজের পথে রওনা হওয়ার সময়ে সে অনেক আশা নিয়ে বেরিয়েছিল যে জাজের সাথে দেখা করে এটা

প্রতিষ্ঠিত করেই ফিরবে আসল মালিক কে, এবং কার আদেশ ফোরম্যানকে মেনে চলতে হবে: কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তার হাত-পা বাঁধা। ফোরম্যান বা জাজের কথা অনুযায়ীই ওকে চলতে হবে–অন্তত পরিণত বয়স না হওয়া পর্যন্ত তাকে এইভাবেই চলতে হবে। ওর এই অসহায় অবস্থার কথাটা জাজ এমারি যেন ভদ্র ভাষায় হাতুড়ি ঠুকে ওর মাথায় ভাল করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তবে বার্ট ওর পক্ষে আছে, সে জানবে এই অবস্থা কিভাবে মোকাবিলা করতে হবে।

পরদিন সকালে বার বির মালিক আবার ওর সাথে দেখা করতে এলো, তখন সে জাজের সাথে দেখা করা থেকে শুরু করে নিজের বর্তমান অসহায় অবস্থার সব কথা সবিস্তারে জানাল ওকে। বার্ট তার নিজের বিরক্তিটা লুকাতে সক্ষম হলো বটে, কিন্তু কথার শেষে দেখা গেল তার ভুরুতে গভীর ভাঁজ পড়েছে।

'আমি ভাবছি তোমার বাবা ওই বুড়ো গাধাটাকে কেন কর্তৃত্ব দিতে গেল?' মন্তব্য করল সে। 'এর পিছনে নিশ্চয় কোন গূঢ় কারণ আছে। আমাদের সাবধান থাকতে হবে, ফিল, এটা একটা ফাঁদও হতে পারে।'

'তুমি কি বোঝাতে চাইছ?' প্রশ্ন করল মেয়েটা।

'আমি বলছি না যে এটাই সত্যি, কিন্তু ভেবে দেখো এমারিই ওই উইলটা লিখেছে, এবং সে নিজেই ওই জেমস গ্রীন লোকটাকে ফোরম্যান করার পরামর্শ জ্যাককে দিয়েছে। তারপর তোমার বাবা নিখোঁজ হলো; অর্থাৎ এখন এমারি আর জেমসই হয়ে বসল এই সবথেকে বড় আর ভাল র‍্যাঞ্চটার কর্তা। আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে তোমাকে এমারির অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে দেয়া হবে না।'

'না, আমি পরিণত বয়স্কা না হওয়া পর্যন্ত তা পারব না,' ফিল স্বীকার করল।

'আমি জানতাম!' উত্তেজনায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল বার্ট। 'ওরা আটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছে। প্রথমে স্টিভকে সরানো হলো, এবং ওর জায়গায় জাজের পরামর্শেই নেয়া হলো জেমসকে। পুরো র‍্যাঞ্চটাই এখন ওদের দুজনের হাতে। এখন জেমস তোমার সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারলেই–' মেয়েটা বাঁকা হাসি হাসল। ফিল কি ভাবছে আঁচ করে নিল বার্ট। 'তুমি কোন ভুল করতে যেয়ো না–কিছু লোকের বিশ্বাস কোন মেয়েকে কঠিন ফাঁদে ফেলতে পারলেই তার মন জয় করে নেয়া যায়। আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওর সাথে বিয়েতে জাজের অমত হবে না। কিন্তু ওকে সেই সুযোগ আমরা দেব না, তুমি কি বলো, ফিল? আমরা ওদের ঠিকই হারিয়ে দেব–ওদের চালাকি আমরা ধরে ফেলেছি। তুমি জানো ওর কাছে ক্যাশ কি পরিমাণ আছে?'

'রিজের মাথায় এক্স টি র‍্যাঞ্চে সে আশিটা গরু বিক্রি করবে।'

'ওগুলো সে কবে পাঠাচ্ছে?'

'আগামী পরশু।'

'খুব ভাল কথা,' বিশাল লোকটা হাসল। 'এতে আমি ওর প্ল্যানে কিছুটা বাগড়া বাধাবার যথেষ্ট সময় পাব।'

মেয়েটা জিজ্ঞেস করল না বার্ট কি করবে; সে ধারণা করল কোন না কোন উপায়ে গরুর ডেলিভারি ঠেকানো হবে। এতে করে কোন নগদ টাকাই জেমস পাবে না। কিন্তু জেমসের প্রতি তার রাগ ওকে এমনই অন্ধ করে দিয়েছে যে সে বুঝছে না যে এতে সে হয়ত তার নিজেরই ক্ষতি করছে। বার্ট তার মনে ওদের জঘন্য প্লটের মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে ওর মনটা এতই বিষিয়ে দিয়েছে যে নিজের ফোরম্যানকে ঠেকাতে সে যে-কোন কাজই এখন করতে প্রস্তুত।

ছয়

একজন স্টোরকীপার কোন পার্সেলের মোড়ক হিসেবে যেমন দুমড়ানো বাজে কাগজ ব্যবহার করে ঠিক তেমনি একটা কাগজে পেনসিল দিয়ে বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে একটা মেসেজ:

"তুমি যদি স্কাল ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে এক্স টির জন্যে গরু নেয়ার চেষ্টা করো তবে তুমি গরুগুলো হারাবে।

একজন বন্ধু।"

কাগজটা এরফান তার কামরায় দরজার তলা দিয়ে ঢুকানো অবস্থায় পেল। এটা ফিলের ডেজার্ট এজ থেকে ফেরার পর দ্বিতীয় দিনের ঘটনা। কৌতুক মিশ্রিত অবজ্ঞার সাথে সে ভাবছে তার এই অজানা বন্ধুটা কে হতে পারে। এটা ডেলিভারি দেরি করানোর একটা ফন্দিও হতে পারে। নোটটা পকেটে ভরে সে বাঙ্কহাউসে হেনডনের খোঁজে গেল।

'স্কাল ক্যানিয়ন কি এক্স টি র‍্যাঞ্চে যাওয়ার পথেই পড়ে?' হেনডনের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে প্রশ্ন করল ফোরম্যান।

'নিশ্চয়,' জবাব দিল সে। 'মাঝামাঝি একটা জায়গায় বাঁক নিয়ে ট্রেইলটা ঘুরে কিছু রুক্ষ জমি পার হয়ে চূড়ার নিচের ঢাল বেয়ে এগিয়েছে। কিন্তু তা হলেও পথ চলার জন্যে যথেষ্ট ভাল।'

'সবাইকে জানিয়ে দাও যে আমরা আজকের বদলে কালকে রওনা হব,' নির্দেশ দিল জেমস।

'আজ রওনা হওয়ার বদলে কাল যাওয়া একই কথা,' মন্তব্য করল হেনডন।

নড করে বেরিয়ে এসে নিজের ঘোড়া নিয়ে উত্তরে রওনা হলো এরফান। টমি ওর পিছু নিল। ট্রেইলটা এরফান আগে থেকেই দেখে রেখে পরিচিত হয়ে নিতে চাইছে। প্রায় অর্ধেক পথ খোলা জমির ওপর দিয়েই এগিয়েছে ওটা। তারপর হেনডনের কথা মত ট্রেইলটা ঠিকই বাঁক নিয়ে উঁচুনিচু জংলা জমির ভিতর দিয়ে এগোল। টি আর এম র‍্যাঞ্চের মধ্যে মোট দূরত্ব বিশ মাইল। তবে এই ট্রেইলটাও পরিষ্কার ভাবে চিহ্নিত, কারণ ডেজার্ট এজে গরু নেয়ার জন্যে এক্স টি ওই ট্রেইলই ব্যবহার করে।

এরফান খোলা এলাকা ছেড়ে একটা অগভীর ঢালু পথ ধরে এগোচ্ছে, এই

সময়ে উপরের রিম থেকে রাইফেলের গর্জনের সাথে বাতাস কেটে একটা বুলেট ওর কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। ও সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ঘুরিয়ে বিপরীত ঢালের দিকে ছুটল। আরও একটা বুলেট ওর হ্যাটের কার্নিস ফুটো করে বেরিয়ে গেল। ঘোড়া থেকে নেমে ওটাকে একটা গাছের আড়ালে বেঁধে কুকুরটাকে বসে থাকার আদেশ দিয়ে রাইফেল হাতে, খোলা জায়গায় বেরিয়ে সে একটা অগভীর গর্ত মত জায়গায় আশ্রয় নিল। ওর চেহারা কঠিন হয়ে উঠেছে, গুপ্তহত্যাকারীর জন্য কোন ক্ষমাই ওর কাছে নেই। রাইফেল তুলে যেদিক থেকে গুলি এসেছে সেই জায়গায় গুলি ছুঁড়ল সে। দশ গজ দূর থেকে জবাব আসায় জেসাপ বুঝল লোকটা ঝুঁকি না নিয়ে আগের জায়গা থেকে সরে গেছে।

'তাহলে পালাওনি, এখনও আছ,' নিজের মনেই বিড়বিড় করল সে। 'ভাল, এবার আমি একটা চালাকি খাটাব। হয়ত নিজেকে যত চালাক মনে করছ ততটা চালাক তুমি নও।'

ধীরে ধীরে পিছনে সরে ঝোপ না নড়িয়ে উঠে দাঁড়াল ও। ঘোড়ার পিঠ থেকে দড়ির গোছাটা নামিয়ে একটা ছোট ঝোপের গোড়ায় বেঁধে দূরে সরে গিয়ে দড়ির অন্য প্রান্ত টেনে ঝোপে নাড়া দেয়ার সঙ্গেসঙ্গে ওপাশ থেকে একটা গুলি এলো। ধোঁয়া লক্ষ্য করে পরপর তিনটে গুলি ছুঁড়ল এরফান। প্রতিটা আগেরটার চেয়ে একটু বাঁয়ে। এবার আর ওদিক থেকে পাল্টা কোন গুলি এলো না। কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থেকে আবার ঝোপে নাড়া দিল, কিন্তু ওদিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এবার আর একটা গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু ওদিক থেকে কোন সাড়া এলো না। 'হয় লোকটা মারা পড়েছে, অথবা পালিয়েছে,' টমিকে জানাল। উঠে দাঁড়িয়ে দড়ি খুলে নিয়ে ওটা পেঁচিয়ে ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে রেখে, ঘোড়াটাকে ঝোপের আড়াল দিয়ে হাঁটিয়ে বেসিন ঘুরে ওপাশের রিমে যেখান থেকে গুলি আসছিল, সেখানে পৌঁছল এরফান। ওদের আসতে দেখে গাছের সাথে বাঁধা একটা ঘোড়া ডেকে উঠল। অদূরেই হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লোকটাকে পা দিয়ে ঠেলে চিৎ করে দেখল ওটা মারিও, সেই মেক্সিকান শয়তানটা। গুলিতে ওর গলা ফুটো হয়ে গেছে।

'মাস্টারসন ঠিকই সন্দেহ করেছিল, আমারও তা-ই ধারণা ছিল,' বিড়বিড় করল এরফান। 'ভাল, তোমার র‍্যাটল স্নেক ধরার দিন শেষ হয়েছে।'

লোকটাকে সার্চ করে বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না, কয়েকটা কয়েন, একটা তামাকের থলি, আর একটা অর্ধেক ছেঁড়া কাগজের টুকরা। ওটার শেষ কয়েকটা কথা হচ্ছে:

'...তোমার শেষ সুযোগ। কাজ পণ্ড করা আমি সহ্য করি না।

কালো মাস্ক।'

'হাহ্, আমি হয়ত নিজের অজান্তেই ওদের পা মাড়িয়ে দিয়েছি,' মন্তব্য করল এরফান। কাগজটা যত্ন করে পকেটে রেখে দিল সে।

এবার আততায়ীর রাইফেলটা তুলে নিল। একটা উইনচেস্টার রিপিটার রাইফেল। বাঁটের একপাশে রূপার ছোট ছোট পেরেক গেঁথে দুটো অক্ষর লেখা রয়েছে; জে.এম.।

'জ্যাক মাস্টারসন,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'এটা এই লোকের কাছে কিভাবে এলো?'

মৃত লোকটার পিস্তল পরীক্ষা করে দেখল ওটা ·৪৫, কিন্তু সে জানে জ্যাক ·৪৪ ব্যবহার করত। ওই কার্তুজ উইনচেস্টারেও ব্যবহার করা যায়। সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়ল এরফান; ব্যপারটা ওর ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। ঘোড়ার পিঠে উঠে স্কাল ক্যানিয়নের উদ্দেশে রওনা হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওটা চিনতে পারল; সরু আর গভীর একটা গাল্শ্ (Gulch)। দ্রুত ঢালু হয়ে ওটা নিচে নেমে গেছে। দুপাশের পাথুরে দেয়াল ছোট ছোট আগাছায় ভরা। এক নজর দেখাই ওর জন্যে যথেষ্ট হলো। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সে ফিরতি পথ ধরল।

সন্ধ্যায় নিজের কামরায় নিভৃতে বসে লরিকে দিনের সব ঘটনা খুলে বলল ফোরম্যান। কেবল কে যে ওকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল সেটা চেপে গেল। লরির মন্তব্যটা কাউবয়সুলভ হলো।

সে বলল, 'শুনেছি বোকারা নাকি লাকি হয়।'

'কথাটা খুবই খাঁটি, নইলে বহু আগেই তোমাকে ডানা পরতে হত,' পাল্টা জবাব দিল এরফান।

'তোমাকে খোলা জায়গায় পেয়ে দুবার গুলি করেও লাগাতে পারল না,' বলে চলল সানসেট। 'অবশ্য দ্বিতীয় গুলি করার সময়ে তুমি পুরোদমে ছুটছিলে।'

'অবশ্যই, ফুল তোলার জন্যেও দাঁড়াইনি আমি,' হেসে জবাব দিল সে। 'ওখানে গুপ্তহত্যার শিকার হওয়ার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না।'

'তাহলে তুমি বলছ স্টিভ আর মাস্টারসন মরতে চেয়েছিল?' লরি খোঁচা দিয়ে প্রশ্ন করল।

'মাস্টারসন আবার এসে হাজির হতে পারে,' নিজের মত প্রকাশ করল ফোরম্যান, যদিও ওর স্বরে তেমন প্রত্যয় নেই।

'তুমি ওই বুশওয়্যাকারকে চিনতে পেরেছিলে?'

'হ্যাঁ, মেক্সিকান মারিও,' জবাব দিল সে।

'তুমি নিশ্চয় ওকে ওখানেই ফেলে এসেছ?' বলল লরি।

'না, ওকে আমি গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছি; যেভাবে তোমার বাবাকে ওরা ফেলে গেছিল। ওই গাছে আমি দুটো আঁচড়ের দাগও কেটে এসেছি, ওটা নিয়ে ওরা একটু চিন্তায় পড়বে।'

'ফোর বির বিরুদ্ধে ভাল প্রতিশোধ,' বলল যুবক। 'তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, জেমস।'

'ধন্যবাদের কোন প্রয়োজন নেই; ওই ব্যাটা আমাকে মারার জন্যে গুলি ছুঁড়ছিল,' মনে করিয়ে দিল সে। 'এই আউটফিটের কি খবর?'

'আমার ধারণা কেবল একজন ছাড়া বাকি আর সবাই ভাল। যে লোকটা সম্প্রতি লাইন ক্যাম্প থেকে ফিরেছে সে বার্টের লোক, ওকে আমি আগেও দেখেছি। ওর নাম গেভার।' এরফান মাথা ঝাঁকাল। 'আগামীকাল তুমি কতজনকে সাথে নিচ্ছ?'

'আমি সহ ছয়জন,' জানাল এরফান। 'ছোট একটা গরুর দল তাড়িয়ে নিতে এই কয়জনই যথেষ্ট হওয়া উচিত।'

কালকে খুব ভোরেই রওনা হতে হবে জানিয়ে লরিকে ঘুমাতে পাঠিয়ে দিল সে।

'বার্ট লোকটা সাড়ে হারামজাদা। আমার বিশ্বাস ওর হাতে কোন বিশেষ তুরুপের তাস আছে,' বলে বেরিয়ে গেল লরি।

ভোর হওয়ার সাথেই গরু নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। এরফান ওদের নির্দেশ দিল গরুগুলোকে দাবড়ে নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই, ওদের নিজস্ব গতিতেই চলতে দেয়া হবে। হয়ত এক্স টি র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি পৌঁছে ওদের দ্রুত চলার দরকার হতে পারে।

মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে চলেছে ওরা। অর্ধেক পথ পার হওয়া পর্যন্ত কিছুই ঘটল না। স্কাল ক্যানিয়ন থেকে দুমাইল দূরে একটু বিশ্রাম আর খাওয়ার জন্যে ওদের থামাল এরফান। অল্প কিছু খেয়ে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করার সময়ে ফোরম্যানই লীড দিল। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে ট্রেইল আড়াআড়ি একটা গিরিখাতে মোড় নিল। গেভার বাম দিক থেকে তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে ওর পাশে চলে এলো।

'বস্, এটা এক্স টি র‍্যাঞ্চে যাওয়ার পথ নয়,' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ওখানে যাওয়ার পথ সোজা স্কাল ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে।'

'আমি তা জানি, কিন্তু আমার ধারণা এটা বেশি নিরাপদ,' ফোরম্যান জবাব দিল। সে এটাও লক্ষ করল যে গেভার তার চতুর চোখ দুটো চট করে নামিয়ে নিল।

'ভাল, এটা তোমার মত হতে পারে, কিন্তু এই পথে গরু নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন হবে,' বেজার চেহারায় বলল সে।

'তুমি ভাবছ স্কাল ক্যানিয়ন দিয়ে যাওয়াটাই সহজ হত, না?' উদ্দেশ্যমূলক ভাবে প্রশ্ন করল এরফান।

লোকটা বিড়বিড় করে মন্তব্য করল এই ট্রেইলটা খোলা আর নিচু। পরের কয়েক মাইল পথে ওর বক্তব্যই ঠিক প্রমাণিত হলো। অনেক ঝোপঝাড় আর বাধা কাটিয়ে ওদের এগোতে হচ্ছে। বেশ খারাপ পথ পেরিয়ে শেষে ওরা একটা খোলা ঘেসো জমিতে এসে পৌঁছল। হঠাৎ পরপর দুটো গুলির শব্দে পিছন ফিরে এরফান দেখল গেভার বোকার মত ওর ধূমায়িত পিস্তলের দিকে চেয়ে আছে। রেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ওর কাছে এগিয়ে গেল এরফান।

'বিষয়টা কি?' প্রশ্ন করল সে। 'গরুগুলোকে কি স্ট্যাম্পিড করাবার চেষ্টা করছ তুমি?'

'পিস্তলটা পথ চলায় অসুবিধা ঘটাচ্ছিল, তাই ওটা বের করে পরীক্ষা করতে গিয়ে কিভাবে যে গুলি ছুটে গেল তা আমি নিজেও বলতে পারব না,' ব্যাখ্যা করল কাউবয়।

ফোরম্যানকে ওই ব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো। কিন্তু সে নিশ্চিত যে ইচ্ছা করেই কাজটা করেছে গেভার। লোকটা কি দস্যু দলের সাথে জড়িত?

সেটার সম্ভাবনাই বেশি। লোকটার ওপর কড়া নজর রাখল সে এবং সাথে সাথেই লক্ষ করল ওর ঘোড়াটা খোঁড়াচ্ছে।

'ঘোড়াটা খোঁড়া হয়ে গেছে; আমি তোমাদের পিছন পিছন পরে আসছি,' বিষণ্ন মুখে বলল রাইডার।

এরফানের মুখ দিয়ে একটা গালি বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে কঠিন স্বরে বলল, 'না, তুমি আমাদের সাথেই যাবে। ঘোড়ার হাঁটুর ভাঁজ থেকে তোমার বুটের মাথাটা সরিয়ে নিলেই ঘোড়াটার খোঁড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে।'

'আমি মোটেও– '

'সিধে নও–সেটা আমি জানি,' বলে উঠল ফোরম্যান। 'কাজ সেরে র‍্যাঞ্চে ফেরার পর তুমি যেখানে খুশি যেতে পারো, কিন্তু আপাতত তোমাকে গরুর সাথেই থাকতে হবে।'

আবার সে তার চোখ নামিয়ে নিল।

তিন মাইল ঘুরে তারা ট্রেইলে ফিরে এলো। 'আমি মিছেই হয়ত বেশি সাবধানতা অবলম্বন করেছিলাম, কিন্তু তোমরা সবাই মিলে আমার সাথে সহযোগিতা করেছ সে-জন্যে ধন্যবাদ।' এক্স টিতে পৌঁছানোর পরে সে তার লোকজনকে ঘোরা পথ নেয়ার আসল কারণ খুলে বলল। বাকি পথে ওদের আর কোন ঝামেলা পোহাতে হলো না।

এক্স টি র‍্যাঞ্চের টিম একজন মোটাসোটা মাঝবয়সী লোক। সে নিজেই খালি করালের সামনে ওদের স্বাগত জানাল। গরু গুনে করালে ঢুকানোর পর এরফানকে টিম তার র‍্যাঞ্চহাউসে নিয়ে গেল। যাওয়ার আগে সে তার দুজন কাউহ্যান্ডকে বাকি আর সবার দেখাশোনা করার নির্দেশ দিয়ে গেল।

'তোমাদের খাওয়া শেষ হলে তোমরা র‍্যাঞ্চে ফিরে যেয়ো, আমি পরে আসছি,' বলল ফোরম্যান। তারপর লরিকে বলল, 'তোমরা যখন যাওয়ার জন্যে তৈরি হবে আমাকে খবর দিয়ো।'

খাওয়া শেষ হলে ওরা দুজন বৈঠকখানায় এসে বসল লেনদেনের কাজটা সারতে। টাকা গুনে নেয়া মাত্র শেষ হয়েছে, এই সময়ে লরি এসে বলল, 'তোমার লোকজন সবাই যাওয়ার জন্যে তৈরি। কিন্তু আমি থাকছি, টাকা-পয়সা নিয়ে এই এলাকায় তোমার একা যাওয়া ঠিক হবে না।'

'আমি যেমন আদেশ দিয়েছি সে-ভাবেই কাজ হবে,' জবাব দিল এরফান। 'আমাকে যখন দেখাশোনার দরকার হবে তখন আমি নিজেই তোমাকে জানাব। গেভার কোন সময়ে গেছে?'

লরি অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমাকে কে বলল? যদি আন্দাজ করে থাকো তাহলে বলতেই হবে ভাল আঁচ করেছ তুমি। প্রায় আধঘণ্টা আগে এক ফাঁকে সটকে পড়েছে সে। এরপর আর ওকে আমরা দেখিনি।'

লরিকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গরু বিক্রির টাকার বান্ডিলটা ওর হাতে তুলে দিয়ে ফোরম্যান বলল, 'এটা দেখাশোনার ভার তোমার ওপর দিলাম। সাবধানে সামলে রেখো।'

টাকাটা পকেটে ভরে রাখল যুবক। তারপর শান্ত স্বরে বলল, 'জেমস তুমি একটা বড় ঝুঁকি নিচ্ছ।'

'মানুষের জীবনটাই ঝুঁকিতে ভরা,' হালকা সুরে বলল সে। 'যাও, এবার তুমি ওদের সাথেই রওনা হয়ে যাও। কিন্তু সাবধান এই টাকা সম্বন্ধে কারও কাছেই মুখ খোলা চলবে না।'

ঘণ্টাখানেক পরে ট্রেইল ধরল এরফান। কিন্তু এবার ঘুরে না গিয়ে সোজা স্কাল ক্যানিয়নের ভিতর দিয়েই এগোল। টিমের সাথে কথা বলার পর ওর মনটা এখন অনেক হালকা ঠেকছে। এই এলাকায় বার্টের যতটা আধিপত্য আছে বলে ধারণা করেছিল সে, টিমের সাথে কথা বলে বুঝেছে যে আসলে সেটা ঠিক নয়। যদিও এক্স টি র‍্যাঞ্চের মালিককে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় বলেই সে অনুভব করেছে, তবু মারিওকে হত্যা করা বা জ্যাকের রাইফেল পাওয়ার কথা সে টিমকে জানায়নি। একটা ঝুঁকিপূর্ণ খেলায় নেমেছে সে, তাই প্রতিটা পদক্ষেপই ওকে হিসেব করে ফেলতে হচ্ছে। পরে অবশ্য তার মনে হয়েছে আরও খোলাখুলি আলাপ করাই হয়ত ভাল ছিল।

যেন কোন তাড়াই নেই এমন ভাব দেখিয়ে সে ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রায় অন্ধকার হয়ে আসছে, এই সময়ে ক্যানিয়নের সবথেকে সরু এলাকায় পৌঁছল সে। হঠাৎ একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে দুটো ছায়ামূর্তি নড়ে উঠল। হেঁড়ে গলায় একটা আদেশ এলো:

'হাত তুলে দাঁড়াও! প্রন্তো! তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়াও!'

অন্ধকার জায়গায় তীক্ষ্ণ নজরে চেয়ে সে দেখল কালো মুখোশ পরা দুটো লোক ওর দিকেই পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। সে হাত তুলে পাদানি থেকে পা ছাড়িয়ে নিয়ে নিচে নেমে পড়ল। ওদের একজন সঙ্গে সঙ্গে এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'মাল বের করো।'

'তার মানে?' জিজ্ঞেস করল এরফান।

'এক্স টির টিম নিশ্চয় তোমাকে গরু বিক্রির টাকা দিয়েছে,' লোকটা জবাব দিল।

লেজি এমের ফোরম্যান হো হো করে হেসে উঠল। 'ওটা আমার কাছে নেই, বন্ধু,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'আমার এক কর্মচারীর হাতে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি আমি। তোমরা হয়ত ওদের যেতে দেখেছ।'

'দূর, ব্যাটা মিথ্যে কথা বলছে; ওকে সার্চ করে দেখো, গিল।'

'তোমার কি কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই?' খেপে উঠল গিল।

'আমি বলেছি ওর তল্লাশী নাও—তার মানে সময় নষ্ট কোরো না,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল অন্যজন। আবার হেসে উঠল এরফান।

'চালাক লোক,' ব্যঙ্গ করল বন্দি। 'তোমাকে কে বলেছে যে আমার কাছে ওই টাকা আছে, গেভার?'

লোকটা রাগে দাঁত কিড়মিড় করে একটা গালি দিয়ে পিস্তল খাপে ভরে এগিয়ে এসে ওকে ভাল করে সার্চ করে দেখল; এই পুরো সময়টা তার সঙ্গী পিস্তল তাক করে বন্দিকে কাভার করে থাকল। টাকা না পেয়ে ওকে ছেড়ে সে

এবার ঘোড়ার স্যাডলব্যাগ খুঁজেও কিছুই পেল না।

'ওটা এখানেও নেই,' বিরক্তির সাথে বলল লোকটা।

'সেটা তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম, মিস্টার, হয়ত সত্যবাদী লোকের সাথে তোমার চলাফেরা নেই।'

রাগে উন্মত্ত হয়ে লোকটা তার পিস্তল বের করে এরফানের মুখে ঠেসে ধরল। 'ওইরকম আর একটা মন্তব্য করলে তোমার মাথা চুর করে ছাতু করে দেব আমি।'

কিন্তু এখানেই সে ভুলটা করল। সার্চ চালাবার সময়ে জেসাপ যে তার কনুই খুব ধীরে ওদের অজান্তেই কিছুটা নিচে নামিয়েছে, এটা ওদের কেউই খেয়াল করেনি। এবার বাম হাতের ঝটকায় সে ওর পিস্তলের নলটার মুখ একটু দূরে সরিয়ে একই সাথে ডান হাতে প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসাল লোকটার সোলার প্লেক্সাসের ওপর। ওই নার্ভ অবশকারী আঘাতে লোকটা দুভাঁজ হয়ে গেল। তার সঙ্গী একটা গুলি করে মিস করল। ততক্ষণে এরফান নিজের পিস্তল বের করে তাকে গেঁথে ফেলল। দ্বিতীয় গুলি করার সুযোগ লোকটা আর পেল না। দস্যুরা কি ঘটছে কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে ক্যানিয়ন ধরে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হলো এরফান।

সেই সন্ধ্যায় লরি যখন ওকে টাকা ফেরত দিতে এলো, তখন এরফান ব্যাখ্যা করল, 'বুঝলে, লরি, গেভারের স্কাল ক্যানিয়ন দিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়ার অতি মাত্রায় আগ্রহ দেখানোই আমাকে সন্দিগ্ধ করে তোলে। এরপর ওর পিস্তল ঘটনাক্রমে পরপর দুবার অসাবধানে ফুটতে শুনে আমার সন্দেহ হলো ওটা একটা সঙ্কেত। তারপর ওর ঘোড়া খোঁড়া হলো, যেন পিছিয়ে পড়ে ওর সাথীদের সে খবর দিতে পারে। তখন আমি নিশ্চিত হলাম। বুঝলাম আমি একা ফিরব শুনলে সে ফাঁকি দিয়ে বন্ধুদের খবর দিতে আগেই রওনা হবে। গরুগুলো কেড়ে নিতে না পেরে বিক্রির টাকা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা নিশ্চয়ই করবে। ওরা ভাবতেই পারেনি কাউবয়দের কাউকে বিশ্বাস করে আমি টাকা দিতে পারি। তাই ওরা তোমাদের যেতে দেখেও বাধা দেয়নি। ঠিক আমার প্ল্যান অনুযায়ীই সবকিছু ঘটেছে।'

ফোরম্যান আর কাউকেই ওর এই অ্যাডভেঞ্চারের কোন কথা জানায়নি, কিন্তু কেউ নিশ্চয় কথা বলেছে, কারণ আউটফিটের সবাই ঘটনাটা জেনে গেছে। তবে এতে ফোরম্যান হিসেবে ওর যোগ্যতায় কোন ঘাটতি পড়েনি।

পরদিন সকালে এরফান দেখল গেভার মিস মাস্টারসনের সাথে কথা বলছে।

'গত রাতে তোমার কি হয়েছিল, গেভার?' প্রশ্ন করল সে।

'আমি এই জন্যে সবার আগে রওনা হয়েছিলাম, কারণ আমার ভয় ছিল যে ঘোড়াটা হয়ত আবার খোঁড়া হয়ে যেতে পারে। ঠিক তাই ঘটল, এই কারণেই আমি আর গতকাল র‍্যাঞ্চে ফিরতে পারিনি।'

'আমার কামরায় এসে তোমার পাওনা টাকা বুঝে ন্যাও, এরফান এমন সুরে কথাটা বলল, ওর কথা যে সে বিশ্বাস করেনি তা স্পষ্ট বোঝা গেল।

'তুমি গেভারকে কেন বরখাস্ত করছ?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল ফিল্। 'ওর ঘোড়া খোঁড়া হয়ে গেলে সে কি করবে?'

'ওকে বিদায় দেয়া হচ্ছে কারণ এমন কয়েকটা কাজ করেছে ট্রেইলে যে আর সবার কাছে তার মুখ দেখাতেও এখন লজ্জা পাবে, কি ঠিক বলিনি, গেভার?'

ওর প্রশ্নে মুখ কাঁচুমাচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে সে নিষ্ঠুর সুরে বলল, 'যেখানে আমি সবার অপ্রিয়, সেখানে আমিও থাকতে চাই না।'

'তোমার যেমন ইচ্ছে,' সমর্থন করল এরফান। 'তবে তুমি লেজি এম থেকে দূরে থেকো, নইলে তোমাকে স্থায়ীভাবেই এখানে থাকতে হতে পারে—মাটির তলায়।'

এক ঝলক আড়চোখে এরফানকে দেখে মেয়েটা বাড়ির ভিতর সোজা নিজের কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ওর মনে হচ্ছে সারা দুনিয়ায় যেন কোন বন্ধু নেই।

সাত

বার বির মালিক তার চেয়ারে বসে একটা চুরুট ধরিয়ে বিতৃষ্ণার সাথে চারপাশের পরিবেশ এক নজর তাকিয়ে দেখল। কামরাটা মূলত পুরুষের একটা ঘর। এলোমেলো আসবাব, নগ্ন মেঝের চার পাশেই ঘোড়ার জিন, রাইফেল, দড়ি, ইত্যাদি অগোছাল ভাবে পড়ে আছে। এর চেয়ে লেজি এমের পরিবেশ অনেক সুন্দর। কিন্তু সংসার গুছানোর প্রতি বার্টের মোটেও মনোযোগ নেই। বিয়ের পর সে লেজি এমেই থাকবে; কিন্তু এখন তার কাছে সেই সুযোগ সুদূর পরাহত বলে মনে হচ্ছে। যে-কাজটা সে খুব সহজ হবে বলে মনে করেছিল, সেটাই জেমসের চালাকিতে পুরো পণ্ড হয়ে গেল। তাছাড়া জ্যাকের হঠাৎ অদৃশ্য হওয়াও নতুন জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

ডোভারের আবির্ভাবে ওর গভীর চিন্তায় ছেদ পড়ল। ওই একটা লোকেরই অবাধে র‍্যাঞ্চহাউসে প্রবেশ করার অধিকার আছে। বেজার চেহারার চোখা লোকটা কম কথা বললেও সে তার খুদে চোখে বার্টকে এক নজর দেখেই ওর মূড বুঝে নিল। হ্যাটটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে রেখে একটা চেয়ার টেনে বসল সে।

'এত দুশ্চিন্তা কিসের, বার্ট?' পরে আবার যোগ করল, 'আমি সেদিন মাস্টারমনের মেয়েকে ডেজার্ট এজে দেখলাম।'

'সে এমারির সাথে দেখা করতে গেছিল; তার বাবার কাগজপত্র ঘেঁটে দেখতে গিয়ে সে জেনেছিল তাকে ওইরকম নির্দেশই দেয়া হয়েছে,' ব্যাখ্যা করল র‍্যাঞ্চার। 'বুড়ো গাধাটা জাজ এমারিকেই ওর অভিভাবক করে গেছে;

এখন মেয়েটার তার অনুমতি ছাড়া কোনকিছুই করার উপায় নেই।'

শিস দিয়ে উঠল ডোভার। 'এতে করে তোমাদের বিয়ের ব্যাপারটা বেশ পিছিয়ে গেল। কিন্তু মেয়েটা যদি ওর কথা না শোনে?'

'তাহলে র‍্যাঞ্চটা সে হারাবে,' রাগের সাথে বলল বার্ট।

'চতুর বুড়ো কয়োটি,' মন্তব্য করল গানম্যান। 'মেয়েটা যদিও অত্যন্ত সুন্দরী, তবু র‍্যাঞ্চ এমের ফ্রেমে আঁটা অবস্থায় ওকে আরও সুন্দরী দেখাবে।'

বার্টের দুশ্চিন্তাটাই যেন ডোভার কথায় প্রকাশ করল। বার্ট মাথা ঝাঁকিয়ে তার সমর্থন জানাল। 'জ্যাকের কোন খবর পেলে?' প্রশ্ন করল র‍্যাঞ্চার।

'নাহ্, ওর কোন খবরই নেই। খোঁজ নিয়ে কেবল এটুকু জেনেছি যে এমারি তোমাকে মোটেও পছন্দ করে না।' জানাল সে।

'ওটা কি নতুন কোন খবর হলো?' রেগে উঠল বার্ট। 'তুমি আবার কাউকে জানতে দাওনি তো যে আমিই তোমাকে পাঠিয়েছি?'

'দরকার পড়েনি–সে আগেই জানত। জেমসের কথা জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, বাড়ির কাছে খোদ জেমসের কাছ থেকেই আমি ওর সব খবর জানতে পারি–একটা বাও করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।'

সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল বার্ট। কয়েকবারই তার ওই জাজের সাথে আলাপ হয়েছে। ওই হাসি তার পরিচিত।

'জেমস গ্রীন ডেজার্ট এজে তেমন পরিচিত নয়। তবে কয়েকবার সে জাজের সাথে দেখা করতে এসেছে–কিন্তু সে যে কোথাকার লোক তা ওরা কেউ বলতে পারল না,' বলে চলল ওর গানম্যান। 'তোমার মনে আছে, ফ্যালান একজন স্ট্রেঞ্জারের হাতে মারা পড়েছিল? সেই স্ট্রেঞ্জারই হচ্ছে জেমস। ওহ্, এতে কারও কিছু বলার ছিল না, কারণ ওতে ফ্যালানকে সমান সমানেরও বেশি সুযোগ দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া মৃত ব্যক্তি ওখানে জনপ্রিয় ছিল না। ওই মৃত্যুতে কেবল ওর পাওনাদাররাই দুঃখিত হয়েছিল।'

'অর্থাৎ তুমি কি বোঝাতে চাইছ?' প্রশ্ন করল বার্ট, কিন্তু ডোভার তার নিজস্ব ভঙ্গিতেই তার পুরো কথা শেষ করল।

'কেন যেন ফেরার পথে আমি হার্ভি বোলটনের বাড়ির পাশ দিয়ে সেই পুরোনো ট্রেইল ধরেই আসছিলাম,' বলে চলল সে। 'ওই বড় কটনউড গাছে দেখলাম আবার ফল ধরেছে–ওই একই ডাল থেকে একটা লাশ ঝুলছে। লাশটাকে নামিয়ে দেখলাম লোকটা মারিও। গলায় গুলি করে লাশটাকে ওখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ওই গাছে আঁকা হার্ভির ফোর বি ব্র্যান্ডের মাঝে দিয়ে লম্বা দুটো দাগও সদ্য কাটা হয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না?'

ঘটনা শুনে উত্তেজিত হয়ে বার্ট একটা গালি দিল।

'এখন, ফ্যালান আর ওই মেক্সিকান মারিও দুজনই আমাদের সাথে হার্ভিকে ওই গাছে ঝুলানোর কাজে জড়িত ছিল। বাকি রইলাম আমরা পাঁচজন। তুমি, আমি, হেনডন, বুল আর গেভার। এখন এর পরে খাঁজটা আমাদের মধ্যে কার জন্যে কাটা হবে তাই ভাবছি আমি।'

রুক্ষভাবে হেসে উঠল র‍্যাঞ্চার।

'এসব হিসেব করে তুমি কি সাহস হারিয়ে আজেবাজে দুঃস্বপ্ন দেখা শুরু করেছ নাকি, ডোভার?' ঠাট্টা করল বার্ট। 'ওটা দশ বছর আগের ঘটনা; এতদিনে আমাদের কেউ না কেউ যে মারা পড়ব এটাই তো স্বাভাবিক। ওই গ্রীজার (মেক্সিকানদের অবজ্ঞা করে আমেরিকানরা গ্রীজার বলে সম্বোধন করে; তবে এর জবাবে ওরা আমেরিকানদের গ্রিংগো বলে ডাকে।) মারিও যে মোটেও জনপ্রিয় ছিল না, একথা সবাই জানে। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে, যে লোকটা ওকে মেরেছে সে মারিওকে ঝুলাবার জন্যে ওই গাছটাই কেন বেছে নিল, সেটা সত্যিই মনে কৌতূহল জাগায়। এখন শোনো, ওটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে, আরও জরুরী একটা বিষয় নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার। আমি শুনলাম জেমস তার গরু এক্স টিতে পৌঁছে দিয়ে নিরাপদেই টাকা নিয়ে ফিরে গেছে। তাছাড়া সে লেজি এমেও শক্ত হয়ে জমে বসেছে। এই মুহূর্তে তার হাতে র‍্যাঞ্চ চালাবার মত টাকাও আছে। এখন আমরা কি করতে পারি?'

ডোভার কিছুক্ষণ সাপের মত অপলক চোখে দেয়ালের দিকে চেয়ে নির্বিকার ভাবে বসে থাকল। ওর চেহারা দেখে কেউ বুঝবে না যে সে ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করাবার কথা ভাবছে। যখন সে কথা বলল তখনও তার স্বরে তেমন কোন আভাস পাওয়া গেল না।

'শেডিকে কাজে লাগাও। পিস্তলে লোকটা ওস্তাদ, তাছাড়া ওকে হোপের কেউ চেনে না। এতে আমাদের কোন হাত আছে তা কেউ বলতে পারবে না।'

'লোকটার হাত ঠিকই চালু, কিন্তু সে সামনা-সামনি মোকাবেলায় জেমসকে হারাতে পাবে বলে মনে হয় না,' মন্তব্য করল বার্ট।

'সামনা-সামনি লড়ার কথা কে বলেছে? শেডি ওকে ঠিকই শেষ করতে পারবে, এবং শহরে আমাদের যেমন দখল আছে তাতে আমরা সহজেই ওর নিরাপদে ফেরার ব্যবস্থা করতে পারব।'

ওর প্রস্তাবটা ভেবে দেখছে বার্ট। ওর চেহারায় একটা নৃশংস ভাব ফুটে উঠেছে। সিদ্ধান্ত নিতে বেশি দেরি করল না সে।

'মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক,' বলল বার্ট। 'আমি এর ব্যবস্থা করছি, তাছাড়া জ্যাকের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে জেমসই দায়ী—এমন একটা ইঙ্গিত দেয়াতেও কোন ক্ষতি নেই।'

'ওকে মেরে ফেলাটাই আমাদের জন্যে সবদিক থেকে ভাল হবে,' মন্তব্য করল ডোভার। 'ও এখানে একজন স্ট্রেঞ্জার, তাই সে মারা পড়লে কেউ ওকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না। আমি বলছি, লোকটা আমাদের দুজনের জন্যেই একটা অভিশাপ। লোকটা শকুনের খাবারে পরিণত হলে আমি অনেক স্বস্তি পাব।'

'ট্রেইলের পথে কোন একটা খাঁজে ফেলে দিলে কেউ আর ওকে খুঁজে পাবে না। এই ব্যাপারে কোনরকম বিচার বসানো হোক তা আমি মোটেও চাই না,' বলল র‍্যাঞ্চার।

*

শেষ বিকেলে এগেইন শহরে পৌঁছে এরফান আর লরি হোপ ব্যাঙ্কের সামনে ঘোড়া থামাল। ফোরম্যান দুহাজারের মত ডলার বয়ে বেড়ানোর দায়িত্বটা

এড়াতে চাইছে। ব্যাঙ্কের স্টাফ বলতে কেবল ম্যানেজার আর একজন ক্লার্ক। মিস্টার রাস্টন পুবের মানুষ তাই চেষ্টা করেও সে এখানকার পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। ক্লার্ক একটা কাজে বাইরে যাওয়ায় সে নিজেই ওদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলো। লোকটা বেঁটে আর মোটা, চকচকে টাক আর গোল রিমের চশমা দেখে ওর দিনকাল বিশেষ ভাল যাচ্ছে বলে মনে হয় না। টাকা জমা দেয়া শেষ করে এরফান শহর সম্পর্কে আলাপ শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কার নিজের অবস্থান ব্যক্ত করল।

'মিস্টার গ্রীন, ব্যবসায়ী হিসেবে আমি নিয়ম করে নিয়েছি, কোন স্থানীয় বিরোধে আমি পক্ষ নিই না,' বলল সে। 'এই ব্যাঙ্ক যে-কোন সম্মানীত ব্যক্তিকেই সমান চোখে দেখে। এই নীতিটাই আমরা মেনে চলি।'

বুক ফুলিয়ে কথাটা বলে সে অত্যন্ত আনন্দ পেল। লরি বেশ কষ্ট করে তার হাসি চাপল। এই ধরনের কথা সে বইয়ের বুলি বলেই মনে করে। এরফান ওর কথার জবাবে কি বলে শোনার জন্যে সে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু ওকে খুব নিরাশ হতে হলো।

'আমার ধারণা তোমার কথাই ঠিক, স্যার,' জবাব দিল সে।

বাইরে বেরিয়ে একটা গালি দিল সে। 'বোঝা মুশকিল লোকটা কি করতে পারে।'

'যদি কথাটা ওই মোটা লোকটার উদ্দেশে বলে থাকো তবে তুমি ভুল বলেছ,' ফোরম্যান বলল। 'সে যে প্রতিবারই নিরাপদ পথে চলবে এতে কোন সন্দেহ নেই।'

লরি আর কথা না বাড়িয়ে এরফানের পিছন পিছন ফেনটনের সেলুনে গিয়ে ঢুকল। সেলুনটা পুরোই খালি, কিন্তু বারের পিছন থেকে মালিক আন্তরিক হাসি দিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানাল।

'আমি আবার তোমার দেখা পেয়ে সত্যিই খুশি হলাম,' বলে সে হাত বাড়িয়ে পিছনের শেলফ থেকে একটা বোতল বের করল। 'আমি নিজেও এই ব্র্যান্ডের মদ খাই; আশা করি তোমারও স্বাদটা ভাল লাগবে। লেজি এমে তোমার দিন কেমন চলছে?'

প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে গ্লাসে চুমুক দিয়ে চেখে দেখে সে জানাল মদটা সত্যিই ভাল। 'বেশ ভালই কাটছে, অন্তত এখন পর্যন্ত বড় কোন ঝামেলা হয়নি,' জানাল সে।

খুশি হয়ে নিজের উরুতে একটা চাপড় মেরে আনন্দ প্রকাশ করল ফেনটন। 'আমি তোমার মত একটা লোকের অপেক্ষাতেই দিন গুনছিলাম—এই শহরে তোমার মত একজন লোকেরই খুব দরকার,' বলল সে।

'একজন লোক বিশজনের বিরুদ্ধে জিততে পারবে না,' চোখে কৌতুক নিয়ে বলল এরফান।

'ঠিক আছে, কথাটা আমি বলেছি এবং ফিরিয়েও নিচ্ছি না,' দাঁত বের করে হেসে বলল সে। 'কিন্তু উপযুক্ত একটা লোকের পিছনে যদি ভাল কিছু লোক থাকে, তবে বিশজন কেন, চল্লিশজন লোককেও হারানো সম্ভব, বুঝলে?'

'নিশ্চয়,' ওকে সমর্থন করল এরফান। 'এক্স টি র‍্যাঞ্চের টিম কি ওদের একজন হতে পারে?'

'অবশ্যই, ওর মত সৎ লোক আজকাল কমই দেখা যায়; তাছাড়া তার কিছু ভাল বন্ধুবান্ধবও আছে। ওর সাথে তোমার কথা হয়েছে? আরে, আমি তো ভুলেই গেছিলাম—তুমি তোমার গরুর পাল নিয়ে নিরাপদেই এক্স টিতে পৌঁছে দিয়েছিলে। তুমি তা পারবে না মনে করে হোপে সবাই এক ডলারে তিন ডলার দেয়ার বাজি ধরেছিল।'

খবরটা নীরবেই হজম করল এরফান। কালো মুখোশ দলের কেউ কেউ যারা প্রায়ই শহরে আসে তারা কি আগে থেকেই জানত যে ডাকাত দল গরু ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে? নাকি এটা নিছক বাজি ধরার একটা সুযোগ পেয়েই ঝুঁকি নেয়া? একটা ব্যাপার এতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কেউ লেজি এমে কি কি ঘটছে তার ওপর কড়া নজর রাখছে।

'চূড়ার কাছে যে ডাকাতের দলটা রয়েছে, তাদের কেউ ঘাঁটাতে চায় না বলে মনে হচ্ছে,' কথার ছলে বলল এরফান।

'হোপের কাউকে ওরা কখনও উত্যক্ত করেনি; তাছাড়া এই শহরের শেরিফ কখনও কাজের খোঁজে নিজের চোখ খারাপ করতে নারাজ,' জবাব দিল সেলুন মালিক।

'আমাকে ভাল মানুষ খুঁজে দেয়ার ভার তোমাকেই দিলাম,' বলে ফেনটন বার ছেড়ে বেরিয়ে এলো ফোরম্যান।

'তোমার যখনই প্রয়োজন তখনই ওদের তুমি যুদ্ধের জন্যে তৈরি পাবে,' আশ্বাস দিল ফেনটন।

রাস্তায় বেরিয়ে র‍্যাঞ্চের রসদের জন্যে পাশের দোকানেই ঢুকল এরফান। শুকনো পাতলা আইরিশ মালিক চোখ পিটপিট করে ওদের দেখল।

'হ্যাঁ, এই দোকান থেকেই মিস্টার মাস্টারসন সব সময়ে মাল কিনত,' এরফানের একটা প্রশ্নের জবাবে জানাল সে। 'কিন্তু তোমার কাছে কোন মাল বিক্রি করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।'

'তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে রবার্টসের দোকানেই যেতে হবে,' রাগের স্বরে বলল ফোরম্যান।

হেসে উঠল দোকানি। 'ওখানে গিয়েও তোমার কোন লাভ হবে না লোকটার সবকিছুর মালিক হচ্ছে বার্ট। ওকেও নিশ্চয় একই নির্দেশ দিয়েছে বার্ট।'

'তাহলে ডেজার্ট এজের ব্যবসায়ীরাই আমার ব্যবসা পাবে,' সে জবাব দিল।

'আরে, শান্ত হও,' হেসে বলল আইরিশম্যান। 'আমাকে ওরা আদেশ দিয়েছে বটে, কিন্তু সেটা মানা না মানা আমার ওপর। পাশের বারের ফেনটন আমার বন্ধু। আর বার্টের থেকে এই প্রথম আমি এই ধরনের কোন নির্দেশ পেলাম। ওর আদেশ আমি মানি না—এখন বলো তোমার কি কি প্রয়োজন।'

দরকারী জিনিসের লিস্ট দিয়ে পরদিন মাল নেয়ার জন্যে লোক আর গাড়ি

পাঠাবে জানিয়ে বিদায় নিল এরফান।

'এই শহরবাসীদের আমি যতটা পোষা মনে করেছিলাম এখন দেখছি সেটা ঠিক নয়; এখানেও কিছু মানুষের মেরুদণ্ড আছে।'

'না, এখানেও কিছু শক্ত মানুষ আছে,' স্বীকার করল লরি।

গুণ্ডাদের আস্তানা, কাম এগেইন সেলুনটা এই ছোট শহরের তুলনায় অনেক বড় আর বিলাসী। বার এবং ডান্স-হল, দুটোই বড় বড় গিল্টি করা আয়না বসিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। আসবাবপত্রও বেশ উন্নত মানের। লম্বা বারে হরেক রকম মদের সমাবেশ রয়েছে। সদর দরজার বিপরীতেই বার। মাঝের অংশে বেশ কিছু টেবিল আর চেয়ার বসানো হয়েছে। এরফান যখন একা ভিতরে ঢুকল তখন চেয়ারগুলো বেশিরভাগই দখল হয়ে গেছে। ধীর পায়ে এগিয়ে বারে দাঁড়িয়ে সে একটা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল। অলস ভাবে গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে লোকগুলোর দিকে নজর দিল সে।

বুঝল তার ওখানে উপস্থিতিতে বিভিন্ন মন্তব্যের ফিসফিসানি চলছে ওদের মধ্যে। কেউ কেউ আড়চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছে। কেবল একটা লালচে মুখের কাউহ্যান্ড, যে ঠিক তার পরপরই বারে ঢুকেছে, তারই যেন ওর প্রতি কোন আগ্রহ নেই। লোকটা বারের অন্য মাথায় দাঁড়িয়ে মদের গ্লাসটাকে দুহাতে জড়িয়ে এমন আদর করছে যেন বহুদিন পরে সে তার হারানো প্রেমিকাকে খুঁজে পেয়েছে। অথচ তার চেহারা দেখে মনে হয় না বেশিক্ষণ ওদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। বারের অন্য মাথায় পাগলা মার্টি আর ডোভার বার্টের সাথে কথা বলছিল। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই মার্টি বিদায় নিল।

হঠাৎ এরফানের মাথায় চিন্তা এলো, ফেনটনের "ভাল লোক" এখানে কতজন উপস্থিত আছে। সে নিজেও জানে না তার মাথায় বার্টের প্রধান আস্তানায় এভাবে হানা দেয়ার ইচ্ছা কেন জাগল। এতে শুধু ওকে উপেক্ষাই দেখানো হলো না, এটা নাটকের চূড়ান্ত উত্তেজনাময় একটা দৃশ্যও বটে। তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটবে বলে আশা করছে না ও, কিন্তু ওর ধারণা জরুরী কিছু তথ্য হয়ত এখানে পাওয়া যেতে পারে। তুমুল বাকবিতণ্ডার পর লরি এখানে ঢুকতে অস্বীকার করেছিল। ওকে চুপিচুপি দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখে নিজের মনেই একটু হাসল এরফান।

যেসব লোক তাদের সারাটা জীবন বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কাটিয়েছে, সহজাত প্রবৃত্তি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তাদের আগেই সাবধান করে দেয়। সেলুনে ঢোকার পর বেশিক্ষণ কাটেনি, এরই মধ্যে এরফান টের পেল একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। মার্টির চট করে ওভাবে সরে পড়া সবাই কাপুরুষতার লক্ষণ বলেই মনে করবে। তাই নেহাত জরুরী কোন ব্যাপার না হলে সে নিজের সম্মান ক্ষুণ্ণ করে সটকে পড়ত না। বারে হেলান দিয়ে তর্করত দুজন বার বি লোকের ওপর নজর রাখল এরফান। কোন ঝামেলা এলে ওদিক থেকেই আসবে। কিন্তু বার্ট আর ডোভারের ওপর নজর রাখতে গিয়ে সে নতুন একজন খদ্দেরের সেলুনে ঢোকা খেয়াল করল না। লোকটা আর কোন দিকে খেয়াল না করে সোজা এগিয়ে লেজি এমের ফোরম্যান থেকে মাত্র দুই গজ দূরে পিছনে এসে

দাঁড়াল।

নতুন লোকটা লক্ষ করার অযোগ্য মোটেও নয়। চওড়া আর পুষ্ট হওয়ায় ওকে যতটা নয় তার চেয়ে খাটো দেখায়। পরনে রেঞ্জে কাজ করার পোশাক, কিন্তু দুপাশে উরুর সাথে ফিতে দিয়ে বাঁধা দুটো পিস্তল ঝুলছে। ডান হাতের লম্বা আঙুলগুলো রোদে পুড়ে বাদামী হয়েছে। এরফান লক্ষ না করলেও লরি ওকে তীক্ষ্ণ চোখে খুঁটিয়ে দেখছে।

'লোকটাকে আমি আগেও কোথায় যেন দেখেছি,' ভাবছে লরি, 'ও যে একজন খুনী পিস্তলবাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই। ও ডান হাতে কখনও গ্লাভস পরে না এটা ওর হাতের রং দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু লোকটা এখানে কি করছে?'

লোকটার ভারী চেহারা, চৌকো চোয়াল, নোংরা হলুদ চামড়া, নিচের দিকে নামানো গোঁফ, আর সাদাটে ঠাণ্ডা চোখ, এসব দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় সে এককথায় নিষ্ঠুর একটা মানুষ।

লরি বারে গিয়ে একটা চুরুট কিনে ধরিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বারে উপস্থিত সবার ওপর একবার চোখ বুলাল।

'লোকটা কার পিছনে লাগতে এসেছে? আমি বাজি ধরে বলতে পারি এখানে শীঘ্রি একটা কিছু ঘটবে,' ভাবল সে।

এই সময়ে শেরিফকে ঢুকতে দেখে আবার ভাবল হয়ত শেরিফ এসে পড়ায় লোকটা আর ঝামেলা করতে সাহস পাবে না। শেরিফের পিছনে মার্টিও বারে ঢুকে সোজা বার বির দুজনের দিকে এগিয়ে ওদের সাথে মিলিত হলো। ব্ল্যাক বার্ট এবার বারে এসে বলল, 'ফ্রেড, আমাদের জন্যে ড্রিঙ্ক ঢেলে দাও।'

ওদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে এরফানকে বাধ্য হয়ে কিছুটা সরতে হলো। এতে যার উপস্থিতি সম্পর্কে সে সচেতন ছিল না তার কাছাকাছি পৌঁছে গেল এরফান। এরপরেই একটা গ্লাস ভাঙার শব্দ শোনা গেল।

'ড্যাম ইউ, আনাড়ি কাউপাঞ্চার। আমার পা মাড়িয়ে দেয়ার জন্যে তোমাকে আমি উচিত শিক্ষা দেব,' ওর পিছন থেকে কেউ রুক্ষ স্বরে বলে উঠল। এবং একই সাথে একটা শক্ত গোল কিছুর স্পর্শ অনুভব করল সে তার শিরদাঁড়ার ওপর। 'একটু নড়লেই তোমাকে আমি দুটুকরো করে ফেলব!' হুমকি দিল লোকটা।

আড়ষ্ট হলো এরফান। শক্ত গোলাকার জিনিসটা যে কি তা জানে ও। এবং লোকটার কর্কশ স্বর শুনে সে এটাও টের পেয়েছে যে ওকে নিছক ভয় দেখাবার জন্যে কথাটা বলা হয়নি। একটু নড়লেই ওর মরণ অনিবার্য। বার্টের ওপর ওর চোখ পড়ল, দেখল লোকটার চোখ আনন্দে আর কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পুরো কামরাটা এখন একটা নীরব উত্তেজনায় ভরা। তাস ফেঁটা আর বাজি ধরাও এখন বন্ধ।

'খবরদার!' আরেকটা স্বর শোনা গেল। 'আমি তিন গোনার আগে পিস্তল ফেলে না দিলে তুমিই মরবে। এক…দুই… '

লোকটা কাঁধের ওপর দিয়ে আড়চোখে এক নজর চেয়ে দেখল বক্তা

একজন তরুণ কাউবয়। সে-ই কথাটা বলেছে। নেশা ছুটে গেল তার। কারণ তরুণ হলেও কাউবয়ের নীল চোখদুটো কঠিন ইস্পাতের মত কঠিন আর ঠাণ্ডা; আর ঠোঁটের চুরুটটা চেহারায় এমন একটা ভাব এনেছে যাতে ওকে বয়সের তুলনায় অনেক বেশি অভিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে। লোকটার পিস্তল শব্দ তুলে মেঝের ওপর পড়ল।

'ঠিক আছে, জেমস, ওর বিষদাঁত আমি তুলে দিয়েছি, বাকিটা এখন তুমি সামলাও।'

লরির পিস্তলের তাক অবিচল রয়েছে। বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে হুমকি প্রদানকারীর বাম চোয়ালে দেহের সব শক্তি নিয়োগ করে একটা প্রচণ্ড ঘুসি বসাল এরফান। ওই জোরালো ঘুসি খেয়ে লোকটা মাটি ছেড়ে শূন্যে উড়ে একটা জুয়ার টেবিল ভেঙে নিচে পড়ল। দুজন লোক লাফিয়ে উল্টো ডিগবাজি দিয়ে চমৎকার ভাবে চেয়ার ছেড়ে সরে গেল। শেরিফ টেলরের ফোলা মুখ আর খুদে চোখ দেখে বোঝাই যায় না লোকটা এমন তর্জন-গর্জন করতে পারে।

'তোমার মতলবটা কি?' হুঙ্কার দিল সে। 'এখানে এসে শান্তি ভঙ্গ করে সম্মানিত খদ্দেরের সাথে মারপিট করছ! আমার তো ইচ্ছা করছে—'

'তুমি অযথা বড়াই করছ, শেরিফ। আমার তো মনে হয় না তোমার এতটা সাহস আছে,' পাল্টা জবাব দিল এরফান। দর্শকের মধ্যে খিকখিক করে হাসির শব্দ উঠল যেটা শেরিফকে আরও খেপিয়ে তুলল। 'অবশ্য আমি জানতাম না ওই লোকটা তোমার বন্ধু।'

'বন্ধু না ছাই—ওকে আগে কখনও দেখিনি আমি,' জবাব দিল শেরিফ। 'কিন্তু আমিই এই শহরের আইন রক্ষক—'

'তুমি কি তোমার কাজে একটু বেশি দেরি করে ফেললে না?' ব্যঙ্গ করে বলল লেজি এম ফোরম্যান। 'ওই লোকটা যখন আমার পিঠে পিস্তল ঠেসে ধরেছিল তখন কি তুমি চোখে ঠুলি পরে ছিলে?'

'আমি দেখেছি তুমি ইচ্ছে করে ওর পা মাড়িয়ে ওর ড্রিঙ্ক ফেলে দিয়েছ,' খেপে উঠে বলল শেরিফ। 'তোমাকে সে যদি মেরে ফেলত তবে তোমার উচিত সাজাই হত।'

দর্শকের চক্রের দিকে চেয়ে হাসল এরফান।

'তোমার চোখ পরীক্ষা করিয়ে নেয়া দরকার, শেরিফ,' বলল সে। 'নইলে ওটাই একদিন তোমার কাল হয়ে দাঁড়াবে।' তারপর ওর চেহারা থেকে হাসিটা মুছে গেল। 'আমি জীবনে অনেক শেরিফ আর মার্শাল দেখেছি, কিন্তু অযোগ্যতার দিক দিয়ে তুমিই সবার শীর্ষে,' তিক্ত স্বরে বলল সে। 'এই শহরের লোকেরা কি আর মানুষ খুঁজে পেল না যে মরুভূমি থেকে একটা বিষাক্ত ব্যাঙ ধরে এনে তার বুকেই একটা স্টার ঝুলিয়ে দিল?'

রাগে শেরিফের গাল দুটো আরও ফুলে উঠল, চেহারা ফেকাসে হলো, এবং খুদে চোখ দুটো আরও ছোট হয়ে গিয়ে তাকে এখন অনেকটা ব্যাঙের মতই দেখাচ্ছে।

'তুমি আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে আইনকে অপমান করছ!' চেঁচিয়ে উঠল

টেলর।

মরিয়া হয়ে সে পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে স্বরটাকে যতটা সম্ভব বিশ্বাসযোগ্য রাখার চেষ্টা করে সে বলল, 'হাত তুলে দাঁড়াও, আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করছি।'

সহজ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ওর মুখের ওপর হাসল এরফান। 'তুমি ওই কামানটা বের করার আগেই তোমাকে আমি গুলিতে ঝাঁঝরা করে ফেলতে পারি, তা জানো?' উল্লসিত স্বরে বলল সে। 'শোনো, শেরিফ, আমি তোমাকে একটা ভাল প্রস্তাব দিচ্ছি। এক প্যাকেট নতুন তাস আনাও, আমরা দুজনেই একবার করে কাটার সুযোগ পাব। যার তাসটা বড় সেই প্রথমে গুলি করার সুযোগ পাবে। তুমি জিতলে মাত্র দুই কদম দূর থেকে গুলি ছুঁড়বে। ওই দূরত্ব থেকে তোমার মত মানুষও মিস করতে পারবে না। ওটা তোমাকে সমান সমান সুযোগ দেবে। তুমি কি বলো?'

শেরিফের চেহারা ওই অদ্ভুত প্রস্তাবে দৃশ্যত পাণ্ডুর হলো। সে ধাপ্পা দিতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। চট করে দর্শকদের ওপর তার চোখ একবার ঘুরে গেল, ওদের চেহারায় কৌতূহল ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না সে। সে যদি জেমসকে গ্রেপ্তার করার জন্যে ওদের সাহায্য চায় তাহলে আরও জলদি মৃত্যু হবে তার–এটা সে গ্রীনের চোখ দেখে স্পষ্ট আঁচ করতে পারছে। কিন্তু অন্যদিকে নিছক তাস কাটার ভাগ্যের ওপর তার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। এরফানের নির্ভীক চেহারার দিকে চেয়ে বুঝতে পারছে যে সে-ই হারবে। হঠাৎ তার মাথায় একটা ফাঁক ধরা পড়ল; সে বলে উঠল, 'তুমি ভাল করেই জানো যে এটা পরে থাকা অবস্থায় তোমার বিরুদ্ধে ওই শর্তে আমি আইনত লড়তে পারি না,' ব্যাজ স্পর্শ করে দেখাল টেলর।

'ওটা কি তোমার চামড়ার সাথে সেলাই করা আছে?' এরফান প্রশ্ন করল। তারপর আবার বলল, 'ভাল, আমি জানতাম তুমি ওই প্রস্তাবে রাজি না হয়ে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কোন গর্তে ঢুকবে। কিন্তু আমি যে ভাঁওতা দিইনি সেটা প্রমাণ করার জন্যে আমার শর্তটা তোমার যেকোন বন্ধুর জন্যেও জারি থাকল।'

আক্রমণকারীর অচেতন দেহটার দিকে ইঙ্গিত করল এরফান। কিন্তু ওর চোখ বার্টের ওপর স্থির হয়ে আছে। বার বির মালিক কাঁধ উঁচিয়ে বলল, 'ওই লোকটা আমার কাছে স্ট্রেঞ্জার। নিজের লড়াই আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে আমি নিজেই লড়ি।'

'সেটা আমিও শুনেছি,' মন্তব্য করল এরফান। কিন্তু ওর অবজ্ঞা প্রকটভাবে প্রকাশিত হলো হাসিতে। 'ওই লোকটার জ্ঞান ফিরে এলে ওকে জানিয়ো আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে,' বার রক্ষককে কথাটা বলে সোজা পিছন ফিরে ঘুরে সে বাইরে বেরিয়ে এলো।

শহর ছেড়ে অল্প এগিয়ে লরির জন্যে অপেক্ষায় থাকল এরফান। ওকে বেশি দেরি করতে হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হলো। এরফান ওকে ধন্যবাদ জানালে সে লজ্জা পেয়ে বলল, 'ধন্যবাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমি পুরো ব্যাপারটা লক্ষ করেছি, ওটা ছিল তোমাকে ফাঁদে

ফেলার একটা কৌশল। তুমি ওকে স্পর্শও করোনি, সে ইচ্ছে করেই নিজের গ্লাস ভেঙে তোমার ওপর পা মাড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ এনেছিল ওরা সবাই মিলে যুক্তি করেই এটা করেছে। ওকে দেখে চেনাচেনা মনে হলেও প্রথমে চিনতে পারিনি আমি। ও একজন পেশাদার গানম্যান। ওর পুরো নাম শ্যাডওয়ার্থ, কিন্তু সে শেডি নামেই বেশি পরিচিত। তুমি বোকার মত তাস কাটার বাজি ধরেছিলে কেন? যদি শেরিফ তাতে রাজি হত তাহলে তুমি হারলে কি করতে?'

হেসে উঠল ফোরম্যান। 'আমি জানতাম লোকটার মেরুদণ্ড বলতে কিছু নেই। বারের সবাই জানে আমার চ্যালেঞ্জটার উদ্দেশ্য ছিল বার্ট। আমি জানতাম তাস কাটায় আমার হারার কোনই সম্ভাবনা নেই—তাই আমি নতুন প্যাকেট তাস আনাতে চেয়েছি। নতুন প্যাকেট তাসের টেক্কাগুলো বেশি পিছল থাকে। তাই টেক্কা চিনতে পিছন দিক থেকেও আমার কোন অসুবিধা হত না।'

'ঠিক আছে, প্রফেসর, আজ আমি তোমার কাছ থেকে নতুন কিছু শিখলাম।'

আট

লেজি এম র‍্যাঞ্চে ফিলের দিন দুঃসহ ভাবে কাটছে। একের পর এক যতই দিন যাচ্ছে, বাবাকে আবার খুঁজে পাওয়ার আশা ততই কমে আসছে ওর।

কিন্তু র‍্যাঞ্চের সব কাজ স্বাভাবিক ভাবেই চলছে। কিছুটা তিক্ততার সাথে মেয়েটা স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে মালিকের অনুপস্থিতিতেও র‍্যাঞ্চের কাজে কোন ক্ষতি হচ্ছে না; জেমস তার লোকজনকে নিয়ে বেশ সুষ্ঠু ভাবেই কাজ চালাচ্ছে।

ফোরম্যানের কামরা পার হওয়ার সময়ে নেহাত মেয়েলি কৌতূহল বশেই একটু ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখার লোভ হলো ওর। কামরাটা খালি, কিন্তু দেয়ালের সাথে একটা উইনচেস্টার ঠেস দিয়ে রাখা আছে। ওটা দেখামাত্র সে থমকে দাঁড়াল, যেন ওই রাইফেলের একটা বুলেট ওকে আঘাত করেছে। একটু ভাল করে রাইফেলটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে মেয়েটা কামরায় ঢুকল। এই সময়ে গলার ভিতর থেকে নির্গত একটা নিচু গরগর শব্দ ওর কানে পৌঁছল। চেয়ে দেখল টমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ইতস্তত করছে ফিল, পিছন থেকে একটা পায়ের শব্দে সে ঘুরে ফোরম্যানের মুখোমুখি হলো।

'তুমি কি আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলে?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ, কিন্তু তোমার কুকুরের সেটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না,' জবাব দিল ফিল।

এরফান ওকে ডাকতেই টমি লাফিয়ে এসে ওর পাশে বসল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই কুকুরটা বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। এরফান এ-সম্পর্কে একটা মন্তব্যও করল।

'ভাল খাবার আর বিশ্রাম ওদের ওপর অদ্ভুত প্রভাব ফেলে। যদি তুমি ওর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও তবে সে বুঝবে তুমি ওর বন্ধু, এবং তা মনেও রাখবে।'

মেয়েটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এরফানের দিকে একবার চেয়ে ওর কথা মতই কাজ করল। টমি নীরবেই ওর আদর গ্রহণ করল। হঠাৎ মেয়েটার মনে টমির প্রভুর সবার ওপর নিজের ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতার প্রতি তীব্র একটা বিদ্রোহের ভাব ফুটে উঠল। সবাইকেই সে নিজের ইচ্ছা মত চালায়–এমন কি তাকেও। হঠাৎ সে এরফানের ওপর চড়াও হলো।

'ওটা আমার বাবার রাইফেল,' আঙুল তুলে দেখাল সে। 'ওটা এখানে কিভাবে এলো?'

এরফান ইতস্তত করছে, সে জানে মেয়েটা তাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে, কিন্তু তার চেহারায় কোনরকম ভাবই প্রকাশ পেল না। যদিও সে মনেমনে নিজেকে গালি দিচ্ছে ওটা এমন বোকামি করে সহজেই চোখে পড়ার মত জায়গায় রাখায়। 'ওটা আমি খুঁজে পেয়েছি,' বলল সে। ওর পরবর্তী প্রশ্ন আঁচ করে আবার বলল, 'ওটা এক্স টি র‍্যাঞ্চে গরু নিয়ে যাওয়ার আগের দিনের ঘটনা। আমি ওদিক দিয়ে যাওয়ার সময়ে একজন আড়াল থেকে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। বাধ্য হয়েই আমাকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হলো। রাইফেলটা ওর দেহের পাশেই পড়ে ছিল।'

'তুমি ওকে মেরে ফেলেছ?'

'নিশ্চয়, ওকে না মারলে আমাকে মরতে হত।'

'লোকটা কে ছিল?' জিজ্ঞেস করল ফিল। ওর চোখে পরিষ্কার আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

'ও ছিল সেই মেক্সিকান–মারিও,' জানাল সে।

'মারিও? তুমি বলতে চাও সে-ই আমার বাবাকে খুন করেছে?'

'এতে কিছুই প্রমাণ হয় না–ওই গ্রীজার হয়ত ওটা পেয়েছে অথবা চুরি করে থাকতে পারে,' যুক্তি দেখাল এরফান। 'আমি মিছে তোমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাইনি। জ্যাকের লাশ না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত ভাবে কিছুই বলা যায় না।'

মেয়েটার চেহারা ফেকাসে আর আড়ষ্ট হলো, মুঠো পাকানো হাতের গাঁটগুলো সাদা দেখাচ্ছে। ওর বড় বড় বাদামী চোখে ঝড়ের পূর্বাভাস। ফোরম্যানের অজুহাতে ফিলের ঠোঁট জোড়া বাঁকা হয়ে বিকৃত হলো।

'ওর লাশটা এখন কোথায়?' পরবর্তী প্রশ্ন এলো।

'তা আমি জানি না,' জবাব দিল এরফান। 'আমি যেখানে রেখে এসেছিলাম সেখান থেকে ওটা অদৃশ্য হয়েছে।'

'তুমি কি আশা করো এই বানোয়াট গল্প আমি বিশ্বাস করব?' বাঁকা স্বরে প্রশ্ন করল ফিল।

'না,' শক্ত অকম্পিত স্বরে জবাব দিল এরফান। 'তা আমি আশা করছি না, আমার কোন কথাই তুমি বিশ্বাস করবে না সেটা আমি জানি; কারণ তোমাকে অন্যরকম বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলছি। তোমার অবিশ্বাসে

সত্য বদলাবে না।'

এরফানের প্রতি সরাসরি অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মেয়েটা ঘুরে চলে গেল। ফিলের দিকে চেয়ে থাকল এরফান: ওর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু চোখে সমবেদনা।

'মেয়েটা আমাদের মোটেও সহ্য করতে পারছে না,' টমিকে বলল সে, 'সে এখন ভাবছে আমিই ওর বাবাকে হত্যা করেছি, ওকে অবশ্য দোষ দেয়া যায় না; বেচারির খুব কঠিন সময় যাচ্ছে এখন।'

র‍্যাঞ্চহাউসে ঢোকার আগে মেয়েটা পিছন ফিরে দেখল টমি পিছনের দুপায়ে দাঁড়িয়ে আদর করে এরফানের মুখ চেটে দেয়ার চেষ্টা করছে। এতে ওর রাগ আরও বাড়ল।

'একটা বর্বর পশু!' রাগে ফেটে পড়ল সে। তবে পশু বলতে সে কুকুরটাকে বোঝায়নি। 'বার্ট ঠিকই বলেছিল—এর পিছনে কোন বড় একটা ষড়যন্ত্র আছে। ওহ, আমার বাবাকে যে খুন করেছে তাকে যদি আমি ধরতে পারি তাহলে তাকে ফাঁসিতে না ঝুলানো পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

*

দ্বিতীয় বিপদ সঙ্কেতটাও প্রথমটার মত রহস্যজনক ভাবেই এলো এরফানের হোপে টাকা জমা দেয়ার কয়েকদিন পর। ওতে লেখা:

' ব্যাঙ্কে তোমার টাকা জমা থাকলে ওটা তুমি হারাবে।

তোমার বন্ধু।'

এটাও একই ধরনের কাগজে আগের মতই বড় হরফে লেখা।

ছোট নোটটা হাতে নিয়ে এরফান ভাবছে তার এই অচেনা বন্ধু কে হতে পারে। লোকটা যে এই র‍্যাঞ্চেরই কোন কর্মচারী এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কে? একমাত্র হেনডন ছাড়া আর কারও কথা ওর মাথায় আসছে না। লোকটাকে যে বার্টের চর হিসেবে এই র‍্যাঞ্চে কাজে পাঠানো হয়েছে তা সে জানে। তবে কি—না, আর চিন্তা করার সময় নেই, ঘোড়া নিয়ে হোপের পথে দ্রুত গতিতে রওনা হয়ে গেল এরফান। সকাল এগারোটার আগেই সে গন্তব্যে পৌঁছে গেল।

ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারকে কোন কৈফিয়ত না দিয়েই সব টাকা তুলে নিয়ে সে সোজা ফেনটনের সেলুনে ঢুকল। টিমকে ওখানে দেখে অবাক হয়ে গেল ও। লোকটা ফেনটনের কোন কথায় চড়া স্বরে হাসছে।

'জেমস, আমি তোমার সাথে হাত মেলাচ্ছি,' বলে সে তার হাত বাড়িয়ে দিল। 'এইমাত্র আমি ফেনটনের কাছে শুনলাম তুমি কিভাবে বার্টকে জব্দ করেছ।'

ওর থলথলে হাতটা গ্রহণ করে সে হেসে বলল, 'আমার পাঁজরে কারও পিস্তল ঠেকানোকে আমি খুব অপছন্দ করি। হয়ত এতটা করা আমার ঠিক হয়নি, কিন্তু এটা আমার জন্মগত অভ্যাস।'

'এতে বার্টের যা ক্ষতি হয়েছে সেটা সবার সামনে মার খাওয়ার চেয়েও বেশি,' বলল ফেনটন। 'শহরের সবার মুখে ওই একই কথা। টেলরের কারও

কাছে মুখ দেখাবার জো নেই, সবাই কেবল ওকে তাস কাটতে বলছে। এত জলদি তোমার আবার শহরে ফিরে আসার কি কারণ, জেমস?'

লেজি এমের ফোরম্যান তার পকেট থেকে তাকে সতর্ক করে লেখা কাগজটা বের করে দেখাল, অন্য নোটটার কথাও ওদের জানাল। 'যে খেলায় নেমেছি তাতে কোন ঝুঁকিই আমি নিতে রাজি নই। বলতে পারো ওই ব্যাঙ্কের পিছনে কে আছে?'

'নামে ওটা পাইওনিয়ার ব্যাঙ্কিং করপোরেশন হলেও আমার ধারণা ওটা নিছক একটা পোশাকী নাম; আসল মালিক হলো ওটার ম্যানেজার রাস্টন,' বলল ফেনটন। 'ও বেশ কিছুদিন এখানে আছে। ওকে সৎ বলেই মনে হয়। আমারও বেশ কিছু টাকা আছে ওখানে, যেটা আমি খোয়াতে চাই না।'

'আমারও তাই। আমিও তোমার আশঙ্কাই অনুসরণ করব। তাহলে ব্ল্যাক মাস্ক তোমার ওপর একটা চান্স নিয়েছিল, জেমস?'

'দুজন কালো মুখোশ পরা লোক হামলা করেছিল, খালি হাতেই ওদের ফিরতে হয়েছে,' জানাল সে। 'আচ্ছা স্লিক' নামে এখানে কেউ আছে?'

'স্লিক রেমন্ড নামে একটা লোক বার্টের র‍্যাঞ্চে কাজ করত বটে, কিন্তু বছরখানেক আগে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে,' বলল ফেনটন, এরফানও ওর সম্পর্কে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে অন্য প্রসঙ্গ ধরল।

'আচ্ছা, ক্রীকের উজানে যে পুরোনো পোড়া কেবিনটা আছে, ওটা কার,' প্রশ্ন করল সে। 'এলাকাটা ভালই মনে হলো।'

'হ্যাঁ, হার্ভি বোলটন নামে একজন নেস্টার ওটা খোলা রেঞ্জ মনে করে কেবিনটা তৈরি করেছিল। কিন্তু সে ভুল করেছিল—বার্ট মনে করে ওটা ওরই রেঞ্জের মধ্যে পড়ে।'

'কি ঘটেছে ওর?'

'বার্টের কথা অনুযায়ী, লোকটা নিজেই রাগ করে ওটা পুড়িয়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। কিন্তু আমাদের কিছু লোকের ধারণা অন্যরকম,' বলল সেলুনের মালিক। 'কিছু বোকা লোক মনে করে ওটা ভুতুড়ে এলাকা। এই তো কয়েকদিন আগেই একটা লোক অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় শহরে এসে বলছিল ওই পথে আসার সময়ে সে দেখেছে একটা ছায়া আরেকটা ছায়াকে ক্রীকের ধারে বড় কটনউড গাছে ঝুলাচ্ছে। কিন্তু লোকটা রাই মদ খেয়ে মাঝারি গোছের মাতাল অবস্থায় কি দেখতে কি দেখেছে তা বলা মুশকিল।'

প্রচলিত নিয়মে আরও এক রাউন্ড ড্রিঙ্ক খাওয়ার পর ওরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল। শহরে আর কোন কাজ না থাকায় এরফান র‍্যাঞ্চে ফেরার ট্রেইল ধরল। কিন্তু র‍্যাঞ্চ থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে থাকতেই সে কি মনে করে ট্রেইল ছেড়ে রেঞ্জের দক্ষিণ সীমানার দিকে রওনা হলো। এদিকটা কাজের চাপে আগে তার দেখা হয়ে ওঠেনি। দেখল মরুভূমির কাছে হওয়ায় এদিকের ঘাস ক্রমেই কমে এসেছে। কিছু গরু দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু ওগুলো একটাও লেজি এম ব্র্যান্ডের নয়। ঘোড়াটা ক্লান্ত বুঝে ধীর গতিতে পথ চলছে সে। সন্ধ্যা নাগাদ র‍্যাঞ্চে ফিরে দেখল তার লোকজন করালের কাছে ঘোড়ার পিঠ থেকে

জিন নামাচ্ছে। হঠাৎ দূর থেকে প্রচণ্ড বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে কারও আসার শব্দ শোনা গেল। ট্রেইলের ওপর কালো একটা বিন্দু ক্রমশই বড় হচ্ছে। সামনে এসে থামল।

'আরে, এ-তো আমাদের জেন্টল অ্যানি!' কাউবয়দের একজন মন্তব্য করল। 'কেউ কি তোমাকে তাড়া করছে, অ্যানি?'

ওকে মাথা নাড়তে দেখে বান্ডি বলল, 'তাহলে তোমার এত তাড়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, সাপার এখনও তৈরি হয়নি।'

'তোমরা চমৎকার একদল মানুষ বটে, তাই না?' ওদের সবাইকে দাঁত বের করে হাসতে দেখে রুষ্ট স্বরে বলল ল্যাঙ্কি।

এরফান বুঝতে পারছে ল্যাঙ্কি জরুরী কোন খবর এনেছে।

'খবরটা দিয়েই ফেলো, জেন্টল, নইলে ওরা তোমার পেটে গুঁতো মেরে কথাটা আদায় করবে,' বলল এরফান।

ল্যাঙ্কি ফোরম্যানের দিকে চেয়ে হেসে নাটকীয় ভাবে খবরটা আকস্মিক ভাবেই পরিবেশন করল।

'হোপের ব্যাঙ্কে আজ একটা দুর্ধর্ষ ডাকাতি ঘটে গেছে। রাস্টনকে খুন করে ডাকাতরা ব্যাঙ্কের সব টাকা লুট করে নিয়ে গেছে,' জানাল সে।

কাউবয়দের মুখ থেকে বিস্ময়সূচক শব্দ বের হলো ওর ঘোষণা শুনে। সমস্বরে বিভিন্ন প্রশ্ন এসে ল্যাঙ্কিকে অতিষ্ঠ করে তুলল। এরই মাঝে রাঁধুনীর টিনের থালায় ঘণ্টার সাথে খাবার প্রস্তুতের সংবাদ প্রচারিত হলো।

'সবাই এসো, বয়েজ,' বলল এরফান, 'খেতে বসে ধীরেসুস্থে ওর সব কথা শোনা যাবে।'

সবার বিভিন্ন প্রশ্নের মাঝে ওর কথা থেকে যেটুকু উদ্ধার করা গেল সেটা হচ্ছে: দুপুরের অল্প পরেই তিনজন স্ট্রেঞ্জার ঘোড়ার পিঠে ব্যাঙ্কের সামনে এসে থামে। ওদের সবার পরনেই ছিল রেঞ্জ পোশাক, হ্যাটের কার্নিস খুব নিচু করে টানা ছিল বলে কারও চোখ দেখা যায়নি। প্রত্যেকেই ছিল সশস্ত্র। ওদের মুখের নিচের অংশ কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল। ওদের দুজন ব্যাঙ্কে ঢুকে কোন সময় নষ্ট করেনি। ক্লার্ক লাঞ্চে যাওয়ায় ম্যানেজার ওখানে একাই ছিল।

'তোমরা কি চাও?' তোতলাল রাস্টন।

'যা আছে সব,' জবাব দিল ওদের একজন। 'প্রোন্তো।'

রূঢ় স্বর আর বাগিয়ে ধরা অস্ত্র দেখেই ম্যানেজার বুঝে নিয়েছে ওদের কথা মত কাজ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বাধ্য হয়েই ওকে সিন্দুক খুলতে হলো। অন্য ডাকাতটা চামড়ার একটা ব্যাগ বের করে দ্রুতহাতে ব্যাঙ্কে যা টাকা ছিল সব ওতে ভরে নিল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিজের সর্বনাশ চোখের সামনে হতে দেখে মরিয়া হয়ে সে ড্রয়ার থেকে গুলি ভরা পিস্তলটা বের করে গুলি ছোঁড়ার চেষ্টা করল। হয়ত সে ভেবেছিল গুলির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে কেউ ওকে সাহায্য করতে আসবে।

বেপরোয়া ডাকাতরা কেউ ওর ওপর কড়া নজর রাখেনি। হাত মাথার ওপর তুলে রেখেই রাস্টন ধীরে ধীরে পিস্তল রাখা ড্রয়ারের দিকে এগোচ্ছিল। হঠাৎ

বাইরে একটা শব্দ শুনে যেই ওরা পিছন ফিরেছে সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ বুঝে এক টানে ড্রয়ার খুলে ম্যানেজার পিস্তল বের করে তাক না করেই ট্রিগার টেনে দিল। ওর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিপদ সঙ্কেত দেয়া। ডাকাতদের একজন ওর দিকে ফিরে দাঁড়াল।

'পাজি কুকুর!' চিৎকার করে উঠেই সরাসরি ওকে গুলি করল লোকটা।

ককিয়ে উঠে পড়ে গেল রাস্টন। ডাকাত দুজন এক লাফে দরজার কাছে পৌঁছে চট করে বেরিয়ে গেল। গুলির শব্দে বাইরে দাঁড়ানো লোকটা ততক্ষণে তার রাইফেল বের করে ফেলেছে। এক কৌতূহলী দর্শক গুলির শব্দে জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছিল বটে, রাইফেলের গুলি ওর গালের পাশে লাগায় মুহূর্তে তার কৌতূহলের সমাপ্তি ঘটল। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডাকাত তিনজন ঘোড়া নিয়ে কাঠের ব্রিজটা পার হয়ে পুবের ট্রেইল ধরে অদৃশ্য হলো।

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, রকি মাউন্টিনের এপাশে হোপের মত বুনো শহর আর নেই,' ল্যাঙ্কি কথা শেষ করল। 'না, রাস্টন মরেনি, কিন্তু মারাত্মক রকম জখম হয়েছে,' বান্ডির প্রশ্নের জবাবে বলল সে। 'ওর অবস্থা যে কেমন তা ডেজার্ট এজ থেকে ডাক্তার না আসা পর্যন্ত জানা যাবে না।'

'ব্ল্যাক বার্ট কি শহরে ছিল?' জানতে চাইল এরফান।

'না, এই ঘটনার আধঘণ্টা পরে সে শহরে পৌঁছে টেলরকে ব্ল্যাক মাস্ককে এতদিনেও গ্রেপ্তার করতে না পারার জন্যে এমন বকা বকল যে সেটা দেখার মত একটা দৃশ্য। বার্টের কথা অনুযায়ী ওই ব্যাঙ্কে ওর পাঁচ হাজার ডলার জমা ছিল। আমি যখন ফিরি তখন সে বড় একটা পাসির দল গঠনে ব্যস্ত ছিল। সে জোর গলায় বলছিল যে ডাকাতদের ধরে এনে জীবন্ত অবস্থাতেই পিঠের ছাল তুলে নেবে সে।'

উত্তেজিত কথাবার্তার মাঝে ফোরম্যান নীরবে বসে ভাবছে ওই রহস্যময় অচেনা বন্ধুর সাবধানবাণীর কথা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ডাকাতি হওয়ার কথা ওই লোকটা আগে থেকেই জানত। লোকটা কে হতে পারে? নিজের কামরায় ফিরে এই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করছে, এই সময়ে লরি ওর ঘরে ঢুকল।

'বাঙ্কহাউসে কাউবয়রা সবাই আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করেছে যে গরু বিক্রির টাকাটা হারিয়ে তুমি যদি বেশি ঝামেলায় পড়ে থাকো তাহলে ওরা বেতনের জন্যে অপেক্ষা করতে রাজি আছে; যখন তোমার সম্ভব হয় তখন টাকা দিলেই ওরা খুশি। এই কথা জানাতেই আমি এলাম।'

এরফান হাসল, কিন্তু চেহারায় বোঝা গেল ওদের এই সিদ্ধান্ত সত্যি ওর মনকে বেশ নাড়া দিয়েছে। 'স্বীকার করতেই হবে যে ওরা সত্যিই সাদা মনের লোক,' বলল সে। 'তবে ওদের চিন্তার কিছু নেই, কারণ আজ সকালেই আমি সব টাকা তুলে এনেছি।'

'সব টাকা তুলে এনেছ তুমি?' অবাক বিস্ময়ে পুনরাবৃত্তি করল লরি। 'বলতে হবে তোমার কপাল দরুণ ভাল–'

'না, এটা কপালের কোন ব্যাপার নয়,' বলল এরফান। 'এগুলো দেখো।' পকেট থেকে সতর্কবাণী দুটো বের করল সে।

ওগুলো পড়ে শিস দিয়ে উঠল লরি।

'অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? নিশ্চয় তোমার ওপর কোন ভাল জিন-পরীর আশীর্বাদ আছে, জেমস। তোমার কোন ধারণা আছে লোকটা কে হতে পারে?'

এটা হেনডনের কাজ হতে পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করল এরফান, কিন্তু লরি এক কথায় নাকচ করে দিল।

সে বলল, 'ধরে নিলাম সে বার্টের হয়ে কাজ করছে, কিন্তু ওর সাথে ব্ল্যাক মাস্কের কোন সম্পর্ক থাকার প্রশ্নই ওঠে না।'

'যাহোক, ওই লোকটার কাছে আমি সত্যিই ঋণী। আর ঋণী থাকাটা আমার নীতি নয়।'

'হয়ত একদিন তুমি ঋণ শোধ করার সুযোগ পাবে,' মন্তব্য করল লরি। 'তবে তোমার এখন একটু সাবধান হওয়া উচিত; এই গার্ডিয়ান এইঞ্জেল যদি কোন মানুষ হয় তবে হয়ত মাঝেমধ্যে তার ঘুমের প্রয়োজন হতে পারে।'

'জিতি বা হারি, যে তাস বাঁটা হবে তা নিয়েই খেলতে হবে আমার।' ওকে বিদায় দেয়ার আগে এরফান বলল, 'তুমি আমার পক্ষ থেকে ওদের জানিয়ো যে এমন একটা সিদ্ধান্ত ওরা নেয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। আমার জন্যে ওদের এই ত্যাগ মেনে নেয়ার কথা আমি কোনদিন ভুলব না।'

নয়

পরদিন সকালেই ক্লান্ত ঘোড়া এবং চেহারা নিয়ে লেজি এম র‍্যাঞ্চে পৌঁছল বার্ট। সে নিজেই ছিল পাসির প্রকৃত লীডার। হেনডনকে যা বলা হলো তাতে সে বুঝল স্টোনি রিভারের কাছে পৌঁছে ওরা ডাকাতদের ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে। কয়েকঘণ্টা খুঁজেও ওদের কোন ট্রেইল আর ওরা খুঁজে পায়নি।

'তোমাকে ইদানীং আর বার বিতে দেখিনি,' বলল সে। 'কি ব্যাপার? ওখানে তোমার বেশ কিছু টাকা পাওনা হয়ে আছে।'

'ওই টাকা সংগ্রহ করার ইচ্ছে আমার নেই,' জবাব দিল সে।

বার বির মালিক ভুরু উঁচাল। 'কারণ?' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল সে।

'ওই টাকা অর্জন করার ইচ্ছে আর আমার নেই।' ব্যাখ্যা দিল সে।

'দল পাল্টে বিপক্ষ দলে যোগ দিচ্ছ, না? আমাকে উপেক্ষা?' দাঁত খিঁচিয়ে বলল র‍্যাঞ্চার।

'না, সেটা আমার রীতি নয়—আমি যা জানি সেটা আমি ঠিকই গোপন রাখব,' শান্ত স্বরে জবাব দিল কাউবয়। 'আমি যে কাজটা ছাড়ছি তা আমার ঠিক পছন্দের ছিল না। আমি যার থেকে বেতন নিচ্ছি তাকে আমি ঠকাতে পারব না। সৎ ভাবেই চলব।'

'অর্থাৎ গ্রীনের সাথে?'

হেনডন নড করল। চেহারা ফেকাসে দেখাচ্ছে, কিন্তু ঠোঁটজোড়া অটল

প্রতিজ্ঞায় শক্তভাবে আঁটা। এভাবে প্রত্যাখ্যান করায় যে সে তার নিজের জীবন বিপন্ন করছে এটা সে জানে; কিন্তু বার্ট স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওকে আর টলানো যাবে না। বার্টের চেহারা রাগে কঠিন হয়ে উঠল।

'ঠিক আছে, হেনডন,' বলল সে। 'এটা স্বাধীন দেশ, কিন্তু এটা ভাল ভাবে শুনে রাখো, যে আমার সাথে নেই, সে বিপক্ষে। তারা আর আমার নিরাপত্তা পাবে না।'

'তুমি আমার বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলেই আমি মুখ খুলব–এটা তুমিও জেনে রাখো,' পাল্টা হুমকি দিল সে।

হেসে ওর কথা উড়িয়ে দিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল বার্ট। বারান্দাতেই ফিলের দেখা পেল র‍্যাঞ্চার। ওর এমন বিধ্বস্ত চেহারা দেখে মেয়েটার দৃষ্টি নরম হলো। মুখ দিয়ে সন্তুষ্টির একটা শব্দ বের করে ধপ করে নরম সোফায় বসে দাঁত বের করে হেসে ওর দিকে ফিরল বার্ট।

'আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, ফিল, আমাকে অনেক দূর পথ পেরিয়ে এখানে আবার আসতে হয়েছে।'

একটু হেসে ভিতরে ঢুকে একটা গ্লাস আর বোতল নিয়ে ফিরে এলো ফিল। লোকটা চারপাশে দেখে নিজের কামরার সাথে এটাকে মনেমনে যাচাই করল–চোয়াল দুটো দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় শক্ত হয়ে উঠল তার; নিজের জন্যে একটা ড্রিঙ্ক ঢেলে নিয়ে সে সিদ্ধান্ত নিল, যেভাবেই হোক এই র‍্যাঞ্চটা ওকে পেতেই হবে। গ্লাস উঁচিয়ে ফিলকে সম্মান দেখাল বার্ট।

'এই হলো অবস্থা,' বলল সে, 'একটা খড়ের গাদায় সুঁই খুজে পাওয়ার চেয়েও কঠিন। তুমি নিশ্চয় ব্যাঙ্কে ডাকাতি হওয়ার কথা শুনেছ?'

'হ্যাঁ, সম্ভবত এটা ব্ল্যাক মাস্ক দলের কাজ?'

'আমি তাই ধরে নিচ্ছি, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই ব্ল্যাক মাস্কের নেতা কে? এই ডাকাতির সাথে কিছু আশ্চর্য ঘটনাও জড়িত আছে; দুতিনজন লোক এই ডাকাতির অল্পক্ষণ আগেই তাদের সব টাকা তুলে নিয়েছিল; ওদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে জেমস। অবশ্য এটা দৈবাত কোন ঘটনাও হতে পারে; আবার তা না-ও হতে পারে।'

'রাস্টন কি মারাত্মক রকম জখম হয়েছে?'

'ওকে দেখে তো তাই মনে হলো। সে কেবল টাকা তুলে নেয়ার ব্যাপারটাই আমাকে বলতে পেরেছে। ডাকাতদের চেহারা পুরোপুরি মুখোশে ঢাকা ছিল বলে ওদের সে আবার দেখলেও চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ। এটুকু বলেই সে আবার জ্ঞান হারাল।...তোমার কাছে নতুন কোন খবর আছে?'

ফিল বাবার রাইফেলটা দেখা আর জেমসের ব্যাখ্যার কথা জানাল। শোনার সময়ে বার্টের চেহারা অবিশ্বাসে বিকৃত হলো। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সংবাদটাকে নিজের সুবিধা মত কিভাবে ব্যবহার করবে।

'তুমি কি ওর ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট, ফিল?' প্রশ্ন করল সে। 'ওকে ওই মেক্সিকানের লাশ দেখাতে হবে ওর কথা সত্যি প্রমাণ করতে হলে। এটা স্বীকার করতেই হবে যে লোকটার মিথ্যে কথা বানিয়ে বলার ক্ষমতা অসাধারণ। আমি

বাজি ধরে বলতে পারি সে ওই লাশ হাজির করতে পারবে না। আমি জানি মারিও এই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। এখন আমার কথা শোনো, কথাটা তুমি আর কাউকে জানিয়ো না। ও যেন ফাঁসির দড়িতে ঝোলে তার ব্যবস্থা আমিই করব।'

'তোমার ধারণা সে-ই আমার বাবাকে হত্যা করেছে?' ভাঙা গলায় প্রশ্ন করল মেয়েটা।

'এ ব্যাপারে আমার নিজের কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের প্রমাণ দরকার,' বলল সে। 'এটাও আমাদের জানা খুব দরকার এর সাথে এমারিও জড়িত আছে কিনা। তারপর এই ব্ল্যাক মাস্কের ব্যাপারটা; ব্যাঙ্কে যখন ডাকাতি হয় তখন কি জেমস এই র‍্যাঞ্চে হাজির ছিল?'

'না, সে সাপারের ঠিক আগে এসে হাজির হয়,' জবাব দিল মেয়েটা। 'আমি নিজে ওকে ফিরতে দেখেছি।'

'হাহ্, এতেই বোঝা যাচ্ছে বন্ধুদের সাথে মিলিত হয়ে কাজ সেরে ফেরার জন্যে সে প্রচুর সময় পেয়েছে। রাস্টনের বর্ণনায় যে লোকটা ওকে গুলি করেছে সে উচ্চতা আর গড়নে জেমসের মতই ছিল। কিন্তু এর সবই আন্দাজের কথা–নিশ্চিত না হয়ে আমরা কোন কিছুই করব না।' উঠে দাঁড়িয়ে ফিলের পিঠ চাপড়ে দিয়ে সে বলল, 'তুমি কোন দুশ্চিন্তা কোরো না, সব কিছু গুছিয়ে নেয়ার পর তোমাকে আমি এমন খবর শোনাব, শুনে তুমি খুব খুশি হবে।'

ওর আচরণ আর চাহনি দেখে মেয়েটা একটু লাল হলো, লোকটা কি বোঝাতে চাইছে তা সে বুঝেছে। কিন্তু কেন যেন তার মনটা ঠিক সেভাবে সাড়া দিতে পারছে না। বার্ট যেন তার সেই আগের আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। তাই র‍্যাঞ্চার বিদায় নেয়ায় সে মোটেও ব্যথিত হলো না।

কিন্তু অত্যন্ত খুশি মনেই বার্ট নিজের র‍্যাঞ্চে ফিরল। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে সে।

খুব ভোরে কয়েকজন কাউবয়কে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় বার্টের লেজি এমে আসার কথা জানল না এরফান। র‍্যাঞ্চে গরুর সংখ্যা যে কত, তার মোটামুটি একটা হিসেব নেয়াই ছিল ওর উদ্দেশ্য। বিকেলের শেষের দিকে সে র‍্যাঞ্চে নিজের ঘরে পৌঁছল। ওর তীক্ষ্ণ চোখে সাথে সাথেই ধরা পড়ল যে কেউ তার কামরায় ঢুকে তার জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। বাঙ্কহাউসে গিয়ে রাঁধুনী ড্যানিয়েলকে প্রশ্ন করল, 'আজ র‍্যাঞ্চে কোন অতিথি এসেছিল?'

'হ্যাঁ, স্যার, ওই অপদার্থ কাউবয় গেভার আবার এখানে জ্বালাতে এসেছিল,' হাসি মুখে জবাব দিল সে। 'তুমি র‍্যাঞ্চে নেই তা ওকে আমি বলা সত্ত্বেও সে তোমার ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়েছে।'

চিন্তান্বিত চেহারায় নিজের ঘরে ফিরল ফোরম্যান। প্রথমে সে ফিলকে সন্দেহ করেছিল–ভেবেছিল মেয়েটা হয়ত তার বাবার বিষয়ে আরও কোন তথ্য বা প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা দেখতে এসেছিল; যদিও মেয়েটা এমন জঘন্য একটা কাজ করতে পারে এটা বিশ্বাস করা কঠিন।

সন্ধ্যায় আর নতুন কিছুই ঘটল না। অবশ্য গেভারের আবার এখানে আসা

নিয়ে কাউবয়দের মধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা হলেও জেমস লোকটার এখানে আসার আসল কারণ কাউকে জানাল না। এক্স টি র‍্যাঞ্চের একজন রাইডার এসে জানিয়ে গেল ডেজার্ট এজের ডাক্তার এসে রাস্টনকে পরীক্ষা করে দেখে বলেছে যে ওর বাঁচার সম্ভাবনা দশ ভাগের এক ভাগ। সে এখনও এতই দুর্বল যে বিবৃতি দিতে সক্ষম হয়নি। এদিকে নিরর্থক বুঝে ডাকাতদের ধরার সব চেষ্টাই ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

নিজেদের মধ্যে কাউবয়রা সর্বোচ্চ দশ সেন্ট বাজির যে তাস খেলে সেটার নাম ওরা দিয়েছে "কিড পোকার"। ওরা সবাই বসে গেল খেলায়। কিন্তু এরফান ওতে যোগ দিল না; ঘরে ফিরে একটা সিগারেট ধরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে তারায়-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে সে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলো।

'মিস্টার বন্ধু হচ্ছে তাসের প্যাকেটের তুরুপ,' ভাবছে সে। 'আমি যদি ওর খোঁজ পেতাম তাহলে সত্যিই খুব ভাল হত।'

কিন্তু নিজের কামরায় বসে একঘণ্টা চিন্তা করেও এই সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পেল না এরফান। শেষে ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রায় মাঝরাতে টমির গর্‌গর্‌ শব্দের বিপদ সঙ্কেতে ওর ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার রাত, কিন্তু তারার আলোয় কিছুটা দেখা যায়; নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে বুট পরে নিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে সে বাইরের দিকে চাইল। তার কাছে মনে হলো যেন একটা আবছা ছায়ামূর্তি খুব সাবধানে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোচ্ছে। দ্রুত কাপড়-জামা আর গানবেল্ট পরে নিয়ে বেরিয়ে এলো সে। কুকুরটাকে সাথে না নিয়েই হালকা পায়ে এগোল। সাথে আরও লোক আছে কিনা দেখার জন্যে সতর্ক নজর রেখেছে। এরফান নিশ্চিত, কাউকে আসতে দেখেছে, অথচ কাউকেই এখন দেখতে পাচ্ছে না।

ঘুরে বাড়ির পিছন দিকে চলে এলো সে; একটা জানালা খোলা আছে দেখে ওদিক দিয়েই ভিতরে ঢুকল। বুঝল লোকটা রান্নাঘরে আছে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা করিডর দেখতে পেল; ওখান থেকে একটা সিঁড়ি দোতালায় উঠে গেছে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে অনিশ্চিত অবস্থায় ভাবছে সে, জানালাটা হয়ত অসাবধানতায় খোলা থাকতে পারে, কিন্তু তার আবছা দেখাটা যদি চোখের ভুল হয়ে থাকে? এই মাঝরাতে তাকে বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখলে মিস মাস্টারসন কি ভাববে? তার চোখের ঘৃণা ভরা তিরস্কারের চাহনি সে কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে যাচ্ছে, এই সময়ে নিচু একটা কর্কশ কথার আওয়াজ ওর কানে এলো। কি বলা হয়েছে তা সে ঠিক শুনতে পায়নি বটে, কিন্তু ওটা যে একটা পুরুষের স্বর তাতে কোন সন্দেহ নেই। দোতালা থেকে এসেছে শব্দটা। থমকে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল সে। শব্দটা কোন ঘর থেকে আসছে বোঝার চেষ্টায় কান পাতল।

ফিল গভীর ঘুম থেকে জেগে বিছানার পাশে একটা লোককে কুঁজো ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয়ানক রকম আতঙ্কিত হলো। ও কিছু বলার আগেই লোকটা বলল, 'একেবারে চুপ করে থাকলে তোমাকে কোন ব্যথা দেয়া হবে না।'

'গেভার!' স্বর শুনে লোকটাকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'তুমি এখানে কি করছ? কোন সাহসে–'

'চুপ! হম্বিতম্বি করে কোন লাভ হবে না,' নিশ্চিন্ত স্বরে বলল সে। 'আমাকে বলো টাকাটা কোথায় আছে, ওটা নিয়েই আমি বিদায় হব।' তারপর ফিলের চেহারায় কথাটা না বোঝার আভাস দেখে সে আবার বলল, 'আমি সেই দুহাজার ডলারের কথা বলছি যেটা জেমস এক্স টি র‍্যাঞ্চে গরু বিক্রি করে পেয়েছে, এবং ব্যাঙ্ক ডাকাতির আগেই তুলে এনেছে। লোকটা যে কিভাবে টের পেল সেটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'এই ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না,' বলল ফিল। 'সে যদি টাকাটা তুলে থাকে তবে ওটা ওর কাছেই আছে।' ওর স্বরে এখন কিছুটা আত্মপ্রত্যয় ফিরে এসেছে।

'টাকাটা ওর ঘরে নেই, আমি ওর কামরা ভাল মত খুঁজে দেখেছি। নিশ্চয়ই এত টাকা সাথে নিয়ে সে ঘুরবে না। ওটা এখানেই কোথাও আছে,' জোর দিয়ে বলল গেভার।

'জঘন্য একটা ইতর তুমি,' রাগের সাথে বলল সে। 'আমি জানি না ওটা কোথায়। জানলেও তোমাকে বলতাম না।'

'সেটা দেখা যাবে। কথা বের করার অনেক উপায়ই আমার জানা আছে।' হঠাৎ থাবার মত দুহাত বাড়িয়ে মেয়েটার কাঁধ চেপে ধরল। ওর বড় বড় নখের খামচিতে ফিলের পাতলা নরম রাতের পোশাক ছিঁড়ে নগ্ন কাঁধ বেরিয়ে পড়ল। গেভারের লোভাতুর চোখদুটো এই দৃশ্যে পাশবিক আনন্দে জ্বলে উঠল।

মেয়েটা ওকে দুহাতে কিল মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু লোহার মত শক্ত মুঠোয় ওকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে নিজের দিকে টানতে শুরু করল গেভার। গেভারের ঠোঁট জোড়া ওর মুখের কাছে চলে এসেছে। শ্বাসের গন্ধেই ফিল টের পেল লোকটা প্রচুর মদ খেয়েছে।

'এর জন্যে বার্ট তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে,' ফিল হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। খামচি মেরে বসল গেভারের মুখে।

হঠাৎ ব্যথা পেয়ে রাগে একটা গালি বকে পিছিয়ে গেল গেভার। 'হারামি বিড়াল!' গর্জে উঠল, 'তোর মুখ আমি জন্মের মত বন্ধ করে দেব।'

কামনার আতিশয্যে লোকটা নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছিল। মেয়েটার ধারাল নখের খামচিতে গেভারের গাল কেটে রক্ত ঝরছে। হাত তুলে গাল ছুঁয়ে রক্ত দেখে সে এখন কামনা ভুলে রক্তের নেশায় পাগল হয়ে উঠল। কোমর থেকে ছুরি বের করে অন্তিম আঘাত হানার জন্যে মাথার ওপর ছুরি তুলল। মেয়েটার চোখ এখন অসহায় অবস্থায় ওর ছুরির ঝিলিক আর কালো মুখোশের ওপর ঘোরাফেরা করছে। ভয়ে ফিলের জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা। যেকোন মুহূর্তে ছুরিটা নেমে এলেই ওর মৃত্যু অনিবার্য। একটা অস্ফুট ভয়ার্ত চিৎকার দিয়ে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় সে বিছানার ওপর পড়ল। আর এক সেকেন্ড দেরি হলেই ছুরিটা ওর বুকে আমূল ঢুকে যেত। কামরার ভিতর পা রেখে দরজার কাছ থেকেই গুলি করল এরফান। বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে

আধপাক ঘুরে চিৎ হয়ে পড়ার আগেই মারা গেল গেভার। দ্রুত পায়ে ভিতরে ঢুকে মেয়েটার দিকে কোন নজর না দিয়ে গেভারের লাশ টেনে বাইরের ল্যান্ডিঙে নিয়ে রেখে এলো এরফান। মেয়েটাকে যে সুযোগ দিয়েছে তার পুরো সদ্ব্যবহার করে ছেঁড়া কাপড়ের ওপর সে একটা ড্রেসিঙ গাউন চাপিয়ে নিয়েছে।

'লোকটা তোমাকে জখম করেনি তো?' প্রশ্ন করল এরফান, ফিলকে মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'তোমার দুশ্চিন্তা করার আর কোন প্রয়োজন নেই। আমার ধারণা সে একাই কাজ করছিল, তবু নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে এই বাড়ির ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা আমি করব।'

মেঝের ওপর পড়া ছুরির ফলাটা মৃদু আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে। ওটা তুলে নিয়ে ওর জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই কামরা ছেড়ে সোজা বেরিয়ে এলো এরফান। সিঁড়ির মাথাতেই সে দেখল আতঙ্কিত চোখে লাশটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড্যানিয়েলের স্ত্রী ডিনা। গুলির শব্দে রান্নাঘরের পাশে ওর কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছে সে।

'ঈশ্বরের দোহাই–' শুরু করেছিল ডিনা, কিন্তু ওকে মাঝপথেই থামিয়ে দিল ফোরম্যান।

'তোমার মালিকা একটা বড় ধরনের শক পেয়েছে, যাও, তাকে সঙ্গ দিয়ে কিছুটা আশ্বস্ত করার চেষ্টা করো,' ওকে নির্দেশ দিয়ে লাশটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যে-পথে ঢুকেছে সেই পথেই আবার বেরিয়ে এলো এরফান।

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে ফিরে দেখল দরজার কাছেই ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে ফিল। আগে যতবারই ওদের দেখা হয়েছে সেই কঠিন ভাব ওর চোখে আর এখন নেই।

'গত রাতে আমার জীবন বাঁচানোর জন্যে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি,' বলল মেয়েটা।

এরফানের চেহারা অস্বস্তিতে একটু রাঙা হলো। 'ওটা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই; ওটাও আমার কাজেরই একটা অঙ্গ,' জবাব দিল সে।

'আমি বুঝতে পারছি না ঠিক সময় মত তুমি কিভাবে ওখানে পৌঁছলে,' বলল সে।

'টমির গরগর শব্দে আমি দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম কে যেন চুপিচুপি র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোচ্ছে। আমিও ওর পিছু নিলাম,' ব্যাখ্যা করল এরফান। এই সময় কুকুরটা ছুটে এসে ওর ঠাণ্ডা নাক মেয়েটার হাতে ঘষে ওকে আদর জানাল। 'ও-ই আসলে তোমার ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য পাত্র।'

'তাহলে তো তুমি ওকে নিয়ে আসায় আমার খুশি হওয়াই উচিত,' লজ্জিতভাবে বলল ফিল।

একটু হাসল ফোরম্যান, যে হাসিটা একেবারে নিষ্পাপ শিশুর মত সরল–ফিলের সামনে থাকাকালীন ওর আগের সেই নিষ্ঠুর আর কঠিন চেহারার সঙ্গে কোন মিলই নেই।

'ওর এখানে উপস্থিতির জন্যে আমাদের দুজনেরই খুশি হওয়া উচিত, কারণ এটাই ওর প্রথম ভাল কাজ নয়। এর আগেও টমি একবার আমার জীবন

বাঁচিয়েছে,' বলে র‍্যাটল স্নেকের ব্যাপারটা ওকে জানাল সে।
শুনতে শুনতে মেয়েটার আতঙ্কিত চোখ বিস্ফারিত হলো।
'জঘন্য ব্যাপার,' বলল সে। 'এই কাজ কার জানো তুমি?'
'হ্যাঁ, কাজটা করেছিল ওই মেক্সিকান মারিও।'
ভুরু উঁচাল ফিল, এবং তার চেহারায় সেই আগের ঠাণ্ডা ভাব আবার ফিরে এলো। সে বলল, 'আমি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জেনেছি সে এই দেশ ছেড়ে চলে গেছে।'
'কথাটা ঠিক, কিন্তু তোমাকে সে পুরোটা বলেনি। একেবারে দুনিয়া ছেড়েই চলে গেছে সে। যেমন তোমাকে বলেছি।'
'কিন্তু তুমি কি কথাটা প্রমাণ করতে পারো?' প্রতিবাদ জানাল মেয়েটা।
'না,' গম্ভীর স্বরে বলল সে। 'প্রমাণ না থাকলেও, আমার কথাটাই সত্যি।'
কয়েকটা মুহূর্ত অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে কাটল। এরফান বুঝতে পারছে ফিলের মনে আবার সন্দেহ জেগে উঠছে। গত রাতের ঘটনায় ওর মনে যে সামান্য একটু প্রীতির মরূদ্যান জেগে উঠেছিল সেটা আবার সন্দেহের মরুভূমিতে ছেয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা করেই সে কথা পাল্টে অন্য কথা পাড়ল। 'ওই বাসায় তোমার একা থাকাটা ঠিক হবে না।'
'ওখানে রাঁধুনী ড্যানিয়েলের বউ ডিনা থাকে,' জানাল ফিল। 'ওর স্বামীও ওর সাথেই থাকে, কেবল গত রাতেই সে রান্নাঘরের পাশে বাঙ্কহাউসে শুয়েছিল।'
'আমি টমিকে ওখানে থাকতে দিতে পারতাম, কিন্তু ও যেমন অস্থির তাতে তোমার ঘর লণ্ডভণ্ড করে ছাড়বে।'
সে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল এই সময়ে লক্ষ করল এরফানের চেহারায় আবার সেই আগের কঠিন ভাবটা ফিরে এসেছে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল বার্ট ঘোড়ার পিঠ থেকে নামছে।
'আবার তোমাকে আর টমিকে ধন্যবাদ,' বলে ঘুরে চলে গেল ফিল।

দশ

যদিও একা রাইডে না গিয়ে বস্টনকে সাথে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে মোটেও খুশি হতে পারেনি ফিল, কিন্তু শীঘ্রি সে আবিষ্কার করল ফোরম্যানের প্রস্তাব মেনে নিয়ে ভালই করেছে ও। সাথে সঙ্গী থাকায় ওর সকালের রাইড অনেক আনন্দময় হয়ে উঠেছে। ফিলের সাথে প্রথম রাইডের সকালে লরি হাঁটু উপর আড়াআড়ি রাইফেল রেখে একটা সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখেই ওর পিছন পিছন আসছিল। কিন্তু পিছন ফিরে চেয়ে রাইফেলটা খাপে ভরে রেখে ওকে পাশাপাশি রাইড করতে বলল ফিল।
আগ্রহী কাউবয়কে আর দ্বিতীয়বার সাধতে হলো না, সাথে সাথে অস্ত্রটা

খাপে ভরে মেয়েটার পাশাপাশি চলে এলো সে। আর মেয়েটার কাছে ওর বালকসুলভ লজ্জা এবং ওর আনন্দোজ্জ্বল চোখ ভাল লেগেছে। এটা যেন যৌবনকে যৌবনের ডাক।

লরি নিজের সম্পর্কে কিছুই বলছে না। তাই ফিল নিজেই ওকে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিল যে আত্মীয়স্বজন বলতে তার কেউ নেই। এই পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ একা। ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাতে সক্ষম হওয়ার বয়স থেকেই ও গরুর সব রকম কাজ করে আসছে। এই কাজে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হয়েছে ওকে। আরও অনুসন্ধানে জানা গেল বেশ কয়েক হাজার মাইল ঘুরে সে দেশের বিভিন্ন এলাকা দেখেছে। একটা ব্যাপার লক্ষ করে ফিল বেশ মজা পেল, সেটা হচ্ছে যখনই ওরা বিশ্রাম নিতে অথবা কোন দৃশ্য উপভোগ করতে থেমেছে, প্রতিবারই লরি খাপ থেকে তার রাইফেল বের করে হাতে নিয়েছে।

'আমার মনে হয় না এদিকে আমাদের কোন বিপদ হতে পারে,' তৃতীয়বারের মত কিছুই ঘটল না দেখে মন্তব্য করল ফিল। 'এখানে একা এলেও আমার কোন বিপদ ঘটত না; মিছেই তুমি তোমার সময় নষ্ট করছ।'

'আমি না আসি সেটাই কি তুমি চাও?' প্রশ্ন করল সে।

ওর কথায় আন্তরিক সুর আর চাহনি ফিলের গালে রক্ত প্রবাহ একটু বাড়িয়ে তুলল। নিজের উত্তেজনা আর আনন্দ সম্পর্কেও ও পুরোপুরি সচেতন। যখন হাত বাড়িয়ে হঠাৎ ফিলের লাগাম টেনে ধরল লরি, তখন মেয়েটা ভাবল কিভাবে এই বেপরোয়া যুবককে একটা ভাল শিক্ষা দেয়া যায়। কিন্তু পর মুহূর্তেই ফিল টের পেল যুবক কেন ওকে থামিয়েছে। মাইলখানেক দূরেই একটা বাঁক ঘুরে ছয়জন কালো মুখোশধারী ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এসেছে দেখতে পেল। লোকগুলোকে দেখামাত্রই ফিরতি পথ ধরে নিজেদের ঘোড়ার গতি বাড়াল ওরা।

'ব্ল্যাক মাস্কের লোক,' ফুঁপিয়ে উঠল ফিল।

'দেখে তো তাই মনে হচ্ছে,' স্বীকার করল লরি। 'হয়ত ওরা আমাদের খোঁজে আসেনি, কিন্তু সেটা পরখ করে দেখার ইচ্ছা নেই আমার। বাতাসের বেগে ছুটব আমরা।'

ক্লান্ত ঘোড়া নিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত ছুটল ওরা। পিছন থেকে উল্লসিত একটা চিৎকারে লরি ঘুরে দেখল ওরাও ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে পিছু নিয়েছে। কিছুদূর পর্যন্ত ওরা দূরত্ব বজায় রাখতে পারল বটে, কিন্তু ক্রমেই এটা পরিষ্কার হয়ে উঠল যে ডাকাতদের ফ্রেশ ঘোড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে ক্লান্ত ঘোড়াদুটো কিছুতেই পারবে না। ওদের মাঝে দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে।

'আমরা কিছুতেই নিরাপদে পৌঁছতে পারব না–ওদের ঘোড়া অনেক বেশি তেজী,' ভাবল লরি, কিন্তু ফিলকে কিছু জানাল না।

পাশাপাশি ছোট কাউ-পোনি নিয়ে ছুটে চলেছে ওরা; ঘোড়া দুটো প্রাণ থাকা পর্যন্ত ঊর্ধ্বশ্বাসেই ছুটবে। চমৎকার দক্ষতার সাথে ঘোড়া চালাচ্ছে ফিল। একটা বুলেট বাতাস কেটে শব্দ তুলে ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই রাইফেলের গর্জন ওদের কানে পৌঁছল। আবার পিছন ফিরে চেয়ে শঙ্কিত চোখে লরি দেখল পিছনের দলটা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে।

ওর মনে এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে মেয়েটাই ওদের লক্ষ্য। আরও একটা গুলির শব্দের সাথে লরির ঘোড়া হোঁচট খেলো, ওটা হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ার আগেই কাউবয় লাফিয়ে নিচে নেমে পড়েছে। মেয়েটা হতভম্ব হয়ে লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল। লরির ঘোড়াটা থরথর করে একটু কেঁপে স্থির হয়ে পড়ে রইল।

'তুমি র‍্যাঞ্চের দিকে এগিয়ে যাও,' চিৎকার করে বলল লরি। 'আমি ওদের কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব।'

'কিন্তু ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে, লরি,' প্রতিবাদ জানাল ফিল। 'তুমি লাফিয়ে আমার পিছনে উঠে বসো।'

'একটা ঘোড়া আমাদের দুজনকে নিয়ে ছুটতে পারবে না; ওরা আমাকে নয়, তোমাকে ধরতে চায়। তুমি আমাদের লোকের উদ্দেশে ছুটে এগোও জেমসকে বোলো আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম।'

'আমার মনে থাকবে লরি—তোমার কথা আমি কোনদিন ভুলব না।' মেয়েটার চোখ ছলছল করছে।

আর কথা না বাড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটাল ফিল। খাপ থেকে রাইফেল বের করে নিয়ে কাউবয় মৃত ঘোড়াটার পিছনেই আড়াল নিয়ে লড়ার জন্যে তৈরি হলো। ডাকাতের দলটা ছয়শো গজ দূরে জটলা করে থেমে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু লরির গুলিতে ওদের একটা ঘোড়া মারা পড়ায় ওরা অর্ধচক্রাকারে আরও দূরে সরে গেল। পাল্টা জবাবে দুটো গুলি এলো, কিন্তু দুটোই মিস হলো। একটা ব্যাপার লক্ষ করে সে অবাক হলো যে ওদের দলের কেউই মেয়েটার পিছু নেয়ার চেষ্টা করল না। সবথেকে ডানের এবং বামের দুজন করে লোক ঘোরা পথ ধরে ধীর গতিতে অদৃশ্য হলো। বাকি দুজন মরা ঘোড়াটার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকল। তবে তারা রাইফেল রেঞ্জের অনেক বাইরে রয়েছে।

'ওরা চুপিসারে আমাকে পিছন থেকে আক্রমণ করতে চাইছে,' আন্দাজ করল লরি। চারপাশে তাকিয়ে সে দেখল তার ঠিক পিছনেই একটা রিজ রয়েছে; ওটা ওদের কাজ অত্যন্ত সহজ করে তুলবে। 'আমার কাছে একটা ঘোড়া থাকলে খুব ভাল হত,' ভাবল সে। কিন্তু যা নেই, তার কথা ভেবে কি লাভ?

একটা সিগারেট তৈরি করে ওটা ফুঁকতে ফুঁকতে দার্শনিক ভাবে নিজের নিয়তির কথাই ভাবল ও। প্রায় আধঘণ্টা পর রিজের ওপর থেকে কঠিন স্বরে একটা নির্দেশ এলো।

'রাইফেল ফেলে দিয়ে গানবেল্ট খুলে হাত উপরে তুলে দাঁড়াও! আমরা দুজন তোমাকে কাভার করে আছি!'

মুখ তুলে চেয়ে দেখল রিজের ওপর দুজন মুখোশধারী লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওদের নির্দেশ মত রাইফেল ফেলে বেল্ট খুলে ফেলল সে। কিন্তু হাত উপরে না তুলে নিশ্চিন্ত মনে আরেকটা সিগারেট তৈরি করা শুরু করল।

'এগিয়ে এসো,' শান্ত স্বরে বলল সে।

'আমি তোমাকে হাত তুলে দাঁড়াতে বলেছি,' বলে দুজন লোক রাইফেল বাগিয়ে ধরে ওর দিকে এগিয়ে এলো।

'আমি ভুলে গেছি, এমন ভুল আমার হতেই থাকবে,' হেসে জবাব দিল বন্দি। 'তোমরা কি করবে?'

লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে একটা অশ্রাব্য গালি দিল। প্রায় একই সাথে বাকি চারজনও রিজের উপর উঠে এলো। ওদের দুজন একই ঘোড়ার পিঠে রয়েছে। যাকে ওদের লীডার বলে মনে হলো সে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে কাঠিতে গেঁথে মাটিতে পুঁতে রাখল। তার কাজকর্ম অবাক চোখে দেখছে লরি।

'তুমি যদি আমার ঘোড়ার কবরের স্মৃতিচিহ্ন রাখতে চাও, ওর নামটা ছিল বাউন্সার,' নিজে থেকেই জানাল সে।

ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে লোকটা সঙ্গীদের নির্দেশ দিল, 'ওকে বেঁধে কোন ঘোড়ার পিঠে তুলে নাও। এখন দুজনকে ডাবল-রাইড করতে হবে।'

লরিকে একটা ঘোড়ার পিঠে তুলে ঘোড়ার পেটের তলায় পা আর পিছমোড়া করে হাত বেঁধে তারা সোজা চূড়া লক্ষ্য করে রওনা হলো। সে জানে না ওর ভাগ্যে কি ঘটবে–কিন্তু এখন আর ওর মনে কোন দুঃখ নেই। ফিল এখন নিরাপদ। মেয়েটার শেষ কথাগুলোই ওর জন্যে একমাত্র সান্ত্বনা।

ফিলকে ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠে ওভাবে একা ফিরতে দেখে এরফান আর অন্যান্য কাউবয়রা ছুটে ওর দিকে এগিয়ে গেল। অল্প কথায় কি ঘটেছে তা ওদের জানাল মেয়েটা। ফোরম্যান একটুও সময় নষ্ট করল না।

'ঘোড়া আর রাইফেল,' আদেশ দিল সে।

'আমার জন্যেও একটা, হেনডন,' বলে উঠল ফিল।

ফোরম্যান ওর দিকে তাকাল। 'তুমি এখন ক্লান্ত বলেই মনে হচ্ছে–' শুরু করেছিল এরফান।

কিন্তু ওকে মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে মেয়েটা জোর দিয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি! আমাকে বাঁচাবার জন্যেই ও–' গলা বুজে আসায় মুখ ফিরিয়ে নিল ফিল।

এরফান আর কোন আপত্তি তুলল না, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছয়জন কাউবয় আর ফিলকে সাথে নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে। ওরা নীরবেই রাইড করছে আক্রমণস্থলের উদ্দেশে। এতক্ষণ ওরা ঊর্ধ্বশ্বাসেই ঘোড়া ছোটাচ্ছিল, ফিল যখন সাবধান করল ঘটনার প্রায় কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছে গেছে, কেবল তখনই ঘোড়ার গতি কমানো হলো। রিজটা চোখে পড়তেই সবাইকে থামার নির্দেশ দিল ফোরম্যান। ফিলের মনে পড়ল ওই রিজের ওপাশেই সে লরিকে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

'তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো, বয়েজ,' বলল এরফান। 'ওরা হয়ত আমাদের জন্যে রিজের ওপাশেই অপেক্ষা করছে। অন্ধের মত ওদের অ্যামবুশে পা দেয়ার কোন অর্থ নেই।'

একাই এগিয়ে রিজ পেরিয়ে ওপাশে অদৃশ্য হলো এরফান।

'ওর জায়গায় ব্ল্যাক বার্ট হলে নিজে ঝুঁকি না নিয়ে আমাদের কাউকেই সে

পাঠাত,' হেনডনকে বলতে শুনল ফিল।

কেন যেন তার মনে হলো লোকটা ঠিকই বলেছে। এতে ওই সাহসী ফোরম্যানের প্রতি ওর শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেল। নিজের জীবনের ওপর এই অহেতুক ঝুঁকি সে না নিলেও পারত। কিন্তু পর মুহূর্তেই বার্টের ঢুকানো বিষ তাকে সন্দিগ্ধ করে তুলল। সত্যিই কি সে ঝুঁকি নিয়েছে—নাকি এটাও তার নাটকেরই একটা সাজানো অঙ্ক?

একটু পরেই চিৎকার করে ফোরম্যান সবাইকে এগিয়ে আসার নির্দেশ দিল। সবার আগে ফিলই রিজের মাথায় উঠল।

'ওর ঘোড়াটাকে শকুনে খাওয়ার পর যেটুকু বাকি রেখেছে তা এখানে রয়েছে,' জানাল এরফান। 'তবে ঘোড়ার জিন আর মাথার সাজ অদৃশ্য হয়েছে। লরির কোন চিহ্নই এখানে নেই। কেবল এই কাগজটা একটা কাঠির মাথায় গাঁথা ছিল। লেখা আছে:

'তোমার লোক এখন আমাদের হাতে, জেমস। ওকে যদি তুমি ফেরত চাও তবে আগামীকাল গরু বিক্রির দুহাজার ডলার সহ দুপুর বেলা স্কাল ক্যানিয়নে হাজির হয়ো। তুমি না এলে, বা কোন চালাকি করার চেষ্টা করলে ওকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।

দা ব্ল্যাক মাস্ক।'

ফিলের আতঙ্কিত চিৎকার আর কাউবয়দের বিড়বিড় করে বকা গালির শব্দ, পেনসিল দিয়ে লেখা মেসেজের প্রতিবাদে ওদের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট ব্যক্ত করল। এরফান লক্ষ করল মারিওর পকেটে পাওয়া লেখাটার সাথে এই লেখার হুবহু মিল রয়েছে। জেসাপ কাউবয়দের দিকে ফিরে ওদের র‍্যাঞ্চে ফেরার নির্দেশ দিল। ঝট করে ঘুরে ফোরম্যানের মুখোমুখি দাঁড়াল ফিল।

'তুমি কি ওকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই করবে না?' বলে উঠল মেয়েটা। 'তুমি নিশ্চয়ই ওর মৃত্যু চাও না?'

'এখন আর আমাদের কিছুই করার নেই,' জবাব দিল সে। 'ওরা এতক্ষণে ওদের সব ট্র্যাক ঢেকে ফেলেছে। আমরা যদি এখন ওদের অনুসরণ করার চেষ্টা করি, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা অ্যামবুশের শিকার হব।'

ওর দিকে চেয়ে থাকল ফিল; চোখে ঝড়ের পূর্বাভাস।

'আমি বলব তুমি একটা কাপুরুষ,' বলল সে। 'তুমি ওদের লীড না করলে আমি নিজেই ওদের নিয়ে এগিয়ে যাব।'

ওর কথার কোন জবাব দিল না এরফান। কিন্তু কাউবয়দের দিকে চেয়ে সে বুঝল ওরা কেউই ফিলের আদেশ মানবে না। শেষে হেনডনের থেকেই জবাবটা এলো।

'ফোরম্যানের কথাই ঠিক, মিস মাস্টারসন,' বলল সে। 'মিছে এভাবে পাথরে মাথা ঠুকে কোন লাভ নেই। ধরো আমরা যদি ওকে ওই দুর্গম উঁচু এলাকায় খুঁজেও পাই, আমাদের দেখামাত্র ওরা লরিকে কোন গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে সরে পড়বে। আমাদের ওরা বগা-চিপিতেই আটকেছে।'

কাউবয়দের দিকে রোষের দৃষ্টিতে একবার চেয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে

ফিরতি পথ ধরল ফিল। নীরবেই পথ চলছে মেয়েটা; ওর চোখের সামনে লরির হাসিখুশি চেহারাটা ভাসছে। সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না কিভাবে বিষণ্ণ চেহারায় কঠিন স্বরে যুবক ওকে যত দ্রুত সম্ভব র‍্যাঞ্চে পৌঁছে খবর দিতে বলেছিল। সম্ভবত ওর জন্যেই যুবক নিজের জীবন নির্দ্বিধায় বিসর্জন দিল। হেঁট মাথায় ওকে অনুসরণ করছে নিরুপায় কাউবয়রা।

প্রায় বিনিদ্র একটা রাত কাটিয়ে পরদিন ফিল নিচে নেমে দেখল ফোরম্যান ওর সাথে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে নোটের একটা বান্ডিল মেয়েটার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা সেই গরু বিক্রির টাকা। অবশ্য এর থেকে কাউবয়দের বেতন দিতে কিছু টাকা আমি খরচ করেছি। বাকি টাকাটা তুমি কোথাও নিরাপদে সামলে রাখো।'

'এটা তুমি আমাকে রাখতে দিচ্ছ কেন?' প্রশ্ন করল ফিল।

'তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আজ দুপুরে আমাকে স্কাল ক্যানিয়নে হাজির থাকতে হবে,' মনে করিয়ে দিল সে।

'তুমি কি সত্যিই স্কাল ক্যানিয়নে যাচ্ছ?' বিস্মিত স্বরে বলল সে। 'কিন্তু তাহলে তো টাকাটাও তোমাকে সাথে নিতে হবে।'

'অবশ্যই আমি যাচ্ছি, কিন্তু কোন টাকা আমি সাথে নিচ্ছি না,' জবাব দিল সে। 'আমি কচি খোকা নই।'

'কিন্তু টাকা ছাড়া তুমি ওকে কিভাবে বাঁচাবে?'

'তা আমি এখনও ঠিক করিনি; যেমন তাস পাব তার ওপর নির্ভর করবে খেলাটা আমি কিভাবে খেলব।'

হালকা স্বরেই কথাটা বলল সে। কিন্তু ওর চোখের কোণে যে কৌতুকের আভাস ঝিলিক দিচ্ছে তা ফিলের নজর এড়াল না। তবু লোকটা মরিয়া একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ফিলের মনোভাব কিছুটা প্রসন্ন হলেও আবার সেই পুরোনো সন্দেহটা মনে চাড়া দিয়ে উঠল।

'ব্যাপারটা যতটা ঝুঁকিপূর্ণ মনে হচ্ছে হয়ত আসলে তা নয়,' ঠাণ্ডা স্বরে মন্তব্য করল ফিল। 'ওখানে তোমার কিছু বন্ধু-বান্ধব থাকতে পারে।'

কথাটা শুনে রাগে এরফানের চোখদুটো কঠিন হয়ে উঠল; ঠোঁটও পরস্পরের ওপর চেপে বসল।

'শোনো মেয়ে,' কঠিন স্বরে বলল এরফান। 'ঈশ্বর তোমার কাঁধের ওপর একটা সুন্দর মুখ বসিয়েছে বটে, কিন্তু সে তোমার মাথার ভিতর কোন মগজ ঢুকাতে কেন ভুলে গেল সেটাই আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে। যদি সত্যিই তোমার কোন বুদ্ধি থাকে তবে যৎসামান্য যা আছে সেটুকু ব্যবহার কোরো।'

আর একটা কথাও না বলে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এলো সে। তারপর বাইরে অপেক্ষমাণ ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হলো। তার মন্তব্য এরফানকে কি পরিমাণ খেপিয়ে তুলেছে দেখে মেয়েটা স্তম্ভিত হলো। কিন্তু স্কাল ক্যানিয়নের ট্রেইল ধরার আগে হাত তুলে লোকটাকে তার আউটফিটের লোকজনের কাছ থেকে বিদায় নিতে দেখল সে। এবার ধপাস করে পাশের চেয়ারে বসে মেয়েটা শূন্য দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল।

এটা তার জন্যে একটা নতুন অভিজ্ঞতা–মানুষকে সে আগেও রাগতে দেখছে, কিন্তু তাকে উদ্দেশ্য করে কেউ কখনও এতটা রাগ দেখায়নি। সারাটা দিন সে সন্দেহ আর অশান্তির মধ্যেই কাটাল। তার চোখ ঘুরে ফিরে উত্তরের ট্রেইলের ওপরই পড়ছে; সে জানে লরিকে দেখার আশাতেই ওর চোখ বারবার ওদিকে যাচ্ছে।

এগারো

মাইলখানেক পথ অতিক্রম করার পর এরফান আবার স্বভাবগত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। এখন নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে ওর। এভাবে একটা তরুণী মেয়েকে কথা শোনানো তার মোটেও ঠিক হয়নি।

যখন বলেছিল বন্দি যুবককে সে কিভাবে উদ্ধার করবে তা ওর জানা নেই তখন মিথ্যে বলেনি ও। এখনও কোন প্ল্যান সে ঠিক করেনি। ওর নিশ্চিত ধারণা, লরি নয়, সে নিজেই ওদের টার্গেট। ওকে ফাঁসানোর জন্যেই লরিকে ওরা বন্দি করেছে। মুক্তি পণটা কাকে আনতে হবে তার নাম উল্লেখ করাতেই সে বুঝে নিয়েছে ওদের আসল টার্গেট কে। কঠিন একটা হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে; সে ইচ্ছে করেই ধরা দেবে।

'বিগত দিনগুলোর ঘটনা, মেয়েটার অপছন্দ, এবং ওর সাথে বার্টের সম্পর্ক, এসবই আমাকে এই এলাকায় একটা ভেজা কুকুরের মত প্রিয় করে তুলেছে,' মনে মনে ভাবল এরফান।

প্রায় দুপুর হয়ে এসেছে, এই সময় স্কাল ক্যানিয়নে ঢুকল ও। ঘোড়া থামিয়ে অপেক্ষায় থাকল; ওর ঠোঁটে একটা বেপরোয়া হাসি ফুটে উঠেছে। কোন ঝোপের আড়াল থেকে শব্দ তুলে একটা গুলি এসে ওকে ফুটো করে দিলেও অবাক হত না, কিন্তু তার বদলে ঝোপের আড়াল থেকে স্বর ভেসে এলো।

'কোমরের বেল্ট আর রাইফেলটা মাটিতে ফেলে দাও, জেমস, আমরা তোমাকে কাভার করে আছি,' দাবি করল সে। 'মনে রেখো তোমার পিছনেও আমাদের দুজন লোক রয়েছে। তুমি আমার পিছন পিছন এসো, কোন চালাকি বা পালাবার চেষ্টা করলে তোমাকে গুলি করার নির্দেশ দেয়া আছে ওদের।'

'আমি এখানে কোন খেলা খেলতে আসিনি,' কঠিন স্বরে জবাব দিল এরফান। 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

'অপেক্ষা করো, নিজেই দেখতে পাবে,' জবাব এলো।

ওদের মধ্যে আর কোন কথা হলো না। এরফান নীরবেই তার কালো মুখোশধারী পথ প্রদর্শককে অনুসরণ করছে ট্রেইলটা নিছক একটা আবছা পথ ছাড়া আর কিছুই নয়। বোঝাই যাচ্ছে এটা ওদের আস্তানায় পৌছার প্রধান রাস্তা নয়। ওকে কোন ঘোরা পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দেবদারু আর অ্যাসপেনের একটা বনের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছে ওরা। একটু পরেই ওরা এমন একটা

ভাঙাচোরা বুনো এলাকায় ঢুকল যে এমন দুর্গম ট্রেইল এরফান জীবনে খুব কমই দেখেছে

সারাটা পথ ক্রমশ ওরা কেবল উপর দিকেই উঠেছে। হঠাৎ করেই ওরা উঁচু পাহাড়টার পাদদেশে পৌঁছল। নিচের ঢালটা পাইন গাছে ভরা। এখানকার বাতাস অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। গাছ আর ঘন ঝোপের ফাঁক দিয়ে মাত্র কয়েক চিলতে রোদ ভিতরে ঢোকার অধিকার পেয়েছে। এরফান পিছন ফিরে দেখল দুজন মুখোশ পরা লোক হাঁটুর উপর আড়াআড়ি রাইফেল তৈরি রেখে রাইড করছে। ওই সামনের লোকটা তাহলে মিথ্যে ধাপ্পা দেয়নি। ওরা নিশ্চয়ই এর মধ্যে আড়াল ছেড়ে কিছুটা সামনে এগিয়ে এসেছে; কারণ এর আগে ওদের দেখতে পায়নি জেসাপ। উপরে ওঠায় গাছের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। ওদের অনেক উপরে চূড়াগুলোর দৈত্যাকার দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে। ছোট একটা নিচু ঢালের কাছে পৌঁছল ওরা। প্রায় এক মাইল লম্বা আর আধমাইল চওড়া পেয়ালা আকারের সীমানা ওটা। ঝোপে ভরা ঢালগুলো ছাড়া পুরো এলাকাটাই গাঢ় সবুজ ঘাসে ছাওয়া। এর ঠিক মাঝখানে একটা ছোট লেকও দেখা যাচ্ছে। অনেক গরু আর ঘোড়া সন্তুষ্ট মনে ওখানে চরছে।

আপাতদৃষ্টিতে নিচে নামার কোন পথই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ওর গাইড নির্দ্বিধায় ঘোড়াকে একটা ঢাল বেয়ে পিছলে নিচে নামাল। চক্রাকারে কিছু ঝোপঝাড় কাটিয়ে একটা করালের সামনে থামল সে।

'তোমার ঘোড়াটাকে ওই করালে ঢুকিয়ে রাখো; এখন আমাদের কিছুদূর হাঁটতে হবে।' লোকটা প্রথমে নিজেই তাই করল।

এরফানও অনুসরণ করল। তারপর একটা সরু পাথুরে পথ ধরে প্রায় একশো ফুট উঁচুতে উঠে দেখল ওখানে কয়েকটা গুহার মুখ দেখা যাচ্ছে; সে বুঝল এগুলো হোপি ইন্ডিয়ানদের তৈরি। তবে সম্ভবত এর বর্তমান বাসিন্দরা ওদের চেয়েও নিষ্ঠুর। এরফান লক্ষ করল কয়েকটা গুহার মুখে দরজা বসানো হয়েছে। ওগুলোর মধ্যে একটায় এরফানকে ঢোকানো হলো।

'আপাতত তুমি এখানেই থাকো, আমাদের যখন দরকার ডাকা হবে,' বলল লোকটা। 'খিদে পেয়েছে?'

'তা পেয়েছে বটে; সেই ভোর বেলায় নাস্তার পর আর পেটে কিছু পড়েনি,' বলল লেজি এমের ফোরম্যান। তারপর পকেট থেকে একটা পাঁচ ডলারের নোট বের করে বলল, 'তুমি কি এক বোতল হুইস্কির ব্যবস্থা করতে পারবে? গলাটা বড্ড শুকিয়ে এসেছে।'

'ডাচ কারেজ, অ্যাঁ?' খিকখিক করে লোকটা হাসল। 'আমি দেখছি তোমার জন্যে কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

লোকটা চলে গেল, কিন্তু যাবার আগে দরজায় তালা লাগিয়ে গেল। একটু পরেই সে কিছু মাংস, রুটি, আর এক বোতল মদ নিয়ে ফিরে এলো।

'ওই মাল একটু কম করে খাওয়াই ভাল,' সাবধান করল সে, 'অভ্যস্ত না হলে ওটা ডিনামাইটের চেয়েও খারাপ।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান: ওই জিনিসের সাথে তার পরিচয় আছে। লোকটা

চলে যাওয়ার পর ওকে যেখানে বন্দি করা হয়েছে সেই কামরাটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। পাথর খুঁড়ে তৈরি করা একটা গর্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। আলো বাতাস কেবল অপটু হাতে তৈরি দরজার ফাঁক দিয়ে সামান্য আসছে। ওটাই ভরসা। খাবার শেষ করে এক চুমুক মদ মুখে নিয়ে কুলি করে ফেলে দিল এরফান, তারপর বাকি মদের তিন ভাগের দুই ভাগ মাটিতে ঢেলে ফেলে বোতলটা নিজের পাশেই রেখে দিল।

দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে একটা সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে ভরে পরবর্তী ঘটনা ঘটার অপেক্ষায় থাকল সে। ওর চোখে কোন পট্টি না বেঁধে এখানে আনা এবং হাতও না বেঁধে মুক্ত রাখাতেই সে স্পষ্ট বুঝে নিয়েছে শেষ পর্যন্ত ওর ভাগ্যে কি ঘটবে। ওকে কোনমতেই এখান থেকে জীবন্ত বেরোতে দেয়া হবে না। লরিকে কোথায় রাখা হয়েছে সেটাই ভাবছে সে।

ঘণ্টা দুই পরে বাইরে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েই এরফান বুকের সাথে থুতনি ঠেকিয়ে এমন ভাবে কাত হয়ে বসল যেন সে পুরোপুরি মাতাল অবস্থায় বুঁদ হয়ে আছে। যে লোকটা ওকে নিয়ে এসেছিল বোতলটার দিকে একবার চেয়েই সে খিস্তি করল।

'ইউ ড্যাম ফুল—আমি আগেই সাবধান করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার কথায় কান দাওনি,' বলল মুখোশধারী।

পাঁড় মাতালের মত জড়ানো স্বরে বিড়বিড় করল এরফান, 'আওয়ি ঠিগই আসি, তুয়ি গি চাও?'

এরফানের বাহু জড়িয়ে ধরে ওকে উঠতে সাহায্য করল সে। তারপর একরকম জোর করেই ওকে নিয়ে এগোল। টলতে টলতে কোনরকমে ওর সাথে চলেছে এরফান। উঁচু ছাদওয়ালা একটা গুহায় ওকে ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল লোকটা। বড় গুহাটা থেকে কয়েকটা সুড়ং বিভিন্ন দিকে গেছে। পাথরের একটা গর্ত দিয়ে আলো আসছে। ওখানে সাতজন লোক আলোর কাছে চেয়ারে বসা রয়েছে। প্রত্যেকের মুখই কালো মুখোশে ঢাকা; কেবল চোখদুটো দেখা যাচ্ছে।

'ওকে তুমি বাঁধোনি কেন?' ওদের একজন জিজ্ঞেস করল; যার আকৃতি এরফানের কাছে কেমন যেন পরিচিত মনে হলো।

'কি দরকার?' জবাব দিল লোকটা। 'ও তো নিজেকেই নিজে বেঁধে ফেলেছে—দেখছ না ওর অবস্থা?'

'প্রচুর মাল গিলেছে, না?' অবজ্ঞার সাথে বলল প্রথম বক্তা। ওই লোকটা যে নেতা ধরনের কেউ তা ওর কথায় বোঝা যায়। তারপর সে এরফানের দিকে চেয়ে বলল, 'ডলারগুলো কোথায়?'

সম্মানের সাথে মাথা তুলে দাঁড়াতে গিয়ে প্রায় পড়ে যাওয়ার ভান করল এরফান।

'তোমরা আমাকে কি এতই বোকা মনে করো যে আমি তোমাদের ওই ফাঁদে পা দেব?' জড়ানো স্বরে বলল সে। 'আমি কচি খোকা নই।'

'তুমি যদি টাকাটা না এনে থাকো, তাহলে তোমাদের দুজনকেই আমি এক সাথে ঝুলিয়ে দেব,' অপরিচিত লোকটা গর্জে উঠল।

এরফান মাথা নাড়ল। 'ওসব হুমকিতে কোন কাজ হবে না,' দাঁত দেখিয়ে হাসল সে 'দুজন কাউবয়ের লাশ দিয়ে তোমার কি লাভ হবে?' ভারী স্বরে জবাব দিল সে। 'মাংস আর চামড়া বিক্রি করবে? আমার কথা শোনো, আমি কিভাবে নিশ্চিত হব যে তুমি আমার লোককেই আটক করেছ? প্রমাণ করো যে ও আমারই লোক, তাহলে আমি র‍্যাঞ্চে চিঠি দিয়ে টাকাটা আনাব। তোমার একজন সঙ্গী ওটা আনতে যাবে। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে?'(কথাগুলো এরফান জড়ানো ভাবে তোতলামির সাথে বললেও পাঠকের বোঝার সুবিধার জন্যে বিকৃত করা হয়নি।)

'ওই গাধাটাকেও এখানে নিয়ে এসো,' সামনে দাঁড়ানো টলায়মান লোকটার দিকে বিতৃষ্ণা নিয়ে চেয়ে নির্দেশ দিল লীডার।

দুমিনিটের মধ্যেই হাত পিছনে বাঁধা অবস্থায় ওখানে হাজির করা হলো লরিকে। ফোরম্যানকে ভারী চোখে পিটপিট করে ওকে দেখতে দেখে লরি অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

'ওটা লরিই বটে, কিন্তু ওরা দুজন কেন?' কৌতুক মেশানো স্বরে বলল সে। 'ওরা কি যমজ নাকি?'

ওর কথা শুনে মুখোশের আড়াল থেকে সমস্বরে হাসির শব্দ শোনা গেল। পেঁচার মত ভারিক্কি চেহারা করে ওদের দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল সে।

'হ্যাঁ, স্যার, যমজ বা একই বাপের ছেলে না হলে এতটা মিল একেবারে অসম্ভব। আমি কখনও ভিন্ন বাপের একই চেহারার ছেলে থাকার কথা শুনিনি।'

আবার দর্শকদের মধ্যে হাসির ফোয়ারা উঠল। আমোদ ফুর্তির মধ্যে ডাকাত দল একটু অসতর্ক হয়ে উঠল। এই ধরনের একটা সুযোগই খুঁজছিল এরফান। সে আগেই খেয়াল করেছে, যে-লোকটা ওদের এখানে নিয়ে এসেছে সে ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। বিরক্তিতে সে-ও বেখেয়াল হয়ে পড়েছে।

'টুইনরা সমাজের জন্যে খুব ক্ষতিকর হয়।'

হঠাৎ দুহাত দুপাশে তুলে নিজের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টায় ওই পিছনের গার্ডের সাথে ধাক্কা খেলো এরফান। পরমুহূর্তেই ঝট করে সামনের লোকগুলোকে দুহাতে দুটো পিস্তল নিয়ে কাভার করে দাঁড়াল সে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গার্ডের দুটো পিস্তলই ছিনিয়ে নিয়েছে ও।

'তোমরা সবাই ছাদের দিকে হাত তুলে দাঁড়াও। আমি যেমন বলছিলাম–টুইনরা সত্যিই খুব সাংঘাতিক হয়; এবং এই গান দুটো টুইন।'

মাতাল কাউবয়ের কথায় এখন আর বিন্দুমাত্রও জড়তা নেই। এখন সে একটু কুঁজো হয়ে হিংস্র কঠিন দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে আছে। এখন একজনের বিরুদ্ধে আটজন হলেও ওরা সবাই জানে কেউ বিরোধিতা করতে গেলেই তার মৃত্যু অনিবার্য। মরতে ওদের কেউই রাজি নয়; তাই সবাই এরফানের আদেশ মত হাত তুলল।

ওরা সবাই দ্রুত এরফানের আদেশ পালন করার পর একটা পিস্তল খাপে ভরে এগিয়ে গিয়ে সে একজন ডাকাতের বেল্ট থেকে তার ছুরিটা বের করে নিয়ে লরিকে কাছে ডেকে নিয়ে হাতের বাঁধন কেটে দিল। 'বিষদাঁত ভেঙে

দেয়ার জন্যে ওদের প্রত্যেকের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলো,' সঙ্গীকে নির্দেশ দিল সে।

উল্লসিত একটা চিৎকার দিয়ে লরি কেবল ওদের বেঁধেই ক্ষান্ত হলো না, পিস্তলগুলোও বের করে নিয়ে মাঝখানে ফেলল। ওখানে খুঁজে এরফান নিজের পিস্তল দুটো পেল বটে, কিন্তু নিজের রাইফেল ছাড়াই ওকে কাজ চালাতে হবে।

এবার যাকে পরিচিত মনে হয়েছিল তার পিছনে গিয়ে এক টানে লোকটার মুখোশ খুলে ফেলল।

'যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই,' বলল সে। 'তোমার আকৃতিটা বেশ কিছুটা অসাধারণ, মিস্টার শ্যাডওয়ার্থ–ওরফে শেডি। চলো তোমাকেও আমরা সাথে নিয়ে যাচ্ছি।'

'ড্যাম ইউ, আমি তোমাদের দুজনকেই শেষ করব,' হিসিয়ে উঠল সে।

'হয়ত, কিন্তু আপাতত নয়, এখন তুমি আমাদের হাতে,' বলল এরফান। 'আমাদের আগে আগে এগিয়ে চলো, পাজি কুকুর, নইলে তোমাকে কবর দেয়ার মতও বিশেষ কিছু অবশিষ্ট রাখব না আমি।'

ওকে আর দ্বিতীয়বার বলতে হলো না, পাঁজরে পিস্তল ঠেকাতেই সে মাথা হেঁট করে চলতে শুরু করল। এর আগেই এরফানের নির্দেশ অনুযায়ী ওদের সব অস্ত্র নিচের উপত্যকায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে লরি। করালে পৌঁছে এরফান নিজের ঘোড়াটাই নিল। লরি তার নিহত ঘোড়ার বদলে ভাল দেখে একটাতে চড়ে বসল। শেডিকেও একটা ঘোড়ায় তুলে দেয়া হলো। পাদানির সাথে ওর পা দুটো বেঁধে ওর গলাটাও দড়ির ফাঁসে আটকে নিজের জিনের সাথে বেঁধে নিল এরফান।

'তুমি যদি লাফিয়ে পড়ে জল্লাদের কাজটা কমিয়ে দিতে চাও তাতে আমি আপত্তি করব না,' হালকা সুরে মন্তব্য করল এরফান।

জবাবে শেডি কেবল আক্রোশে ভরা একটা ভেঙচি কাটল।

অনেক মানুষেরই এমন আক্রোশ এরফান আগেও দেখেছে, তাই এখান থেকে হোপে পৌছার সবথেকে কাছের ট্রেইলটা ধরতে বলল ও। সাবধান করল, 'অযথা দেরি করাবার চেষ্টা কোরো না, কারণ তোমার সঙ্গ যদি আমাদের অসহ্য হয়ে ওঠে তাহলে এখানে গাছের কোন অভাব নেই।'

'তুমি আর কাউকে সঙ্গে আনোনি কেন? নাকি জয়ের পুরো গৌরব তুমি একাই লুটতে চেয়েছিলে?'

ওদের চিঠিতে ওকে একা আসতে বলার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সে আরও বলল, 'তাছাড়া প্রিন্সেস গতকালই তোমার খোঁজে না আসার জন্যে আমার ওপর খুব খেপেছিল। একটা কিছু না করে আমার আর কোন উপায় ছিল না। তোমার জন্যে সে যে কেন এতটা উতলা হয়ে উঠেছিল তা তুমিই জানো।'

লরির মুখটা লজ্জায় ঈষৎ লাল হয়ে ওর সানসেট নামকরণের যথার্থতা প্রমাণ করল।

'এই শয়তানটাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার তোমার কি কারণ?' মাথা হেলিয়ে সামনে ঘোড়ার পিঠে কুঁজো হয়ে বসা লোকটার দিকে ইঙ্গিত করল লরি।

'ওকে শেরিফের হাতে তুলে দেব।'

'তাতে কি লাভ হবে? টেলর ওকে ঠিকই ছেড়ে দেবে।'

'বাজি ধরে বলা যায় ঠিক তাই সে করবে; কিন্তু এতে হোপের অর্ধেক লোকের মত ওর বিপক্ষে চলে যাবে। এটা সে মোটেও পছন্দ করবে না বলেই আমার বিশ্বাস।'

এরফান ওকে গাছে ঝুলিয়ে দেয়ার ভয় দেখানোতেই হোক, বা ওর নিজস্ব বিশেষ কোন কারণেই হোক, শেডিকেও তাড়াতাড়ি শহরে পৌঁছানোয় অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব বলে মনে হলো।

সন্ধ্যার আগেই ওরা হোপে পৌঁছে গেল। ওদের আবির্ভাবে রাস্তায় কৌতূহলী দর্শকের ভিড় জমে গেল। কিছু লোক ওদের পিছুপিছু টেলরের বাড়ি পর্যন্ত গেল। হাজত আর টেলরের বাড়ি দুটোই একসঙ্গে। টেলরকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। যাকে বেঁধে আনা হয়েছে তার চেহারা দেখে শেরিফের চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার জোগাড় হলো।

'এর মানেটা কি?' উদ্ধত সুরে প্রশ্ন করল সে।

অল্প কথায় লরিকে উদ্ধার আর শ্যাডওয়ার্থকে বন্দি করার ঘটনা ব্যাখ্যা করল এরফান। ফোরম্যানের কথা শেষ হতেই তুমুল প্রতিবাদ জানাল শেডি।

'সব মিথ্যে কথা। কোন মেয়ের কথা আমি কিছুই জানি না। এর আগে একদিন সেলুনে দেখার আগে জীবনে এদের আমি আর কখনও দেখিনি। সেদিন এদের একজন আমার পিঠে পিস্তল ঠেসে ধরেছিল আর অন্যজন আমাকে ঘুসি মেরে অজ্ঞান করেছিল। আজ বিকেলে আমি ডেজার্ট এজের ট্রেইল ধরে যাচ্ছিলাম, এই সময়ে এরা দুজন হঠাৎ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।'

'তাহলে এটাও নিশ্চয় তোমার নয়?' কালো মুখোশটা পকেট থেকে বের করে দেখাল এরফান।

'কোনদিন দেখিওনি,' নির্বিকার মুখে মিথ্যা বলল সে। এবার টেলরের দিকে ফিরল শেডি। 'আমার বিশ্বাস তুমিই এই শহরের শেরিফ; এরা দুজন কি তোমার ডেপুটি?'

'অবশ্যই না,' জোর দিয়ে বলল সে।

দর্শকদের মধ্যে একটা নড়াচড়ার আভাস দেখা গেল; বার্টকে ভিতরে ঢোকার জন্যে দর্শকরা রাস্তা ছেড়ে দিল। বিশাল লোকটা আউটলর দিকে তাকাল বটে, কিন্তু ওর চাহনিতে শেডিকে চেনার কোন চিহ্নই ধরা পড়ল না।

'তাহলে এই হচ্ছে তোমাদের ডাকাত সর্দার, তাই না?' বলল সে। 'এটা ঠিক, ওর চেহারাটা যথেষ্ট কুৎসিত।' দর্শকদের কিছু লোক ওর কথায় হেসে উঠল। এরফান তীক্ষ্ণ চোখে শেডির চেহারা লক্ষ করছিল—ওর চোখদুটো রাগে জ্বলে উঠতে দেখল। 'এই লোকটাই সেদিন কাম এগেইন সেলুনের সেই ঝামেলায় জড়িত ছিল, তাই না? তা ঘটনাটা কি?'

এরফান যা বলেছিল সেটারই পুনরাবৃত্তি করল শেরিফ। বার বি র‍্যাঞ্চার এরফানের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'ওই চিঠিটা তোমার কাছে আছে?'

কাগজটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে দেখল বার্ট। তারপর ওর পরামর্শে বন্দিকে শেরিফের অফিসে নিয়ে ওকে একটা কাগজ আর পেনসিল ধরিয়ে দেয়া হলো। বার্ট চিঠির লেখাগুলো পড়ে গেল, এবং শেডিকে কথাগুলো লিখতে বলা হলো। লেখার পরে স্পষ্টই বোঝা গেল যে দুটো লেখায় কোন মিল নেই।

এরফান এগিয়ে গিয়ে চিঠিটা ফেরত নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে বলল, 'ওই চিঠিটা আমার, সুতরাং ওটা আমার কাছেই থাকবে।'

'আইনত ওটা একটা এভিডেন্স, তাই ওটা শেরিফের কাছেই থাকবে,' বলল বার্ট।

'ওর যখন প্রয়োজন হবে সে ওটা চাইলেই ফেরত পাবে। এখন, ওটা আমি ফেরত চাই।' ওর স্বরে স্পষ্ট হুমকি।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল বার্ট। মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠেছে। কাগজটা এরফানের হাতে না দিয়ে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলল সে।

'তোমার ঔদ্ধত্য দিনদিন বেড়েই চলেছে, গ্রীন,' হিসহিসিয়ে বলল সে, 'একটা মোকাবিলার দিন ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে।'

টেবিল থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে ওটা আসল কিনা নিশ্চিত হয়ে ভাঁজ করে পকেটে ভরে রাখল এরফান। 'নিশ্চয়, যেকোন সময়ে,' হেসে জবাব দিল। 'এবং যদি সাহসে কুলায় তবে তুমি তোমার পাসিকে জড়ো করো, আমি নিজে লীড করে ওদের আড্ডায় তোমাদের পৌঁছে দেব।'

'আমার যদি তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হয় তুমি জানবে,' বলল বার্ট। 'যাক, আমি কাল সকালেই মিস মাস্টারসনের সাথে দেখা করে জানব তোমার গল্প কতটা সত্যি।...এই লোকের ব্যাপারে আপাতত তুমি চার্জ নাও, টেলর। ওর কি হবে সেটা আমি পরে তোমাকে জানাব। লেজি এমের কোন লোকের কথায় এখন আমি আর বিশ্বাস করি না।'

'হ্যাঁ, যখন থেকে তোমার স্পাইরা ওখান থেকে দেশান্তরে গেছে তার পর থেকেই,' পাল্টা খোঁচা দিতে ছাড়ল না এরফান।

ওর মন্তব্যে বার্টকে একটু চমকে উঠতে দেখে মনে মনে বেশ আনন্দ পেল এরফান। ওখান থেকে বেরিয়ে নিজের ঘোড়ার পিঠে উঠল সে। শেরিফকে একটা বেকায়দা অবস্থায় ফেলতে পেরেও ওর মন কিছুটা হালকা হয়েছে।

*

বাঙ্কহাউস থেকে একটা সমস্বরে উল্লসিত আওয়াজ ফিলকে বাইরে বারান্দায় এনে হাজির করল। ওখানে দাঁড়িয়েই সে লরিকে সাথে নিয়ে বিজয়ী ফোরম্যানকে উঠানে প্রবেশ করতে দেখল। অল্পক্ষণ পরই বাঙ্কহাউস থেকে হাসির শব্দ আসতে শুনে ফিলের কৌতূহল চরমে উঠলেও ড্যানিয়েল না আসা পর্যন্ত পুরো সংবাদটা শোনার জন্যে ওকে অপেক্ষা করতে হলো। কিন্তু সব শোনার পরেও সে বুঝে উঠতে পারছে না জেমস সম্পর্কে ও কি ভাববে। মাত্র একজন লোকের পক্ষে কি এভাবে ডাকাতদের ডেরায় ঢুকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসা সম্ভব? শুধু তাই নয়, ওদের সর্দারকে ধরে নিয়ে আসা—একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। শেষে বিরক্ত হয়ে চিন্তাটা বাদ দিল সে।

পরদিন সকালে লরির ডাকে অদ্ভুত একটা লজ্জা-জড়িত হাসি মুখে সাড়া দিল ফিল। মেয়েটা রাইডে যাবে কিনা জানতে এসেছে সে। লরি অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসায় সে যে খুব খুশি হয়েছে বলার পর সে জানাল আজ আর বেড়াতে বেরোবে না ও।

মেয়েটাকে তাদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শোনাবার জন্যে অস্থির হয়ে আছে লরি। 'আমরা আজ দক্ষিণে বেড়াতে যেতে পারি,' প্রস্তাব দিল সে।

'না, আজ আমার কাছে একজন অতিথি আসার কথা।'

জবাব শুনে লরির মুখটা চুপসে গেল।

'মর্নিং, ফিল, ওই বাচ্চাটা কি চায়?' ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে নামতে বলল বার্ট।

মেয়েটার কপালে সামান্য ভাঁজ পড়ল। বার্টের গলার সুর বা সম্বোধন, কোনটাই ওর পছন্দ হয়নি। ওর মানসিক তুলনামূলক বিচারে তরুণ লরির থেকে বয়স্ক কঠিন বার্টের স্থান অনেক নিচে।

'ও আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিল আমি আজ বাইরে যাব কিনা; আজকাল বাইরে যেতে হলে আমাকে একজন সঙ্গী নিয়ে যেতে হয়–এই এলাকায় এখন মেয়েদের জন্যেও একা বাইরে যাওয়া আর নিরাপদ নয়।' একটু কড়া সুরেই জবাব দিল ফিল। এর পর ব্ল্যাক মাস্কদের সাথে ঝামেলা হওয়ার কথা জানাল। পরে আরও বলল, 'তাহলে বুঝতেই পারছ, লরির ভাষায়, ঝামেলা যখন আসে, দল বেঁধেই আসে।'

কাউবয়ের সাথে ওকে প্রথম নামে ডাকার মত ঘনিষ্ঠতা হতে দেখে বার্টের ভুরুতে একটু ভাঁজ পড়ল। এই সম্ভাবনাটার কথা তার একবারও মাথায় আসেনি।

'তাহলে গল্পের ওই অংশটা অন্তত ঠিক,' মন্তব্য করল সে। 'ও, ভাল কথা, শোনো ফিল, এভাবে তোমার সাধারণ কাউবয়ের সাথে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানো আমি পছন্দ করি না।'

তীব্র প্রতিবাদে ফিলের চোখদুটো জ্বলে উঠল। রাগের সাথে সে বলল, 'আমার যেমন ইচ্ছা তা-ই আমি করব। আমাকে নির্দেশ দেয়া বা আমার কোন সমালোচনা করার কোন অধিকার তোমার নেই।'

'আমার বিশ্বাস তা আমার আছে,' বলল সে। 'তুমি জানো আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

'সেটা আমি জানি না, এবং অন্তত বর্তমানে, আমার তেমন কোন ইচ্ছে নেই,' পাল্টা জবাব দিল ফিল।

যদিও স্পষ্ট বুঝতে পারছে ভুল পদ্ধতিতে এগিয়েছে সে; তবু সেটা শুধরে নেয়ার চেষ্টায় বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব দিল বার্ট। কিন্তু ফিল সরাসরি তা নাকচ করে দিল। খেপা একটা রাগে জ্বলতে জ্বলতে লেজি এম ত্যাগ করে বার বির ট্রেইল ধরল সে।

বার বিতে যাওয়ার পথ খোলা রেঞ্জ পার হয়ে সোজা উত্তর-পশ্চিমে এগিয়েছে; তারপর ঢাল বেয়ে কিছুটা নিচে নেমে জংলা কিছু ভাঙাচোরা অঞ্চলে

ঢুকেছে। ওই এলাকাটা সিঙ্ক নামেই বেশি পরিচিত। ছোট ছোট ঝোপের জঙ্গল আর ক্যানিয়নের কাঁধগুলো কখনও সমতল জমির চেয়ে উঁচুতে ওঠেনি বলেই এর নাম সিঙ্ক। একটা ছোট ক্যানিয়নের মুখ পার হওয়ার সময়ে বার্ট লক্ষ করল বালুর ওপর একটা ঘোড়ার ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে। ট্র্যাকটা নতুন নয়, ওটা হয়ত একটু আড়ালে থাকাতেই এতদিন কারও চোখে পড়েনি। কৌতূহলী হয়ে ওটা অনুসরণ করল সে। ঝোপের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে ওকে এগোতে হচ্ছে।

দুশো গজ দূরে একটা ছোট ক্লিফের ধারে ঘন ঝোপের ভিতরে ঢুকেছে ওটা। র‍্যাঞ্চার ঘুরতে যাচ্ছে, এই সময়ে ঝোপের পাতার ভিতর থেকে একটা চকচকে ঝিলিক ওর নজর আকর্ষণ করল। নিচে নেমে সে পাতা সরিয়ে একটা ছোট খাঁজ থেকে ওটা বের করে আনল। দেখল কিছু কাপড় আর একটা সমব্রেরো আছে ওখানে। শার্টের চকচকে বোতামটাই ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একটা একটা করে সবগুলোই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল সে। ওই হ্যাটের ব্যান্ডে কালি দিয়ে লেখা রয়েছে দুটো অক্ষর—জে. এম.। শার্টের পকেটে একটা খালি খাম পাওয়া গেল যেটার ওপর ঠিকানা লেখা আছে, জ্যাক মাস্টারসন, লেজি এম র‍্যাঞ্চ।

এই নতুন আবিষ্কারে আশ্চর্য হয়ে একটা শিস দিয়ে উঠল বার্ট। এই জামা-কাপড়গুলো এখানে কিভাবে এলো? শেষ যেদিন সে জ্যাককে দেখেছে সেদিন এইসব জামাই তার পরনে ছিল। কিন্তু এগুলো এই নিভৃত স্থানে এলো কিভাবে? লাশটা কোথায়? এখন আর তার মনে কোন সন্দেহ নেই যে জ্যাক মৃত। পুরো ক্যানিয়নটা সে তন্নতন্ন করে খুঁজেও লাশের কোন হদিস দেখতে পেল না।

'আমার আগে এখানে কেবল একটা লোকই এসেছে,' আপন মনেই মন্তব্য করল সে। বালুতে আর কোন ছাপ ওখানে নেই।

সবদিক বিচার করে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে খুনী আর কোন জায়গায় ওকে হত্যা করে কবর দিয়ে ওর জামা-কাপড় এই জায়গায় ফেলে গেছে। কেবল একটা ঘোড়ার পায়ের ছাপই ওখানে দেখা যাচ্ছে; এবং সেই ঘোড়াটাই আবার ফিরে গেছে। কাপড়গুলো এমন জায়গায় ফেলে গেছে, কারও এগুলো খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ওগুলো যেখানে পেয়েছিল সেখানেই আবার রেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে সে আবার নিজের র‍্যাঞ্চের পথ ধরল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার ঠোঁটে সাফল্যের একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠল।

'এর চেয়ে ভাল আর হতে পারত না। আমার বিশ্বাস, তোমাকে আমি জীবিত অবস্থায় যেমন ব্যবহার করেছি, নিহতও তেমনি ব্যবহার করতে পারব, মিস্টার মাস্টারসন।' হাসল সে।

সেই রাতে ডোভারের সাথে লম্বা সময় ধরে আলাপ করল র‍্যাঞ্চার। ডোভার যখন আলাপ সেরে ফিরল তখন ফোরম্যানের তিক্ত চেহারাতেও হাসি দেখা গেল, কিন্তু হাসিটা কুৎসিত।

বারো

গত দুদিনে আর বেড়াতে বেরোয়নি ফিল। যদিও লরির সাথে বেড়াতে বের হওয়ার জন্যে ওর মনটা ছটফট করছিল তবু কেমন যেন একটা অহেতুক লজ্জায় সে ওর মুখোমুখি হতে পারেনি। আজ তৃতীয় দিন লরির সাথে দক্ষিণে রওনা হলো সে। লজ্জিত একটা ভাব যেন ফিলকে আরও মোহনীয় করে তুলেছে। পাশাপাশি চলতে চলতে মেয়েটা মনোযোগ দিয়ে জেমস ওকে কি উপায়ে সিংহের গুহা থেকে উদ্ধার করল সেই গল্প শুনছে। কিন্তু ফোরম্যানের প্রশংসা ওর মনকে মোটেও প্রভাবিত করল না।

'তোমরা যে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তা আমার জানা ছিল না,' মন্তব্য করল ফিল।

'লোকটা আমার বন্ধু মোটেও নয়,' মিথ্যা বলল লরি, 'তবে যে নিজের জীবন বিপন্ন করে আমার জীবন বাঁচিয়েছে, তার প্রতি কি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত নয়?'

'মিস্টার বার্ট সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?' প্রশ্ন করল ফিল।

কথার জালে ধরা দিল না লরি। 'ওর সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছুই জানি না,' জবাব দিল সে, 'তবে এটা ঠিক যে বার বির হয়ে আমি কখনও রাইড করব না।'

লোকটাকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালি দিলেও ফিলের মনে ওর কথাটা এত গভীর প্রভাব ফেলত না। ইদানীং ও লক্ষ করেছে যে বার্ট অত্যন্ত প্রভাবশালী লোক হলেও কারও মুখে ওর কোন প্রশংসা সে কখনও শোনেনি। কেউ ওর সমালোচনা করলেও তা রেখেঢেকে করে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে আবার প্রশ্ন করল, 'তাহলে জেমস যে আউটল তা তোমার মনে হয় না?'

'না, আমি তা হলপ করে বলতে পারব না, তবে এটুকু বলতে পারি যে ব্ল্যাক মাস্কের সাথে সে জড়িত নয়,' জবাব দিল লরি।

একটা সরু খাঁজের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছিল ওরা। দুপাশের পাথুরে দেয়ালে প্রচুর ছোটছোট ঝোপ আর ক্যাকটাস গজিয়েছে। দুএকটা বড় গাছও জন্মেছে মাঝে। ওগুলোর ডালপালা লম্বা হয়ে ছড়িয়ে ছোট্ট ক্যানিয়ন কিছু জায়গায় ঢেকে ফেলেছে। পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে ক্যানিয়নের গায়ে বিভিন্ন আকারের ছায়া ফেলছে। বাতাসে পাতা নড়লেই ছায়া আকার বদলাচ্ছে।

হঠাৎ লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে ফিল বলে উঠল, 'ওহ, কী সুন্দর দৃশ্য!'

ওর আঙুল অনুসরণ করে লরি দেখল ঢালের ওপর কয়েক সারি ওকাটিয়া (Occatilla) ক্যাকটাস গাছে অপূর্ব সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। ফিল কিছু বুঝে ওঠার আগেই লরি তার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল। মেয়েটাও নেমে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে

কয়েকটা রক্ত-লাল ফুল হাতে ফিরে এলো। ফিলের সামনে এসে থেমে সে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাম হাতে মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে ঝুঁকে কুর্নিশ করে ফুলগুলো ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল। হেসে ফুলগুলো নিয়ে সে লরিকে ধন্যবাদ জানাল। লাল ফুলের রক্তের ছোঁয়া কিছুটা যেন ওর গালেও লাগল।

এই সময়ে একজন রাইডার বাঁক ঘুরে এগিয়ে আসতে গিয়েও ওদের দেখে থেমে দাঁড়াল। কিন্তু পরক্ষণেই চিনতে পেরে আবার এগিয়ে এলো।

'অসময়ে বাঁধ সাধার জন্যে দুঃখিত,' বলল সে। ওর গলার স্বর আর বলার ভঙ্গিটা অপমানজনক।

কোন জবাব না পেয়ে সে ধীর গতিতে ওদের পেরিয়ে আবার এগিয়ে গেল। পরবর্তী বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হওয়ার আগে সে পিছন ফিরে চেয়ে অশ্লীল ইঙ্গিতে হাত নাড়ল।'

ফিল তার সঙ্গীর দিকে চোরা চোখে চেয়ে দেখল লরি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওই বাঁকের দিকে চেয়ে আছে। ওর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে।

'ওই লোকটা কে?' প্রায় রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল সে।

'বুল ডেভিস,' জবাব দিল সে। 'লোকটা আমাদের না দেখলেই ভাল হত। ফোরম্যান ওকে র‍্যাঞ্চ থেকে তাড়িয়ে দেয়ায় সে লেজি এমের ওপর খেপে আছে। বিভিন্ন দুর্নাম ছড়াবে ও।'

'আমাদের হয়ত এখন ফিরতি পথ ধরাই ভাল,' বলল লরি।

ফিরতি পথে ওদের মধ্যে খুব কমই কথা হলো। কাউবয় বেশ বেগে ঘোড়া ছোটাচ্ছে, যেন র‍্যাঞ্চে পৌঁছানোর জন্যে ওর বিশেষ কোন তাড়া আছে। ওর চেহারা থেকে স্বাভাবিক হালকা ভাবটা বিদায় নিয়ে মুখটা এখন দৃঢ় সংকল্পে কঠিন হয়ে উঠেছে। মেয়েটা পরিবেশ হালকা করার চেষ্টা করল।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তুমি কাউকে খুন করতে চলেছ,' বলল মেয়েটা।

ঝট করে ঘুরে তাকাল লরি। ফিল দেখল ওর গাল একটু লাল হয়ে উঠল। তারপরে সে হাসল।

'হ্যাঁ, তাই আমি করব যদি ফিরে দেখি ড্যানিয়েল এখনও সাপার তৈরি করেনি।'

ফিল আর কোন কথা বলল না। জবাব শুনে ওর মনের সন্দেহটা কেবল আরও গভীর হলো। কেমন যেন একটা ভয় আর অস্বস্তি বোধ করছে সে। র‍্যাঞ্চে সরাসরি ঘোড়া দুটোকে করালে ভরে একটা ফ্রেশ ঘোড়া নিয়ে তৎক্ষণাৎ হোপের ট্রেইল ধরে রওনা হয়ে গেল লরি। খাওয়ার জন্যেও অপেক্ষা না করে এমন অদ্ভুত আচরণ করায় ফিলের সারাটা বিকেল অস্থিরভাবে ট্রেইলের দিকে চেয়ে কাটল। এরফান যখন অন্যান্য কাউবয়দের সাথে ফিরল, তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বিকেলের পুরো ঘটনা জানাল ও।

'লরি লোকটাকে চেনে বলেই মনে হলো–ঘৃণাও করে, অথচ সে আমার কাছে ওর নাম জানতে চেয়েছিল,' বলল সে। 'অবশ্যই ওই লোকের ব্যবহার অত্যন্ত রুক্ষ ছিল, কিন্তু আমার ধারণা এর পিছনে অন্য কোন কারণও আছে।'

'আমার মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক, মিস মাস্টারসন। কোন বিশেষ কারণে ওই লোককেই খুঁজতে গেছে লরি। ডেভিস লোকটা কাপুরুষ হলেও শুনেছি পিস্তলে ওর হাত খুব চালু।'

'ওহ, জলদি করো, হয়ত এখনও চেষ্টা করলে তুমি ওদের দেখা হওয়া ঠেকাতে পারবে,' অনুনয় জানাল সে।

'আমি যদি তা না পারি, আর লরির যদি কিছু হয়, তাহলে বুলকে আর কখনও সূর্যোদয় দেখতে হবে না,' প্রতিজ্ঞা করল এরফান। সোজা করালে ঢুকে একটা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে শহরের দিকে ছুটল ও। এরফান জানে শহরে পৌঁছার আগে লরিকে ধরতে পারার কোন সম্ভাবনাই ওর নেই। তবে ওদের দুজনের হয়ত এখনও দেখা না-ও হয়ে থাকতে পারে।

*

কাম এগেইন সেলুন সান্ধ্যকালীন সমাবেশের জন্যে ধীরে ধীরে ভরে উঠছে। তেলতেলে চেহারার মালিক খুশি মনে নিজের হাত দুটো ঘষছে। আজকের রাতটা বেশ লাভজনক হবে বলেই মনে হচ্ছে।

'ভাবছি বার্টকে আজ এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন,' আপন মনে বিড়বিড় করল সে।

আসলে ব্ল্যাক বার্টকে কেন লোকে ওই নাম দিয়েছে তা ওর চেহারাই বলে দেয়। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে নিচু স্বরে বুলের সাথে কথা বলছে। বার্টের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কথার বিষয়বস্তু তার কাছে মোটেও ভাল ঠেকছে না। আসলে বুল ডেভিস আজ তার সাথে ফিলের দেখা হওয়ার কথা মিথ্যে রং মিশিয়ে শোনাচ্ছে। সে মানুষকে দুঃখ দেয়ার মত আনন্দ আর কিছুতে পায় না। তার মিথ্যে বানানো গল্প বার্টকে রাগে অন্ধ করে তুলল।

'যে ওই কুকুরের বাচ্চা কাউবয়টাকে শেষ করতে পারবে তাকে আমি পাঁচশো ডলার পুরস্কার দেব,' ঘোষণা করল সে। 'এই কাজটা আমি খুশি মনে নিজেই করতাম, কিন্তু তাতে মেয়েটার চোখে আমি ঘৃণ্য হয়ে যাব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ডেভিস। মানুষ হত্যা ওর কাছে নগণ্য একটা কাজ। এর আগেও সে এর চেয়ে অনেক কম টাকার জন্যেও বহু খুন করেছে। ঠিক ওই মুহূর্তেই লরি সেলুনে ঢুকল।

'তোমাকে আর কষ্ট করে ওকে খুঁজতে যেতে হবে না,' বলল বার্ট। 'লোকটা নিজেই সেধে বাঘের খাঁচায় ঢুকেছে,' ফিসফিস করে বলে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গেল র‍্যাঞ্চার। এইমাত্র যাকে সে ভাড়া করেছে সে-ই বাকি কাজ শেষ করবে–ঘটনার ঘটার সময়ে সে ওখানে হাজির থাকতে চায় না।

লরির তীক্ষ্ণ চোখে নড়াচড়াটা ঠিকই ধরা পড়েছে। সে বুঝল বার্টের কাছে খবরটা পৌঁছে দিতে ডেভিস মোটেও দেরি করেনি। কামরার চারপাশে চেয়ে টিমকে দেখতে পেয়ে সে নড করল। একটা টেবিলে বসে তার দুই কর্মচারী আর স্টোরকীপার কাভানার সাথে পোকার খেলছে টিম।

আবার ডেভিসের দিকে চোখ ফেরাল। সে এখন তিনজন সঙ্গীর সাথে কথা বলছে। 'আরে মেয়েরা সব একই রকম; ওই মাস্টারসনের মেয়ের কথাই ধরো,

আজ বিকেলেই আমি দেখলাম সে দক্ষিণের একটা নিভৃত জায়গায় বসে চুমোচুমি করছে। সেটাও নেহাত সাধারণ একজন মাসে চল্লিশ ডলার বেতনের কাউবয়ের সাথে!'

বিজয় উল্লাসে সে তার শ্রোতাদের দিকে চাইল। ওদের কয়েকজনকে খিকখিক করে হাসতে শোনা গেল। বাকি যাদের কানে কথাটা পৌঁছেছে তারা বুঝল বুলের কথার পিছনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে। ওরা খেলা থামিয়ে ঘটনা কোনদিকে গড়ায় লক্ষ করছে। সবার চোখ এখন দরজার কাছে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ানো লেজি এম কাউবয়ের ওপর।

'ডেভিস!'

শব্দটা লরি বস্টনের এঁটে বসা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বুলেটের মতই বের হলো। এর পরেই শোনা গেল মেঝের ওপর চেয়ার আর বুট ঘষার শব্দ। যারা ওদের দুজনের মাঝে গুলির আওতায় ছিল তারা তড়িঘড়ি সরে গেল। রাগের এই প্রচণ্ড বহিপ্রকাশ ওর সম্পূর্ণ আচরণ বিরুদ্ধ; সে নিজেও এ-সম্পর্কে সচেতন নয়। লরি কেবল জানে ওর সামনে একটা সাক্ষাৎ শয়তান দাঁড়িয়ে আছে, যাকে তার শেষ করতেই হবে।

লরির ডান হাত ওর পাশে ঝুলছে—আঙুলগুলো ছড়ানো; ড্র করার জন্যে প্রস্তুত।

ডেভিসের নিষ্ঠুর চেহারায় কেবল একটা ভাবই প্রকাশ পাচ্ছে; এবং সেটা হচ্ছে সাফল্যের বিষাক্ত একটা আনন্দ। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে সে।

অবজ্ঞার সাথে হেসে সে জবাব দিল, 'আমার নাম। আরে, এর কথাই তো আমি এতক্ষণ বলছিলাম—মিস মাস্টারসনের নয়া নাগর। দেখো লজ্জায় কেমন লাল হয়ে উঠেছে ও।'

সত্যিই ওর মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু ওর গলার স্বরটা বরফ শীতল এবং চামড়া ভেদ করে কেটে বসার মত তীক্ষ্ণ।

'বুল ডেভিস, তুমি একটা মিথ্যুক এবং কাপুরুষ,' দৃঢ় স্বরে বলল লরি। বাড়তি অপমানে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায়নি সে।

ওই কথার কেবল একটা জবাবই হয়। কথার চাবুকের আঘাতে পিস্তল বের করার জন্যে ছোবল দিল বুল গর্জে উঠল, 'শয়তান কুকুর ছানা!'

দুটো পিস্তলের মুখে একই সাথে আগুনের ঝিলিক দেখা দিল। বাম কাঁধে গুলি খেয়ে ভারী বুলেটের ধাক্কায় আধপাক ঘুরে গেল লরি। ডেভিস একটা গালি দিয়ে একটু দুলে কাত হয়ে পড়ে গেল। পিস্তলটা সশব্দে ওর পাশেই পড়ল। গুলিতে ওর বুক ফুটো হয়ে গেছে। লোকটা এখনও মরেনি দেখে টলতে টলতে ওর দিকে এগিয়ে গেল লরি। পিস্তলটা লাথি দিয়ে সরিয়ে দিয়ে পাশে হাঁটু গেড়ে বসল।

'বুল,' বলল সে। 'একটা কথা আমি তোমাকে জানাতে চাই।'

ফিসফিস করে কয়েকটা কথা বলল সে। এবং মরণাপন্ন বুল বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকাল। 'হেল!' ফুঁপিয়ে উঠল সে, 'তুমি–' তার গলা থেকে

কেবল একটা ঘড়ঘড় শব্দ বের হলো; তারপরেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

কষ্ট করে কোনমতে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াল লরি, কিন্তু তার পরেই একটা খালি চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল। অসুস্থ বোধ করছে সে, মাথাটাও কেমন ঝিমঝিম করছে। কেউ একজন এগিয়ে এলো। ওর ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। টিম আর তার লোক লাফিয়ে এগিয়ে ওর ক্ষত থেকে রক্ত ঝরা বন্ধ করায় সচেষ্ট হলো। যে নীরবতা নেমে এসেছিল সেটা দূর হয়ে বার আবার সরগরম হলো; লড়াইয়ের দর্শকরা সবাই ওই সম্পর্কেই আলোচনা করছে। শেরিফ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো।

কিছু লোক সরে দাঁড়ানোয় মৃত লোকটার চেহারা দেখে চমকে উঠল শেরিফ টেলর। 'আরে! এটা যে দেখছি ডেভিস!' বিস্মিত স্বরে বলল সে। 'আমি ভেবেছিলাম–ওরা বলল আর কেউ।'

যে-কোন নিরপেক্ষ দর্শকই ভাববে লোকটা খুব নিরাশ হয়েছে। অনেক দর্শকই আগ্রহের সাথে ওখানে কি ঘটেছে তা জানাল এবং অফিসারের খুদে চোখ দুর্বৃত্তের মত অশুভ দৃষ্টিতে সন্তুষ্টি নিয়ে আহত কাউবয়কে দেখল।

'ভাল, তুমি ঝামেলা চাইছিলে, তাই পেয়েছ,' বলল সে। 'আমি আঁচ করছি তোমাকে এখন জেলে পচতে হবে।'

'আবার আঁচ করো, হয়ত এবার তুমি ঠিক আঁচ পাবে,' লেজি এম ফোরম্যানের ভারি কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সবার অজান্তে কখন যে সে ভিতরে ঢুকেছে তা কেউ খেয়াল করেনি। ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল শেরিফ।

'ওটার কথা ভুলেও ভেবো না,' নবাগত লোকটা শান্ত স্বরে বলল, 'তোমার যেমন বাঁচার যোগ্যতা নেই, তেমনি মরারও যোগ্য তুমি নও। একটা ব্যাঙ মেরে হাত গন্ধ করতে চাই না আমি।'

টেলরের চেহারা একেবারে হলুদ হয়ে গেল। ওর ভঙ্গিটা ছিল একটা ভাঁওতা, এবং সে সচেতন যে দর্শকরাও তা জানে। ওই ঠাণ্ডা চেহারার লোকটার বিরুদ্ধে লড়তে নামার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না। বার বি. মালিকের ওখানে হাজির হওয়ায় সে বুকে কিছুটা বল পেল, এবং তার ভেঙে চুরমার হওয়া সম্মান কিছুটা ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় সে বলল, 'এই শহরের শেরিফ হিসেবে–'

'তুমি একটা করুণ দৃষ্টান্ত,' বাধা দিয়ে ওর অসমাপ্ত বাক্যটা শেষ করল এরফান। 'সেটা তোমার বলার কোন প্রয়োজন নেই। এখন আমার কথা শোনো, শেরিফ, এখানে বিশিষ্ট নাগরিক মিস্টার বার্ট হাজির আছে এবং সে এই ঝামেলা সম্পর্কে কিছুই জানে না। ধরো ওর মতামতটাই আমরা জিজ্ঞেস করি।'

কনুইয়ের গুঁতোয় জায়গা করে নিয়ে বুলের লাশ দেখে ক্ষণিকের জন্যে তার যা চেহারা হয়েছিল তা এরফানের নজর এড়ায়নি। লরির দিকে কেমন বিযাক্ত দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল সেটাও ও দেখেছে।

কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল বার্ট। শেরিফের কাছ থেকে নির্বিকার চেহারায় ঘটনার পুরো বিবরণ শোনার পর সে সাথে সাথেই রায় দিল, 'ওর মত খটাশের মরাই উচিত। এই লোক এটা না করলে কাজটা আমি নিজেই

করতাম।' যদিও সে মুখে কথাটা বলল, বার্ট ভাল করেই টের পাচ্ছে জেমস কেমন চতুর কায়দায় লোকটাকে কোণঠাসা করেছে। যে ওই ফিলের নামে কুৎসা রটিয়েছে তার পক্ষ নেয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। সে জোর দিয়ে বলল, 'এখানে যদি এমন কেউ থাকে যে মনে করে বুল মিথ্যে বলেনি, সে এগিয়ে আসুক।'

ওর আমন্ত্রণে কেউ সাড়া দিল না দেখে বার্ট শেরিফকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বলছ লড়াইয়ে দুজনেই সমান সুযোগ পেয়েছে?'

'ঘটনার সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু আমাকে তাই বলা হয়েছে,' স্বীকার করল টেলর।

'তাহলে আমাদের আর করার কিছু নেই,' বলল র‍্যাঞ্চার। বীতশ্রদ্ধ ভাবে এরফানকে বলল, 'তুমি তোমার লোককে নিয়ে যেতে পারো, কিন্তু ওকে সাবধান থাকতে বোলো, পরেরবার হয়ত ওর কপাল এত ভাল নাও হতে পারে।'

'আমার বিশ্বাস লেজি এম নিজেরটা নিজেই সামলাতে পারবে,' জবাব দিল ফোরম্যান।

টিম এবং তার দুই কর্মচারীর সহযোগিতায় লরিকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে এলো এরফান। ওর ফেরার সাড়া পেয়ে ফিল নিজের সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে ওদের দিকে দৌড়ে ছুটে গেল। দুজন রাইডার লরিকে দুপাশ থেকে ধরে নিয়ে আসছে দেখে ওর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

'কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল ফিল।

'বস্টনের সাথে বুলের সংঘর্ষ হয়েছিল তাতে কাঁধে সামান্য চোট পেয়েছে সে—মারাত্মক কিছু নয়,' জবাব দিল রাইডারদের একজন।

'আর ডেভিস?'

'মরেছে,' সংক্ষিপ্ত জবাব এলো।

মেয়েটা শিউরে উঠল, কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করল না। লরি একটা লোককে হত্যা করেছে। বস্টনকে র‍্যাঞ্চহাউসে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো এবং মাস্টারসনের খালি বিছানাতেই ওকে শোয়ানো হলো। ফিল ব্যাখ্যা দিল যে ড্যানিয়েলের বউ আর সে, দুজনে মিলে র‍্যাঞ্চহাউসেই লরির উপযুক্ত সেবা করতে পারবে। লরি বেশ দুর্বল আর অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে থাকলেও সে দেখাতে চাইছে যেন তার কিছুই হয়নি। কিন্তু কষ্টের মধ্যে থাকলেও তাকে যেটা সবচেয়ে বেশি ব্যথা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে ওর প্রতি ফিলের ঠাণ্ডা একটা দূরত্বের ভাব।

'তোমাকে এই ঝামেলার মধ্যে ফেলার জন্যে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত,' বলল লরি। 'তুমি বাঙ্কহাউসের বয়েজদের ওপর আমার দেখাশোনার ভার ছেড়ে দিলেই পারতে।'

মেয়েটা মাথা নাড়ল; তারপর প্রশ্ন করল, 'ওহ, লরি, তুমি এই কাজ কেন করতে গেলে? সে-ও তো একজন মানুষ?'

মেয়েটা ওর ফেকাসে চেহারাটা লাল হয়ে উঠতে দেখল, এবং ওর ঠোঁট জোড়াও শক্ত হয়ে এঁটে বসল।

'ডেভিসের মত কেউ মানুষ বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়, সে একটা র‍্যাটল স্নেকের চেয়েও নীচ,' ধীর স্বরে বলল সে। 'ওই বুল সম্পর্কে কিছু জানলে তুমি ওই কথা বলতে না। সে আর তার কিছু সঙ্গী একবার একজন প্রৌঢ় লোককে নির্দোষ জেনেও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিল। ডেভিস নিজে ওর গলায় ফাঁস পরিয়েছিল। এটা পুরোপুরি সত্যি ঘটনা।'

'কিন্তু তুমি ওকে সাজা দিতে গেলে কেন, এর জন্যে আইনই তো রয়েছে,' প্রতিবাদ করল ফিল।

'আমি যে ঘটনা তোমাকে বললাম, সেটা দশ বছর আগে ঘটেছিল; আর আইন এদেশে খুব ধীর গতিতে চলে,' একটু থেমে সে আবার বলল, প্রয়োজন হলে আমি আবারও তাই করব।'

মেয়েটা জানে লরির কথাই সত্যি, কিন্তু এটা ঠিক মেনে নিতে পারছে না। লরি ছাড়া আর কেউ এটা করলে এই হত্যা ওকে এত বিচলিত করত না, কিন্তু এটাও সে স্বীকার করে নিতে পারছে না; এমনকি নিজের কাছেও না।

পরদিন সকালে শহরে যাওয়ার পরে গোলাগুলির পুরো ঘটনা জানতে পারল। হোপে পৌঁছে কাভানার দোকানের সামনে নেমেই সে বার্টের মুখোমুখি পড়ে গেল। ওকে দেখামাত্রই বার্টের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

'দেখলে ফিল,' বলল সে। 'এখন নিশ্চয় তুমি স্বীকার করবে যে আমি ঠিকই বলেছিলাম? একটা কর্মচারীর সাথে রাইড করে বেড়াবার ফলাফল কি হলো দেখলে? একজন মরল আরেকজন আহত হয়েছে।'

'কিন্তু আমাদের বেড়ানোর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই,' ফিল প্রতিবাদ করল।

'কিন্তু ওর কারণেই এইসব ঘটেছে,' রাগের সাথে বলল বার্ট। 'ডেভিস কাম এগেইন সেলুনে এসে ফলাও করে বলছিল সে নাকি তোমাদের দুজনকে স্নেক কূলিতে জড়াজড়ি করে চুমো খেতে দেখে এসেছে। বস্টন ওকে মিথ্যেবাদী বলায় গোলাগুলি হয়েছে।'

ফিলের বুকটা ধড়াস করে উঠল; তাহলে লরি তার সুনাম রক্ষা করার জন্যে লড়েছে। সে আসলে ঠাণ্ডা মাথার খুনী নয়!

'ওখানে অনেক দেরিতে না পৌঁছলে ওই কুকুরটাকে আমি নিজেই শেষ করতাম,' বলে চলল বার্ট। 'অবশ্যই এর কিছুই আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু এইরকম রটনা কেউ তার ভবিষ্যৎ স্ত্রীর সম্পর্কে শোনা পছন্দ করবে না।'

'আমি ওই রকম মেয়ে নই, মিস্টার বার্ট, আমি যদি কখনও তোমাকে তেমন ধারণা দিয়ে থাকি তাহলে আমি দঃখিত। কথাটা তোমার ভুলে যাওয়াই ভাল।'

ওর কথার সুরটা ঠাণ্ডা এবং চূড়ান্ত। র‍্যাঞ্চার স্পষ্ট বুঝতে পারছে কথাগুলো মেয়েটা বুঝে এবং মেপেই বলেছে, কিন্তু কথাটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। একটা অন্ধ রাগে ফুঁসে উঠল বার্ট। তবু জোর করে একটু হাসল।

'ওহ, আমার ওপর রাগ কোরো না, ফিল। সুন্দর সুন্দর কথা গুছিয়ে বলার কৌশল আমার জানা নেই বটে, কিন্তু তোমাকে আমি চাই। তুমি যা বললে সেটা

তোমার ফাইনাল জবাব হিসেবে আমি মেনে নিতে রাজি নই।'

'আমি বদলাব না,' শান্ত স্বরে বলে চলে গেল মেয়েটা।

বার্ট কিছুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে থেকে ঘুরে উল্টো দিকে হাঁটা ধরল। রাগে দিশেহারা হয়ে ওপাশ থেকে আসা এক পথচারীর সাথে ধাক্কা খেল সে। দোষটা নিজের হলেও গালি দিয়ে এক বাড়ি মেরে হালকা লোকটাকে সে ফুটপাত থেকে রাস্তায় ফেলে দিল। লোকটার ডান চোখের ওপর একটা পট্টি বাঁধা। ফিল দেখল ওর সঙ্গে একটা পিস্তল রয়েছে। লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বিষাক্ত দৃষ্টিতে বার্টের দিকে তাকিয়ে পাল্টা একটা গালি দিয়ে হাঁটা শুরু করল। ফিল আশা করেছিল লোকটাকে হয়ত রাগে বার্ট গুলিই করে বসবে। কিন্তু তা না করে সে ঘড়ঘড়ে স্বরে একটা হুমকি দিয়ে আবার নিজের পথ ধরল। ফিল লক্ষ করল কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা বয়স্ক লোকটা ওকে পার হওয়ার সময়ে কেমন যেন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল।

তেরো

তার প্রতি ফিলের প্রকৃত মনোভাব কি এটার আবিষ্কার বার্টের মনে এবং অহমিকায় এমন প্রচণ্ড আঘাত হানল যে ওর আউটফিটের বাকি সারাটা দিন খুব খারাপ কাটল। সন্ধ্যায় যখন ডোভার ওর সাথে দেখা করতে র‍্যাঞ্চহাউসে গেল তখন সে তাকে খুব খারাপ মানসিক অবস্থায় দেখল। ফোরম্যান, যে গত চব্বিশ ঘণ্টায় ওর দেখা পায়নি, সে সরাসরি কাজের কথায় এলো।

'কি ব্যাপার, তোমার মেজাজ এমন খারাপ কেন?' প্রশ্ন করল সে।

'প্রায় সবই ওলটপালট হয়ে গেছে,' বিরক্ত স্বরে জবাব এলো। 'ডেভিসের কথা কিছু শুনেছ?'

'আমি এইমাত্র ওকে দেখে এলাম,' বলল ডোভার।

কটমট করে ডোভারের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থাকল বার্ট। 'ওই জেমসই তাহলে তার পুরোনো খেলা খেলে চলেছে?'

'আমি তোমাকে প্রথমে যা বলেছিলাম সেটাই তোমার করা উচিত ছিল। শুরুতেই ওকে শেষ করে ফেলাই ঠিক হত। তাহলে মেয়েটা জাজ এমারিকে সামলাবার একটা উপায় খুঁজে বের করে ফেলত। এখনও সময় আছে–মেয়েটার জেমসকে ভুলতে বেশি সময় লাগবে না।'

'ওর কথা বাদ দাও। মেয়েটা ওকে মোটেও পছন্দ করে না। ডেভিসকে খতম করেছে ওই কুকুরের বাচ্চা লরি বস্টন,' জানাল বার বি র‍্যাঞ্চার।

আজ সকালে ফিলের সাথে ওর কি কথা হয়েছে তাও বলল।

'ও, তাহলে মেয়েটা তোমাকে ঠ্যাঙ্গা দেখিয়ে দিয়েছে?' বলল ডোভার। 'এটা তো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। তোমার এখন লেজি এমকে বাই বাই জানানো ছাড়া আর উপায় কি? ফিলের বিয়েতে তোমাকে "বেস্ট ম্যান" হয়েই সন্তুষ্ট

থাকতে হবে, বার্ট।'

ফোরম্যানের তিক্ত ব্যঙ্গে ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে র‍্যাঞ্চারের চেহারাটা আরও কালো হলো।

'আমার এখন হাসি-ঠাট্টার মূড নেই, ডোভার,' বলল বার্ট।

'আমি নিজেও এতে কৌতুকের কিছু দেখছি না,' জবাব দিল ফোরম্যান। 'আমি তোমার বর্তমান মনের অবস্থাটাকেই কথায় রূপ দিলাম মাত্র, যদিও তোমাকে আমি কখনও হতাশ হয়ে হাল ছাড়তে দেখিনি।'

'এখনও তা আমি করছি না,' রুক্ষ স্বরে বলল বার্ট। 'আমি যা চাই সেটা আমি না পেয়ে ছাড়ি না। তবে কাজটা যত সহজ হবে বলে মনে করেছিলাম ততটা সহজ হবে না। আমাকে কিছু ঝুঁকি নিতে হবে।'

'সেটা আমরা আগেও কয়েকবার নিয়েছি, নির্বিঘ্নে পারও পেয়েছি,' ওর কথা সমর্থন করল ডোভার 'এমারিকে আমাদের পক্ষে আনাটা হয়ত সম্ভব হবে না।'

শয়তানিতে ভরা একটা হাসি ফুটল বার্টের মুখে। 'তুমি নিশ্চয় একজন মাইন্ড রীডার, ডোভার,' বলল সে। 'হ্যাঁ, একটা উপায় ঠিকই আছে, কিন্তু প্ল্যানের পুরোটা এখনও মনেমনে গুছিয়ে উঠতে পারিনি। আপাতত জেমসই হয়ত মাস্টারসনকে মেরেছে, এই লাইনে কিছু চিন্তাভাবনা করো।'

'স্টিভকেও সে-ই সরিয়েছে বলা যেতে পারে,' বলল ডোভার।

'ওতে কাজ হবে না,' বলল বার্ট। 'সহজেই সে প্রমাণ করতে পারবে যে ওই সময়ে এই তল্লাটেই ছিল না ও।'

'স্টিভকে খুন করে জায়গাটা বুলের জন্যে খালি করে তাহলে আমাদের কোন লাভই হয়নি,' মন্তব্য করল ফোরম্যান।

'তুমি ঠিকই ধরেছ, কিন্তু তখন কে ভাবতে পেরেছিল জ্যাক কোন স্ট্রেঞ্জারকে এনে ওর জায়গায় বসাতে পারে?' গর্জে উঠল সে। 'আমরা ভেবেছিলাম ডেভিসই ওর পদটা পাবে।'

'মাস্টারসনকে আমরা যতটা বোকা ভেবেছিলাম আসলে তত বোকা সে নয়,' বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল ডোভার।

কেবল একটা ঘোঁৎ শব্দ করে ওর কথা সমর্থন করল বার্ট।

*

টিমের পাঠানো রাইডারের কাছে একটা খবর পেয়ে গোলাগুলির কয়েক দিন পরে হোপে পৌঁছল এরফান। ফেনটনের সেলুনে যাওয়ার পথে সে লক্ষ করল শহরের লোকজন যেন তার দিকে একটু অন্যরকম দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কয়েকজন লোক যারা আগে ওর সাথে কথা বলেছে বা নড করেছে তারা যেন ওকে দেখেও না দেখার ভান করে এড়িয়ে যাচ্ছে। টিম ওর জন্যেই সেলুনে অপেক্ষা করছিল। সে এর কারণটা ব্যাখ্যা করল।

'বার্টের লোকজন কথা বলতে শুরু করেছে,' জানাল টিম। 'তোমার হয়ত এর জবাবে বলার কিছু থাকতে পারে।'

'বার্টের লোকেরা বলে বেড়াচ্ছে তুমিই নাকি জ্যাককে খতম করেছ,'

সরাসরি বলল ফেনটন। 'তোমার কোন বিপদ ঘটুক এটা চাই না আমরা।'

এরফানের চোখ দুটো কঠিন হলো। 'নিশ্চয়, অনেক কথাই বলার আছে আমার। আমি এখনই কাম এগেইনে গিয়ে সরাসরি মিস্টার বার্টের সাথেই কথা বলছি।'

'তুমি একা ওখানে মোটেও যাবে না,' বলে উঠল টিম।

'আমি যদি সেলুন ছেড়ে যেতে–' শুরু করেছিল সেলুনের মালিক, কিন্তু হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল এরফান।

'আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু তোমাদের এই ঝামেলায় জড়াবার কোন প্রয়োজন নেই।'

কাম এগেইন বারটা যথারীতি প্রায় ভরপুর। ওর বিরুদ্ধে যে যথেষ্ট গুজব ছড়ানো হয়েছে সেটা বুঝতে এরফানের বেশি সময় লাগল না। ওর অভিবাদনের জবাবে কেবলমাত্র দুএকজনই নড করল। বার্ট, ডোভার, পাগলা মার্টির সাথে আরও কয়েকজন একত্রে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। লেজি এমের ফোরম্যান সোজা ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

'বার্ট,' বলল সে। 'শুনলাম তুমি গুজব ছড়াচ্ছ যে আমিই নাকি জ্যাক মাস্টারসনকে হত্যা করেছি?'

এমন সরাসরি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে একটু ভেবাচেকা খেয়ে গেল বার্ট। এটা সে মোটেও আশা করেনি। কয়েক মুহূর্তেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে জবাব দিল, 'ধরো কথাটা আমিই বলেছি, তাতে কি হয়েছে?'

'শুধু এটাই, হয় তুমি এর প্রমাণ দেবে–নয়ত মিথ্যা রটনার জন্যে ক্ষমা চাইবে, অথবা লড়বে।'

'আমি তোমার কথায় চলি না,' জবাব দিল সে।

'না? ভাল কথা, তাহলে এটা হজম করো, ব্যাটা কাপুরুষ।'

কথা শেষ করেই এক পা আগে বেড়ে খোলা হাতে ওর গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসাল এরফান। চড়ের বেগে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল বার্ট। রাগে দিশেহারা হয়ে খাপ থেকে পিস্তল অর্ধেক বের করে ফেলল। এই সময়ে একটা গম্ভীর স্বর ওকে সাবধান করল:

'ওটা খুব ভুল হবে!'

বার্ট একটু ইতস্তত করে অবাক হয়ে বিস্ফারিত চোখে দেখল এরফানের ডান হাতের কোল্টটা ওকে কাভার করে রয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত ড্র করতে পারে বলে বহুদূর পর্যন্ত ব্ল্যাক বার্টের সুনাম আছে। কিন্তু উপস্থিত সবাই দেখল এরফানের তুলনায় সে ছেলেমানুষ। প্রায় তিরিশ সেকেন্ড সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে কাটার পর পিস্তল হাতে লোকটা আবার কথা বলল।

'বার্ট, তুমিই আগে পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়িয়েছিলে তাই এখন আমি তোমাকে মেরে ফেললেও সেটা অন্যায় হবে না। তুমি একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, এক ইঞ্চি নড়লেই আমি তোমাকে সোজা নরকে পাঠিয়ে দেব।'

বক্তার কড়া অ্যাসিডের মত স্বর বিশাল লোকটার কানে ঢুকে মগজ

একেবারে অকেজো করে দিল। খাপ থেকে অর্ধেক বের করা পিস্তলটা এখনও হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে; কিন্তু ওটা ওঠাবার সাহস পাচ্ছে না। জানে একটু নড়লেই সামনে দাঁড়ানো লোকটা ওকে গুলি করে মেরে ফেলতে দ্বিধা করবে না। এরফানের কৃপার পাত্র হয়ে একেবারে স্থির দাঁড়িয়ে আছে বার্ট।

ব্র্যান্ডিঙের জন্যে বাঁধা গরুর মত নিরুপায় অবস্থা। এবার এরফান যা বলল তাতে কামরার লোকজনের টানটান উত্তেজনা কিছুটা হ্রাস পেল। কিন্তু সবাই জানে ঘটনা পুরো শেষ হয়নি।

'আমি প্রমাণ করে দেখিয়েছি, তোমাকে মেরে ফেলা আমার পক্ষে কতটা সহজ ছিল; কিন্তু আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত একটা কারণে আমি তোমাকে আরও কিছুদিন বেশি বাঁচার সুযোগ দিচ্ছি।'

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে বার্টের চেহারায় স্বভাবজাত অবজ্ঞার ভাবটা আবার ফিরে এলো। এরফানের পরবর্তী চালের অপেক্ষায় আছে সে। ফোরম্যান যখন আবার মুখ খুলল তখন গমগমে নিচু স্বরেই কথা বলল।

'আমি শুনলাম তুমি নাকি আমাকে শায়েস্তা করার একটা সুযোগ খুঁজছ, বার্ট। তাই তোমাকে তোমার গানবেল্ট খুলে ফেলে খালি হাতে লড়ার সুযোগ দিচ্ছি আমি; কারণ পিস্তলে তুমি আমাকে কোনদিনই হারাতে পারবে না।'

প্রস্তাবটা শুনে কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকল, তারপর চোখদুটো একটা নারকীয় আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বার্টের। ওখানে সবাই জানে তার সাথে হাতাহাতি লড়াইয়ে পারার মত লোক এ-দেশেই কেউ নেই। আর এই লোকটা কিনা স্বেচ্ছায় নিজেকে ভেড়ার মত বলি দিতে চাইছে!

টিমের মুখের ভাবে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ পেল। সে ফিসফিস করে বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ওই লোক ডেজার্ট এজে একজনকে খালি হাতে পিটিয়েই হত্যা করেছে!'

'ভয়ের কিছু নেই, বন্ধু,' শান্ত স্বরে বলল এরফান।

দুজনই তাদের শার্ট, পিস্তলের বেল্ট আর স্পার খুলে তৈরি হলো; ইতোমধ্যে আগ্রহী দর্শকরা কামরার মাঝখান থেকে টেবিল-চেয়ার সরিয়ে জায়গাটা খালি করে দিল। ড্রিঙ্ক আর তাস খেলার কথা সবাই ভুলে গেছে। লড়াই দেখতে সবাই ঠাসাঠাসি করে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের প্রায় সবাই ওখানে হাজির আছে। কথাবার্তা আর তর্কাতর্কির শব্দও এখন একেবারে থেমে গেছে।

কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এরফান তার প্রতিপক্ষকে লক্ষ করছে। লোকটা উচ্চতা আর ওজন দুদিক দিয়েই বড় এবং ভারী। ভাল করেই জানে একটা ঝুঁকি নিচ্ছে সে। লোকটার বয়স তার চেয়ে বেশি হলেও এখনও খুব শক্ত। তবু এরফান মোটেও তোয়াক্কা করছে না। এটা জিদের লড়াই।

দর্শকদের কাছে মনে হচ্ছে এটা নেহাত অন্যায় প্রতিযোগিতা, লড়াইটা মোটেও সমানে সমানে হচ্ছে না। ওরা দেখছে র‍্যাঞ্চারের প্রতিটা নড়াচড়ায় তার শক্তিশালী পেশীগুলো কিলবিল করে নড়ে উঠছে। তার সামনে এই কাউবয়ের দাঁড়াতে পারার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারও মনেই লড়াইয়ের ফলাফল সম্পর্কে

কোন সন্দেহ নেই। পাশবিক শক্তি দিয়ে জেমসের মাথা ফাটিয়ে ঘিলু বের করে ছাড়বে বার্ট।

'লবণ ছাড়াই জেমসকে খেয়ে ফেলবে আজ,' মন্তব্য করল একজন।

'কাজটা বার্ট যত সহজ মনে করছে তত সহজ হবে না,' বলল একজন প্রতিবেশী। লোকটা এতক্ষণ এরফানকে খুঁটিয়ে দেখছিল; 'কাঁটাতার আর শুকনো চামড়ার মত শক্ত ওর পেশী,' বলল সে।

'তা যা-ই হোক, আমি এক ডলারের বদলে দুই ডলার বাজি ধরতে রাজি আছি বার্টের পক্ষে,' জোর গলায় ঘোষণা করল প্রথম বক্তা।

'আমি পঞ্চাশ ডলার ধরলাম জেমসের ওপর,' বলল টিম।

এরফানের দুএকজন বন্ধু টিমকে সমর্থন করল বটে, কিন্তু আর কেউ বাজি ধরল না। বাজির শর্তের হার বাড়ানোর পরেও কেউ আর বাজি ধরল না দেখে বার্ট সশব্দে হাসল।

'তোমরা কেউ আর বাজির টাকা জিততে পারলে না দেখে আমি দুঃখিত, বয়েজ, খুব সহজেই তোমরা টাকাটা অর্জন করতে পারতে। আমি ওর দেহের সবকটা হাড় ভেঙে দেব।'

'মুখে সস্তা ফটফট করা সহজ,' গর্জে উঠল এরফান। 'এগিয়ে এসে কাজটা করে দেখাও–মিস্টার মাস্ক।'

কথাটা খুব নিচু স্বরে বলেছে এরফান। কোলাহলরত দর্শকরা কেউ না শুনলেও বার্টের কানে ওটা ঠিকই পৌছেছে। সে যে একটু চমকে উঠল সেটা এরফান লক্ষ করে ফেলেছে দেখে খিস্তি করল সে।

কয়েক সেকেন্ড পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। কিন্তু তারপরেই প্রথম ঘুসিটা নিজেই মারার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ বেগে আগে বেড়ে বার্টের পেটে দুহাতে দুটো জোরালো ঘুসি বসিয়ে দিল এরফান। প্রতিপক্ষ সামলে ওঠার আগেই তার হাতের আওতা থেকে সরে এলো। প্রচণ্ড রাগে একটা হুঙ্কার ছেড়ে বিশাল পাকানো মুঠিতে দুহাতে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে এগিয়ে এলো বার্ট। ওগুলোর যেকোন একটা ঠিক মত লাগলে ওই মুহূর্তেই লড়াই শেষ হয়ে যেত। খুব সাবধানে লড়ছে এরফান। জানে কাছাকাছি রেঞ্জে লড়তে গেলে সে-ই অসুবিধায় পড়বে। তার জেতার একমাত্র উপায় হচ্ছে শত্রুকে সব সময়ে চক্করের ওপর রেখে লোকটা একটু অসাবধান হলেই ঝট করে এগিয়ে কয়েকটা ঘুসি বসিয়ে আবার পিছিয়ে আসা। বার্ট ওকে ভীতু মনে করে উৎসাহের সাথে বারবার এগিয়ে ওর ফাঁদে পা দিয়ে মার খাচ্ছে।

এরফান ওর চারপাশে নেচে বেড়াচ্ছে; আর মাঝেমাঝে হঠাৎ এগিয়ে ভীমরুলের মত হুল ফুটিয়ে ফিরে এসে আবার নাচা শুরু করছে। এরফানের লড়ার পদ্ধতি শুধু র‍্যাঞ্চারকে নয়, তার বন্ধুদেরও বিরক্ত করে তুলেছে। এখন পর্যন্ত বার্ট এরফানকে ছুঁতেও পারেনি; তাই ওদের থেকে মাঝেমাঝে রাগ মেশানো রব উঠছেঃ 'স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পুরুষের মত লড়ো।'

ওদের কথাকে কোন পাত্তা দিল না এরফান। সে ভাল মতই জানে ওদের কথা শোনার ফল কি দাঁড়াবে। এর আগেও ওর চেয়ে ভারী মানুষের বিরুদ্ধে সে

বহুবার লড়েছে। আগের পদ্ধতিই ব্যবহার করে সে ঝট করে ভিতরে ঢুকে পেটে বা পাঁজরে ঘুসি মেরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে। লড়াই শেষ করার আগে শক্তিশালী লোকটাকে বডি পাঞ্চে দুর্বল করে নেয়াই ওর উদ্দেশ্য। কিন্তু উত্তেজিত দর্শকরা কাছে থেকে লড়াইটা ভাল করে দেখার জন্যে ধীরেধীরে এগিয়ে এসে খালি জায়গাটাকে আরও ছোট করে তুলছে।

টিম এবং আরও দুএকজনের চেষ্টায় বৃত্তটা ছোট হওয়া অল্প সময়ের জন্যে স্থগিত থাকলেও ওটা আবার ছোট হতে শুরু করল; অবশ্য এটা বার্টের সমর্থকদেরই সমবেত চেষ্টার ফল। বার্ট এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করল। ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এলো সে। যতগুলো সম্ভব কাটিয়ে এরফানও সমানে মেরে চলল; কিন্তু এতে ওকেও যথেষ্ট মার হজম করতে হলো। সে আগেই পেট আর পাঁজরকে বার্টের দুর্বল জায়গা হিসেবে টার্গেট করেছে, তাই ওখানেই সে মেরে চলেছে। লোকটা যে দুর্বল হয়ে এসেছে তা এরফানের প্রতিটা ঘুসির সাথে ওর ব্যথায় মুখ কুঁচকানো দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

মার অবশ্য লেজি এম ফোরম্যানও কম খায়নি। সবকটা ঘুসি কাটানো ওর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না; ওই মুহূর্তে হাত ঘুরিয়ে মারা একটা প্রচণ্ড ঘুসি সোজা এরফানের কপালে লাগল। হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল সে। বার্টের সমর্থকদের হর্ষধ্বনির মাঝে র‍্যাঞ্চার ছুটে এসে ওর মাথা লক্ষ্য করে লাথি মারল। এরফান ঠিক সময় মতই ওর মাথা সরিয়ে নিয়ে দুহাতে পায়ের গোড়ালি শক্ত করে ধরে উঠে দাঁড়াল। ভারসাম্য হারিয়ে দড়াম করে মেঝের ওপর উল্টে পড়ল বার্ট। শক্ত কাঠের মেঝেতে তার মাথা সজোরে ঠুকে গেল। ভারী দেহ নিয়ে আছাড় খেয়ে ওখানেই পড়ে জোরে জোরে শ্বাস টানছে লোকটা। এরফান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। ওখানে ওর জায়গায় বার্ট থাকলে লাথি মেরে শত্রুর মাথা সে ছাতু করে দিত; কিন্তু এরফান ওভাবে লড়ে না। উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে দর্শকরা সবাই নীরবে অপেক্ষা করছে। এই সময়ে কেউ ব্যঙ্গভরে বলে উঠল, 'গুড নাইট, বার্ট; প্লেজেন্ট ড্রীমস!'

ইলেকট্রিক শক খেয়েই যেন ক্রোধে উন্মত্ত বার্ট লাফিয়ে উঠে এরফানের দিকে ছুটে এলো। কিন্তু এবারে এরফান তার জায়গা থেকে একটুও নড়ল না। পরবর্তী কয়েক মিনিট দুজনের তুমুল লড়াই চলল–দুজনেই সমানে ঘুসি ছুঁড়ছে। নিজেকে গার্ড দেয়ার কথা যেন ওরা ভুলেই গেছে। পরস্পরকে আঘাত করে কাবু করে ফেলার জন্যে ওরা হন্যে আর বুনো হয়ে উঠেছে। এরফান জানে এটা করা ওর পাগলামি হচ্ছে, কিন্তু যে কাপুরুষ লোকটা ওকে বেকায়দা অবস্থায় পেয়ে মাথায় লাথি মারার চেষ্টা করেছিল, তাকে মেরে তার মুখটা ফাটিয়ে দেয়ার নেশা ওকে পাগল করে তুলেছে। ও দেখতে পাচ্ছে এরই মধ্যে বার্টের একটা চোখ বুজে আসতে শুরু করেছে। বুঝতে পারছে সে নিজেও দুর্বল হয়ে পড়ছে, ওর মাথাটা ঝিমঝিম করছে, হাত দুটোও সীসার মত ভারী হয়ে উঠছে, কিন্তু ও জানে, ওর প্রতিপক্ষের অবস্থাও ওর চেয়ে কোন অংশে ভাল নয়। শক্ত আছাড় ওকে বেশ কাবু করে ফেলেছে; শ্বাস নিতে তার বেশ কষ্ট হচ্ছে, গালটাও ফেটে রক্ত ঝরছে, তার ঘুসিতেও আর আগের মত সেই জোর নেই। নড়াচড়াও এখন

অনেক ধীর হয়ে গেছে।

'জেমসের ওপর ইভন মানি,' চিৎকার করে ঘোষণা করল যে-লোকটা বার্টকে গুড নাইট জানিয়েছিল।

লোকটা যদি বার্টকে খেপিয়ে তুলে ফাইটে নতুন উদ্দম ফিরিয়ে আনার জন্যে কথাটা বলে থাকে, তাহলে তার উদ্দেশ্য সফল হলো। এখন উৎসাহী দর্শকের দল খালি জায়গাটাকে প্রায় অর্ধেক করে ফেলেছে দেখে বার্ট আবার এগিয়ে এলো। এবার শুরু হলো হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। কেবল হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি আর ফুঁপিয়ে শ্বাস নেয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রচণ্ড একটা ঘুসি আসতে দেখে সময় মতই ডান পাশে সরে গেল এরফান। ঘুসিটা নিষ্ফল ভাবে গলা ঘেঁষে ওর কাঁধের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাল জেসাপ, কাঁধের পুরো ওজন ব্যবহার করে বাম হাতে জোরালো একটা ঘুসি বসাল বার্টের কণ্ঠার ওপর। বার্টের চোখের সামনে থেকে সেলুনের আলো আর উৎসাহী দর্শকের দল অদৃশ্য হলো। সে কেবল ওর সামনে দাঁড়ানো এরফানের কঠিন বুনো চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে। জ্ঞান হারাবার আগে শেষ চেষ্টায় বার্ট ওর মুখ লক্ষ্য করে একটা ঘুসি মারল। মুহূর্তের জন্যে এরফান চোখে অন্ধকার দেখল। আবার দৃষ্টি ফিরে এলে সে দেখল টিম আর কাভানা ওকে ঠেকা দিয়ে ধরে আছে, আর বার্ট অচেতন হয়ে একটা অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে মেঝের ওপর পড়ে আছে। দর্শক কয়েকজন নিঃসঙ্কোচে হেসে এরফানকে অভিনন্দন জানাল। কিন্তু যদিও বেশিরভাগ দর্শকই এতে খুশি হতে পারেনি, তবু ওদের চেহারা বা আচরণে সেটা প্রকাশ পেল না। ক্ষীণ একটু হাসি দিল এরফান; অত্যন্ত ক্লান্ত সে, ওর গলা দিয়ে স্বর বেরোতে চাইছে না।

'কি ঘটেছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কি ঘটেছে?' পুনরাবৃত্তি করল টিম। 'ওহ, এমন কিছুই ঘটেনি! তুমি কেবল ওর চিবুকে একটা টোকা দিয়েছ–শুয়ে শুয়ে ওটার কথাই ভাবছে বার্ট। আমার ধারণা এক রাতের জন্যে ওর যথেষ্ট হয়েছে। চলো, ফেনটনের সেলুনে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে একটু পরিচ্ছন্ন হও। মুখ দেখে তোমার ওপর ইন্ডিয়ান হামলা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

মেঝের ওপর পড়ে থাকা মানুষটাকে ঘিরে জটলা থেকে কোন বাধাই এলো না; ওরা কাম এগেইন সেলুন ছেড়ে নির্বিঘ্নেই বেরিয়ে রাস্তায় নামল। কেবল খাটো গড়নের এক কমবয়সী কাউবয় গোপনে ওদের যাওয়া লক্ষ করল। লোকটার পা দুটো অনবরত রাইডিঙের কারণে ধনুকের মত বাঁকা। ঊরুর সাথে নিচু করে বাঁধা দুটো পিস্তল ঝুলছে–ওগুলোর কালো বাঁট দুটো বহুল ব্যবহারে কিছুটা ক্ষয়ে গেছে। লোকটাকে এরফান খেয়াল করলেও কোন পাত্তা দিল না।

'দা সান অভ এ গান,' বিড়বিড় করে আউড়ে লোকটা নিজের ঘোড়ার খোঁজে বার ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

ঘণ্টাখানেক পরে ফোরম্যান তার চেহারা থেকে মারপিটের চিহ্ন যতটা সম্ভব দূর করে লেজি এমের ট্রেইল ধরল। দেহে প্রচণ্ড ব্যথা থাকলেও মনটা তার অদ্ভুত এক প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে।

শহর থেকে এরফান মাত্র মাইলখানেক এগিয়েছে, এই সময়ে তার ঘোড়াটা হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। একটা ঝোপের আড়ালে কিছু নড়ে উঠতে দেখল জেসাপ।

'হাইস্ট দেম,' (হাত তোলো) একটা স্বর আদেশ দিল, কিন্তু ওই স্বরের পিছনে রয়েছে একটা হাসির আভাস।

'হাইস্ট না ছাই,' বলল এরফান। 'ইয়ার্কি ছেড়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো ইয়র্কি। আর তোমার আচরণ ব্যাখ্যা করো–তোমাকে আমি র‍্যাঞ্চেই থাকার নির্দেশ দিয়েছিলাম।'

'কি করব, তোমার বসের নির্দেশ! ইয়েস স্যার, মিসেস রাকা জেসাপ।' হাসি থামাবার চেষ্টায় কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে আবার সে বলে চলল, 'জানি, বিয়ের পরে বেশ কয়েক বছর পার হয়ে গেলেও সে এখনও তোমার বস্। এবং আমারও। সে আমাকে বলল, "ইয়র্কি, আমি আমার স্বামীর একটা চিঠি পেলাম, তাতে সে লিখেছে সব কিছু শান্ত এবং নির্ঝঞ্ঝাটেই চলছে।" তাই আমাকে তখনই আদেশ দেয়া হলো এখানে হাজির হয়ে নিজের চোখে সব দেখে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। তার ধারণা তুমি যত বেশি ভাল চলছে বলো, ঝামেলা নাকি ততই জটিল হয়। সে নিশ্চিত এবারে তুমি বেশি ঝামেলায় পড়ে গেছ। তুমি যে সত্যিই একটা ভাল বউ পেয়েছ তাতে কোন সন্দেহ নেই–যখন খুশি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়ো, কেউ বাধা দেয় না। আমারও মনে হচ্ছে এবার বড় একটা ঝামেলাতেই পড়েছ তুমি।'

(এই ইয়র্কিকেই আবার এরফান অভিযানে সে যক্ষ্মায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। ভালবাসা দিয়ে সিগারেট ছাড়িয়ে এবং রোজ পাইন বনে নিয়ে পাইনের তাজা হাওয়া খাইয়ে আর সাঁতার কাটিয়ে ওর নিত্য সঙ্গী হয়ে ওকে ওর প্রথম নিজস্ব পিস্তল, ঘোড়া, আর ঘোড়ার জিন, রাইফেল; এসবও এরফানই কিনে দিয়েছিল। এরপরে ইয়র্কি আর জেসাপের পিছু ছাড়েনি; ওর সাথেই ওর র‍্যাঞ্চে গিয়ে এতদিন কাটিয়েছে। রোপিং থেকে শুরু করে ফাঁদ পাতা, পিস্তল আর রাইফেলের ড্র করায় সে এখন প্রায় এরফানের মতই দক্ষ হয়ে উঠেছে। স্যান্ডি বেন্ডের ডাবল বার ছাড়ার পর থেকে সে এরফানের র‍্যাঞ্চেই আছে।)

বিষণ্ন মুখে একটু হাসল এরফান। 'আমি মেয়েদের কখনও বুঝে উঠতে পারলাম না,' বলল সে। 'ওদের ধোঁকা দেয়া সত্যিই অসম্ভব। আমি যদি লিখতাম আমি একটু সমস্যায় আছি, তবু সে তোমাকে পাঠাত। ওখানকার আর সবাই কেমন আছে?'

'সিল্কের মত মসৃণ,' জবাব দিল ইয়র্কি। 'তোমার ছেলে জিম এখন আমার সাথে সমানে সমানে পাল্লা দেয়, অথচ বয়স মাত্র সতেরো! সে যে বড় হলে তার বাপকেও ছাড়িয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। আর লীয়াও (আর কতদূর দ্রষ্টব্য) বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। তবে এখন সে আর জিমের পিছন পিছন আগের মত বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় না। রাকা ওকে নিখুঁত লেডি বানিয়ে ফেলেছে।'

'আমিও তাই আশা করেছিলাম,' গর্বের সাথে বলল এরফান 'তা তুমি এখানে কখন এসে পৌঁছলে?'

'ঠিক সময় মতই, শোটা পুরোই দেখেছি, এরফান।'

'এখানে আমি আর এরফান জেসাপ নই, আমি এখন জেমস গ্রীন। কথাটা মনে রেখো,' ওকে সাবধান করল এরফান।

'তোমার শেষ ঘুসিটা ছিল একেবারে ঘুসির বাপ,' বলল ইয়র্কি। 'আমি এসে পড়ায় ভালই হয়েছে। এখানকার পরিস্থিতি আমার কাছে বেশ উত্তপ্ত বলেই মনে হচ্ছে।'

'সত্যি কথা বলতে গেলে ব্যাপারটা তাই দাঁড়ায় বটে।'

যতটা সম্ভব সংক্ষেপে এখানকার পরিস্থিতি ওকে জানাল এরফান।

'তুমি কি শেডি নামে কারও কথা উল্লেখ করেছিলে?'

'কেন, তুমি ওকে চেনো নাকি?'

'না, ঠিক চিনি না বটে, তবে ওর কথা আমি অনেক শুনেছি। শুনেছি ওর আঙুল ছাড়া আর সব কিছুই নাকি বাঁকা। এখন তুমি আমাকে কি করতে বলো?'

'তুমি হোপেই থাকো, মনে রেখো, এখনকার মত তুমি আমাকে চেনো না,' জবাব দিল এরফান। 'শহরে ফেনটনের একটা ছোট সেলুন আছে, লোকটা সৎ। টিমের র‍্যাঞ্চ আছে রিজের ওপর, সেও ভাল লোক; আজ তুমি ওকে দেখেছ, ফাইটের পর সে আর তার একজন কর্মচারী আমাকে কাম এগেইন সেলুন থেকে ধরাধরি করে বের করে এনেছিল। ওদের ছাড়া শহরের আর কাউকে বিশ্বাস কোরো না–করলে ঠকবে। তুমি হচ্ছ আমার আরেকটা তুরুপের তাস। এখন তোমার শহরের পথ ধরাই ভাল। আপাতত বিদায়।'

ইয়র্কি শহরের দিকে রওনা হয়ে গেল; এরফানও লেজি এমের ট্রেইল ধরে এগোল। তার নিজস্ব এ. জে. র‍্যাঞ্চ থেকে কেউ আসায় এখন এরফানের মনের জোর অনেক বেড়ে গেছে।

চোদ্দ

পরদিন সকালে বাঙ্কহাউসে নাস্তা খেতে বসে ফোরম্যানের বিক্ষত চেহারা সবার মনেই কৌতূহল জাগাল, কিন্তু কেউ কোন মন্তব্য করল না। র‍্যাঞ্চহাউসে লরির কামরায় পৌঁছানোর পথে ফিলের দেখা পেল না এরফান। এরফানকে দেখে আহত লরি স্লিঙে ঝুলানো হাত নিয়েই বিছানার ওপর উঠে বসল। এরফান দেখল .৪৫-এর গুলি খাওয়ারও কিছু সুবিধা আছে। ফিলের অনুপস্থিতিতে সে অন্যান্য কাউবয়ের মত চুপ করে থাকল না।

'তুমি আবার কে?' ঠাট্টা করে প্রশ্ন করল লরি।

'আমি হয়ত ইউনাইটেড স্টেইটসের প্রেসিডেন্ট হতে পারি, কিন্তু তা আমি নই,' বলল এরফান।

ওকে খুঁটিয়ে লক্ষ করে সে বলল, 'আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'কি পছন্দ হচ্ছে না, রামছাগল?'

'তোমার এই চেহারার ভোল পালটানো; অবশ্য আগেরটাও এমন কিছু সুন্দর ছিল না। এই! আমার হ্যাট ছেড়ে ওঠো।'

ফোরম্যান ইচ্ছে করেই যে চেয়ারের ওপর লরির স্টেটসনটা রাখা আছে বসার জন্যে সেই চেয়ারটাই বেছে নিয়েছিল। উঠে সে লরির চ্যাপটা হ্যাটটা হাতে তুলে নিল।

'এই পুরোনো হ্যাট দিয়ে আর কতদিন চালাবে? হাড়-কিপটে লোকও তো বেশি পুরোনো হয়ে গেলে নতুন হ্যাট কেনে!' মন্তব্য করল সে। 'আরে, শান্ত হও; অসুস্থ মানুষের বেশি উত্তেজিত হওয়া ঠিক নয়। আজকাল প্রিনসেস তোমার কেমন যত্ন নিচ্ছে?'

'সে একজন লেডি, এরফান,' জবাব দিল কাউবয়।

'আমাকে আবার ওই নামে ডাকলে আমি ফিলকে জানিয়ে দেব তুমি আমার বন্ধু,' হুমকি দিল এরফান।

'কসম লাগে, ওই কাজটা তুমি ভুলেও করতে যেয়ো না। কিন্তু তোমার এই ছদ্মবেশ নেয়ার কারণটা তুমি এখনও বলোনি।'

'এটা কোন ছদ্মবেশ নয়, হাঁদারাম। গতরাতে বার্টের সাথে আমার সামান্য মতবিরোধ ঘটেছিল, এই যা।'

'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল,' সব শোনার পর বলল সে। 'যখনই আমি তোমার দেখাশোনার জন্যে পাশে নেই তুমি তখনই একটা গোলমাল পাকিয়ে বসো–' খোঁচা দেয়া শেষ করে সে আবার বলল, 'ও যে আজ সকালে কেমন বোধ করছে আমি তা বেশ আন্দাজ করতে পারছি, এরফান।'

'ওহ, ওই লোকটা মানুষ নয়, ও একটা গরিলা। হ্যাঁ, আর একটা কথা, ভাল হয়ে ওঠার পর শহরে যদি ইয়র্কির সাথে তোমার দেখা হয় তাহলে তুমি ওকে চেনো না, বুঝলে?'

'এই! এটা কি ধরনের কথা হলো?'

যাওয়ার জন্যে আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল; ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেল এরফান।

ফেরার পথেও ওই চেহারা নিয়ে ফিলের সামনে না পড়ায় সে নিজের কামরায় ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মেয়েটার সামনে পড়ে গেলে অযথা ওকে অনেক ব্যাখ্যা দিতে হত।

আসলে লরির কামরায় ঢুকতে যাওয়ার পথে ভিতরে এরফানের গলার স্বর শুনে সে দরজার কাছেই থেমে দাঁড়িয়েছিল। যতটুকু সে শুনেছে তাতেই সে বুঝেছে লরি তাকে ধোঁকা দিয়েছে। নির্জের শোবার ঘরে বিছানার ওপর বসে শূন্যদৃষ্টিতে জানালার দিকে চেয়ে সে ভাবছে ও কি জেগে আছে, নাকি স্বপ্ন দেখছে। লরি জেমসকে আগে থেকেই চেনে, এবং জেমস আসলে ছদ্মনাম নিয়ে কাজ করছে এখানে। ওর আসল নাম এরফান। এসবের মানে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত এর কোন কূল-কিনারা না পেয়ে সে কান্নায় ভেঙে

পড়ল।

বার বির মালিক সম্পর্কে লরির ধারণা একেবারে পুরোপুরি ঠিক–লোকটা মানসিক এবং দৈহিক, দু'ভাবেই সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। বিকৃত চেহারা নিয়ে কারও সামনে মুখ দেখাবার জো নেই ওর, তাছাড়াও শহরের সবার সামনে এভাবে এরফানের কাছে মার খেয়ে মানসম্মান একেবারে ধুলোর সাথে মিশে গেছে। সে র‍্যাঞ্চহাউসে বসে ও-কথা নিয়েই ভাবছে। তার কথা শুনতে শুনতে ফোরম্যানের চেহারায় একটা ক্ষীণ উদ্ধত ভাব ফুটে উঠেছে।

'মিছে গালাগালি করে আমাদের কোন লাভ হচ্ছে না,' শান্ত স্বরে বলল ডোভার। 'আমার কাছে তোমার জন্যে কিছু খবর আছে, কিন্তু সেটা ঠিক সুখবর নয়।'

'মনে হয় ইদানীং আমরা সুখবর পাওয়া ভুলেই গেছি,' বলল বার্ট। 'বলে ফেলো, বলতে পুরো সপ্তাহ লাগিয়ো না।'

'আমাদের হাতে এখন প্রচুর সময় আছে। কিন্তু সে যাই হোক, খবরটা সম্পর্কে আমি এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নই,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল ফোরম্যান। 'আমরা সবাই জানি পিস্তল ড্র করায় তুমি যথেষ্ট ফাস্ট, তাই না?'

'আমার চেয়ে ফাস্ট কারও দেখা অন্তত আমি এখনও পাইনি,' স্বীকার করল বার্ট।

'তার মানে গতরাতের আগে, এই তো?' বলে চলল ডোভার। 'জেমসের তুলনায় তুমি ছিলে অত্যন্ত স্লো। অথচ এর চেয়ে দ্রুত ড্র করতে তোমাকে আমি আগে কখনও দেখিনি। তবু জেমস তোমাকে খুবই সহজে হারিয়ে দিল।'

'তুমি কি বোঝাতে চাইছ?' তিক্ত স্বরে প্রশ্ন করল বার্ট, কারণ ফোরম্যানের মুখে বসের সমালোচনা ওর ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।

'হ্যাচেটস ফলি থেকে টারম্যানের দলটাকে কে শেষ করেছিল তা তোমার মনে আছে?'

'বিদ্যুৎ এরফান,' বলল সে। 'তুমি বলতে চাও জেমসই–'

'আমি তাই আঁচ করছি,' বাধা দিয়ে বলে উঠল ডোভার। 'ও ছাড়া আর কেউ তোমাকে এমন ছেলেমানুষের মত হারাতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না।'

বার্টের ফোলা মুখটা যেন আরও একটু ফেকাসে হলো। ডোভারের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে সে ড্র করার চেষ্টা করে মৃত্যুর দুয়ার থেকেই ফিরে এসেছে। এরফান ওই টারম্যানের গরু চোরের দলটাকে ধ্বংস করার পর সৎ কাউম্যান হয়ে একেবারে হারিয়ে গেলেও টপ আউটল গানম্যান হিসেবে ওর সুনাম এখনও মানুষ ভুলে যায়নি।

বার্ট নীরবে বসে রইল। ভুরুতে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে ওর বিকৃত মুখ এখন আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে। সে যখন আবার মুখ তুলে চাইল তখন তার চেহারা দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে কঠিন হয়ে উঠেছে।

'এরফান জেসাপই হোক বা না হোক, সেও মানুষ, এবং আমি ওকে যেমন

করে পারি শেষ না করে ছাড়ব না,' বলল বার্ট। 'ওর সম্পর্কে যেসব গল্প শোনা যায় সেগুলো যদি সত্যি হয় তবে সে কয়েকবারই ফাঁসিতে ঝোলার থেকে বেঁচে গেছে। কিন্তু ওর কপাল সবসময়েই এমন ভাল যাবে তার কোন কারণ নেই। শোনো, তোমার এই ধারণার কথা যেন গোপন থাকে সেদিকে তুমি খেয়াল রেখো। এই কথা যদি কোনক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে শহরের সবকটা ভীতু কয়োটি ওকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে ওর কথা মতই চলবে।'

'কথাটা বাইবেলের বাণীর মতই সত্যি,' স্বীকার করল ডোভার। 'বিশেষ করে ওর কাছে গতরাতে মার খাওয়ায় শহরের লোকজনের কাছে তোমার মর্যাদা অবশ্যই ক্ষুণ্ন হয়েছে। ওকে এখন আমাদের শেষ করতেই হবে, নইলে সে-ই আমাদের শেষ করবে। ওর জন্যে আমার ওষুধ হচ্ছে পিঠে একটা বুলেট। কিন্তু তোমার হয়ত অন্য কোন প্ল্যান থাকতে পারে।'

'আমার আস্তিনের নিচে একটা ভাল তাস লুকানো আছে, যার কথা এখনও কেউ জানে না,' বলল বার্ট। 'ঠিক সময় মতই ওটা আমি খেলব; এবং খেলায় জেতার জন্যে ওই একটা তাসই হবে যথেষ্ট।'

ডোভার বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পরও র‍্যাঞ্চার অনেকক্ষণ ওখানে বসে চুরুট চিবাচ্ছে। চিন্তায় তার কপালে গভীর ভাঁজ পড়েছে। কিন্তু লেজি এম পাওয়ার জন্যে তাকে যে-কোন উপায়েই হোক লড়তে হবে—এবং ওই মেয়েটাকেও তার চাই। ওদের শেষ সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে তার মুখ থেকে একটা গালি বেরিয়ে এলো।

'ইচ্ছায় হোক, বা অনিচ্ছাতেই হোক, মেয়েটাকে আমার পেতেই হবে,' দাঁত কিড়মিড় করে বলল সে। 'এবং যে বাগড়া দিচ্ছে—' বাকিটা অসমাপ্তই রাখল বার্ট।

*

বিশাল লোকটা বর্ষাকালে পানির তোড়ে তৈরি একটা গভীর নালার ঢাল বেয়ে এঁকেবেঁকে তার পোনিকে উপরে উঠিয়ে কিছু ঘন ঝোপ পেরিয়ে চূড়ায় উঠে খোলা রেঞ্জের দিকে তাকিয়ে স্বস্তি করে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল। ওখানে গোটাছয়েক লোক বেশ নিশ্চিন্ত ধীর গতিতে লেজি এমের গরু জড়ো করছে। ওদের কেউ তার পরিচিত নয়। চট করে রাইফেলটা খাপ থেকে বের করে নিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝাঁপ দিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল। ঠিক সময় মতই নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে ও, কারণ ওই মুহূর্তেই ঘোড়ার গায়ে ভোঁতা শব্দ তুলে একটা বুলেট এসে বিঁধল; পরক্ষণেই শোনা গেল রাইফেলের ক্রুদ্ধ গর্জন। ঘোড়াটা মাটিতে পড়ে কিছুক্ষণ পা ছুঁড়ে স্থির হয়ে গেল।

রাইফেলের মাথাটা ঝোপের ফাঁক দিয়ে সামান্য একটু বের করে পরপর তিনটে গুলি ছুঁড়ল সে, একজন রাইডারকে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে দেখে সে সন্তুষ্ট হলো।

'আমার ঘোড়াটাকে তোমরা মেরেছ বটে,' বলল সে, 'কিন্তু তার শোধও আমি সাথে সাথেই তুলে নিয়েছি।'

সে জানে বর্তমান পরিস্থিতিতে তার বাঁচার কোন আশা নেই। ঘোড়া ছাড়া

তার করার কিছুই নেই; এখন ওরা নিজস্ব সময়ে ওকে ঘিরে ফেলে যখন খুশি মারতে পারবে। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল রাইডাররা আর কোন গুলি ছুঁড়ল না; ওরা যত জলদি সম্ভব গরুগুলোকে রেঞ্জ থেকে সরিয়ে নিতে ব্যস্ত হলো। সে আরও কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ল বটে কিন্তু তাতে ওদের কোন ক্ষতি হলো না। যখন রাইডাররা রেঞ্জের ওপর বিন্দুতে পরিণত হলো তখন কাউবয় তার আশ্রয় ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'অবাক কাণ্ড!' বলে উঠল পাঞ্চার। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে নিজের ঘোড়াটার দিকে তাকাল। 'তুমি এমন কিছু ভাল ঘোড়া ছিলে না বটে, কিন্তু তবু বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমার জন্যে আমি দুই মাসের বেতনও খুশি মনেই দিতে রাজি হতাম,' মন্তব্য করল সে। 'এখান থেকে র‍্যাঞ্চ অন্তত দশ মাইল দূরে। আমার কপাল খারাপ, কি আর করা!'

যেসব মানুষ ঘোড়ার পিঠেই বেশিরভাগ সময় কাটায় তাদের জন্যে পায়ে হেঁটে চলা একটা অভিশাপ–তাও আবার কড়া রোদে উঁচু গোড়ালির বুট পরে। তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়া হিসেবে রয়েছে চল্লিশ পাউন্ড ভারী জিন আর রাইফেল এবং মাথার সাজ। কিন্তু এই গরু চুরির খবর যত জলদি সম্ভব লেজি এমে পৌঁছে দেয়া খুব জরুরী। মনের ঝাল মিটিয়ে আরও একটা বিচ্ছিরি গালি দিয়ে রওনা হলো কাউবয়।

যাত্রাটা সে যতটা কষ্টের হবে মনে করেছিল তার চেয়েও খারাপ হলো। প্রথম দুই মাইল যেতে না যেতেই ওর পায়ে ফোস্কা পড়ে গেল। এরপর প্রতি পদক্ষেপ হলো অত্যন্ত বেদনাদায়ক। রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে মাথার ওপর ধরা জিনটা দ্বিগুণ ভারী হয়ে উঠল। জট পাকানো লম্বা ঘাসে যতবার হোঁচট খাচ্ছে, ওর মুখ থেকে গালি বেরোচ্ছে। শেষে গলা শুকিয়ে এমন অবস্থা যে গালিও বের হলো না আর।

হোঁচট খেতে খেতে একপা একপা করে এগিয়ে চলেছে সে। এখন কেবল মনোবল আর জিদের বশেই এগোচ্ছে লোকটা; যে করেই হোক ওকে নিজেদের লেজি এম র‍্যাঞ্চে পৌঁছতেই হবে। এই দুর্ভোগের প্রতিশোধ সে নিয়েই ছাড়বে। কটনউড আর উইলোতে ঘেরা ঝর্নাটার কাছে এসে থামল কাউবয়। বড় একটা গাছের ছায়ায় জিনটা নামিয়ে রেখে ঝর্না থেকে আশ মিটিয়ে পানি খেয়ে পানির বোতলটা ভরে নিয়ে গাছের তলায় বসে সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটা ধরল। র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সে। শেষ কয়েকশো গজ প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই এগোল ও। বাঙ্ক-হাউসে ঢুকে কোনমতে জিনটা নামিয়ে রেখে সামনের চেয়ারটাতে বসে পড়ল ক্লান্ত লোকটা।

'তুমি হেঁটে ফিরতে গেলে কেন?' প্রশ্ন করল ল্যাঙ্কি।

'কারণ আমার কোন পাখা নেই, গাধা ছেলে,' তিক্ত স্বরে জবাব দিল পরিশ্রান্ত কাউবয়। 'আমার জন্যে কিছু খাবার ব্যবস্থা করে জেমসকে ডেকে আনো।' সাপারের সময় আগেই পেরিয়ে গেছে।

এরফান নীরবে বসে ওর সব কথা শুনল।

'আবার সেই ব্ল্যাক মাস্ক, না?' বলল সে। 'ওরা আমাদের প্রায় পঞ্চাশটা

গরু নিয়ে গেছে?'

'আমি রাইফেল ছুঁড়ে ওদের কাজ যতটা সম্ভব কঠিন করেও ওদের ঠেকাতে পারিনি,' বলল বিগ বয়। 'ওরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল।'

'ভাবছি ওরা তোমাকে প্রথমে কেন শেষ করল না,' মন্তব্য করল হেনডন।

'এর কারণ ওদের সাহসের অভাব। আমি গুলি ছুঁড়ে ওদের একটাকে বেশ ভালরকম জখম করেছি। আমার পিছনে এলে ওরা অন্তত কিছু লোক মরত।'

মাথা নাড়ল এরফান। 'আমার ধারণা এর পিছনে আরও কিছু কারণ আছে।'

পুবের দিগন্তে একটা সোনালি আলো গাঢ় হয়ে হয়ে আরও একটা প্রভাতের আগমন ঘোষণা করল। সমতল রেঞ্জ এবং পাহাড়ের পাদদেশে কিছুটা রক্তাভ রঙের কুয়াশা ঘুরপাক খাচ্ছে। পাহাড়ের চূড়া থেকে চিমনির ধোঁয়ার মত বাষ্প উপর দিকে উঠছে। লেজি এম র‍্যাঞ্চের লোকজন সবাই যেন উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। কেবল লরি আর রাঁধুনী ছাড়া আর সবার সাথে এরফান কথা বলছে। শুধু গরু উদ্ধার করেই সে ক্ষান্ত হতে চায় না, চোরদের শায়েস্তা করাও ওর উদ্দেশ্য।

র‍্যাঞ্চের সবথেকে বিক্ষুব্ধ মানুষ হচ্ছে লরি। তার এই অক্ষম অবস্থার জন্যে নিজেকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছে না। কাউবয়ের দল রওনা হয়ে যাওয়ার পর ওকে শান্ত করতে ফিলের অনেক বেগ পেতে হলো।

'কাঁধে চোট পাওয়ার কারণেই আমাকে আজ এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে।' কথাটা শেষ করেই ফিলের চেহারা দেখে সে টের পেল ভুল কথা বলা হয়ে গেছে। 'আমি ঠিক ওকথা বোঝাতে চাইনি, কিন্তু—'

'তুমি বয়েজদের সাথে রাইড করেই বেশি আনন্দ পেতে,' কথাটা শান্ত—খুব বেশি শান্ত স্বরে শেষ করল ফিল। লরির যদি মেয়েদের সাথে মিশে ওদের মন জুগিয়ে চলার কৌশল শেখা থাকত তবে সে কখনও ওই কথা বলত না।

বিগ বয় খাওয়া সেরে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে কিছুটা ফ্রেশ হয়ে নেয়ায় সেও ওদের সাথে যোগ দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জিদ ধরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দিল। ওরা দেখল ঘোড়াটাকে শকুনে খেয়ে পুরোই শেষ করে ফেলেছে। তবে রাসলারদের যাত্রাপথ খুঁজে বের করতে ওদের বেশি সময় লাগল না। ওরা ট্রেইলটা ঢাকার কোন চেষ্টাই করেনি এটা লক্ষ করে এরফানের মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। ট্রেইলটা সোজা উত্তরের পাহাড়ের দিকে কিছুটা দূর এগিয়ে হঠাৎ মোড় নিয়ে ডান দিকে ঘুরে পাহাড়ী জঙ্গলে ঢুকেছে। এরফান সবাইকে রাইফেল বের করে সাবধানে এগোবার নির্দেশ দিল। স্পষ্টতই ওরা গরুগুলোকে নিচের ভাল ঘাসে ভরা বেসিনের দিকে নেয়ার কোন চেষ্টাই করেনি। সরু খাঁজটা ধরে এগিয়ে এক জায়গায় ওটা বারো গজ চওড়া হলো। অ্যামবুশ আশা করে সবাইকে আড়ালেই দাঁড় করিয়ে এরফান, বিগ বয়, আর হেনডন খোলায় বেরিয়ে এসে থেমে দাঁড়ানোর পরও কোন গুলি এলো না। অবাক হয়ে হেনডন এরফানের দিকে তাকাল।

'এটা কেমন ধরনের কাজ হলো?' প্রশ্ন করল সে। 'গরুগুলো এখানে কোন পাহারা ছাড়া রাখার কারণ একটাই হতে পারে, আমরা যেন এগুলো সহজে খুঁজে পাই। এর পিছনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে।'

'আমার মনে হচ্ছে তুমি ঠিকই বলেছ, হেনডন,' স্বীকার করল এরফান। 'ওরা ট্র্যাক না ঢেকে একটা টোপ ফেলেছিল, আর সেটা আমি গিলেছি। ওরা কেন আমাদের এখানে টেনে এনেছে তা আমি জানি না, কিন্তু সেটা আমি এখনই দেখছি। তিনজনে মিলে তোমরা সহজেই গরুগুলোকে র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে; বাকি লোক আমার সাথে আসবে।'

বিগ বয়ের সাথে আরও দুজনকে গরুগুলো লেজি এম রেঞ্জে ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে এরফান বাকি লোক নিয়ে দ্রুত বেগে র‍্যাঞ্চে ফেরার পথ ধরল। পথে কোথাও সময় নষ্ট না করেও ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। দূর থেকে সবকিছু স্বাভাবিক দেখালেও র‍্যাঞ্চের কোথাও এখনও বাতি জ্বলছে না দেখে সাবধান হলো ওরা। ওদের একজন রাঁধুনীকে খাবার তৈরি করার নির্দেশ দিতে চিৎকার করে নিজেদের আগমনবার্তা জানাল। কিন্তু রাঁধুনীর দিক থেকে কোন সাড়া এলো না।

'এখানে নিশ্চয় কোন সমস্যা আছে–চলো র‍্যাঞ্চহাউসে গিয়ে দেখা যাক,' বলে এরফানই প্রথমে এগোল। বাড়িটাও নিস্তব্ধ আর অন্ধকার। ফোরম্যান পিছনের দরজার দিকে এগিয়ে ওটা খোলাই পেল। ভিতরে ঢুকে একটা অস্পষ্ট ককানির শব্দে সে থমকে থেমে দাঁড়াল। একটা ম্যাচ জ্বেলে এরফান দেখল আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে রাঁধুনী ড্যানিয়েল ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে চিনতে পেরে আশ্বস্ত হলো লোকটা। বাতি জ্বেলে ছুরি বের করে চেয়ারের সাথে বাঁধা বাঁধন কেটে তার গ্যাগ খুলে দিল এরফান।

'ঘটনাটা কি?' প্রশ্ন করল।

মুখ শুকিয়ে থাকায় জবাব দিতে কয়েক সেকেন্ড দেরি হলো। সে জানাল, 'ব্ল্যাক মাস্কের লোক মিস মাস্টারসনকে নিয়ে গেছে।'

এরফান সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে উঠে ফিলের কামরায় ঢুকে দেখল রাঁধুনীর স্ত্রী ডিনাকেও একটা চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। বাঁধন কেটে গ্যাগ খুলে দেয়ার পরও মেয়েটার আতঙ্ক কাটেনি, প্রলাপ বকছে সে। এবার সে লরির কামরায় গিয়ে ওকেও বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেল।

'তোমাকে তো প্রায় পরিণত বয়স্ক পুরুষের মতই দেখাচ্ছে,' ঠাট্টা করে বলল এরফান। 'এবার তুমি আমাদের কিছু শোনাও।'

ওকে মুক্ত করার পর সে স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলতে পারল। বেশ লম্বা একটা কাহিনী। তখনও বিকেল হয়নি, এমন সময়ে বাইরে ঘোড়ার খুরের আর কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে সে মনে করেছিল র‍্যাঞ্চের লোকজন তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছে। এই সময়ে হঠাৎ ওর দরজা খুলে গেল, কিন্তু তার সাধের তরুণী নার্সের বদলে ঘরে ঢুকল দুজন কালো মুখোশধারী লোক। ওদের একজন পিস্তল তাক করে ওকে কাভার করে রাখল, অন্যজন ওকে বেঁধে ফেলল।

'আমি এই জখম হাত নিয়ে ওদের বিরুদ্ধে গালাগালি ছাড়া আর কিছুই

করতে পারিনি,' ব্যাখ্যা করল লরি, 'কিন্তু আমাকে গ্যাগ করার পর বাধ্য হয়ে গালাগালিও বন্ধ করতে হলো। ওরা কিসের উদ্দেশ্যে এসেছিল?'

'ফিলকে নিতে, এবং ওকে নিয়েও গেছে,' এরফান জানাল। কথাটা শুনে অসুস্থ লোকটার ভাষা অলঙ্কৃত হয়ে উঠল।

'ওহ্, এখন গালাগালি করে কি লাভ–ওতে সমস্যার কোন সমাধান হবে না।'

'তুমি কি আজ রাতেই ওকে উদ্ধার করতে যাচ্ছ?' উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল লরি।

'না, এখন আমি ঘুমাতে যাচ্ছি, তুমিও তা-ই করার চেষ্টা করো,' হেসে কথাটা বলে গালাগালি শোনার অপেক্ষা না করেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল এরফান।

বাঙ্কহাউসে গিয়ে খাওয়া সেরে নিজের ঘরে ফিরল সে। এবার তার মনে পড়ল যে ফেরার পর থেকে এখন পর্যন্ত টমিকে কোথাও দেখতে পায়নি ও। ওকে ডেকে বা শিস দিয়েও কোন লাভ হলো না। নিজের কামরাটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল সব কিছুই ঠিক আছে। কেউ কোনকিছু ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। শেষে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে মেয়েটাই ছিল ওদের এই রেইডের মূল উদ্দেশ্য। শেডিই কি শোধ নেয়ার জন্যে এটা করিয়েছে? কেবল আর একটা লোকেরই এতে কোন স্বার্থ থাকতে পারে। তবে কি ব্ল্যাক বার্টই তার লোকজনকে কালো মুখোশ পরিয়ে এই কাজটা করিয়েছে, যেন সবাই মনে করে এটা ডাকাতদেরই কারসাজি?

পনেরো

গতদিন হাড় ভাঙা খাটুনি গেলেও লেজি এমের ফোরম্যান সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে কাজে যাওয়ার জন্যে তৈরি দেখতে পেল। কিন্তু আজ ওদের মধ্যে আগের সেই হাসিখুশি ভাবটা আর নেই; সবার মুখই গোমড়া। মিস মাস্টারসন ওদের সবার কাছেই ছিল খুব জনপ্রিয়। এছাড়া তরুণী মালিকাকে এভাবে তুলে নিয়ে যাওয়াকে ওদের প্রত্যেকের কাছেই ব্যক্তিগতভাবে অপমানজনক বলে মনে হচ্ছে। ওই লোকগুলো ওদের এভাবে বোকা বানানোয় রীতিমত খেপে আছে ওরা।

ওরা প্রত্যেকেই নিজেদের পিস্তল আর রাইফেলে যত্নের সাথে গুলি ভরে নিয়েছে। ওদের বেল্টগুলোও পুরোপুরি বুলেটে ঠাসা। ওরা সবাই বাছাই করা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এরফানের জন্যে অপেক্ষা করছে–কারণ সে আজ তার নিজের কামরাতেই নাস্তা খাচ্ছে। এরফান বেরোবার জন্যে মাত্র ঘুরেছে, এই সময়ে হাঁপাতে হাঁপাতে টমি তার প্রভুর পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল। ঝুঁকে কুকুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে ওর চোখে পড়ল টমির চামড়ার কলারের ফাঁকে

একটা সাদা কি যেন গোঁজা আছে। বের করে দেখল ওটা একটা পেঁচানো কাগজ। ওতে লেখা আছে:

'ব্ল্যাক মাস্কের হাতে মেয়েটা গুহায় আছে। জলদি এসো।

একজন বন্ধু।'

চিঠির লেখাটা ঠিক আগের চিঠিগুলোর মত। ওটার দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকল এরফান। ভাবছে লোকটা কে হতে পারে? হেনডন গতকাল সারাক্ষণ আউটফিটের সাথেই ছিল। মনে হচ্ছে টমি ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মেয়েটার পিছু নিয়েছিল, তাই লোকটা ওর মাধ্যমেই চিঠিটা পাঠানোর সুযোগ পেয়েছে। টমিকে আদর করে ওর মাথা চুলকে দিল এরফান।

'তুমি নিঃসন্দেহে এই র‍্যাঞ্চেরই একজন,' বলল সে।

বাইরে বেরিয়ে এরফান তার লোকজনকে পরিস্থিতিটা জানিয়ে ওদের পরামর্শ চাইল।

'হোপে লোক পাঠিয়ে শেরিফকে ঘটনা জানিয়ে একটা পাসি গঠন করালে কেমন হয়?' প্রস্তাব দিল একজন।

মাথা নাড়ল ফোরম্যান। 'টেলর আমাদের মোটেও দেখতে পারে না এ-তাছাড়া আমার বিশ্বাস এটা প্রধানত লেজি এমের কাজ। তারচেয়ে বরং টিমের র‍্যাঞ্চে গিয়ে ওর এবং ওর লোকজনের সাহায্য চাওয়া অনেক ভাল ওদের সাহায্য পেলে সহজেই ওই কয়োটিগুলোকে ওদের গর্ত থেকে টেনে বের করতে পারব।'

সবাই সমস্বরে ওর প্ল্যান অনুমোদন করল। ল্যাঙ্কি বলল, 'ওই শেরিফের মুরোদ থাকলে অনেক আগেই এই কাজটা সে করত।'

সবার সমর্থন পেয়ে এরফান আর দেরি করল না, সবাই মিলে টিমের এক্স টি র‍্যাঞ্চের পথে রওনা হয়ে গেল ওরা। কেবল লরি, যাকে ওর জখম নিয়ে যেতে দেয়া হয়নি, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি বলে ওখানেই শুয়ে অসহায় অবস্থায় ছটফট করছে।

'তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না, বাছা, আমরা তোমার প্রিনসেসকে ঠিকই ফিরিয়ে আনব,' যাওয়ার আগে ওকে আশ্বস্ত করে গেছে ওর ফোরম্যান। 'সেইসাথে ডাকাতের দলটাকেও নির্মূল করে আসব।'

এক্স টি র‍্যাঞ্চে ফ্রেশ ঘোড়া পাওয়া যাবে জেনে ঘোড়াগুলোকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটাল ওরা। ট্রেইলটা সহজ হওয়ায় সময় মতই পৌঁছল সবাই। টিম ওদের একটা আনন্দের হাঁক ছেড়ে স্বাগত জানাল। এরফান যখন ওদের আসার কারণ জানানোয় টিম সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমরা সাহায্য করব মানে? চেষ্টা করেও তুমি আমাদের ঠেকাতে পারবে না। কাউকে প্রকাশ্যে দিনের আলোয় জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যাবে, তা-ও ফুলের মত সুন্দর একটা ভদ্র মেয়েকে–যে কিনা আমারই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়ে! ওদের আমরা বুঝিয়ে দেব যে এটা মগের মুল্লুক নয়! তুমি ওর সম্পর্কে কিছু জানো?' বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে বাঙ্কহাউসের বাইরে দাঁড়ানো ইয়র্কিকে দেখাল টিম।

'তোমাদের আউটফিটের কেউ?' প্রশ্ন করল এরফান।

'এখনও নয়; আজ সকালেই সে এখানে এসেছে, মনে হয় ও একটা কাজের খোঁজেই আছে,' জবাব দিল টিম। 'ওকে দেখে কি মনে হয় তোমার?'

'মনে হয় গোলাগুলিতে ওর ভাল দখল আছে; যে পিস্তল দুটো ওর কোমরে ঝুলছে সেগুলো মোটেও নতুন নয়। লড়াইয়ে দক্ষতা আছে,' জবাব দিল এরফান।

'আমারও মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক,' বলল টিম। 'আজই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। ওকে আমাদের সাথে এই নাচে যোগ দিতে ডাকলে কেমন হয়? আমি এক ডলার বাজি ধরছি সে ঝুঁকি না নিয়ে এড়িয়ে যেতে চাইবে।'

'এটা সরাসরি ডাকাতি, কিন্তু তবু আমি বাজিটা ধরছি।'

টিম এগিয়ে গিয়ে নির্বিকার যুবকের সাথে কথা বলে ফিরে এসে এরফানকে একটা ডলার দিয়ে বলল, 'বেশি টাকা না ধরেই ভাল করেছি আমি। আশ্চর্য, ওর ভাব দেখে মনে হলো আমি যেন ওকে একটা ড্রিঙ্ক অফার করছি!'

এরফান টিমের দিকে চেয়ে হাসল। 'এটা ফেয়ার বাজি ধরিনি আমি; ওই লোক আমারই বন্ধু। ও এখানে চাকরির খোঁজে আসেনি, কিন্তু তুমি ওর ওপর পুরো ভরসা রাখতে পারো,' বলে ডলারটা ওকে ফেরত দিল এরফান।

ওর দিকে মুঠি ঝাঁকাল টিম। 'তুমি একটা বুড়ো শয়তান, বেশি গভীর জলের মাছ,' বলল সে। 'তবে আমি তোমাকে শেষ পর্যন্ত সমর্থন দিয়ে যাব।'

ওখানে ঘোড়া বদল করে নিয়ে টিম আর ওর পাঁচজন লোক সহ ইয়র্কিকে সাথে নিয়ে দল ভারী করে ওরা পাহাড়ের চূড়ায় গুহার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। কয়েক মাইল ঘেসো সমতল জমি সহজেই পার হয়ে এবার পাহাড়ে ওঠা শুরু করল ওরা। ওদের মধ্যে খুব কমই কথাবার্তা হচ্ছে। প্রত্যেকেই নিজের ঘোড়া আর ট্রেইলের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে, কারণ একবার ঘোড়ার পা ফস্কালে যে-কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে।

মাইলের পর মাইল কষ্টসাধ্য পথ বেয়ে উপরে উঠছে ওরা। পাইন জঙ্গলের পরে ঘন ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে ওদের এগোতে হচ্ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা ঢালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে নিচে কতগুলো গরু আর ঘোড়াকে আনন্দের সাথে ঘাসের ওপর চরতে দেখা গেল।

'খুব শান্তিময় একটা পরিবেশ, তাই না?' মন্তব্য করল টিম। 'কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওগুলো সব চুরির মাল।'

ক্যানিয়নের খাড়া পাথুরে দেয়ালের আশি ফুট উঁচুতে গুহায় ঢোকার কার্নিস। 'ওদের ওখান থেকে টেনে বের করা বোতলের ছিপি বের করার মত সহজ কাজ হবে না,' বলল এরফান। 'হয়ত গুহার ভেতরে ঢোকার অন্য কোন পথও থাকতে পারে, কিন্তু কেবল সরু কার্নিসের ওপর দিয়ে যাওয়ার পথটাই কেবল আমার পরিচিত। কিন্তু ওই কার্নিসের ওপর ওদের একটা লোক থাকলে তার পক্ষে বিশজনকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। তাই আমার পরামর্শ হচ্ছে, আমি দুতিনজন লোক নিয়ে কার্নিস ধরে এগোব, বাকি সবাই উপত্যকার এপাশেই ঝোপের ভিতর লুকিয়ে আমাদের কাভার দেবে। এখান থেকে গুহার মুখের দূরত্ব সাতশোর বেশি হবে না; গুহা থেকে কেউ বেরোলেই তোমরা তাকে গুলি

করবে।'

এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব কেউ দিতে না পারায় ওর কথাই সবাই মেনে নিল। তাই এরফান, ইয়র্কি, ল্যাঙ্কি আর বিগ বয়—যার ধারণা ওদের কাছে ওর একটা দেনা রয়ে গেছে—কার্নিসের দিকে এগোল। যতটা সম্ভব আড়াল ধরে এগিয়ে ওরা শীঘ্রি গুহার মুখে পৌঁছে গেল। ও-পথেই এরফানকে গুহায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গুহার মুখে কোন গার্ড নেই দেখে ঘোড়াগুলোকে লুকিয়ে রেখে ওরা কার্নিসে ওঠার পথ ধরল। তাকিয়ে দেখল করালে কয়েকটা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে। ওরা গুহার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে ঠিক এই সময়ে পরপর দুটো গুলির শব্দ শোনা গেল; কিন্তু বেসিনের ওপাশ থেকে গুলি আসেনি; এসেছে কোন গুপ্ত অবস্থান থেকে।

'ওটা সতর্ক করার নির্দেশ—গুহার মুখে না থেকে ওরা আর কোথাও থেকে নজর রেখেছে,' বলল ফোরম্যান।

ওই সতর্ক সঙ্কেত পেয়ে নিশ্চয় কিছু লোক গুহার মুখে বেরিয়ে এসেছিল; বেসিনের ওপাশ থেকে গুলিবৃষ্টি শুরু হলো। বোঝা গেল টিমও তার লোকজন নিয়ে খেলায় নেমেছে। এখন ওই সরু পথ দিয়ে নিচে নামা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠল, কারণ যেসব জায়গায় ক্লিফ ফুলে কিছুটা বেরিয়ে এসেছে সেখানে ওদের দেখা দিতেই হবে। উপরের কার্নিসের ডাকাতরা সেটা ভাল করেই জানে। উপুড় হয়ে শুয়ে ওরা আক্রমণকারীদের দেখা দেয়ার অপেক্ষায় রাইফেল তৈরি রেখেছে।

'দেয়ালের সাথে একেবারে সেঁটে থাকো, বয়েজ,' নির্দেশ দিল এরফান। 'আর পাহাড়ের ফোলা জায়গাগুলো ঝট করে পার হবে। ওরা যেন গুলি করার কোন সুযোগ না পায়।' ক্লিফের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে ওরা এক এক ফুট করে গুহার মুখের দিকে এগোচ্ছে। বিপজ্জনক বাঁকগুলো পার হওয়ার সময়ে ওদের কানের পাশ দিয়ে অশুভ শব্দ তুলে উপর থেকে ছোঁড়া বুলেটগুলো বেরিয়ে গেল। ক্লিফের শেষে বেরিয়ে আসা বাঁকটা গুহার মুখ থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে। এখানে ওরা একটু ভেবে দেখার জন্যে থামল; ওপর থেকে গুলি আসা এখন থেমে গেছে। বেরিয়ে থাকা পাথরটার আড়াল থেকে সাবধানে উঁকি দিয়ে এরফান দেখল, উপরের গার্ড দুজন দেয়ালের সাথে সেঁটে থাকা শত্রুকে গুলি করে টার্গেটে লাগানোর চেষ্টা নিষ্ফল বুঝেই এবার ধীরে উঠে দাঁড়াল। এই সুবর্ণ সুযোগটা ছাড়ল না সে; রাইফেল তুলে ট্রিগার টিপে দিল। ওদের একজন দুহাত শূন্যে ছুঁড়ে টলতে টলতে চিৎকার করে খাদে পড়ল।

'এগিয়ে এসো, বয়েজ, উপরে এখন একজন মাত্র আছে,' জানাল এরফান।

কথা শেষ করেই সে দ্রুত পায়ে পাথরটা পেরিয়ে ওপাশে চলে গেল। উপরের লোকটা সঙ্গীর অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে একটা নিষ্ফল গুলি ছুঁড়েই গুহায় ঢোকার অন্য কোন রাস্তার উদ্দেশে দৌড় দিল। কিন্তু পিছন থেকে একটা গুলি খেয়ে রাইফেল ছেড়ে ঝপ করে লুটিয়ে পড়ল সে। একটা চিৎকার শুনে এরফান ফিরে তাকিয়ে দেখল টিম তার লোকজন নিয়ে কার্নিস বেয়ে উঠে আসছে। ক্লিফের দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সে আর সবাইকে এসে পৌঁছার সুযোগ দিল। কালো অন্ধকার গুহার মুখটা বিপজ্জনক আর ভয়াবহ দেখাচ্ছে, কিন্তু ওই

পথেই ওদের ঢুকতে হবে।

'ভাবলাম এখানে আমাদের উপস্থিতি বেশ কিছু কাজে আসবে,' উপরে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল র‍্যাঞ্চার। 'এখন আমাদের পরবর্তী চাল কি?'

গুহার মুখটা দেখিয়ে এরফান বলল, 'ওই পথেই আমাদেরকে ঝট করে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়তে হবে। এতে ঝুঁকি আছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় আর কোন পথ আমার জানা নেই।'

যতটা সম্ভব নিজেদের আড়ালে রেখে ওরা একত্রে জড়ো হয়ে সবাই একসাথে গুহার মুখ দিয়ে ঢুকে মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল। অন্ধকার চিরে গুলির আগুনের ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মাটিতে শুয়ে পড়ায় গুলিগুলো সব ওদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। অন্ধকারে উপুড় হয়ে শুয়েই ওরা পাল্টা জবাব দিল। এরফানের বুদ্ধি মেনে চলায় ওদের কেউ আহত হলো না। বারুদের ঝাঁঝাল গন্ধ আর নীল ধোঁয়া ওদের পিছনে গুহার গর্ত দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, আর এরফানের দল আগুনের ঝিলিক লক্ষ্য করে গুলি করছে। গোলাগুলির শব্দ গুহার দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ওরা হয় কিছু মারা পড়েছে অথবা আহত হয়েছে, কারণ ওদের গুলির সংখ্যা এখন বেশ কমে এসেছে। কিন্তু কতজন লোক যে ওদের বিরুদ্ধে লড়ছে তা অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না। এরফানের নিচু স্বরের একটা আদেশ পেয়ে ওর লোকজন উঠে ছুটে সামনে এগিয়ে গেল।

অন্ধকারে পিস্তলের মুখে বর্শার ফলার মত আগুন দেখা যাচ্ছে এবং সেই আলোতে মুহূর্তের জন্যে কালো মুখোশ পরা মাথা দেখা যাচ্ছে। হামলাকারীরা সেগুলো লক্ষ্য করেই গুলি ছুঁড়ছে। এক্স টি র‍্যাঞ্চের লোক পড়ে গেল। একই সাথে একটা লোকের দেহের সাথে হোঁচট খেল এরফান। প্রায় ওর মুখের কাছে একটা পিস্তল গর্জে উঠল–হোঁচট না খেলে ওই গুলিতে ফোরম্যানের খুলি ফুটো হয়ে যেত। লোকটার কোমর জড়িয়ে ধরে এরফান ওকে নিয়েই মাটিতে পড়ল। লোকটা দুহাতে ফোরম্যানের গলা টিপে ধরল। লোহার সাঁড়াসির মত আঙুলগুলো এরফানের শ্বাসনালীর ওপর শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে। আর কোন উপায় না দেখে পিস্তলের নল দিয়ে এরফান ওর মাথায় কঠিন বাড়ি বসাল। সাথেসাথে গলা টিপে ধরা লোকটার হাতের আঙুল শিথিল হলো। একটু ককিয়ে সে জ্ঞান হারাল। উঠে দাঁড়িয়ে এরফান দেখল লড়াই শেষ হয়েছে। ওদেরই কেউ একটা লণ্ঠন খুঁজে পেয়ে ওটা জ্বেলেছে। দেখা গেল কাউবয়দের কিছু লোক আহত হয়েছে, কিন্তু মারাত্মক ভাবে জখম হয়নি কেউ । এরফান পিস্তলের আঘাতে যাকে অজ্ঞান করেছে তার হুঁশ এখনও ফেরেনি। বাকি সবাই অদৃশ্য হয়েছে।

'আরও কিছু বাতি জোগাড় করে প্রত্যেকটা গুহা ভাল করে খুঁজে দেখো,' নির্দেশ দিল এরফান। 'এখান থেকে বেরোবার অন্য কোন পথও নিশ্চয় আছে।'

ইয়র্কিও অদৃশ্য হয়েছে। লণ্ঠনের আলোর প্রথম ঝলকেই একটা লোককে গুহার আরও ভিতরে অন্ধকারে অদৃশ্য হতে দেখে সে ওর পিছু নিয়েছে। সুড়ং ধরে এগোবার সময়ে একটা সরু আলোর রেখা ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ওটার কাছে হাত বাড়িয়ে দেয়াল স্পর্শ করে বুঝল ওটা এটা দরজা–এবং খোলাই

আছে। সামান্য ধাক্কা দিয়ে ওটা একটু ফাঁক করে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখল একটা লোক ব্যস্ত হাতে একটা ব্যাগে জিনিসপত্র ভরছে।

ইয়র্কির চোখদুটো রাগে জ্বলে উঠল। দরজা ঠেলে নিঃশব্দে গুহার ঘরে ঢুকল সে। ওকে দেখেই চিনতে পেরেছে ইয়র্কি। ওই লোকটাই শেডি। (কেবল বর্ণনা থেকেই মানুষ চিনতে পারার এক অদ্ভুত ক্ষমতা পশ্চিমের লোকের আছে।) তারপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে একপাশে সরে গেল সে। লোকটা ঝট করে ফিরল, ওকে দেখে বিস্ময়ে লোকটার চোখ বিস্ফারিত হলো। মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

'কে, ইয়র্কি না?' বলল সে।

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ–আমিই ইয়র্কি,' জবাব দিল সে। 'মিছেই মাল গুছাচ্ছ, তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানে ওগুলো তোমার কোন কাজে আসবে না, শেডি।'

ইয়র্কির চালু হাতের গল্প সে-ও শুনেছে। সাক্ষাৎ যমদূত ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলের ওপর যে মোমবাতিটা জ্বলছিল সেটা এক থাবায় নিভিয়ে দিয়ে লাফিয়ে নিজের জায়গা থেকে সরে গেল শেডি। অন্ধকারে ইয়র্কির গলা শোনা গেল:

'ভয় পেয়েছ, শেডি? ভাল, অন্ধকার তোমাকে হয়ত কিছুটা ভাল সুযোগ দেবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাকে মরতেই হবে! তুমি যদি বলো মেয়েটা কোথায় আছে, তবে এবারের মত তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি আমি।'

'তোমার সাথে আমার নরকে দেখা হবে,' জবাব এলো।

'হয়তো হবে, যদিও সম্ভাবনা কম, আমার জন্যে তোমাকে হয়তো নিষ্ফল অপেক্ষা করতে হবে।'

ওর কথার কোন জবাব দিল না আউটল। ভয় পাচ্ছে কথার শব্দে ইয়র্কি ওর অবস্থান জেনে ফেলবে। কয়েকটা মুহূর্ত নীরবতার মাঝে কাটল। দুজনই উঁচু মানের পিস্তলবাজ, এবং ওরা দুজনেই জানে সামান্য ভুল মানেই মৃত্যু। একটু কুঁজো হয়ে পিস্তল হাতে প্রস্তুত হয়েই কান পেতে স্থির দাঁড়িয়ে আছে শেডি। বুটের তলায় কাঁকর পিষ্ট হওয়ার সামান্য একটু শব্দ ওর কানে এলো। শব্দের উৎসস্থল কোথায় বোঝার চেষ্টায় ওর কান আরও সজাগ হলো আবার শব্দটা শেডির কানে পৌঁছল। শত্রু ওর দিকেই এগিয়ে আসছে ভেবে সে শিউরে উঠল। এবারে শব্দ ঠিক কোন দিক থেকে আসছে নিশ্চিত হয়ে শেডি গুলি করল। বারুদের ঝিলিকে মুহূর্তের আলোয় সে দেখতে পেল ভুল আঁচ করেছিল। একই সাথে দেখল কাউবয়ের হাসিভরা মুখ রয়েছে বেশ কিছুটা বামে। কিন্তু দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়ার আগেই ওদিক থেকে ইয়র্কির পিস্তলটা অন্ধকারে গর্জে উঠল। শেডির বাম দিকটা কাঁধের কাছ থেকে অবশ হয়ে গেল। হাতটা অকেজো ভাবে ঝুলছে। ওর ঠোঁট চিরে একটা গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এলো।

'তোমার বাম ডানাটা জখম হয়েছে, তাই না, শেডি?' এবার তোমার ডানটা যাবে, পাখি তারপর– 'ওখানেই বিদ্রূপের কথা শেষ হলো।

আহত লোকটা বুনো ক্রোধে অন্ধের মত গুলি ছুঁড়ে ডানদিকে ঝাঁপ দিল;

নিশ্চয় এর জবাবে কোন গুলি এলো না। শ্বাস নেয়াও বন্ধ করে চুপ করে দেয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে শেডি। ওর বাম কাঁধটা এখন ব্যথায় দপদপ করছে। ভাবছে, তবে কি সে কপাল জোরে ঠিক জায়গা মতই গুলি লাগাতে পেরেছে?

এই সময়ে বাইরে সুড়ঙ্গে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। বাইরে থেকে কেউ জিজ্ঞেস করল, 'এই, স্ট্রেঞ্জার, তুমি কি ভিতরে?'

'হ্যাঁ, চলে যাও, আমি ব্যস্ত,' জবাব দিল ইয়র্কি। শেডি শিউরে উঠল, কথার সুরটা কোন আহত লোকের নয়।

লোকটার পায়ের শব্দ দূরে চলে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল। শেডির কাছে ইয়র্কির কথাগুলো মৃত্যুর ঘণ্টার মতই শোনাল। আবার সেই অসহ্য নীরবতা কিছুক্ষণ বিরাজ করার পর ইয়র্কির গলা শোনা গেল:

'শোনো, শেডি, আমি তোমাকে একটা চমৎকার সুযোগ দিচ্ছি। মোমবাতিটা আমি খুঁজে পেয়েছি, ওটা আমি জ্বালাবার পর আমরা দুজনেই একসাথে ড্র করব--তুমি কি বলো?'

'ঠিক আছে,' জবাব দিল শেডি। গলার স্বর থেকে খুশি চাপার চেষ্টা করল সে।

অল্পক্ষণ পরেই ম্যাচটা জ্বলে উঠল। ওটা জ্বলে ওঠার সাথেই গুলি করল শেডি কিন্তু আগুনটা একটুও নড়ল না। ইয়র্কির ডান কোমরের কাছ থেকে ওর পিস্তলটা গর্জে উঠল। গুলিতে মগজ ফুটো হয়ে সামনের দিকে উপুড় হয়ে পড়ল আউটল। ইয়র্কির কাছে চাতুরীতে হেরে গেছে সে। চুরি করে জেতার উদ্দেশে ম্যাচ জ্বলার সাথেই গুলি করেছিল লোকটা--তার ধারণা ছিল ডান হাতে ম্যাচ ধরাবে ইয়র্কি, তাই আগুনের বাম দিকে তাক করে গুলি করেছিল সে। কিন্তু এটা আশা করেই নিজের হাত দেহ থেকে দূরে নিয়ে বাম হাতের নখ দিয়ে ম্যাচ জ্বেলেছিল ইয়র্কি। শেডি বেশি চালাকি করতে গিয়ে নিজের জীবনটাই খোয়াল।

'জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও সে শঠতাই করে গেল, ওর সম্পর্কে আমি তাহলে ঠিকই শুনেছিলাম,' মন্তব্য করল ইয়র্কি।

লোকটা সত্যিই মরেছে কিনা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে খুপরি ছেড়ে বেরিয়ে সে সঙ্গীদের খোঁজে বেরোল। গুহার মুখের কাছে পৌঁছে দেখল অজ্ঞান লোকটার জ্ঞান ফিরেছে, টিম তাকে জেরা করছে। কঠিন চেহারার লোকটা যে বদমেজাজী তা তাকে দেখেই বোঝা যায়।

এরফানের সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছে। 'ও যদি মুখ খুলতে না চায়, তাহলে ওকে সোজা ঝুলিয়ে দাও, টিম, বোকা লোকের ওপর নষ্ট করার মত সময় আমাদের নেই,' বলল সে

মৃত্যুর আসন্ন সম্ভাবনায় লোকটা এবার মুখ খুলল।

'তোমরা কি জানতে চাও?' রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল সে।

'মিস মাস্টারসন কোথায়?' জানতে চাইল এরফান। 'সত্যি কথা না বললে নরকে পৌঁছতে তোমার বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'এখানে একটা মেয়েকে আনা হয়েছিল বটে, কিন্তু ওরা তাকে গোলা-বারুদ লুকিয়ে রাখার গুহায় নিয়ে গেছে,' জবাব দিল সে।

'ওটা কোথায়?' ধমকে উঠল ফোরম্যান।

'জানি না—আমাকে কখনও ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়নি,' বলল সে। 'আমি অল্পদিন হলো এই দলে যোগ দিয়েছি। এখন মনে হচ্ছে এই দলে যোগ না দেয়াই ভাল ছিল।'

'এই দলের নেতা কে?'

'তাকে আমি কখনও দেখিনি। আমাদের আদেশ দিত শেডি নামের একটা চওড়া লোক। দলের সবার চেহারাও আমরা চিনি না, কারণ বেশিরভাগ সময়েই আমাদের চেহারা কালো মুখোশে ঢাকা থাকত।'

কেন যেন এরফানের মনে হলো লোকটা সত্যি কথাই বলছে। সে বলল, 'তোমার স্বাস্থ্য ভাল রাখতে চাইলে একটা ঘোড়া আর কিছু খাবার সাথে নিয়ে এই দেশ ছেড়ে আর কোথাও চলে যাও।'

'দুঃখের বিষয় আমরা শেডিকে মিস করেছি,' বলল টিম।

'না, আমি মিস করিনি,' বলে ইয়র্কি সোজা হেঁটে এগিয়ে গেল।

ওর পিঠের দিকে চেয়ে টিম মন্তব্য করল, 'লোকটা খুব কমই কথা বলে, তাই না?'

হাসল এরফান। 'কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা এখন কি করব?'

'ইয়র্কির সাথে আরও দুজনকে বাকি গুহাগুলো খুঁজে দেখার জন্যে রেখে বাড়ি ফেরা ছাড়া এখানে আমাদের আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চার।

এরফানও ওর কথায় সায় দিল। দুই র‍্যাঞ্চ থেকেই একজন করে লোক রেখে পুরো এলাকাটা ভাল করে খুঁজে ডাকাতদের দ্বিতীয় গোপন আস্তানাটা বের করতে পারলেই খবর পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে বাকি সবাই ওরা যার যার র‍্যাঞ্চের পথ ধরল।

ষোলো

দিনের বেলায় লেজি এমে রেইড চালিয়ে মিস মাস্টারসনকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ব্যাঙ্ক ডাকাতির প্রায় পরপরই ঘটায় শহরে বিপুল অসন্তোষ আর ক্রোধ ছড়িয়ে পড়ল। হোপের সবাই একমত যে ওই ডাকাত দলের বিরুদ্ধে একটা কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার সময় এসেছে। কিন্তু যখন খবর এলো কাজটা ইতোমধ্যেই করা হয়েছে, তখন শহরের কিছু লোক এতে অসন্তুষ্ট হলো। তবে এই অসন্তোষ ছড়াবার একক হোতা হচ্ছে শেরিফ টেলর নিজেই। সে সতর্কতার সাথে এই কথাটা ছড়াল যে দুই র‍্যাঞ্চের সম্মিলিত এই অভিযানে কেবল তাকে এবং তার অফিসের মর্যাদাই ক্ষুণ্ন করেনি, এতে সমস্ত এলাকাবাসীকেও উপেক্ষা করে ছোট করা হয়েছে।

এইভাবে সফলতার সাথে অসন্তোষ ছড়িয়ে পরদিন সকালে সে সন্তুষ্ট চিত্তে

বার বি র‍্যাঞ্চে হাজির হলো। কিন্তু বার্টের অভ্যর্থনা শেরিফের কাছে মোটেও সন্তোষজনক মনে হলো না।

'আজ সকালে তোমাকে খুব খুশি দেখাচ্ছে?' বিদ্বেষের সাথে বলল বার্ট। 'এর কারণটা কি?'

'আমি শহরে জেমসের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে এসেছি,' গর্বের সাথে জানাল সে। 'ওই লোক যদি মনে করে থাকে যে আউটলদের উচ্ছেদ করার জন্যে শহরবাসীর বাহবা পাবে, তাহলে ওকে হতাশ হতে হবে।'

'চমৎকার কাজ করেছ,' উপহাস করে বলল বার্ট। 'এতে ওর ভয়ে একেবারে মরে যাওয়ার অবস্থা হবে। তোমার কি মনে হয় এতে সে ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাবে?'

টেলরের চেহারা থেকে খুশির ভাবটা মুছে গেল। অস্বস্তিভরে ঘোড়ার পিঠে সে একটু নড়েচড়ে বসল।

'তুমি একটা নেহাতই অযোগ্য শেরিফ, তাই না?' শুরু করল সে। 'আমি তোমার পিছনে না থাকলে এই চাকরি তুমি কতদিন রাখতে পারতে?'

অতিথির ফোলা লালচে মুখে ওই প্রশ্নে একটু বেগুনির ছাপ দেখা দিল।

'আমি জানি বন্ধু হিসেবে তুমি আমার জন্যে অনেক করেছ,' বলল সে। 'এবং তোমার উপকারের কথা আমি কোনদিন ভুলব না।'

'কথাটা না ভোলাই তোমার উচিত,' কঠিন স্বরে বলল বার্ট। 'আমিই তোমার একমাত্র বন্ধু। জেমসকে তুমি কবে গ্রেপ্তার করবে, টেলর?'

'ওকে গ্রেপ্তার করব?' বিস্ফারিত চোখে প্রশ্ন করল সে। 'কোন অপরাধে?'

'তোমার বাড়ির বাগান থেকে ফুল চুরি করার জন্যে,' রোষের সাথে বলল বার্ট। 'প্রথমত জ্যাককে খুন করার অপরাধই যথেষ্ট, এরপরে খোঁজ নিয়ে আরও কারণ বের করা যাবে।'

'কিন্তু আমার কাছে এর এক চিলতে প্রমাণও যে নেই,' টেলর প্রতিবাদ জানাল।

'না, শেরিফ হয়েও তোমার কাছে তা থাকবে না–তোমারই কাজ অন্যদের করে দিতে হবে,' ধমক দিল বার্ট। 'কিন্তু তোমাকে ওই ব্যাপারে কোন চিন্তা করতে হবে না; আমার কাছে এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে।'

'তুমি প্রমাণ করতে পারবে সেই জ্যাককে মেরেছে?' হতভম্ব টেলর বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল।

বিজয়ীর মত মাথা ঝাঁকাল বার্ট। 'তুমি ধরে নিতে পারো যে সে ফাঁসিতে ঝুলেই গেছে,' বলল সে। 'তুমি ঘোড়া নিয়ে আমার সাথে চলো, আমি তোমাকে প্রমাণ দেখাচ্ছি।'

আধঘণ্টা পর ওরা সিঙ্কে লুকানো ঝোপের কাছে পৌঁছল। বার্ট আঙুল তুলে ঝোপটা দেখিয়ে বলল, 'তুমি নিজেই ওর ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখো।'

ঝোপটাকে ঠেলে সরিয়ে শেরিফ কুঁচকানো জামাগুলো একে একে বের করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। হ্যাটটা দেখে তার খুদে চোখদুটোও বিস্ময়ে বিস্ফারিত হওয়ার বৃথা প্রয়াস পেল।

'এটা যে মাস্টারসনেরই হ্যাট তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে এই জামা-কাপড়ও নিশ্চয় তারই হবে,' বলল সে। হঠাৎ কাপড়ের তলায় চকচকে একটা জিনিস ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হাতে তুলে নিয়ে দেখল ওটা একটা উইনচেস্টার। শেষবার ব্যবহারের পর অনেকদিন পরিষ্কার না করায় ওটায় কিছুটা মরচে ধরেছে। কিন্তু ওটার বাঁটে আঁচড় কেটে লেখা দুটো অক্ষর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—জে. জি.।

'অক্ষরগুলো হয়ত জেমস গ্রীনের নামের আদ্যাক্ষর,' খুশিতে চিৎকার করে উঠে বলল সে। যেন একটা কঠিন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছে।

'চমৎকার একটা উর্বর মাথা আছে বটে তোমার,' বলল বার্ট। 'তবে অক্ষরগুলো জন গ্রেহাম নামের আদ্যাক্ষরও হতে পারে।'

সন্দিগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকাল টেলর। 'তুমি কি ধারণা করছ এটা জেমসেরই রাইফেল?' প্রশ্ন করল সে।

'ধারণা করব কি, বলদ, আমি নিশ্চিত জানি।' বার্ট চোখ টিপে ইশারা করায় আশ্বস্ত হয়ে দাঁত বের করে সমঝদারের মত হাসল শেরিফ। 'এখন মনে থাকে যেন, এগুলো আমি খুঁজে পাইনি। তুমি তোমার একজন ডেপুটির সাথে এদিক দিয়ে যাবার সময়ে এগুলো দেখতে পেয়েছ। বুঝেছ?'

ওর কথার মানে পরিষ্কার বুঝেছে শেরিফ। খুশিতে টেলরের চোখদুটো চকচক করছে। এতদিনে সে তার অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার একটা চমৎকার সুযোগ পেয়েছে। এবার সে শহরের সবাইকে দেখিয়ে দিতে পারবে যোগ্য শেরিফই পেয়েছে ওরা।

'ওগুলো আপাতত যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দাও,' বলল বার্ট। 'পরে একজন ডেপুটির সামনে তুমি এসব খুঁজে বের করলে তোমার মান অনেক বাড়বে।'

'তোমার ব্রেইনে দারুণ ধার আছে বটে, বার্ট,' তোশামোদের সুরে বলল টেলর।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে র‍্যাঞ্চের পথ ধরে এগোবার সময়ে শেরিফ প্রশ্ন করল, 'জেমস সম্পর্কে তোমার আর কিছু বলার আছে?'

'হ্যাঁ, তুমি ব্যাঙ্ক ডাকাতি আর রাস্টনকে গুলি করার অভিযোগ দুটোই ওর ওপর চাপাতে পারো,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল বার্ট। শেরিফ নিজের জিনের ওপর প্রায় লাফিয়ে উঠল।

'তুমি কি সেটাও প্রমাণ করতে পারবে?'

'তার দরকার পড়বে না—সে নিজেই তার প্রমাণ দেবে।'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম—' শুরু করেছিল বিভ্রান্ত শেরিফ।

'বিরাট ভুল। তোমার মত মানুষের কোন চিন্তাই করা ঠিক নয়, কারণ মগজ বলে কিছুই তোমার নেই। তোমার হয়ে আমাকেই সব চিন্তা করতে দাও। এটাই বেশি নিরাপদ।'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল টেলর। সে ভাল করেই জানে যে এই বদ লোকের কৃপাতেই শেরিফের পদে ভূষিত হয়ে আজ সে সমাজে মাথা উঁচু করে

নাচার সুযোগ পেয়েছে। যদিও লোকটা সম্পর্কে সামান্যই জানে, তবু অনেক কিছুই সন্দেহ করে টেলর। তবে ওকে বিশ্বাস করে আজ পর্যন্ত নিজের সম্পর্কে ব্যক্তিগত কোন কথাই বার্ট তাকে বলেনি। তাই এখনও সে ওর বন্ধু না হয়ে লোকটার কথা মত নাচার পুতুলই রয়ে গেছে।

'জ্যাককে শেষ করার পিছনে জেমসের কি স্বার্থ?' কিছু কথা বের করার চেষ্টা করল টেলর।

'আমার ধারণা এমারি আর সে যুক্তি করে লেজি এম হাত করার চেষ্টায় আছে,' ব্যাখ্যা করল বার্ট। 'মেয়েটাও যদি না থাকে, তাহলে আমি ছাড়া ওদের আর কেউ ঠেকাবার থাকবে না।'

'কিন্তু মেয়েটাকে ব্ল্যাক মাস্কের দল নিয়ে যাওয়ার পর সে ওকে উদ্ধার করে আনার চেষ্টা করেছিল,' যুক্তি দেখাল টেলর।

'তুমি বলতে চাইছ যারা মেয়েটাকে নিয়ে গেছে তাদের মুখে কালো মুখোশ পরা ছিল, ব্যাঙ্ক ডাকাতির সময়ও তাই ছিল–কিন্তু তাতে এটা প্রমাণ হয় না যে এটা ওই ডাকাত দলেরই কাজ। এখন আমি বুঝতে পারছি, জেমস লোকটা ওদের নাম ব্যবহার করেছে মাত্র। কিন্তু মেয়েটাকে ওরা খুঁজে পায়নি–পেয়েছে? লোকটা সত্যিই খুব চালাক। অত্যন্ত চালাক।'

'তাহলে মেয়েটাকে নিয়ে ওরা কি করতে পারে?'

'খুব সম্ভব পুঁতে ফেলেছে,' নির্বিকার ভাবে মিথ্যে বলল বার্ট। 'জ্যাকের আর কোন উত্তরাধিকারী আছে বলে আমি শুনিনি। এদিকে এমারি নিজেই হচ্ছে জ্যাকের উইলের রক্ষক। এটা একেবারে সেই মায়ের হাতে তৈরি মোয়া খাওয়ার মত সহজ।'

'জাজ এমারির কিন্তু অত্যন্ত সৎ বলে সুনাম আছে,' বলল সে।

'অত্যন্ত চতুর ঠগদের সেটা থাকাই স্বাভাবিক,' ঝাঁঝের সাথে মন্তব্য করল র‍্যাঞ্চার।

শহরের কাছে এসে টেলর বিদায় নেয়ার সময়ও শেষ কথাটা বার্টই বলল।

'আমি শুনলাম রাস্টন নাকি প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে, শীঘ্রি আবার ব্যাঙ্ক চালু করবে। ব্যাঙ্কের ওপর চোখ রেখো, আমার মনে হচ্ছে ওখানে তোমার একটা ভাল সুযোগ আসতে পারে। তুমি সব সময়ে ওটার কাছাকাছি দুজন লোক রেখো, কিন্তু জেমস সুযোগ না দিলে নিজে থেকে কিছু করতে যেয়ো না। আমাকে একটা ছোট ট্রিপ নিতে হবে–এদিকে তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও। তুমি যদি আমি যেমন বলেছি সেই কাজটাও পণ্ড করো তবে জেনো এর পর থেকে তোমার আর আমার পথ আলাদা; বুঝেছ?'

শেরিফ নড করে বিদায় নিয়ে শহরের পথ ধরল। বার্টের চোখ ওকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে অনুসরণ করল।

মনেমনে সে ভাবছে: আমি যদি ওকে জানাতাম জেমসই হচ্ছে বিদ্যুৎ এরফান, আর ওকেই তার গ্রেপ্তার করতে হবে, তাহলে এতক্ষণে টেলর সোজা মেক্সিকোর পথে রওনা হয়ে যেত। অবশ্য সেটা করলেও ওকে ঠিক দোষ দিতে পারতাম না–কারণ ওই লোকটাকে কে না ভয় পায়? বার্ট এবার তার

ফোরম্যানের খোঁজে রওনা হলো।

'হ্যালো, ডোভার,' পথেই দেখা পেয়ে বলল বার্ট। 'খবর কি? তোমার কাজ কেমন এগোচ্ছে?'

'একেবারে সিল্কের মত মসৃণ। তুমি শেরিফকে কতটা ভজাতে পারলে?'

'হ্যাঁ, পুরোটাই গিলেছে ও। সবই আমাদের পক্ষে কাজ করছে। তবু তুমি আপাতত শহরেই থাকো, তুমি একটু নজর রাখলে টেলর তার কাজ পণ্ড করতে পারবে না।'

পাইনের জঙ্গলে লুকোনো কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি একটা কেবিনে রাখা হয়েছে মিস মাস্টারস্নকে। কেবিনটা চমৎকার দেখতে না হলেও অত্যন্ত মজবুত। কালো মুখোশ পরা কয়েকজন লোক ফিলের মাথা কম্বল দিয়ে ঢেকে ওকে হলওয়ে থেকে তুলে এনে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে বেঁধে ঘোড়াটাকে লীড করে নিয়ে চলল। নিরুপায় অবস্থায় ফিলের দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে কম্বলের তলায়। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঘোড়া থামিয়ে কম্বলটা সরিয়ে নেয়ায় সে আবার মুক্তভাবে শ্বাস নিতে পেরে চারপাশে তাকিয়ে দেখল।

ওখানে চারজন লোক আছে, দুজন সামনে আর দুজন পিছনে। প্রত্যেকেই অস্ত্রধারী এবং সবার পরনেই রেঞ্জ পোশাক। হাঙরের দাঁতের মত চূড়ার সারির দিকে এগোচ্ছে ওরা। ওই এলাকাটা ঘুরে দেখার অদম্য ইচ্ছা একবার ওর মনে জেগেছিল, কিন্তু লরিই ওকে এদিকে আসতে দেয়নি।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাইড করার পর প্রথম চূড়ার ছায়ায় এসে একটা জায়গায় থামল ওরা। ওর বাঁধন খুলে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে পায়ে হাঁটিয়ে একটা সরু কার্নিস বেয়ে ওকে নিয়ে চলল লোকগুলো। লরির বর্ণনা থেকে জায়গাটাকে ব্ল্যাক মাস্কের আস্তানা বলে চিনতে পারল ফিল। ঢালু ঢাল বেয়ে উঠতে উঠতে একবার ভাবল: জেমস কি ওকে উদ্ধার করতে এখানে আসবে?

প্রধান গুহার পাশে কম্বলের ওপর বসে একটা বিনিদ্র রাত কাটল ওর অন্ধকার গর্তে। সকালে ওদের একজন রুটি, বেকন, আর কফি নিয়ে এলো ওর জন্যে।

'আধঘণ্টা পরেই আমরা রওনা হব,' রুক্ষ স্বরে জানাল সে।

'আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাবে?' প্রশ্ন করল ফিল, কিন্তু কোন জবাব পেল না।

গরম আর কড়া কফি ওর মধ্যে কিছুটা প্রাণ ফিরিয়ে আনল। কিন্তু খাবার কিছুই ছুঁলো না সে।

অল্পক্ষণ পরেই লোকটা ফিরে এসে রেখে যাওয়া লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে ওকে অনুসরণ করতে ইশারা করল। একটা অন্ধকার লম্বা সুড়ঙ্গ পার হয়ে কতগুলো রুক্ষ ধাপ বেয়ে উপরে উঠল ওরা। ওখানে আর একজন লোক ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। প্রতিবাদ সত্ত্বেও ওর কব্জিদুটো একত্রে বেঁধে চোখও রুমাল দিয়ে বাঁধা হলো। তারপর ওকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে আবার শুরু হলো গত দিনের মত যাত্রা। সামনের ট্রেইল দেখতে পাচ্ছে না বলে ফিলকে পুরোপুরি

ঘোড়ার বিবেচনার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ঝাঁকি খেতে খেতে ওর পুরো শরীর ব্যথা হয়ে গেছে। প্রতিবার ঢাল বেয়ে নিচে নামার পর ঘোড়াটা আবার চড়াই ধরে উপরে উঠছে। তাকে যে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এসম্পর্কে ওর কোন ধারণাই নেই। তবে সকালের হাওয়ার তাজা আর ঠাণ্ডা ভাব থেকে সে অনুমান করল এখনও উঁচু পাহাড়েই আছে ওরা। তবে গতকালের তুলনায় আজকের যাত্রাটা অনেক কম সময় স্থায়ী হলো দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলো ফিল। পাইন জঙ্গলের ভিতর একটা কেবিনের সামনে এসে শেষ হলো পথচলা।

কেবিনটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে সে বুঝল এখান থেকে গোপনে পালানোর কোন সুযোগ নেই। দেয়ালগুলো আছোলা মোটা মোটা গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। মেঝের মাটিও অত্যন্ত শক্ত। বিশাল দরজাটাও বাইরে থেকে ভারী তালা দিয়ে আটকানো। বন্দিশালা হিসেবে এটা আদর্শ। আলো-বাতাস ঢোকার জন্যে কেবল একফুটি একটা চৌকো গর্ত রয়েছে দেয়ালে। ওটা দিয়ে কেবল বাইরের পাইনের জঙ্গল দেখতে পাবে বন্দি–কিন্তু ওই পথে কোন মানুষের পক্ষে বের হওয়া অসম্ভব। আসবাব বলতে ওখানে রয়েছে একটা বেঞ্চ আর কাঠের প্যাকিং বাক্স উল্টে রেখে কাজ চালাবার মত একটা টেবিল। আর বিছানার গদি হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে কচি দেবদারু গাছের নরম ডগার পাতার স্তূপ কম্বল দিয়ে ঢাকা। ফিল লেজি এম র‍্যাঞ্চে তার নিজের শোয়ার ঘরের সাথে এটার তুলনা করে শিউরে উঠল। বাইরে তালা খোলার শব্দে বোঝা গেল কেউ আসছে। বেঞ্চের ওপর বসে নিজের চেহারাটা যতটা সম্ভব নির্ভয় রাখার চেষ্টা করল ফিল। যে লোকটা ভিতরে ঢুকল সে ওকে যারা ধরে এনেছে তাদের কেউ নয়। এই লোকটা কিছু লম্বা গড়নের। লোকটা তার কাত করে পরা হ্যাটটা মাথা থেকে নামানোর কোন প্রয়োজন বোধ করল না। মুখোশের আড়ালে ফুটো দিয়ে কেবল ওর নীল দুটো লোলুপ চোখ দেখা যাচ্ছে।

'আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে কেন?' ফিল প্রশ্ন করল।

'সেটা তুমি পরে জানতে পারবে,' জবাব দিল সে। 'এখন আমি কেবল এটুকু বলতে পারি যে একজন অতিথি তোমার সাথে দেখা করতে আসবে। তার একটা প্রস্তাবে রাজি হলে তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে।'

'আমি যদি প্রত্যাখ্যান করি?'

'আমরা তো সেটাই চাই,' খিলখিল করে হেসে সে বলে চলল, 'তাহলে আমি আর বয়েজরা লটারি করে ঠিক করব সবার আগে তোমাকে কে ভোগ করবে।'

কথাটার মানে বুঝতে পেরে ফিলের মুখ থেকে রক্ত সরে গেল।

'এই ভিজিটর কখন আসবে?' প্রশ্ন করল ফিল।

'ওহ, সে একটু সময় পেলেই আসবে,' নির্বিকার ভাবে বলে সে বেরিয়ে গেল। ওকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে লোকটা দরজা বন্ধ করে চলে যাওয়ার পর খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে ফিলের সময় কাটছে।

ওর ভিজিটরের পরিচয় জানার কৌতূহল ওকে চিন্তায় ফেলল; অনেক চিন্তা করে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল, যে আসবে সে জেমস ছাড়া আর কেউ হতে পারে

না। ওর মনে যে সন্দেহের বীজ বার্ট বুনে দিয়েছে, তাতে সে প্রায় নিশ্চিত যে ওর ফোরম্যানই লেজি এম দখল করার জন্যে এইসব করাচ্ছে। এই মুহূর্তে বার্টের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে ওর আফসোস হচ্ছে। লরিও ফিলের বিরুদ্ধে এই চক্রান্তের সাথে যুক্ত, এটা ভাবতেও ওর কষ্ট হচ্ছে।

এই অনিশ্চিত অপেক্ষার অস্থিরতা ওকে পাগল করে তুলেছে। তাই সে ওই লম্বা আউটলর জানালা দিয়ে বাইরে না তাকানোর নির্দেশ অমান্য করেই বারবার ওই ফোকরের মত গর্ত দিয়ে তাকিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করছে। কিন্তু বারবার তাকিয়ে সে কেবল একবারই একটা লোকের দেখা পেল। লোকটা খাটো আর বেশ বলিষ্ঠ। টেনে সামনের দিকে নামানো হ্যাটের তলায় লোকটার চেহারা দেখতে পেল না বটে, কিন্তু কাঁচা-পাকা দাড়ি আর চোখে লাগানো প্যাচ দেখে সে তৎক্ষণাৎ ওকে শহরে যে লোককে বার্টের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যেতে দেখেছিল, সেই একই লোক বলে চিনতে পারল। কিন্তু লোকটা একবারও মুখ তুলে কেবিন বা ফোকরের দিকে না চেয়ে মাথা নিচু করে সোজা হেঁটে চলে গেল।

সতেরো

যেকোন বন্দিশালার সবথেকে কঠিন শাস্তি হচ্ছে একাকী ঘরে বন্দি থাকা। আটচল্লিশ ঘণ্টা ওই ঘরে বন্দি থাকার পর ওর মনের অবস্থা যখন একেবারে কাহিল এই সময়ে তৃতীয় দিন সকালে যে রোজ ওকে খাবার এনে দেয়, তার বদলে তালা খুলে অন্য কেউ কেবিনে ঢুকল। লোকটা ব্ল্যাক বার্ট।

'তুমি?' চেঁচিয়ে উঠল ফিল। 'ওহ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আমি ভয় পাচ্ছিলাম লোকটা–সম্ভবত আর কেউ হবে।'

বিশাল লোকটা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসা ফিলের দিকে চেয়ে অদ্ভুত ভাবে একটু হাসল। এই মুহূর্তটার জন্যে সে বহুকাল অপেক্ষা করেছে। কামরার মাঝখানে রাখা কাঠের বাক্স উল্টে তৈরি টেবিলে বসে সিগারেট বানানোর সরঞ্জাম বের করল।

'শোনো, ফিল,' বলে চলল সে, 'দেখলে তো, পুরোনো বন্ধুর ওপর বিশ্বাস না রেখে স্ট্রেঞ্জারকে আপন করে নিয়ে দেখো তার ফলে নিজেকে কেমন ঝামেলায় ফেলেছ।'

মেয়েটা লজ্জায় একটু লাল হলো; ওর কাছে মনে হলো এই বকাটা যেন সত্যিই তার পাওনা ছিল।

ফিল বলল, 'আমি এসবের অর্থ কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কেন? এটা তো লাল হরফে বড়বড় করে লেখা পড়ার মতই সহজ। যে সম্পর্কে তোমাকে আমি আগেই সাবধান করেছিলাম,' বলল বার্ট। 'এমারি আর তোমার ফোরম্যান যুক্তি করে লেজি এম দখল করার মতলবে আছে। এই

নরকের কীটগুলো জেমসেরই ভাড়া করা আউটল। এখন তুমি তার বন্দি। সে তোমাকে নিয়ে কি করবে তা আমি জানি না; তবে আমার ধারণা ও চাইবে তুমি ওর সাগরেদ লরিকে বিয়ে করো; তাহলে র‍্যাঞ্চটা পুরোই ওদের দখলে চলে যাবে। আর এর পরে যদি তোমার কোন খারাপ কিছু ঘটে–' অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতের সাথে ওখানেই তার কথা শেষ হলো।

মেয়েটা আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল। 'আমি ভাবতেই পারি না মানুষ এত নীচ হতে পারে।'

'তুমি ওদের চেনো না, ফিল,' বার্ট তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। 'তুমি হয়ত শুনে অবাক হবে যে জেমসই তোমার বাবাকে খুন করেছে–এটার প্রমাণ পাওয়া গেছে এখন। ব্যাঙ্কের টাকা লুট করে রাস্টনকেও সে-ই গুলি করেছে।'

এই চরম আঘাতে একেবারে ভেঙে পড়ল ফিল। যদিও বাবার দেখা পাওয়ার আশা সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল, তবু একটা ক্ষীণ আশা তার মনে জাগ্রত ছিল। কিন্তু বাবা যে কারও স্বার্থসিদ্ধির জন্যে খুন হয়েছে এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না।

'আমার সিদ্ধান্ত যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে এমারি কেন এখানে উপস্থিত? সে এখানে কি করছে?'

'জাজ এমারি এখানে?' বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল ফিল। কেবল মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল বার্ট। কিন্তু এর পিছনে কোন যুক্তি সে দেখাতে পারল না। সে কেবল কথাটা বলেই ক্ষান্ত হলো। ফিল ভাবল বার্ট নিশ্চয় সত্যি কথাই বলছে।

'কিন্তু তুমি আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, তাই না?' উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল ফিল। 'আমি ভয় পাচ্ছি–দারুণ ভয়ে আছি।'

ধূর্ত লোকটার চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'এর জন্যে তোমাকে দোষ দেয়া যায় না। ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তোমার ওপর নির্ভর করছে।'

'আমার ওপর? তার মানে?' প্রশ্ন করল ফিল।

'নিশ্চয়,' হাসল বার্ট। 'এখন আসল কথাটা হচ্ছে ব্ল্যাক মাস্কের দল যত ভয়ঙ্করই হোক আমার সাথে লাগতে আসার সাহস পাবে না। তুমি যদি আমার হও, তাহলে তোমাকেও ওরা ছুঁতে সাহস পাবে না। ওরা আমাকে বা আমার নিজস্ব কোন কিছুর ক্ষতি করার সাহস পাবে না। বুঝেছ?'

'তোমার কথার মানে আমি ঠিক বুঝলাম না,' অনিশ্চিত স্বরে বলল ফিল।

'অর্থাৎ আমি তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিচ্ছি। জানি এই পরিস্থিতিতে এভাবে প্রস্তাব দেয়া কোন মেয়েই পছন্দ করবে না, কিন্তু এছাড়া তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করার বিকল্প কোন পথ নেই,' বলল বার্ট। 'যদি জেমস তার সাগরেদ লরির সাথে বিয়ে করানোর জন্যে জাজকে এখানে এনে থাকে, তাহলে সে এটা জেনে অবাক হবে যে তোমার আগেই বিয়ে হয়ে গেছে।'

ফিল ওর কথা শুনে ভগ্ন হৃদয়ে চোখ বুজে ভাবছে। লরি এবং তার ফোরম্যান যত দোষই করে থাকুক না কেন সে বার্টকে মোটেও বিয়ে করতে চায়

না। কেবিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে ফিল নিজের মনটাকে গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে।

'জাজ হয়ত এই বিয়েতে রাজি হবে না,' বলল সে।

'আমি ওর সাথে কথা বলার পর আমার মনে হয় সে রাজি হতে বাধ্য হবে,' কঠিন স্বরে বলল বার্ট। 'ও যা ভাবছে তার চেয়ে অনেক বেশি জানি আমি।'

চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভেবে আর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে মরিয়া হয়ে সে রাজি হওয়ার জোগাড় করছে এই সময়ে কে যেন ফিসফিস করে ওকে বলল, 'মিথ্যে কথা, ভেঙে পোড়ো না, ভেবে দেখার জন্যে সময় চাও।'

'অবাক হয়ে ফিলের চমকে ওঠা খেয়াল করল না র‍্যাঞ্চার। সে বিজয়ের হাসি নিয়ে ফিলের জবাবের অপেক্ষায় বসে আছে। যদিও মেয়েটা ওই রহস্যময় উপদেশটা ওকে কে দিয়েছে তা জানে না, তবু ওটা ওর মনের জোর অনেক বাড়িয়ে দিল।

'ভাবার জন্যে আমাকে কিছু সময় দিতে হবে তোমার,' বলল সে।

নিরাশায় কালো হলো বার্টের মুখ। 'নষ্ট করার মত সময় আর আমাদের হাতে নেই,' বলল সে। 'এখানে আসতে আমাকে বড় একটা ঝুঁকি নিতে হয়েছে, এখানে বেশিক্ষণ থাকা মোটেও নিরাপদ হবে না। আরও একটা কথা তোমার জেনে রাখা ভাল—তোমার ফোরম্যানের আসল নাম জেমস গ্রীন নয়, সে আউটল বিদ্যুৎ এরফান নামেই বেশি পরিচিত। আমার বিশ্বাস ওর কথা তুমি আগেও নিশ্চয় শুনেছ?'

ফিলের চেহারা একেবারে ফেকাসে হয়ে গেল। আউটল বিদ্যুৎ এরফান! তার মনে পড়ল ওই লোকের অদ্ভুত সাহসিকতা আর পিস্তলে দারুণ দক্ষতার অনেক গল্পই সে শুনেছে। চমৎকার চাতুরীর সাথে লোকটা বারবার আইনের চোখে ধুলো দিয়ে ধরা পড়ার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। কিন্তু সে জানে না যে এরফান এখন আর আউটল নেই বরং আইনের পক্ষেই এখন কাজ করছে সে। এবং যেসব অপরাধ সে করেছে বলে শোনা যায় সেগুলোর একটাও সে করেনি—অন্য লোকের অপরাধ ওর ঘাড়ে দোষ হিসেবে চেপেছে। কিন্তু ফিলের ধারণা ওই রকম ভয়ঙ্কর লোকের পক্ষে অসাধ্য কোন কাজ নেই।

'কি, এসব জানার পরেও তুমি ভাবতে চাও?' প্রশ্ন করল সে।

'দুর্বল হয়ো না,' স্বরটা আবার ওকে সাবধান করল।

'হ্যাঁ, আমাকে ভাবতেই হবে,' ক্ষীণ স্বরে বলল ফিল।

বার্টের ধৈর্য ফুরিয়ে আসছে; স্পষ্টতই ক্রুদ্ধ স্বরে সে বলল, 'এতে এত ভাবার কি আছে? হয় আমার স্ত্রী হয়ে এখান থেকে তোমার বেরোতে হবে, নইলে এরফানের ভাড়া করা ডাকাতদের হাতে তোমাকে নির্যাতিত হতে হবে।' কথাটা বলেই মেয়েটার দিকে চেয়ে সে বুঝল ভুল করে ফেলেছে। শুধরে নেয়ার চেষ্টায় সে তাড়াতাড়ি আবার বলল, 'ওদের একজনকে আমি ও-কথা বলতে শুনে ফেলেছি।'

কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। ওই একই হুমকি সে লম্বা আউটলটার মুখে শুনেছে। বার্টের ব্যাখ্যায় ওর সন্দেহ কাটল না। তাই মুখ

কুঁচকে বিফল হয়ে বেরিয়ে আসার আগে বার্ট জানাল জাজের সাথে কথা বলতে যাচ্ছে সে।

'ওর সাথে সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলার পর তোমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে, ফিল,' হুমকি দিল বার্ট। 'আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো চলবে না।'

বার্ট বেরিয়ে গেল। মেয়েটা ঘরে তালা লাগানোর শব্দ শুনতে পেল। এখন ওর একটাই আশা থাকল—ওই অচেনা স্বরের মালিক। নিজের পিছনের দেয়ালটা এবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল ফিল। ঠিক ওর পিছনেই দুটো গুঁড়ি সমান হয়ে বসেনি—তাই ওখানে একটা ফাঁক রয়ে গেছে; ওই লোকটা নিশ্চয় ওখান দিয়েই ওদের কথা শুনেছে এবং ফিসফিস করে কথা বলে ওকে সাহস জুগিয়েছে। ওই ফাঁক দিয়ে অনেক চেষ্টা করেও কাউকে সে দেখতে পেল না। আবার সেই একাকীত্ব আর একটানা অবসর। এতক্ষণে সে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার অবকাশ পেল। সে ভাবছে বার্টের কাছে ওর তালার চাবি কিভাবে এলো? আর ওই লম্বা লোকটাই বা কিভাবে জানল ওর সাথে একজন কেউ একটা প্রস্তাব নিয়ে দেখা করতে আসবে? এবং ওর প্রস্তাব না মেনে নিলে—নাহ্, আর ভাবতে পারছে না ফিল; মাথাটা ওর গুলিয়ে যাচ্ছে। তবে কি সেই অচেনা লোকটা সত্যিই ওকে ঠিক পরামর্শই দিয়েছে? কিন্তু বার্টের প্রস্তাব মেনে না নিলে এখান থেকে সে কিভাবে বেরোবে? ওই অচেনা লোকটা কি তাকে কোন সাহায্য করতে পারবে? কিন্তু একটা লোক এতজনের সাথে একা কিভাবে পেরে উঠবে? আর ভাবতে পারছে না সে। উঠে গিয়ে ওই ফোকর দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে রইল ফিল। কিন্তু পাইন গাছ আর ঝোপ ছাড়া কোন মানুষ ওর চোখে পড়ল না।

বার্টকে বেশিদূর যেতে হলো না, ফিলের কামরা থেকে বেরিয়ে মাত্র বিশ কদম হেঁটেই সে আরেকটা কেবিনের সামনে পৌঁছল। এটাও ফিলের কেবিনের ছাঁদেই গড়া। কেবিনের ভিতর সে ডেজার্ট এজের জাজ এমারিকে বেঞ্চে বসে নিশ্চিন্তে পাইপ ফুঁকতে দেখল। বন্দি লোকটা দরজা দিয়ে ঢোকা উজ্জ্বল আলোয় চোখ পিটপিট করে তাকাল। তারপর আগন্তুককে চিনতে পেরে ব্যঙ্গের সুরে সম্ভাষণ জানাল।

'মর্নিং, বার্ট, ওরা কি তোমাকেও ধরে এনেছে, নাকি তুমিই ওদের বস্?'

'উভয় ক্ষেত্রেই তোমার ধারণা ভুল,' জবাব দিল বার্ট।

'ভাল কথা, তাহলে আমার এখানে উপস্থিতির জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানানোর কোন প্রয়োজন নেই,' বলল এমারি।

'না, তবে তোমার ফেরার ব্যবস্থা করার জন্যে হয়ত তোমাকে তা দিতে হতে পারে,' ওকে জানাল বার্ট।

'এবং তার মূল্য কত পড়বে, বার্ট?' জানতে চাইল জাজ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটাকে যাচাই করে দেখছে সে।

'একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান, যেটাতে তোমার কোন খরচই লাগবে না,' জবাব এলো।

'হুম!' শুষ্ক স্বরে বলল বুড়ো। 'কিন্তু আমি ক্যাশ দেওয়াটাই বেশি পছন্দ করব। তা সেই কাজটা কি ধরনের হবে?'

'শুধু একটা বিয়ে পড়িয়ে তোমাকে কাগজে সই করতে হবে, ব্যস, এইটুকুই তোমার কাজ,' হাসল বার্ট।

চট করে জাজের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো। 'শুনে খুশি হলাম,' বলল সে। 'আমার মনে হয় বিয়ের বন্ধনটাই একমাত্র ঝুঁকি যেটাতে জড়াতে তুমি কখনও সাহস পাওনি। অনুষ্ঠানটা কি বার বিতে হবে?'

'না, এখানে,' র‍্যাঞ্চার জবাব দিল।

'ভাল কথা,' হালকা সুরে বলল জাজ। 'একটা বিয়ে হবে এবং পাহাড়েই হবে মধুচন্দ্রিমা–মন্দ কি? এটা তো রোমান্টিক একটা ব্যাপার। তবে পাত্রীর নাম এবং এই বিয়েতে তার মত আছে কিনা, সেটা আমাকে আগে জানতে হবে।'

'পাত্রীর নাম ফিল মাস্টারসন, এবং সে-ও ইচ্ছুক,' সরাসরি জানাল বার্ট।

জাজ এমারি আবার বসে পড়ল। 'মিস মাস্টারসন এখানে?' কঠিন স্বরে বলল সে। 'এর মানেটা কি?'

'এর মানে হচ্ছে আমি তোমার খেলার চাল বুঝে ফেলেছি। তুমি র‍্যাঞ্চটা দখল করবে আমি তা হতে দেব না, তুমি হেরে গেছ,' জবাব দিল বার্ট। 'তুমি মাস্টারসনকে ভজিয়ে ওর উইলে নিজেকে অভিভাবক করে বসিয়েছ, তোমার নিজস্ব লোক এরফানকে ফোরম্যান হিসেবে কাজে লাগিয়েছ। এর পরপরই জ্যাক নিরুদ্দেশ হলো। তুমি যাকে নির্দিষ্ট করে দেবে তাকেই ফিলের বিয়ে করতে হবে। পরে সে-ও হয়ত অদৃশ্য হবে আর লেজি এম পুরো তোমার দখলে এসে যাবে। অত্যন্ত নিখুঁত চক্রান্ত। তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।'

হতবাক চোখে বার্টের দিকে চেয়ে আছে এমারি 'তোমার কল্পনা শক্তি যে এত সুদূর প্রসারী হতে পারে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, বার্ট।'

র‍্যাঞ্চার জাজের কথাকে কোন পাত্তাই দিল না। 'তুমি কেবল একটাই ভুল করেছ, সেটা হচ্ছে আমাকে তুমি গোনার মধ্যে ধরোনি,' বলে চলল বার্ট। 'ফিল মাস্টারসনকে আমার হাতে তুলে দেয়া হবে বলে অনেকদিন আগে থেকেই কথা হয়ে আছে। আমি তাকে স্ত্রী না করে কিছুতেই ছাড়ব না। তবে এর জন্যে তোমার মত নেয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখে ভাবলাম আমি তোমাকে দিয়েই বিয়ের চুক্তিটা লেখাব।'

'তাই তুমি তোমার ভাড়াটে গুণ্ডা পাঠিয়ে আমাকে এখানে আনিয়েছ, তাই না?' বলল জাজ।

'ওদের মালিক আমি নই, ওরা কেবল টাকার বদলে কাজটা করেছে,' ব্যাখ্যা করল বার্ট। 'তবে আমার বিশ্বাস আমি যা বলব তা-ই ওরা করবে।'

'তাতে আমারও কোন সন্দেহ নেই,' জাজের জবাবে বার্টের কপালের ভাঁজ আরও গভীর হলো।

'শোনো, জাজ, এক মাইল পথ পাড়ি দেয়ার জন্যে ছয় মাইল ঘুরে কোন লাভ নেই,' বলল সে। 'আমি তোমার ওপর অবিচার করতে চাই না। ফিলের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে তুমি এরফানকে যদি বাদ দাও, তাহলে আমি লেজি

এমকে তিন ভাগে ভাগ করে তোমাকে এক ভাগ দিতে রাজি আছি। তুমি কি বলো?'

'তুমি নেহাতই একটা পাজি লোক,' জবাব দিল এমারি।

'তবে কি আমার প্রস্তাব তুমি প্রত্যাখ্যান করছ?'

'আমার জবাব কি তোমার কাছে মেনে নেয়ার মত শোনাল?' পাল্টা প্রশ্ন করল এমারি।

উঠে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চার; চেহারা রাগ আর বিদ্বেষে বিষাক্ত দেখাচ্ছে। ডান হাতের মুঠোয় পিস্তলের বাঁট আঁকড়ে ধরেছে।

'তুমি একটা বোকা গাধা,' চিৎকার করল সে। 'তোমাকে এই মুহূর্তে গুলি করে মেরে ফেললে আমাকে ঠেকাবে কে?'

'এতে কয়েক প্রকারের বাধা আছে,' হাসল জাজ। 'প্রথমত এতে আমার সম্মতি পাওয়া তোমার হবে না।'

'বাজে যুক্তি! তোমার পরে যে ভার নেবে—'

'সে হচ্ছে গভর্নর ব্লেক, আমার একজন পুরোনো বন্ধু। সে অবশ্যই তাকে আমি যেমন বলে রেখেছি সেই অনুযায়ীই কাজ করবে,' শান্ত স্বরে বলল এমারি। 'সে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে তোমাকে; যেগুলোর উত্তর দেয়া তোমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হবে। আমাকে হত্যা করলে তুমি এই ডাকাতদের হাতের পুতুলে পরিণত হবে; তৃতীয়ত, এরফান তোমাকে তুমি যেমন কুকুর ঠিক সেইভাবেই গুলি করে মারবে।'

এবার বার বির লোকটা হাসল।

'আমাকে মারতে হলে ওকে অনেক বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে আসতে হবে। হোপের শেরিফ যদি তার সাহস হারিয়ে না থাকে তাহলে মিস্টার গ্রীন এখন হাজত বাস করছে।'

'কিসের অপরাধে?' গর্জে উঠল জাজ।

'ব্যাঙ্ক ডাকাতি আর রাস্টনকে গুলি করার অপরাধই যথেষ্ট; জ্যাককে হত্যা করার কথা না হয় বাদই দিলাম। তোমার পেশার সাহায্য ওর দরকার পড়বে—অবশ্য ওরা যদি আগেই ওর বিচার শেষ না করে থাকে।'

'অসম্ভব কথা,' মন্তব্য করল জাজ।

'কিন্তু ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ তা বলে না। অত্যন্ত চতুর লইয়ার ছাড়া এ যাত্রা কেউ ওকে বাঁচাতে পারবে না। টেলরের হাতে সব প্রমাণই আছে।'

জাজ র‍্যাঞ্চারের দিকে চেয়ে ওকে যাচাই করে বুঝল অন্তত এখন লোকটা মিথ্যা বলছে না। জাজের মাথায় কি চিন্তা চলছে আঁচ করে বার্ট আবার চেষ্টা করল।

'আমার প্রস্তাবটা তোমার আবার ভেবে দেখা ভাল, এটাই তোমার একমাত্র উপায়,' পরামর্শ দিল বার্ট।

ওর দিকে কতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে জাজ এমারি বলল, 'ব্ল্যাক বার্ট, একদিন যখন সুযোগ আসবে, আমি তোমাকে ফাঁসি দেয়ার আদেশ দেব।'

শক্ত লোক হলেও এমারির শান্ত স্বরে দেয়া হুমকিতে বিচলিত হলো বার্ট।

কিন্তু বেপরোয়া মনোবৃত্তি এতে তার রাগ আরও চড়িয়ে দিল।

'সব ভাল তাসই এখন আমার হাতে, ব্যাটা বুড়ো খচ্চর,' রূঢ় স্বরে বলল সে। 'তুমি এখানেই পচে মরবে।' হঠাৎ একটা চিন্তা খেলল তার মাথায়। 'তুমি টের পাচ্ছ তো, আমার সাথে বিয়ে দেয়া না হলে মেয়েটার কপালে কি ঘটবে?'

'হ্যাঁ,' ধমকের সুরে বলল এমারি। 'মেয়েটা সারা জীবন কষ্ট আর অবমাননার হাত থেকে বেঁচে যাবে।'

বার্ট হাসল। 'ভুল–ঠিক ওটা তার কপালে জুটবে না, কারণ ওকে আমি ব্ল্যাক মাস্কদের হাতে তুলে দেব। বেঁচে থেকে মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করবে ও আজীবন!'

জাজ বার্টের দিকে তীব্র ঘৃণার চোখে তাকাল।

'আমাকে আমার সিদ্ধান্তে অটল রাখার জন্যে যে কথাটা বলার দরকার ছিল ঠিক সেটাই তুমি বলেছ,' ধীর স্বরে বলল জাজ। 'ঠিক এই কারণেই সার্জেন যেমন মানুষের দেহ থেকে বিষাক্ত অঙ্গ কেটে বাদ দেয়, তোমাদের মত বদ লোককে সমাজ থেকে নির্মূল করার জন্যে ওই একই কারণে বিদ্যুৎ এরফানের মত লোকের প্রয়োজন আছে।'

ঠাণ্ডা স্বরে বলা হলেও কথাগুলো বার্টকে তপ্ত ব্র্যান্ডিং আয়রনের মতই ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে দিল। এই বুড়ো তাহলে সব জেনেশুনেই বিদ্যুৎ এরফানকে এখানে জেমস গ্রীন সাজিয়ে পাঠিয়েছিল! এই বুড়োই পরোক্ষ ভাবে তার ব্ল্যাক মাস্ক দলটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে! রাগে দিশেহারা হয়ে জাজের মুখে প্রচণ্ড ঘুসি মারল সে।

জোরালো আঘাতে দেয়ালের ওপর ছিটকে পড়ল এমারি; গাল কেটে রক্ত গড়াচ্ছে। দেয়ালে ঠেস দিয়েই মেঝের ওপর পড়ে গেল।

'এটা কেবল একটা নমুনা,' দাঁতেদাঁত পিষে বলল বার্ট। 'এর পর তোমার কপালে যে শাস্তি আছে তাতে নরকও তোমার কাছে বেশি সুখের বলে মনে হবে।'

কামরা ছেড়ে বেরিয়ে দরজা তালা দিয়ে চলে গেল র‍্যাঞ্চার।

জাজ কোন আশার আলোই দেখতে পাচ্ছে না। বড় একটা খেলায় নেমেছে বার্ট। জ্যাক মৃত, এরফান জেল-হাজতে, ফিলও ব্ল্যাক মাস্কের হাতে বন্দি, সে নিজেও তাই। মিথ্যে বড়াই করেনি বার বি র‍্যাঞ্চার, সব ভাল তাসই তার হাতে। এখন জাজ নিরুপায়।

আঠারো

লেজি এমে এখন আর সেই আগেকার হালকা মূড় নেই। ব্যর্থতার গ্লানিতে ভুগছে ওরা। ডাকাত দলটাকে ধ্বংস করে এলেও ওদের প্রধান লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। ওদের মধ্যে সব থেকে অসুখী হচ্ছে লরি, কারণ সে ওই অভিযানে যোগ

দিতে পারেনি। লরি এখন বিছানা ছেড়েছে বটে, কিন্তু বাম হাতটা এখনও স্লিঙে ঝুলছে। কাউবয়রা ফেরার পর গত চব্বিশ ঘণ্টায় সে এরফানকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

'আমি তো তোমাকে বলেছি আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব ছিল তা আমরা করেছি,' এই নিয়ে পঞ্চমবার ওকে বলল এরফান। 'না, আমি ওখানে যাচ্ছি না; আমাকে হোপে যেতে হবে। ওখানে আমার কিছু কাজ আছে। না, আমি কোন প্রেমে পাগল লেংড়া প্রেমিককেও সাথে নিতে চাই না।'

সরাসরি কথাটা বলে ওর কবল থেকে রেহাই পেয়ে হোপের পথ ধরল এরফান। দুপুরের পরে শহরে পৌঁছল সে। রাস্তায় কোন লোকজন নেই। মাথার ওপর সূর্য যেন আগুন ছড়াচ্ছে। ফেনটনের বারে একটা বিয়ার খেয়ে পিপাসা মেটাবার কথা ভাবছে, এই সময় সে লক্ষ করল রাস্টন তার ব্যাঙ্ক আবার খুলেছে। ব্যাঙ্কে ঢুকে সে দেখল ব্যাঙ্কারকে দুর্বল আর অসুস্থ দেখাচ্ছে।

একটা ম্লান হাসি দিয়ে ওকে স্বাগত জানাল ব্যাঙ্কার।

'তোমাকে ফিরে আসতে দেখে খুশি হলাম, মিস্টার রাস্টন,' বলল এরফান। 'আগের ব্যবসাই আবার গুছিয়ে নিচ্ছ?'

'আমি আবারও চেষ্টা করে দেখছি,' বলল সে। 'এখানকার লোকজন আমাকে অনেক সাহায্য করছে—ওরা কেউ আমাকে দোষ দিচ্ছে না। মিস্টার বার্টের কথাই ধরো, ডাকাতির আগের দিনই সে পাঁচ হাজার ডলার ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছিল, কিন্তু সে কথা দিয়েছে টাকাটা সে দাবি করবে না। সে টাকাটা আবার ফেরত পাওয়া যাবে ভেবেই ঝুঁকি নেবে। শহরের আর সবাই ওর কথাতেই বিশ্বাস করে। ওরাও কেউ এই মুহূর্তেই টাকা দাবি করছে না।'

'আরে, এটা তো খুব ভাল কথা,' বলে মনেমনে ভাবল এরফান: চালটা অত্যন্ত চতুরও বটে। এটা সেটা কিছু কথার পরে সে পকেট থেকে চারটে একশো ডলারের নোট বের করে বলল, 'এগুলো তুমি ভাঙিয়ে দিতে পারবে? আমার কিছু ছোটছোট দেনা শোধ করা দরকার।'

'নিশ্চয়, জেমস, কিন্তু তোমার তেমন তাড়া না থাকলে আমার ক্লার্ককে একটা ছোট কাজে আমি একটু বাইরে পাঠাতে চাই।'

'না, আমার এখন কোন তাড়া নেই,' বলল এরফান।

রাস্টন একটা খাতা বের করে কি যেন দেখে নিচু স্বরে কিছু নির্দেশ দিল। ক্লার্ক চটপট তার কাজে বেরিয়ে গেল।

এরফান সময় কাটাবার জন্যে একটা সিগারেট তৈরি করছে।

ব্যাঙ্কার ধীর গতিতে ছোট নোট গোনা শুরু করল।

এরফান লক্ষ করল টাকা গোনার ফাঁকে ব্যাঙ্কার নার্ভাস ভাবে বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছে।

'তুমি কি মনে করো ডাকাতির টাকা ফিরে পাওয়ার কোন চান্স তোমার আছে?' প্রশ্ন করল এরফান।

'মনে হচ্ছে যেন এখন একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে,' কাঁপা স্বরে জবাব দিল রাস্টন।

বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। এরফান ঘুরে দেখল দরজা দিয়ে শেরিফ আর তার দুই ডেপুটি ব্যাঙ্কে ঢুকছে। ওদের পিছনে বেশ কিছু শহরবাসীকেও দেখা যাচ্ছে। বিপদের গন্ধ টের পাচ্ছে এরফান। অফিসার সবার হাতই পিস্তলের বাঁটের কাছাকাছি রয়েছে। কাউন্টারে হেলান দিয়ে এরফান একটু কাত হয়ে হাসিমুখে ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। ওর বুড়ো আঙুল দুটো গানবেল্টের ফাঁকে গোঁজা।

'সামনে এগিয়ে এসো, শেরিফ, আমার কাজ প্রায় শেষ,' বলল এরফান।

বিদ্বেষের চোখে ওর দিকে তাকাল টেলর। 'তোমার আসল কাজ এখনও শুরুই হয়নি,' কঠিন স্বরে বলল সে। 'তুমি যেসব নোট এখানে ভাঙাতে এসেছ, সেগুলো তুমি কোথায় পেলে?'

'আমি জানি না তুমি কেন এর মধ্যে নাক গলাতে এসেছ, তবে কেবল তোমার কৌতূহল মেটাবার জন্যেই বলছি, যেদিন এই ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয় সেদিন সকালে এই ব্যাঙ্ক থেকেই আমি এই টাকা তুলেছি, ঠিক বলিনি, রাস্টন?'

মাথা নাড়ল ব্যাঙ্কার। 'যে চারটা নোট তুমি ভাঙাতে এসেছ সেগুলো হচ্ছে চুরি করা নোটেরই একটা অংশ,' বলল সে।

অবাক বিস্ময়ে রাস্টনের দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকাল এরফান। তারপর শান্ত স্বরেই বলল, 'তোমার নিশ্চয় কোন ভুল হচ্ছে, স্যার।'

ওর স্বরের অর্ন্তনিহিত হুমকি টের পেয়ে ব্যাঙ্কারের মুখ পুরো সাদা হয়ে গেল, ভয়ে ঠোঁট কাঁপছে, কিন্তু তার জবাবে কোনরকম ইতস্ততার লক্ষণ প্রকাশ পেল না।

'এতে কোন ভুল হওয়ার অবকাশ নেই। এখানে সবগুলো বড় চুরি যাওয়া নোটের একটা লিস্ট রয়েছে আমার কাছে; এর একটা কপি আমি শেরিফকেও দিয়েছি। বিশ্বাস না হলে তুমি নিজেই চেক করে দেখতে পারো,' বলে সে খাতাটা আর নোট এরফানের দিকে বাড়িয়ে দিল।

নাম্বারগুলো মিলিয়ে দেখল এরফান, সত্যিই ওর দেয়া নোটের নাম্বারগুলো চুরি যাওয়া নোটের ভিতর রয়েছে।

খাতার আগের পৃষ্ঠায় জেমস গ্রীন, র‍্যাঞ্চার টিম, এবং সেলুন মালিক ফেনটনের নামের তলায় লেখা কতগুলো নাম্বার দেখিয়ে ব্যাঙ্কার আবার বলল, 'ডাকাতির আগে সেদিন সকালে যেসব টাকার লেনদেন এই ব্যাঙ্কে হয়েছে সেগুলোর নাম্বার এখানে লেখা আছে।'

এই রহস্যের কোন সমাধান করতে না পেরে কঠিন দৃষ্টিতে ব্যাঙ্কারকে আর একবার যাচাই করে দেখল এরফান, কিন্তু ওর দৃষ্টির সামনে লোকটা মোটেও মিথ্যাবাদীর মত মিইয়ে গেল না। টিম আর ফেনটন দুজনেই ওকে বলেছিল, রাস্টন অত্যন্ত সৎ বলে ওর খ্যাতি আছে। লোকটা মিথ্যা কথা বলছে বলে ওর মনে হলো না। বুঝতে পারছে যেভাবেই হোক ওকে কেউ কোণঠাসা করার ব্যবস্থা করে জালে আটকেছে। ওগুলো রাস্টনকে ফিরিয়ে দিয়ে সে নিজের নাম্বারগুলোর একটা লিস্ট করে দিতে বলল। একটা কাগজে দ্রুতহাতে ওর একটা কপি করে এরফানের দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

কাগজটা পকেটে ভরে টেলরের দিকে চেয়ে সে হেসে বলল, 'আমি জানি না কিভাবে তুমি এটা সম্ভব করলে, কিন্তু এটা সত্যিই একটা নিখুঁত ফ্রেম-আপ,' বলল সে। 'আমি ধারণা করছি এখন তুমি আমাকে ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতির সাথে জড়িত থাকার অপরাধে গ্রেপ্তার করতে চাইবে?'

'অবশ্যই—অন্যান্য চার্জের সাথে, যেমন রাস্টনকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা।'

'হায়, ঈশ্বর, আমি কি তোমাকে গুলিও করেছিলাম, রাস্টন? আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'এবং জ্যাক মাস্টারসকেও তুমিই খুন করেছ,' যেন হাটে বোমা ফাটাচ্ছে, এভাবে ঘোষণা করল টেলর।

কিন্তু অভিযুক্ত লোকটার মধ্যে এর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। এরফান বলল, 'তুমি প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের নামটা ডাকাতির সাথে যোগ করতে ভুলে গেছ।'

ওর মন্তব্যে দরজার মুখে দাঁড়ানো শহরবাসীর মধ্যে হাসির রোল উঠল।

বিষাক্ত রাগে টেলরের হাত পিস্তল বের করার জন্যে বাঁট ছুঁয়ে ফেলেছিল, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল সামনের লোকটা সহজেই বার্টকেও হারিয়ে দিয়েছিল। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে বাঁট ছেড়ে দিল। কিন্তু ওর এই ঘটনাটা অনেকেই লক্ষ করেছে। 'তোমার জন্যে এক প্যাকেট তাস আনব, টেলর?' বলে উঠল শহরের একজন।

রোষের দৃষ্টিতে বক্তার দিকে চেয়ে শেরিফ বলল, 'এক প্যাক গাধার কোন প্রয়োজন আমার নেই।' তারপর ডেপুটি দুজনের দিকে ফিরে সে আদেশ দিল, 'ওর পিস্তল দুটো তোমরা ছিনিয়ে নাও।' কিন্তু ওদের কারও মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার কোন আগ্রহ দেখা গেল না দেখে এরফান হাসল।

'শান্ত হওয়াই ভাল, শেরিফ,' সাবধান করল সে। 'শান্তিপ্রিয় মানুষ আমি, কিন্তু আমার সহ্যের সীমা পার হলে তোমার কপালে খারাবি আছে। আইনকে আমি শ্রদ্ধা করে চলি—কিন্তু তোমার মত নীচ কীট, যারা আইনের নামে কুকাজ করে তাদের ঘৃণা আমি করি।'

'হাহ্, আমি আদেশ দিলেই সবাই মিলে গুলিতে তোমাকে ঝাঁঝরা করে ফেলবে,' হুমকি দিল শেরিফ।

এরফানের মুখের চেহারা একটুও ম্লান হলো না, কিন্তু কখন যে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোমরের দুপাশে ওর দুটো কোল্ট .৪৫ উঠে এসে শেরিফকে কাভার করেছে তা কেউ টের পায়নি।

'তোমার আদেশটা শহরের দাফনকারীকে দাও, টেলর, কারণ তুমিই সবার আগে যাবে,' ঠাট্টার স্বরে বলল এরফান।

শেরিফের মুখ থেকে সব রক্ত সরে গেল। গোলাগুলির সম্ভাবনায় দরজা থেকে উৎসাহী দর্শকের দল ঝটপট উধাও হলো। ওদের অবস্থা দেখে এরফান হেসে বলল, 'তোমাদের কারও আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই—কেবল শেরিফ আর তার ডেপুটি দুজনকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আমার বক্তব্য শুনতে হবে।'

ওরা নির্দ্বিধায় হাত তুলে দাঁড়াল বটে, কিন্তু শেরিফ তার মুখ বন্ধ না রেখে বলল, 'তুমি গ্রেপ্তারে বাধা দিয়ে কেবল নিজের বিরুদ্ধে আরও একটা অভিযোগ বাড়ালে।'

'ভাল, কিন্তু তবু আমাকে একবারের বেশি ফাঁসি দিতে পারবে না তোমরা,' মৃদু হাসল এরফান। 'আমি কোন বাধা মোটেও দিচ্ছি না, কিন্তু তোমার আতিথ্য গ্রহণ করার আগে আমাকে ছোট্ট একটা কাজের ব্যবস্থা করে যেতে হবে। তুমি বুঝতেই পারছ, আমার অবর্তমানে লেজি এম দেখাশোনা করার জন্যে কেউ থাকছে না। র‍্যাঞ্চে এই খবর পৌঁছলে ওদের সাথে যে শহরের একটা লড়াই বেধে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই ডেজার্ট এজে জাজ এমারির কাছে আমার একটা খবর পাঠানো দরকার, যেন সে এসে র‍্যাঞ্চের হাল ধরে। সে জানবে কি করতে হবে। আইনত সে-ই এখন ওই র‍্যাঞ্চের অভিভাবক।'

এই সময়ে দরজার কাছে একটা নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। এরফান দেখল ভিড় ঠেলে ইয়র্কি ভিতরে ঢুকল। এরফানের চেহারায় ওকে চেনার কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

'আমি তোমার জন্যে এই খবরটা ওখানে পৌঁছে দেব, মিস্টার গ্রীন। একটা কাজে আমি ওখানেই যাচ্ছি।'

'আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, স্ট্রেঞ্জার,' গম্ভীর স্বরে বলল এরফান।

'শোনো, আমার এই ব্যাপারে কিছু বক্তব্য আছে,' বলল টেলর।

চোখ সরু করে শেরিফের দিকে তাকাল ইয়র্কি। 'তুমি কি আমার গতিবিধিতে হস্তক্ষেপ করতে চাও?' অ্যাসিড মেশানো স্বরে প্রশ্ন করল সে।

ওর চ্যালেঞ্জের জবাবে বলার কিছুই খুঁজে পেল না শেরিফ। উপেক্ষার ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচিয়ে মাথা নাড়ল সে। দরজার দিকে এগোল যুবক। কিন্তু মাটিতে বুটের ঘষার সামান্য শব্দেই সে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল। ওর কোমরের পাশে দুটো পিস্তলই শেরিফকে কাভার করে রয়েছে। দ্রুততায় সে প্রায় এরফানের সমকক্ষ। কোন হুমকি নেই, কেউ একজন পা সরিয়েছে মাত্র দেখে সে বলল, 'সরি, জেন্টস, আমার নার্ভ একটু উত্তেজিত অবস্থায় আছে।'

লোকটা যখন দরজা দিয়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হলো, শেরিফ তখন মনে মনে বিরাট হাঁফ ছাড়ল।

ভিড়ের অনেকে লোকটাকে অদৃশ্য হতে দেখে সশব্দে স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল।

একজন ডেপুটি মন্তব্য করল, 'ছোকরার নার্ভ স্থির করার জন্যে জরুরী চিকিৎসা দরকার।'

বিপদ কেটে যাওয়ার পর কিছুটা সাহস ফিরে পেয়ে টেলর বলল, 'আবার এই ধরনের আচরণ করলে ওই ছোকরা দেখবে এই শহরটা ওর জন্যে বেশি গরম।' এরফানের দিকে তাকাল সে। 'এবার তো তোমার কাজ হয়েছে–এখন তুমি আর কি চাও?'

এরফান তার পিস্তল দুটো খাপে ভরে গানবেল্ট খুলে শেরিফের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'এখন আর তোমার আতিথ্য গ্রহণ করতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু তুমি ভুল মানুষকে গ্রেপ্তার করছ; যদিও তোমার মত অপদার্থের

ভালো এটা কিছুই নয়। দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই তোমার।'

শেরিফ এই অপমানটা নীরবেই হজম করল। কিন্তু বিপজ্জনক এই লোকটার এমন সহজ আত্মসমর্পণ তাকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল।

উনিশ

হোপ এগেইন এতটা উন্নত নয় যে অন্যান্য শহরের মত পাকা একটা জেল আছে বলে বসতকারীরা গর্ব করতে পারে। হোপের জেল মানে শেরিফের অফিসের পিছনে এক কামরার মাটির তৈরি একটা ঘর, কিন্তু ওটার চব্বিশ ইঞ্চি চওড়া দেয়ালের ভিতরে রয়েছে পরপর সাজানো মোটামোটা গাছের গুঁড়ি। উঁচুতে এক বর্গফুটের একটা ফোঁকর। কাঁচবিহীন ফোঁকরেও বাড়তি নিরাপত্তা দেয়ার জন্য একটা শক্ত লোহার বার বসানো হয়েছে; যেটার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ ওই ফাঁক দিয়ে একটা ছোট বাচ্চা ছাড়া আর কারও বেরোনো অসম্ভব। মোটা মোটা লোহার গরাদের দরজাটা ভারী তালা দিয়ে আটকানো। কামরায় একটা জাজিমের শয্যা আর একটা বেঞ্চ ছাড়া আর কিছু নেই।

চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা হাতে কোনমতে একটা সিগারেট তৈরি করে ওটা ধরিয়ে এরফান ভাবতে বসল। চুরি করা নোট ওর কাছে কিভাবে এলো এর সমাধান বের করতে পারল না বহু ভেবেও। আর একবার গভীর ভাবে চিন্তা করতে গিয়ে হঠাৎ এর একটা সম্ভাব্য সমাধান ওর মাথায় খেলল। টাকাটা লুকিয়ে বা তালা দিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি ফিল। সুতরাং অল্প খুঁজেই ডেস্কের দ্বিতীয় খোলা ড্রয়ারে টাকা খুঁজে পেয়েছিল এরফান। যে ডাকাত দল ওই টাকা পাওয়ার জন্যে এত কিছু করল, তারা হাতের কাছে পেয়েও ওটা নেয়নি কেন? এর একটাই ব্যাখ্যা হয়—ওকে বিপদে ফেলার উদ্দেশ্যেই ওরা ওই টাকা নিয়ে তার বদলে ডাকাতি করা টাকা রেখে গেছে।

কিন্তু এমন একটা জঘন্য কাজ কে করতে পারে? হয়ত শোধ তুলতে কাজটা শেডি করে থাকতে পারে। কিন্তু দুহাজার ডলার এত সহজে ছেড়ে দিয়ে শোধ নেয়ার পাত্র সে নয়।

টাকাটা ওর হাতে কিভাবে এলো তার একটা সমাধান হলেও এটা প্রমাণ করার কোন রাস্তা সে দেখতে পাচ্ছে না। যেহেতু হোপ শহরের প্রায় সবাই ওই ডাকাতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কাজেই ওর নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। খুনের অভিযোগ নিয়ে সে মোটেও মাথা ঘামাচ্ছে না। ভাবছে টেলর ওকে কেবল ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যেই ওই হুমকি দিয়েছে। যাহোক, অলস হয়ে বসে থাকলে ওর চলবে না। যে-করেই হোক এখান থেকে ওকে বেরোতেই হবে। নিশ্চিত কোন প্রমাণ তাকে এমারির হাতে তুলে দিতেই হবে।

হাত দুটোকে মুক্ত না করতে পারলে সে কিছুই করতে পারবে না। জোর খাটিয়ে বিশেষ লাভ হলো না, চামড়ার ফিতের বাঁধন একটু ঢিলে হলো মাত্র।

এবার সে দাঁত দিয়ে গিঁট খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু এতেও বিশেষ লাভ হলো না; তবে লালায় ভিজে যেন চামড়া সামান্য একটু বাড়ল। এতে একটা বুদ্ধি এলো ওর মাথায়; দরজার সামনে গিয়ে সে চেঁচাতে শুরু করল। প্রায় সাথে সাথে গার্ড একজন হাজির হলো।

'তোমার আবার কি দরকার?' খেঁকিয়ে উঠল সে।

'পানি,' চট করে জবাব দিল বন্দি এরফান। 'এই ঘরটা একেবারে আভেনের মত গরম।'

একটু হেসে এক বালতি পানি আর একটা মগ এনে হাজির করল গার্ড।

'এই নাও, ষাঁড়ের মত আর চেঁচিয়ো না,' ঠাট্টা করে বলে গেট খুলে ওগুলো দরজার পাশেই নামিয়ে রেখে গেটে আবার তালা দিয়ে চলে গেল লোকটা।

মগ দিয়ে তুলে অল্প একটু পানি খেয়ে বালতিটা আড়ালে সরিয়ে নিয়ে বাঁধন সহ কব্জিদুটো বালতিতে ডুবিয়ে রাখল সে। আধঘণ্টা পরে চামড়া ভিজে নরম হওয়ার পরে এরফান দেখল সে যখন খুশি বাঁধন থেকে হাত বের করে নিতে পারছে। তবু সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও। ও আশা করছে সন্ধ্যা হলেই যথারীতি কাম এগেইন সেলুনে ঢুকবে টেলর তার ড্রিঙ্কের জন্যে। তখন অফিসে কেবল দুই ডেপুটি ছাড়া আর কেউ থাকবে না।

সন্ধ্যার পর আবার সে চেঁচামেচি শুরু করল। সেই আগের ডেপুটিই এলো।

'এখন আবার কি হয়েছে? পেট কামড়াচ্ছে?' প্রশ্ন করল সে।

'ঠিকই ধরেছ!' বলল এরফান। 'তোমাদের এই বিলাসবহুল হোটেলে কি খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই?'

'আরে! তোমার কথা তো আমি একেবারে ভুলেই গেছিলাম,' বলল সে। 'দেখি কি করতে পারি তোমার জন্যে।'

মনে মনে এরফান বলল: আমিও একই কথা ভাবছি। গেরো থেকে হাত দুটো পিছলে বের করে নিয়ে মৃদু হাসল ও।

অল্পক্ষণের মধ্যেই এক চাকা মাংস আর কিছু রুটি নিয়ে ফিরে এলো ডেপুটি। দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকে মেঝের ওপর রেখে দাঁড়াল।

'দুঃখিত, তোমার জন্যে কফির–' শুরু করেছিল সে।

কিন্তু ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই লাফিয়ে এগিয়ে এরফান লোকটার কানের নিচে খোলা হাতে প্রচণ্ড একটা রদ্দা মারল। জ্ঞান হারিয়ে ঝপ করে মাটির মেঝের ওপর পড়ল–একটা টুঁ শব্দ করারও সুযোগ পেল না বেচারা। মেঝেটা মাটির হওয়ায় ওর পড়ার শব্দও অফিস ঘরে পৌঁছল না। ওকে বেঁধে মুখে রুমাল গুজে দিতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ডেপুটির খাপে পিস্তল আছে,' বলে ওটা পরীক্ষা করে দেখল এরফান। গুলি ভরাই আছে। ওটা বেল্টে গুঁজে তালা বন্ধ করে করিডোর ধরে অফিসের আধখোলা দরজা পেরিয়ে বেরিয়ে আসার সময়ে অফিস থেকে কেউ হাঁক ছাড়ল।

'জেক? এখন আবার কোথায় চললে?'

'এখনই ফিরে আসছি,' জেকের রুক্ষ স্বর নকল করে জবাব দিল এরফান।

'টেলর নির্দেশ দিয়েছে দুজনকেই এখানে থাকতে।'

'জাহান্নামে যাক টেলর, সে নিজে কোথায়?' জবাব দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো এরফান।

এর জবাবে অন্য ডেপুটি কি বলল শুনতে পেল না এরফান। হ্যাটটা চোখের ওপর টেনে নামিয়ে পরের বাড়িটার ফাঁকে ঢুকে পিছনের গলিতে চলে এলো ও। ফেনটনের সেলুনের পিছনে দেখল মালিকের ঘোড়াটা ওখানেই রাখা আছে। ফেনটনের সাথে ওর বন্ধুত্ব কি ওর অনুমতি ছাড়া ওর ঘোড়াটা নেয়ার পরেও ধোপে টিকবে? পশ্চিমে কারও ঘোড়া চুরি করার মত বড় অপরাধ খুব কমই আছে। তবু ঝুঁকিটা নেয়ারই সিদ্ধান্ত নিল ও। পিস্তলটা গেঞ্জির তলায় ঢাকা।

ঘোড়ার পিঠে উঠে বার বি র‍্যাঞ্চের সবচেয়ে কাছের আড়াল লক্ষ করে ঘোড়া ছোটাল এরফান। মাত্র কয়েকটা ঝোপের আড়ালে পৌঁছেছে, এই সময়ে পিছন থেকে কিছু লোকের উত্তেজিত চিৎকার শুনে আঁচ করল সম্ভবত তার জেল থেকে বেরিয়ে আসাটা প্রকাশ পেয়ে গেছে।

ও ভাল করেই জানে, প্রচলিত ট্রেইলগুলোর ওপর অবশ্যই কড়া নজর রাখা হবে, তাই প্রধান ট্রেইল এড়িয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছে ও। ট্র্যাক লুকাবার কোন চেষ্টাই করছে না, কারণ জানে, অন্ধকারে কেউ ওকে ট্র্যাক করার চেষ্টা করবে না। একটা সাধারণ ধারণার ওপর নির্ভর করেই এগোচ্ছে। হঠাৎ লক্ষ করল হার্ভি বোলটনের পোড়া কেবিনের পাশ দিয়ে চলেছে ও। বড় কটনউড গাছে খোদাই করা ফোর বি আর কাটা দাগের সারি চাঁদের আলোয় ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। ওদিকে আড়চোখে একবার চেয়ে আবার এগোতে যাচ্ছে, এই সময় এক আরোহী খুব কাছেই গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওকে দেখে একটা গালি বকে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল। লোকটা বার বির ফোরম্যান ডোভার। দ্রুত পিস্তল বের করে এরফানকে কাভার করল সে।

'হাত তোলো, প্রোন্তো,' আদেশ দিল ডোভার। কিন্তু যখন সে দেখল এরফান নিরস্ত্র, ওর কোমরে কোন পিস্তল ঝুলছে না, তখন খুশিতে ওর গলার ভিতর থেকে একটা কর্কশ হাসি বেরিয়ে এলো; 'আজই তোমার শেষ দিন, জেমস,' বলল সে। 'বার্ট এবং আমার, দুজনেরই ইচ্ছা তুমি ওই গাছ থেকে ঝোলো।' হঠাৎ এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে সে আনন্দে আত্মহারা। আশা করেছিল এমন অসহায় নিরস্ত্র অবস্থায় পড়ে শত্রুর চোখে স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখতে পাবে। কিন্তু ভয়ের বদলে অবজ্ঞা দেখতে পেয়ে সে নিরাশ হলো।

ঘোড়াটাকে এগিয়ে এনে রাগ মেটাতে সে বাম হাতে এরফানকে একটা প্রচণ্ড ঘুসি মারল। কিন্তু সেটাই ওর কাল হলো। একটা ধূসর ছায়া ক্রুদ্ধ একটা গরগর শব্দ করে ডোভারের গলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আচমকা আক্রমণের ধাক্কায় লোকটা ঘোড়ার পিঠ থেকে উল্টে পড়ে গেল। এরফান এই সুযোগে পিছলে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়াল। ততক্ষণে জন্তুটাকে হটিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের কাজটা শেষ করার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ডোভার। দেখল

এরফান হাত ভাঁজ করে স্থির দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসছে।

'ডোভার, তোমার জন্যে গাছটা অপেক্ষা করছে,' স্বাভাবিক গলায় বলল এরফান।

লোকটা বেপরোয়া হলেও ক্ষণিকের জন্য যেন তার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা ভয়ের স্রোত নেমে গেল। কিন্তু তার মনে পড়ে গেল যে এরফান নিরস্ত্র। হাসির সাথে সে তার পিস্তল তুলল। ডোভার ট্রিগার টিপতে যাচ্ছে, এই সময়ে এরফানের হাতটা নড়ে উঠল, ওর পিস্তলের মুখে আগুনের ঝিলিক দেখল ডোভার। টলে উঠে পড়ে গেল লোকটা। বিস্ময় ফুটে উঠল শুয়ে থাকা ডোভারের মুখে; মৃত্যুর আগে সে একবার ভাবার চেষ্টা করল এরফানের হাতে অস্ত্রটা কোথা থেকে গজাল!

টমি লেজ নাড়তে নাড়তে এরফানের কাছে এগিয়ে এলো। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিয়ে এরফান বলল, 'তুইও আমারই মত, ঋণ রাখা পছন্দ করিস না।'

বার বি লোকটার ঘোড়ার পিঠ থেকে দড়ি নিয়ে ওটা দিয়েই ডোভারকে গাছে ঝুলিয়ে দিল এরফান। ডোভারেরই ছুরি নিয়ে গাছে আরেকটা আঁচড় কাটল।

দশ মিনিটের মধ্যেই কাজ শেষ করে আবার রওনা হলো; কিন্তু অল্পদূর এগিয়েই পিছন থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়ে থেমে পিস্তল হাতে তৈরি থাকল। রাইডারকে লরি বলে চিনতে পেরে হেসে পিস্তলটা কোমরে গুঁজে রাখল।

'তুমি এখানে?' প্রশ্ন করল সে।

'কুকুরটাকে অনুসরণ করে,' জবাব দিল লরি। 'তোমার খোঁজে হোপের দিকে রওনা হয়েছিলাম। ওই চারপেয়ে উকুনের বান্ডিলটা কখন যে আমার পিছু নিয়েছে তা আমি টেরই পাইনি। গা-ঢাকা দিয়ে এগোচ্ছিল শয়তানটা। যখন দেখা দিল তখন আর র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে নেয়ার উপায় ছিল না। হোপে পৌঁছে শুনলাম শহর গরম, তোমাকে জীবিত বা মৃত ধরার জন্যে ওরা পাঁচশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।'

'বেশ ভাল অঙ্কের টাকা বলতে হবে,' মন্তব্য করল এরফান।

'টাকাটা অর্জন করার কথা ভাবছ?' ঠাট্টা করল লরি।

'বলা যায় না, করতেও পারি,' জবাব দিল এরফান। 'তোমার কথা শেষ করো।'

'আমি যখন ফেনটনের সেলুন পার হচ্ছি, তখন টমি হঠাৎ এমন জোরে ছুটল, মনে হলো যেন ওকে যমে তাড়া করেছে,' বলল লরি। 'আমি আঁচ করলাম ও নিশ্চয় তোমার ট্রেইলের গন্ধ পেয়েই অমন পাগলের মত ছুটছে। তুমি কখনও গোসল করো না বলেই রক্ষা, নইলে বেচারা নির্ঘাত গন্ধ না পেয়ে ট্রেইল হারিয়ে ফেলত।'

'তুমি আমাকে খুঁজতে কেন বেরিয়েছিলে?' ওর খোঁচাটা উপেক্ষা করে প্রশ্ন করল এরফান। পরমুহূর্তেই বলল, 'কালও আমি গোসল করেছি সাবান মেখে,

আর তুমি? খটাশও ফেল মেরে যাচ্ছে তোমার গায়ের গন্ধের তুলনায়!'

'আমি দেখা করতে চাইনি, বাধ্য হয়েছি,' পাল্টা আক্রমণ এড়িয়ে জবাব দিল লরি। 'ইয়র্কি ডেজার্ট এজ থেকে ফেরার পথে ওর ঘোড়ার পা খোঁড়া করে ফেলে। শেষে ওকে বাকি পথ হেঁটে ফিরতে হয়েছে। র‍্যাঞ্চে ফেরার পর ওর আর নড়ার অবস্থা ছিল না। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলাম যে ডেজার্ট এজে গিয়ে জাজের দেখা ইয়র্কি পায়নি। তিন-চার দিন আগে চারজন কঠিন চেহারার লোক তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। তাদের সাথেই জাজ কোথাও গেছে। আজ পর্যন্ত তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। কাজের মেয়েটার কথা অনুযায়ী যারা গিয়েছিল তারা কেউ ওখানকার স্থানীয় লোক নয়। তাদের আগে কখনও সে দেখেনি।'

এটা এরফানের জন্যে সত্যিই খারাপ খবর। কিন্তু খবরটা ও শান্ত ভাবেই গ্রহণ করল।

'তাই? তাহলে ওরা ওঁকেও নিয়ে গেছে,' বলল সে। 'সব পথ ওরা একবারে বন্ধ করে ফেলার চেষ্টা করছে।'

'তুমি আমাকে পরিষ্কার করে কিছুই বলছ না। ওরা কারা? এবং ওদের উদ্দেশ্যই বা কি?'

'ওরা যে কারা তা আমি এখনও ঠিক জানি না। তাই আমরা ওদেরই খোঁজে আছি।...আমার ধারণা ওই চূড়াগুলোর মাঝে মেয়েটার সাথে জাজকেও ওরা কোথাও আটকে রেখেছে।'

ফিলের কোন খোঁজ-খবর এখনও পাওয়া যায়নি বলে অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করল লরি। ওকে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে লক্ষ করে বলল গম্ভীর এরফান, 'তুমি পরিবেশটাকে যথেষ্ট বিষাক্ত করা হয়েছে মনে করলে আমরা আবার রওনা হতে পারি।'

লরি চুপসে গেল। 'তুমি কোন দিকে যাচ্ছ?' প্রশ্ন করল।

ফোরম্যান তার গন্তব্যের কথা জানাতেই আবার ছুটল গালির ফোয়ারা। 'তোমার নিশ্চয় মাথা খারাপ,' গালি শেষে বলল লরি। 'তুমি কি জানো না যে শহরের অর্ধেক লোক এখন পুরস্কারের লোভে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে তোমাকে খুঁজে পাওয়ার আশায়? এইসব এলাকাতেই ছড়িয়ে আছে ওরা। আর তুমি কিনা যেখানে সব থেকে বেশি ভয়, সেখানেই যেতে চাচ্ছ!'

'ওটাই একমাত্র জায়গা যেখানে আমাকে খোঁজার কথা ওদের মাথাতেই আসবে না,' বলল এরফান। 'তাছাড়া ওখানে কিছু জরুরী কাজও আছে আমার।'

'ঝুঁকিটা নেয়ার কোন মানেই হয় না। তুমি হয়ত গিয়ে দেখবে পিস্তল হাতে ওখানে ডোভার তোমার জন্যে আগেই অপেক্ষা করছে।'

'না, আমার তা মনে হয় না। তুমি কি তোমাদের সেই পোড়া ছাপরার ট্রেইল ধরে এসেছ?'

'না, আমি একটা শর্টকাট পথ দিয়ে এসেছি। তুমি এত শব্দ করছিলে যে তোমাকে খুঁজে বের করতে আমার কোন ঝামেলাই হয়নি,' অভিযোগ করল সে।

'কিন্তু ওই ছাপরার সাথে এর কি সম্পর্ক?'

এরফান ব্যাখ্যা করল কেন ডোভার বার বিতে ওদের স্বাগত জানাতে পারবে না। যুবকের চেহারা গ্র্যানিট পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল; তারপর পিছনে টমির দিকে চেয়ে ওর মুখটা আবার নরম হলো।

'গুড ওল্ড টমি,' বলল সে। 'আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি, তুমি উকুনের ডিব্বা নও, তুমি আমাদের আউটফিটেরই একজন সদস্য।'

আধঘণ্টা পর বার্টের র‍্যাঞ্চহাউসের পঞ্চাশ গজ দূরে ঝোপের আড়ালে এসে ওরা ঘোড়া থামাল। সঙ্গীকে ঘোড়ার সাথে ওখানেই থেকে কুকুরটাকে শান্ত রাখার নির্দেশ দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে সামনের দিকে এগোল এরফান। বাঙ্কহাউস পার হওয়ার সময়ে সে ভিতরে কারও সাড়াশব্দ পেল না।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ব্ল্যাক মাস্কের ভয়ে ভীত নয় বার্ট; নিজের মনেই হাসল এরফান।

যদিও এখানে এটাই ওর প্রথম ভিজিট, তবু সে আঁচ করল যে সামনের দুটো জানালাই সম্ভবত বসার ঘরের জানালা হবে। উঁকি দিয়ে ভিতরে চেয়ে বুঝল ওর ধারণাই ঠিক। জানালার সার্শি ঠেলে উপরে ওঠাবার চেষ্টা করে দেখল খোলাই আছে। দ্রুত হাতে টেবিলের নথিপত্র ঘেঁটে সে যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল। ওটা ছাপানো নাম্বার লেখা একটা লেজার বই। পাতা উল্টে দেখল একটা পাতা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এবার সে ডেস্কের ড্রয়ার খোলার চেষ্টা করে দেখল, প্রথমটা তালা দেয়া, কিন্তু বাকিগুলো খোলা। লুকানোর কিছু থাকলে ওটার মধ্যেই রাখা হয়েছে। এবার ডোভারের ছুরিটা ওর কাজে লাগল। ওটার সাহায্যে অল্পক্ষণ চেষ্টার ফলেই ড্রয়ারটা খুলে ফেলল ও। তাড়াহুড়ায় রাখা একটা নোটের বান্ডিল ওপরেই রাখা রয়েছে। ওগুলো বের করে নিয়ে চাঁদের আলোয় সে নাম্বারগুলো পড়ে দেখে বুঝল এগুলোই সেই গরু বিক্রির টাকা, যেগুলো সে ব্যাঙ্ক থেকে উঠিয়েছিল।

'তুমি ভালই প্ল্যান এঁটেছিলে, বার্ট,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'কিন্তু খেলা এখনও শেষ হয়নি। তবে এটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তোমার মাথায় কেবল গোবরই নেই, কিছু ঘিলুও আছে—অন্তত বোকা বাঁদরের সমান।'

একে একে বাকি ড্রয়ারগুলোও সার্চ করে দেখে গুরুত্বপূর্ণ কিছু খুঁজে পেল না ও। তবু বার্টের নিজের হাতে লেখা একটা কাগজ কি মনে করে যেন সে নোটগুলোর সাথে পকেটে ঢুকাল।

এরফান লরির কাছে পৌঁছে দেখল বেচারা দেরি দেখে খুব বেশি চিন্তিত হয়ে উঠেছে। 'তুমি কি পুরো র‍্যাঞ্চটাই তোমার সাথে নিয়ে এসেছ? নইলে তোমার এত সময় লাগল কেন?' প্রশ্ন করল সে।

'সানসেট, তুমি মাঝেমাঝে এমন কথা বলো যে মনে হয় তোমার একটা বন-মুরগির চেয়েও বুদ্ধি কম,' টিটকারি দিল ওর ফোরম্যান। 'আমি যা খুঁজছিলাম তা আমি পেয়েছি। এই যে, এগুলো রাখো।'

পকেট থেকে সে কেবল টাকাগুলো বের করে লরিকে দিল। এত টাকা দেখে কাউবয়ের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। ওগুলোর বিশেষ তাৎপর্য লরিকে

বুঝিয়ে বলল এরফান। পরে খাতাটাও দিল।

'তার মানে বার্ট ওই ব্ল্যাক মাস্কের সাথে জড়িত,' আমি আশা করছিলাম তোমাকে আর সেটা বানান করে বুঝিয়ে বলতে হবে না,' বলল এরফান।

'ঠিক আছে, ওয়াইয গাই সলোমন; এখন তোমার পরবর্তী চালটা কি?'

' এগুলো তুমি ফেনটনের কাছে পৌঁছে দেবে, প্রয়োজন হওয়ার আগে পর্যন্ত সে এগুলো যত্নের সাথে রক্ষা করবে। তুমি টমিকেও সাথে নিয়ে যাও, তবে ট্রেইল ধরে এগিয়ো না।'

'তুমি কি করবে?'

'শেরিফের কাছে ফিরে যাব; ওই পাঁচশো ডলার দাবি করতে হবে না?'

লরি সন্দিগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকাল। কিন্তু এরফান ঠাট্টা করছে না বুঝে ও বিস্ময়ে হতবাক হলো।

'পালিয়ে গেলে আমি দোষী, সেটাই প্রমাণিত হবে।'

এরফান যে ঠাট্টা করছে না এটা ওর স্বর শুনে বুঝতে কোন অসুবিধাই হলো না লরির। 'তুমি পাগল, এরফান,' বলল। 'একবারে বদ্ধ পাগল।'

'আমি যদি এখন পলিয়ে যাই, তবে সেটা নিজের অপরাধ স্বীকারের সামিল হবে।'

টমিকে লরির সাথে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে সে ফেনটনের ঘোড়ার পিঠে উঠল।

'তুমি সত্যিই বোকা, এরফান, ওরা তোমাকে দড়িতে না ঝুলিয়ে ছাড়বে না।'

'দূর, তোমার বিয়েতে আমি ঠিকই নাচব,' বলে এরফান শহরের দিকে রওনা হলো। সময় নিচ্ছে কারণ ভোরে পৌঁছতে চায় ও।

লরি এরফানের যুক্তি ঠিকই বুঝতে পারছে, কিন্তু এরফান এভাবে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে মরণের মুখোমুখি হোক এটাও সে চাইছে না, কিন্তু এরফান যখন ওই সুরে কথা বলে তখন ওর সাথে তর্ক করা বৃথা। বেশিদিনের পরিচয় না হলেও ওকে সে ভালভাবেই চেনে। টমিকে ডাক দিয়ে সে-ও শহরের পথে রওনা হলো।

ট্র্যাক এড়িয়ে ধীর গতিতে এগোচ্ছে এরফান, কারণ পুরস্কার লোভী কোন বাউন্টি হান্টারের কবলে পড়তে চায় না সে। আবার নিরাপদে জেলে ঢোকাই ওর উদ্দেশ্য। যখন পুবের আকাশটা হালকা হয়ে আসছে, তখন শহরের কাছে পৌঁছে কতগুলো ঝোপের কাছে নেমে ঘোড়াটাকে ওটার পাছায় একটা চাপড় বসাল এরফান। জানে, ওটা ঠিকই বাড়ি যাবে।

এবার সে পিস্তলটা ঝোপের ভিতর ফেলে ধীর পায়ে জেলের দিকে এগোল। দমাদম কিছুক্ষণ দরজায় কিল মারার পর ঘুম ভরা চোখে রাত্রিবাস পরে টেলর নিজেই দরজা খুলল। কিন্তু এরফানকে নিরস্ত্র অবস্থায় সামনে দেখে তার চোখ থেকে ঘুমের ভাবটা মুহূর্তে অদৃশ্য হলো।

সকাল বেলা এত শব্দে অনেকেই তাদের বাড়ির দরজা খুলে উঁকি দিল। এমন অভাবনীয় একটা দৃশ্য দেখে অনেকেই বাইরে বেরিয়ে এলো।

ডেপুটির রাতের নেশা এখনও কাটেনি। এরফান সরাসরি তার পুরস্কার দাবি করল শেরিফের কাছে।

ডেপুটি বোকার মত প্রশ্ন করল, 'তুমি কি চাও?

'কেন? আত্মসমর্পণ করে পুরস্কারের টাকা দাবি করতে এসেছি। তাছাড়া আমি ক্লান্ত, একটা বিছানা আমার কাছে এখন ভালই ঠেকবে,' একগাল হেসে বলল এরফান।

'না, তোমাকে কিছুতেই ওই টাকা দেয়া যাবে না।' ডেপুটির নেশাগ্রস্ত মাথাটা এখন কিছুটা পরিষ্কার হয়ে আসছে।

এতক্ষণে সবগুলো বাড়ি থেকেই লোকজন বেরিয়ে এসেছে এই অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখার জন্যে। একজন ক্রিমিনাল নিজেই কিনা ফের গ্রেপ্তার হতে এসেছে! অভাবনীয় ব্যাপারই বটে!

এমন ওরা ভাববে সে-জন্যেই খেলছিল এরফান।

'এটা কোন ধরনের শহর,' ক্ষুব্ধ স্বরে প্রশ্ন করল ও। 'জেমস গ্রীনকে ধরে আনার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হলো, আমি এটা পূর্ণ করার পরেও বলা হচ্ছে আমাকে টাকা দেয়া হবে না–এটা কোন ধরনের বিচার?' শহরবাসীদের কাছেই বিচার চাইল এরফান।

অনেকেই বলল, 'টাকাটা খুশি মনেই দিয়ে দাও, টেলর। কিপটেমি তোমার কোনমতেই শোভা পায় না।'

'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?' প্রশ্ন করল টেলর।

'তোমার চক্রান্তে একটু বাগড়া দিতে গেছিলাম,' বলল সে।

এতে শেরিফের মনে হলো ওকে সবার সামনে অপমান করা হচ্ছে। তাই সে কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল, 'কোথায় গেছিলে তুমি?'

'একটু বেড়াতে গেছিলাম,' জবাব দিল সে।

'একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলে, তাই না? ভাল, কিন্তু এরপর তোমার পরবর্তী হাঁটা হবে ফাঁসিতে ঝোলানোর গাছ পর্যন্ত।'

'আমার বিচার তাহলে হয়ে গেছে?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল এরফান।

ওর ডেপুটি দুজন এতক্ষণে এসে হাজির হয়েছে। রাগের দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল টেলর।

'ওকে নিয়ে যাও,' বলল সে। 'এবার হাতের সাথে ওর পাও বেঁধে রাখবে,' আদেশ দিল। এরফানকে ডেপুটিরা ভিতরে নিয়ে যাওয়ার পর শেরিফ নিজেও ভিতরে অদৃশ্য হলো।

দর্শকদের একজন মন্তব্য করল, 'লোকটা হয় পাগল, নইলে নির্দোষ।'

এই পরিস্থিতি দেখে এটুকুই উদ্ধার করতে পারল এরফান।

বিশ

বার্ট ওকে ছেড়ে যাওয়ার পর চার ঘণ্টা পার হয়ে গেছে এখনও ফিল বেঞ্চের ওপর ঠায় বসে আছে। ভয় পাচ্ছে কখন লোকটা আবার ফিরে আসবে। তাঁর চারপাশে পুরো জগৎটাই যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। কোনরকম আশার আলোই সে দেখতে পাচ্ছে না। বার বির মালিককে বিয়ে করাটা তার কাছে নেহাত ঘৃণ্য বলে মনে হচ্ছে! এটা সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে বার্ট কি ধরনের লোক। এর মধ্যে কেবল একবার নীরবতা ছিন্ন হয়েছে–পরপর দুটো গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ তাকে চমকে দিয়েছিল।

চাবি দিয়ে তালা খোলার শব্দ বার্টের ফিরে আসার কথা ওকে স্মরণ করিয়ে দিল। লোকটা তার জবাব জানতে আসছে। উঠে দাঁড়াল ফিল। কিন্তু বার্টের বিরাট দেহের পরিবর্তে দরজায় দেখা গেল সেই চোখে ঠুলি পরা লোকটাকে। হাতের ইশারায় ফিলকে সে ডাকল।

'চলে এসো,' খসখসে স্বরে বলল সে।

কিন্তু ভয়ে একটু পিছিয়ে গেল ফিল। 'কোথায়?' নার্ভাস স্বরে প্রশ্ন করল মেয়েটা। 'কেন?'

'আমি তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে এসেছি,' বলল ঠুলি। 'গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে ফিসফিস করে আমি তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলাম সেটা তুমি মানায় আমি খুশি হয়েছি।'

'তাহলে তুমিই ছিলে?' একটু আশ্বস্ত হলো ফিল, কিন্তু তবু সংশয় ওর পুরো কাটল না।

লোকটা মাথা ঝাঁকাল, কিন্তু মেয়েটা তবু ইতস্তত করছে দেখে শান্ত স্বরে বলল, 'আমি তোমাকে আমার এক বন্ধুর কাছে নিয়ে যাচ্ছি। অবশ্য তুমি যদি ব্ল্যাক বার্টের জন্যেই অপেক্ষা–'

'না, না, আমি তোমার সাথেই আসছি,' দ্রুত বলে উঠল ফিল।

পাইন গাছের ভিতর দিয়ে পথ দেখিয়ে লোকটা একই রকম আরেকটা কেবিনের সামনে থেমে ওটার তালা খুলে ফিলকে ভিতরে ঢুকতে বলল। ভিতরে দরজার দিকে চেয়ে বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ, যাকে দেখেই ফিল চিনল।

'জাজ এমারি!' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল সে, কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল এই লোকটাই এরফানের বন্ধু মনে পড়ায়। বার্টের কথা অনুযায়ী এ-ও তার বিরুদ্ধে চক্রান্তে জড়িত। জাজের চেহারা পাল্টে গেল অন্য ভিজিটরকে দেখে।

'তাহলে এটা তুমি, বার বির সেই কুকুরটা নয়,' বলল সে। ঠুলি পরা লোকটার দিকে তাকাল জাজ। 'এটা আবার কি খেলা, বন্ধু?' প্রশ্ন করল সে।

কাঁধ উঁচাল লোকটা। 'এটা কোন খেলা নয়, জাজ,' জবাব দিল সে। 'আমি তোমার সাথে একটা ডীল করতে চাই।' সপ্রশ্ন চোখে ওর দিকে চাইল জাজ।

'এখানে একটা লোক আছে, এখন যার শেষ অবস্থা।' লোকটা একটু থামলে বোঝার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল এমারি। 'না, আমি ওকে গুলি করিনি,' বলে চলল মুখোশধারী। 'লোকটা সেদিন জেমসের দলের বিরুদ্ধে গোলাগুলিতে গুহায় আহত হয়েছে। ওর মনে কিছু কথা জমে আছে। ওটার লিখিত একটা বিবৃতি তোমাকে দিয়ে লিখিয়ে মেয়েটাকে সাক্ষী রেখে সই করে যেতে না পারলে মরেও সে শান্তি পাবে না। তুমি যদি আমার সাথে এসে ওর বিবৃতিটা লিখে দাও, তাহলে কথা দিচ্ছি, আমি নিজে তোমাদের এখান থেকে বেরোবার ব্যবস্থা করে দেব।'

এমারি কেবল এক মুহূর্ত চিন্তা করেই বলল, 'পথ দেখাও।'

ওই লোকটাকে অনুসরণ করে পাইনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা ছোট মালভূমি পেরিয়ে বড় ধরনের কেবিনে পৌঁছল। এক বান্ডিল কম্বল রাখা আছে ওখানে। একপাশে দুটো কম্বলের ওপর দুজন লোক অনড় হয়ে পড়ে আছে। অন্যপাশে একজন লোক দুর্বলভাবে একটু ককিয়ে উঠল।

'ওই লোকটা কে?' যে ককিয়ে উঠল তার পাশের লোকটাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল জাজ।

'ওহ্, ওর নাম স্লিক, এই আউটফিটের অস্থায়ী বস্। এখন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন,' জবাব দিল সে।

বেপরোয়া স্বরে কথাটা বলা হলেও ফিল শিউরে উঠল। ওর দুটো গুলির শব্দ শোনার কথা স্পষ্ট মনে আছে।

'হ্যালো, প্যাচ,' দুর্বল স্বরে বলল আহত লোকটা।

'হ্যালো, জন, তুমি এখন কেমন বোধ করছ?' এক চোখের লোকটা জানতে চাইলেও জবাবের অপেক্ষা না করে আবার বলল, 'আমার দেয়া কথা মত আমি জাজ আর মেয়েটাকে এখানে নিয়ে এসেছি।' এমারির দিকে ফিরে সে ফিসফিস করে বলল, 'তুমি কাজ শুরু করে দাও, ওর সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।'

কাগজ-পেনসিল বের করে মেয়েটাকেও কথাগুলো শুনতে ইঙ্গিত করল জাজ। অসুস্থ লোকটা বুঝল।

'আমার হাতে বেশি সময় নেই, জাজ, এবং কথাগুলো তাই আমি সরাসরিই বলছি,' শুরু করল সে। 'তোমার নিশ্চয় ডেজার্ট এজের কয়েক বছর আগের সেই ডাকাতির কথা মনে আছে? স্টেজ ড্রাইভার ডাগ যে রেইডে মারা গেছিল?' জাজকে নড করে সম্মতি জানাতে দেখে সে আবার বলে চলল, 'ওই চারজনের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমিই ডাগকে গুলি করেছিলাম। তবে আমার ভুল ধারণার জন্যেই সেটা ঘটেছিল। হঠাৎ লোকটা লাগাম ছেড়ে পিছন দিকে হাত বাড়াল দেখে আমি ভেবেছিলাম সে বন্দুক তুলতে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে যে ও তামাক খোঁজার জন্যে হাতাচ্ছে তা আমি পরে জেনেছি—ওর কাছে কোন বন্দুক ছিল না—ওর সাথে আমার কোন শত্রুতা ছিল না; ওটা ছিল একটা ভুল। কিন্তু তোমাকে এখানে আনার আসল কারণ হচ্ছে ওই রবারির পর আমাকে দিয়ে

বাধ্য করে একটা কাগজে লিখিয়ে সই করিয়ে নেয়া হয় খুনটা অন্য একজন করেছে যে ওই ডাকাতির সাথে মোটেও জড়িত ছিল না।'

দুর্বল স্বরটা আরও দুর্বল হয়ে এলো, শেষে ভীষণ কাশতে শুরু করল জন। দুহাতে কম্বলটা খামচে ধরেছে লোকটা, মনে হচ্ছে যেন ওর রোদে পোড়া চামড়া ভেদ করে আঙুলের হাড়গুলো আবার যখন সে কথা বলতে সক্ষম হলো তখন সেটা ফিসফিসানি থেকে বেশি জোরে শোনা গেল না।

'যে নামটা আমাকে লিখতে বাধ্য করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে–জ্যাক মাস্টারসন,' ব্যথায় মুখ কুঁচকে কথাটা শেষ করল জন।

'আমার বাবা!' বলে উঠল ফিল।

হাত নেড়ে ওকে চুপ করাল এমারি। সামনের দিকে ঝুঁকে সে প্রশ্ন করল, 'কে তোমাকে ওটা লিখতে বাধ্য করেছিল? কেন?'

'বার বির মালিক, ব্ল্যাক বার্ট!' ফুঁপিয়ে শ্বাস নিয়ে বলল গানম্যান।

মানুষটার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে বুঝেই জাজ কি লিখেছে সেটা পড়ে শোনাল বেচারা। প্যাচের সাহায্য নিয়ে একটু উঁচু হয়ে কাগজটাতে সই করে দিল জন। তারপর সে আগ্রহের সাথে জাজ আর মেয়েটাকেও ওই কাগজে সই করতে দেখল। এবার সে একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে পরিশ্রান্ত অবস্থায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

'বার্ট হচ্ছে–' শুরু করেছিল সে, কিন্তু আর মুখ খুলল না।

জাজ কম্বল দিয়ে ওর মুখ ঢেকে দিয়ে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল। তারপর চোখে পট্টি বাঁধা লোকটার দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'এখন?... তোমাকেই বা আমরা কি নামে ডাকব?'

'তোমরা শুনেছ ও আমাকে কি নামে ডেকেছে,' বুড়ো আঙুল দিয়ে বিছানার দিকে দেখিয়ে জবাব দিল আগন্তুক। 'এখানে আর কোন নামের মত ওটাও ভাল চলবে।'

জাজ আড়চোখে কামরায় ঘুমন্ত অন্য লোকটার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল। 'ওই লোকটার ঘুম খুব গভীর বলে মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল সে।

'হ্যাঁ, স্লিকের ঘুম অত্যন্ত গভীর, মড়ার মতই সে ঘুমাচ্ছে,' বলে প্রসঙ্গ পাল্টাল লোকটা। 'এখান থেকে আমাদের তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে। বাকি চারজনের ফেরার সময় হয়ে এসেছে–ওরা এসে পড়লে ঝামেলা বাধাবে।'

'অন্য চারজন?' প্রশ্ন করল এমারি।

'হ্যাঁ, আমি আর স্লিক ছাড়া ব্ল্যাক মাস্ক দলে কেবল ওই কয়জনই বেঁচে আছে এখন–বাকি সবাই গুহায় জেমসের বিরুদ্ধে লড়ে মারা পড়েছে,' ব্যাখ্যা করল প্যাচ।

বোঝা যাচ্ছে লোকটা আগে থেকেই প্ল্যান করে সব ব্যবস্থা করে রেখেছে, দেখা গেল কেবিনের পিছনে অন্ধকার ছায়ায় তিনটে ঘোড়া আগে থেকেই জিন চাপিয়ে সাজিয়ে রাখা আছে। অন্ধকার এখন বেশ গাঢ়, কারণ চাঁদটা একটা মাঝারি আকারের মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। কিন্তু যেটুকু আলো আছে তাতেই আকাশের গায়ে বিশাল আকারের পাহাড়ের চূড়াটা দেখা যাচ্ছে। ফিল

আঁচ করল ওটা পাহাড়ের দ্বিতীয় চূড়া। কিন্তু ওদের গাইড ওই দৃশ্য দেখার জন্যে বেশি সময় দিল না।

'আমাদের দ্রুত ছুটতে হবে, প্রথম কয়েক মাইল কেবল একটা ট্রেইলই গেছে,' খসখসে স্বরে জানাল প্যাচ।

ঘোড়ার পিঠে ওঠার পর পথ দেখিয়ে প্রথমে এগোল লোকটা, তাকে অনুসরণ করছে ফিল, সবার শেষে এমারি। এই পথ তাকে চোখ বাঁধা অবস্থায় পেরোতে হয়েছে মনে করে শিউরে উঠল ফিল।

ওর মনটা এখন বর্তমান বিপদ নিয়েও ভাবতে পারছে না। মৃত ডাকাতের স্বীকারোক্তি থেকে সে এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে কেন ওর বাবা বার্টকে ঘৃণা করলেও সহ্য করতে বাধ্য হত। কিন্তু এতে বাবার অদৃশ্য হওয়ার কারণটা মোটেও পরিষ্কার হলো না ওর কাছে। তাই জেমস সম্পর্কে তার মনে সন্দেহ রয়েই গেল। এবং এই ছোট গড়নের আউটল, যে ওদের পালাতে সাহায্য করছে! সে-ই বা এসবের সাথে নিজেকে কেন জড়াচ্ছে? এই চক্রান্তের সাথেই বা তার কি সম্পর্ক? সামনের লোকটা কুঁজো হয়ে জিনের ওপর বসে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে। রাস্তাটা এতই সরু যে হাঁটার বেশি জোরে গতিতে চলা অসম্ভব।

একঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ঢাল বেয়ে নিচে নামার পর কতগুলো পাইন গাছের ভিতর ওদের গাইড ট্রেইল ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল।

'কিসের শব্দ এলো—আমি ঘুরে দেখি,' কম কথায় প্রকাশ করল প্যাচ। 'নীরব থাকো তোমরা।' নিঃশব্দে পাইনের ভিতর অদৃশ্য হলো সে। জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই ঢাল বেয়ে উঠে অন্ধকারে মিশে গেল। ফিল নিজের ঘোড়াটা সঙ্গীর আরও কাছে হাঁটিয়ে নিয়ে এলো।

'তোমার কি মনে হয় ওকে বিশ্বাস করা যায়?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করল সে।

'আমার তো তাই বিশ্বাস, এবং সে-ই একমাত্র ভরসা,' জবাব দিল জাজ। 'তাছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে কুচক্রী বার্টের প্ল্যান পণ্ড করতে সময়মত হোপে পৌঁছতে আমি যে-কোন ঝুঁকি নিতে রাজি। ওরা যদি জেমসকে ফাঁসি —'

আউটল ফিরে আসায় ওদের কথা ওখানেই শেষ হলো। ওর তাড়া দেখে বোঝা গেল কোন জরুরী খবর আছে।

'ওরা আসছে—সময়ের আগেই ফিরেছে।' লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসল সে। 'লুকাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, এই এলাকা ওদের কাছে নিজের বাড়ির সিঁড়ির মতই পরিচিত। যে করেই হোক লড়াই করে ওদের ঠেকাতে হবে। তোমার ঘোড়ার খাপে একটা উইনচেস্টার আছে, জাজ, আর আমি একটা ভাল জায়গা চিনি।'

জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে একটা খোলা জায়গা পেরিয়ে ওরা কিছু বড়বড় পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিল। ঘোড়াগুলোকে সবথেকে বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রেখে, ফিলকে একটা নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে ওরা দুজন রাইফেল

হাতে তৈরি থাকল।

'চাঁদটা আর মেঘের আড়াল থেকে বেরোবার সময় পেল না,' প্যাচ বিরক্তি প্রকাশ করল।

'এতে ওদের চেয়ে আমাদেরই বেশি সুবিধা হবে,' মন্তব্য করল জাজ। 'ওরা আমাদের খোলা জায়গা পেরিয়ে আক্রমণ করতে পারবে না।'

'সেটা ঠিক, কিন্তু আমরাও সহজে সটকে পড়তে পারব না। ওই যে ওরা।...কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

'সন্ধি-চুক্তির নিশান—ওরা কথা বলতে চায়,' বলল এমারি।

চারজন রাইডার পাইন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে। সবার আগে যে এগিয়ে আসছে তার হাতে সাদা নিশান। লোকটা যখন দুশো গজের মধ্যে এসে পৌঁছেছে, তখন প্যাচ উঠে দাঁড়াল।

'যথেষ্ট এগিয়েছ,' বলল সে। 'কিছু বলার থাকলে বলো।'

'এভাবে বন্দিদের নিয়ে পালাবার মানে কি, প্যাচ?' ওদের লীডার প্রশ্ন করল।

'সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার, তোমাকে বলতে যাব না,' জবাব দিল প্যাচ। 'তবে তোমাদের একটা ভাল পরামর্শ দিচ্ছি, এই তল্লাট ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় এখনও আছে।'

আউটল হাসল। 'খুব ভড়কে গেছ, তাই না?' ঠাট্টা করল সে। 'সময় এলেই আমরা যাব, কিন্তু তার আগে আমরা ওই মেয়ে আর জাজকে চাই।'

'এগিয়ে এসে চেষ্টা করে দেখতে পারো,' হুমকি দিল প্যাচ।

'ঝুঁকি নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই, তোমাদের পালাবার সব পথ বন্ধ। আমরা সাহায্যের জন্যে লোক পাঠিয়েছি, ওরা পৌঁছানো পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, এই যা।'

'তোমরা কাকে পাঠালে—স্লিককে?' প্রশ্ন করল প্যাচ। এতে ওদিক থেকে যেসব গালি এলো তাতে প্যাচ খিকখিক করে হাসল।

'তুমি এখন কি করবে?' জানতে চাইল আউটল।

'তোমরা এখনই না পালালে গুলি করব।' দাঁড়ানো অবস্থাতেই রাইফেল তাক করল প্যাচ।

তড়িঘড়ি ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল লোকটা। তার পিছন থেকে তিনটে গুলি এলো বটে, কিন্তু একটাও প্যাচের গায়ে লাগল না, জাজও পাল্টা গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু তাতে ডাকাতদেরও কোন ক্ষতি হলো না। তারা ততক্ষণে পাইন জঙ্গলে অদৃশ্য হয়েছে।

কিছুক্ষণের জন্যে সব নীরব হলো।

প্যাচ বলল, 'সাহায্যের জন্যে লোক পাঠানোর কথাটা পুরো একটা ধাপ্পা, পাঠাবার মত কোন লোকই ওদের নেই। এখন হয়ত ওরা আমাদের ওপর ইন্ডিয়ান খেলা খেলবে। অবশ্য চাঁদের ধারে এক খণ্ড মেঘ আসছে এখন।' প্যাচের মনে হলো সে যেন ঘাসের উপর দিয়ে কালো একটা কিছু এগিয়ে আসতে দেখতে পাচ্ছে। সাবধানে তাক করে ট্রিগার টিপে দিল সে। কালো

জিনিসটা একটা ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল। পর মুহূর্তেই একটা দড়ির ফাঁস ওর গলা বেয়ে কনুই পর্যন্ত নামল, ওটার একটা ঝটকায় রাইফেলটা হাত থেকে ছিটকে পড়ল ওর। ঢাল বেয়ে কয়েক পাক গড়িয়ে নামায় দড়িটা ওর গায়ে আরও পেঁচিয়ে গেল। এখন একেবারে অসহায় অবস্থা ওর। সঙ্গীদের দিকে সাহায্যের আশায় চেয়ে দেখল ওদের ওর মত একই অবস্থা। তিক্ত মনে সে টের পেল বুদ্ধির খেলায় ওরা শয়তানদের কাছে হেরে গেছে। তাদেরই একজন সামনে দিয়ে এগোবার সময়ে অন্যরা ঘুরে পিছন দিক দিয়ে উপরে উঠেছে। যে লোকটা সাদা পতাকা নিয়ে এগিয়েছিল, সে এখন ওর দিকে বিষদৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

'প্যাচ, তোমাকে এবার আমাদের সাথে গাদ্দারী করার উচিত সাজাই পেতে হবে,' হিসহিস করে বলল সে।

নিজের পিস্তলটা বের করল লোকটা। পরবর্তী সেকেন্ডেই অসহায় প্যাচের দেহ ফুটো হয়ে যেত, কিন্তু একটা ঠাণ্ডা ভারী স্বর বাধ সাধল।

'এক্সকিউজ মি, জেন্টস, এটা কি ব্যক্তিগত লড়াই, নাকি যে কেউ যোগ দিতে পারে?' প্রশ্ন এলো।

চমকে উঠে আউটল ঘুরে চেয়ে দেখল পরিস্থিতি পাল্টে গেছে, উদ্যত পিস্তল হাতে দুজন শক্ত চেহারার লোক ওদের কাভার করে আছে।

'বাঁধা অবস্থায় একটা অসহায় মানুষকে গুলি করে মারা আমার কাছে মোটেও পছন্দ হচ্ছে না,' বলে চলল নবাগত লোকটা। 'আকাশের দিকে হাত তোলো, কয়োটির দল!' ধমকে উঠল লোকটা।

দুজন ডাকাত ওর নির্দেশ মত হাত তুলল বটে, কিন্তু যে-লোকটা প্যাচকে গুলি করতে যাচ্ছিল সে পিস্তল ঘুরিয়ে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই অন্য পিস্তলটা গর্জে উঠল। ঘোড়ার পিঠ থেকে উল্টে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে মাটিতে পড়ল লোকটা। এক নজরেই বোঝা গেল মারা গেছে। যে গুলি করেছিল সে নড করে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করল। তারপর ফিলের দিকে এগিয়ে গেল।

'তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা তোমাকে ঠিকই খুঁজে পেয়েছি, মিস মাস্টারসন,' বলল সে।

খুশিতে চিৎকার করে উঠল ফিল। 'আরে! রে এদারটন! তুমি এখানে কিভাবে এলে?' প্রশ্ন করল সে।

'গুহায় তোমাকে না পেয়ে জেমস আমাকে আর এক্স টি থেকে পলকে তোমার খোঁজে এই পাহাড়গুলো চষে ফেলার নির্দেশ দিয়ে গেছে,' ব্যাখ্যা করল কাউবয়। এবারে অন্যজনের দিকে চেয়ে ওর চোখ বিস্ফারিত হলো। 'অবাক কাণ্ড! জাজ এমারিও দেখি রয়েছে তোমার সাথে!'

যত কম কথায় সম্ভব বর্তমান পরিস্থিতিটা ওকে জানাল জাজ। এরফানের বিপদের কথা জেনে একটা গালি দিয়ে জিভে কামড় দিল রে। ওখানে ফিলের উপস্থিতির কথা ওর মনে ছিল না।

'তাহলে এখন আমরা কি করব?' প্রশ্ন করল সে।

'মিস মাস্টারসন, আমি, আর এই প্যাচ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাহাড় থেকে

নেমে হোপের দিকে রওনা হচ্ছি; তুমি আর পল নিজেদের আউটফিট নিয়ে আমাদের অনুসরণ করো। কপাল ভাল থাকলে হয়ত আমরা সময়মত পৌঁছতে পারব।'

প্যাচকে দড়ির প্যাঁচ থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হলো; ডাকাত দুজনকে নিরস্ত্র করে এই এলাকায় আবার দেখা গেলে গুলি করে মারার হুমকি দিয়ে ছেড়ে দেয়ার পর পল আর রে নিজের নিজের র‍্যাঞ্চের পথ ধরল। বাকি তিনজন হোপের ট্রেইলের দিকে রওনা হলো।

মাথা নিচু করে নীরবে ঘোড়া ছোটাচ্ছে এমারি। সামান্য দেরি হলেও সে মেজাজ দেখাচ্ছে। ফিল বুঝতে পারছে যে জেমসের জন্যে দুশ্চিন্তাতেই লোকটা এমন করছে। জাজের দুশ্চিন্তা ওকেও গভীর ভাবে প্রভাবিত করল। মাত্র একবার সাহস সঞ্চয় করে ফিল ওকে প্রশ্নটা করেই বসল।

'এটা কি সত্যি যে জেমসই একসময়ে আউটল বিদ্যুৎ এরফান নামে পরিচিত ছিল?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে কখনও আউটল ছিল না। ওর নামে মিথ্যে কথা রটানো হয়েছিল। ওর আসল নাম এরফান জেসাপ। এখন সে গভর্নর ব্লেকের অধীনে ডেপুটি ইউ এস মার্শাল হিসেবে কাজ করছে,' বলল জাজ। 'তুমি যে জেমসকে পছন্দ করো না তা আমি জানি। কিন্তু আমি আশা করি একদিন তুমি ওকে সত্যিই ঠিকমত চিনবে, এবং বুঝবে আসলে ওর কাছে তুমি কতটা ঋণী।'

বুড়ো লোকটার স্বর অত্যন্ত কঠিন শোনাল। এবং তার কথার সুরেও ভর্ৎসনার আভাস সুস্পষ্ট। ফিল চুপ করে থাকল।

একুশ

এরফানের নাটকীয় ভাবে জেলে ফিরে আসায় সকাল থেকে শহরটা উত্তেজনায় একেবারে টগবগ করে ফুটছে। নতুন পরিস্থিতি অনেক নাগরিককেই বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

'ভিতরে ভিতরে কিছু একটা চক্রান্ত চলেছে,' কাভানার কাছে নিজের মত প্রকাশ করল ফেনটন। 'আজ এমন কিছু লোককে মদ খেতে দেখা যাচ্ছে যাদের কাছে কোনদিনই মদ কেনার মত পয়সা আগে ছিল না। আমার সেলুনেও আজ কিছু গ্রীজার এসেছে যাদের গতকালও পয়সা দিতে পারবে না জেনে আমি কান ধরে বের করে দিতাম।'

'ওই জেমস লোকটার ঘাড়ে কি ভূত চেপেছিল যে সে এভাবে আবার ফিরে আসতে গেল?' প্রশ্ন করল স্টোরকীপার।

'লোকটা ভাল মানুষ—পালাবার লোক নয়,' বলল সেলুন মালিক। 'কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে ন্যায় বিচার ও পাবে না।'

'তুমি ঠিক কথাই বলেছ। স্টোরের ওপর তুমি একটু নজর রেখো, আমি

কাম এগেইনে একটা ঢুঁ মেরে দেখে আসি আপটন ওখানে কি করছে
স্টোরের মালিক রাস্তা ধরে এগোবার সময়ে লক্ষ করল চার দিকেই অসন্তোষের নিদর্শন সুস্পষ্ট। পাঁচ-ছয়জনের ছোটছোট চক্রে উত্তেজিত তর্ক-বিতর্ক চলছে। প্রতি জটলার কেন্দ্রেই বার বির একজন বা দুজন লোক রয়েছে।

'বার্ট পুরো শহরের লোককে খেপিয়ে তুলছে. কিন্তু এর পিছনে উদ্দেশ্যটা কি?' নিজেকেই প্রশ্ন করল কাভানা।

সেলুনের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখল বারের সামনে উত্তেজিত খদ্দেরের ভিড় থেকে দূরে কোনায় একটা টেবিলে বার্ট একজন লোককে আপ্যায়ন করছে। লোকটা চিকন আকৃতির ভগ্ন চেহারার একটা মানুষ। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। গলায় নেক-টাইয়ের বদলে বাঁধা রুমালে। কাঁপা আঙুলে ওটা বাঁধার যথেষ্ট আভাস দেখা যাচ্ছে। ফোলা মুখ, আর চোখ দেখেই বোঝা যায় লোকটা মদে কতটা আসক্ত। লোকটার পরনে রয়েছে চকচকে কালো কোট। ট্রাউজার্স উঁচু বুটের ভিতর ঢুকানো রয়েছে। এই লোকটাই জাজ আপটন। নিজের যোগ্যতায় সে জাজের পদ অর্জন করেনি, রাজনৈতিক দড়ির টানই তাকে ওই পদে বসিয়েছে। অনেক অযোগ্যতা সত্ত্বেও আজও সে পদটা উঁচু মহলের প্রভাবেই বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কাভানা তাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে না-যদি শুনতে পেত তাহলে সে তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেত।

'তুমি খুব ভাল একটা সময়ে হোপে এসে হাজির হয়েছ, জাজ,' গ্লাসটা আবার ভরে দেয়ার সময়ে বলছিল বার্ট। 'ঠিক তোমার মত একটা লোকই এখন এই শহরের দরকার।'

নিজের চেয়ারে উৎসাহের সাথে সোজা হয়ে বসল আপটন। 'একজন জনসাধারণের নগণ্য সেবক হিসেবে নাগরিকদের স্বার্থে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব তা আমি করব, মিস্টার বার্ট,' বলল সে। 'আমি কিভাবে-?'

'এখানে বিচারের অপেক্ষায় একজন জঘন্য ক্রিমিন্যাল জেলে আটক রয়েছে,' ওকে জানাল বার্ট। 'লোকটা ভয়ানক প্রকৃতির-গতকাল সে জেল থেকে পালিয়েছিল, কিন্তু ওকে শেরিফ আবার ধরে এনেছে।' মিথ্যে কথাটা বলতে বার্টের মুখে একটুও বাধল না।

'ওর অপরাধটা কি?' প্রশ্ন করল আপটন।

'ও এখানকার ব্যাঙ্কটা লুট করার সময়ে ম্যানেজারকে গুলি করেছে, আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও সে খুন করেছে,' ঠাণ্ডা মাথায় কথাগুলো বলল বার্ট। 'এগুলো যদি যথেষ্ট না হয় তাহলে আরও অনেক চার্জ ওর বিরুদ্ধে আছে।'

'ঈশ্বর আমাদের মাথাপ্রতি মাত্র একটাই গলা দিয়েছেন, তাই একবার ফাঁসি দেয়াই একজনের জন্যে যথেষ্ট,' রসিকতা করে বলল আপটন। 'তুমি ওকে রাজধানীতে পাঠাচ্ছ না কেন?'

'পথে পালাবার সুযোগ দেয়ার জন্যে, নাকি সাজানো জুরির কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে, কারণ ওর খুঁটির জোর আছে বলে, অ্যা?' বার্ট পাল্টা জবাব দিল। 'না, স্যার, এই শহর নিজেদের বিচার নিজেরাই করতে সক্ষম। তোমাকে আগেই বলেছি, এই লোকটা সাংঘাতিক মানুষ। হয়ত তুমি শুনে

অবাক হবে যে এই লোকটাই আউটল বিদ্যুৎ এরফান।'

খবরটা শুনে আপটন সত্যিই অবাক হলো, তার শূন্য চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো। 'কিন্তু আমি শুনেছি লোকটা এখন গভর্নরের হয়ে কাজ করছে,' মন্তব্য করল সে।

'তাহলেই বুঝতে পারছ ওর খুঁটির জোর কোথায়,' বিজয়ের সুরে বলল বার্ট। 'তাহলে বুঝতেই পারছ কোথায় ওর জোর।'

'ওটা যদি ওর এখানেও থেকে থাকে–' সন্দিগ্ধ আপটন বলতে শুরু করেছিল।

কিন্তু বাধা দিয়ে বার্ট বলে উঠল, 'ওর তা নেই, ওর কেসটা একেবারে নির্ভেজাল সত্য, এর থেকে ওর বেরোবার কোন রাস্তা নেই। ওর বিরুদ্ধে সব সাক্ষ্য প্রমাণই আমাদের হাতে আছে; বলতে গেলে এই কেসটা একেবারে সমাপ্ত। তোমার কেবল ওর বিচার করতে হবে, জুরি আগে থেকেই বাছাই করে রাখা হয়েছে। তুমি কেবল বিচার করবে, বাকিটা জুরি দেখবে।'

এই অশুভ ইঙ্গিতে আপটন একটু চমকে উঠল। সে এমন কিছু মোটেও আশা করেনি।

'ভুলে যেয়ো না যে আমি যথার্থ আইন প্রয়োগ করার প্রতিনিধি।'

'তোমার কেবল বিচারের পরে ফাঁসির রায় দিতে হবে। একবার ওই আদেশ দেয়ার পর ওর কি ঘটে তা তোমার দেখার কোন প্রয়োজন নেই।'

কথাটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা বুঝে চোখ তুলে তাকিয়ে বার্টের কথার পুরো অর্থ বোঝার চেষ্টা করে বলল, 'তোমার ভোলা উচিত নয় যে আমি আইনের প্রতিনিধি, মিস্টার বার্ট।' মর্যাদা বজায় রাখার একটা বৃথা চেষ্টা করল আপটন।

'সেই কারণেই তো আমি তোমাকে এই বিচারের ভার নিতে বলছি,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চার। শোনো, জাজ এই শহরের লোকজন সবাই এই ডাকাতির ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে আছে। প্রায় সবাই টাকা হারিয়েছে–আমি কোনক্রমে ওদের এখনও ঠেকিয়ে রেখেছি। ওরা যদি সত্যিই খেপে ওঠে তাহলে লোকটাকে ধরে নিয়ে জোর করেই ফাঁসিতে ঝোলাবে। একজন শিক্ষিত এবং মাননীয় জাজ শহরে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যদি লোকটাকে বিনা বিচারে এভাবে মরতে হয়, যে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই কাজটা করতে পারত, সেটা কি ভাল দেখাবে?'

আপটন তার গ্লাসটা খালি করে কম্পিত হাতে ওটা আবার ভরল। পশ্চিমের অভিজ্ঞতা তার আছে; সে দেখেছে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলে জনতা কি করতে পারে। শহরে কিরকম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে এটাও তার অজানা নয়। যেকোন একটা স্ফুলিঙ্গ থেকেই বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে হলেও তার দেখা উচিত যেন ন্যায্য বিচার করে অপরাধীকে তার পাওনা সাজা দেয়া হয়। বার্টের পরের কথা তাকে মনোস্থির করতে সাহায্য করল।

'এর জন্যে অবশ্য দুশো ডলারের একটা পারিশ্রমিক দেয়া হবে,' বলল সে। 'অবশ্য তুমি যদি এমারির জন্যেই আমাদের–'

স্পারের খোঁচা খাওয়া ঘোড়ার মতই লাফিয়ে উঠল আপটন। বার্ট ভাল

করেই জানে যে এমারিকে মোটেও দেখতে পারে না লোকটা।

'তার কোন দরকার নেই, আমিই কেসটা নিচ্ছি,' বলল সে।

'খুব খুশি হলাম আমি, কারণ এমারি আসামীর বন্ধু,' বলল বার্ট। 'তাছাড়া এমারি এই এলাকায় মোটেও জনপ্রিয় নয়। এটা অনেকেরই ধারণা যে লেজি এম দখল করার চক্রান্তে সে-ও আসামীর সাথে জড়িত।'

অশুভ একটা আলো জ্বলে উঠল আপটনের চোখে। 'এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। সাধারণত পরিষ্কার পানির তলাতেই কাদা থাকে। তুমি বিচারটা কখন শুরু করতে চাও?'

'আধঘণ্টা পর,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চার। 'বেশি দেরি করাটা কোনমতেই নিরাপদ হবে না। আমি মালিককে টেবিল সরিয়ে জায়গা করার নির্দেশ দিচ্ছি।'

আপটন যে এখনই আসামীর বিচার করতে যাচ্ছে এই খবর দাবানলের মত শহরে ছড়িয়ে পড়ল। বেশিরভাগ লোকই সন্তুষ্ট হলো এতে। কারণ হোপে এর আগেও শহরে খুন হয়েছে এবং বিচারও হয়েছে, কিন্তু সরকারি জাজের বিচার কখনও হয়নি। তার সম্মানে বারটাকে যতটা সম্ভব কোর্টের রূপ দেয়ার চেষ্টায় কোন ত্রুটি রাখা হয়নি। জাজের ব্যবহারের জন্যে একটা টেবিল রাখা হয়েছে সামনে। ওটার দুপাশে কিছু চেয়ার রাখা আছে সমাজে সম্মানীয় লোকদের বসার জন্যে। একপাশে জুরিদের বসার জন্যে বারোটা চেয়ার সাজানো হয়েছে। জাজের টেবিল থেকে কিছুটা দূরে টেবিলের দিকে মুখ করে রাখা হয়েছে তিনটে চেয়ার; মাঝের চেয়ারে বসবে আসামী আর তার দুপাশে দুজন ডেপুটি পাহারায় থাকবে। ওটাই হবে কাঠগড়া। দর্শকের দল যে যেখানে পেরেছে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

যাকে গতরাতেই নির্মম ভাবে আঘাত করেছিল এরফান, সেই জেকই ওকে দরজার কাছে এসে হাসি মুখে সবার প্রথম খবরটা জানাল যে আজ রাতেই ওর বিচার হতে যাচ্ছে। চেহারায় রাগের কোন চিহ্নমাত্র নেই।

সে বলল, 'নিজেকে বাঁচানোর জন্যে কি যুক্তি দেখাবে তা এখনই ঠিক রাখো, জেমস, জাজ শিগগিরই তোমাকে ডেকে পাঠাবে।'

'তাহলে জাজ এমারি ফিরে এসেছে?' প্রশ্ন করল সে।

'না, আপটন তোমার বিচার করবে। তোমারই কপাল খারাপ, নইলে এই সময়ে সে এখানে এসে হাজির হতে যাবে কেন?'

এই সময়ে অন্য ডেপুটির গলা শোনা গেল। 'ওকে নিয়ে এসো, এইমাত্র নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ এসেছে।'

'মিছেই তোমার এতটা সময় নষ্ট করে দিলাম আমি,' দুঃখের সাথে বলল জেক। 'চলো, যাওয়ার পথেই না হয় কিছু ভেবে নিয়ো।'

অবশ্যই এরফানের মাথায় বিভিন্ন রকম চিন্তা চলছে। দুপাশে দুজন সশস্ত্র গার্ড নিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছে সে। গতরাতের ঘটনা আর সুযোগের কথা বিচার করে এরফান ভেবেছিল হুজুগে মেতে ওঠা জনতার হাতে ফাঁসিতে ঝোলা ছাড়া তার আর অন্যকোন বিপদ এই মুহূর্তে নেই; হয় হোপে এসে জাজ এমারি তার বিচার করবে, অথবা তাকে বিচারের জন্যে স্টেটের রাজধানীতে

পাঠানো হবে; কিন্তু এই মাতাল জাজের কাণ্ড ওর ভাল করেই জানা আছে, তাই তার হঠাৎ এখানে উপস্থিতি ওর কাছে মোটেও ভাল ঠেকছে না। এখন তার মনে হচ্ছে সে নিজের আউটফিটকে হোপ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ না দিলেই ভাল করত–কিন্তু এখন আর ওকথা ভেবে কোন লাভ নেই।

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রবেশে কামরায় গুঞ্জন বেড়ে উঠল। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে ধীর পায়ে হেঁটে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে হ্যাট খুলে সে নিজের আসনে বসল। ডেপুটি দুজন তাদের পিস্তল বের করে ওর দুপাশে তৈরি হয়ে বসল, কারণ এরফানের বাঁধন এখন খুলে দেয়া হয়েছে। সে প্রথমে জাজের দিকে একবার চেয়ে জুরিদের সবাইকে দেখল। ওদের আগেই বাছাই করে বসানো হয়েছে। সে নিজের অসহায় অবস্থা ভাল ভাবেই টের পাচ্ছে। ওদের বারোজনই বার্টের নিজস্ব লোক, এবং এই বিশেষ কারণেই ওদের বাছাই করা হয়েছে। ফেনটন, কাভানা, আর লরিকে সে দর্শকদের মধ্যে দেখতে পেল। আরও একজনকে খুঁজছে এরফান, এই সময়ে ইয়র্কিকে সে ঢুকতে দেখল। ওর পিছন পিছন ঢুকল বার বি র‍্যাঞ্চের চারজন লোক। ওর চেহারাই এরফানকে বুঝিয়ে দিল পুরো ঘটনা।

'ইয়র্কির মাথায় খুন চেপে আছে,' আঁচ করল সে। 'মনে হচ্ছে বিচারের কথা শুনেই ইয়র্কি লেজি এমের লোকজনকে আনতে যেতে ধরেছিল, পথে ওই চারজন ওকে বাধা দিয়ে জোর করে এখানে নিয়ে এসেছে। বার্ট এই বিচার কোন কারণেই পণ্ড হতে দিতে চায় না।'

জাজের টেবিলের দুপাশে পাগলা মার্টি আর তার কিছু লোকের সাথে বসে বার্ট। তার চোখ থেকে উপচে পড়া খুশি ঢাকার কোন চেষ্টাই করছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যাশা নিয়ে বারবার বার্ট দরজার দিকে তাকাচ্ছে। এরফান জানে লোকটা ভাবছে এই খুশির মধ্যে ফোরম্যান কেন এখনও উপস্থিত হচ্ছে না। এরফান মনেমনে একটু হাসল। জাজের টেবিলে কাঠের হাতুড়ির বাড়িতে কোর্ট নীরব হলো।

'এবার বলো, শেরিফ, আসামীর বিরুদ্ধে তোমার কি কি চার্জ আছে?' প্রশ্ন করল জাজ।

উঠে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে নিজেকে সম্মানিত প্রমাণ করার ব্যর্থ একটা চেষ্টা করল টেলর। আজ নিজের ওপর খুব সন্তুষ্ট সে।

'অপরাধীর বিরুদ্ধে অনেক চার্জই আছে, জাজ,' শুরু করল সে। 'মিস্টার মার্টিনকে হত্যার চেষ্টা, ব্যাঙ্ক-ডাকাতি এবং ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে গুলি করা, জ্যাক মাস্টারসনকে হত্যা, জেল থেকে পালানো–'

'ভাল, শুরু করার জন্যে এই কয়টাই যথেষ্ট,' ওকে বাধা দিয়ে বলল আপটন। 'আমরা ব্যাঙ্ক-ডাকাতি আর খুনের বিচারই প্রথমে করব। সে যদি ওগুলোতে অপরাধী প্রমাণিত হয় তাহলে বাকি সব মাফ করে দিলেও কোন ক্ষতি নেই।'

আপটনের তিক্ত রসিকতায় কামরার প্রায় সবাই হেসে উঠল। জাজ কেবল মুখ টিপে একটু হাসল।

'কোর্টে প্রথমে ডাকাতির বিচারই করা হবে। তোমার সাক্ষীকে হাজির করো, শেরিফ।'

ব্যাঙ্কার এগিয়ে এসে ডাকাতির বিবরণ দিল। জাজের প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা থাকায় কারও চেহারা সে দেখতে পায়নি বটে, কিন্তু উচ্চতা গড়ন আর পোশাকে সে এই লোকটাও হতে পারে। জেমস ডাকাতির আগে তার টাকা তুলে নিলেও গ্রেপ্তার হওয়ার আগে যে নোটগুলো সে ভাঙাতে এসেছিল সেগুলো ডাকাতি করা টাকা।

আপটনের কঠিন দৃষ্টি এবার বন্দির ওপর পড়ল।

'সাক্ষীকে তোমার কিছু জিজ্ঞেস করার আছে?' প্রশ্ন করল জাজ।

উঠে দাঁড়াল এরফান। 'নিশ্চয়,' বলে সাক্ষীর দিকে ঘুরে তাকাল সে। 'তুমি নিশ্চিত যে তোমাকে গুলি করেছিল সে আমার চেয়ে ছোট ছিল না?'

'নিশ্চয়,' জবাব দিল ব্যাঙ্কার। 'এখন তোমার দিকে চেয়ে মনে হচ্ছে যেন সে তোমার চেয়ে বরং কিছু বড়ই ছিল।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'তাহলে তুমি যখন তার চেহারা দেখতে পাওনি তখন সে আমার সমান বা আমার চেয়ে কিছু বড় ছিল।' ওর চোখ কামরার চারপাশে একবার ঘুরে এলো। 'যেমন ধরো, মিস্টার বার্টের মত?'

সাক্ষী জোর গলায় আপত্তি জানাল। 'প্রস্তাবটা সম্পূর্ণ অবাস্তব! তার পাঁচ হাজার ডলার আমার ব্যাঙ্কে জমা ছিল; সে এত দয়ালু মানুষ যে ওই টাকাও দাবি করেনি।'

'যদি সে নিজেই ডাকাতিটা করে থাকে তবে এতে তার কোন ক্ষতি হবে কি?' যুক্তি দেখাল এরফান। 'আর আমিই যদি ডাকাতি করি তবে আমি আবার টাকা তোলার কষ্ট কেন করতে যাব?'

'তুমি কেন তুলেছিলে?' প্রশ্ন করল জাজ।

পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করে জাজের হাতে দিয়ে ব্যাখ্যা করল এরফান। কাগজটা পড়ে দেখে জাজ ওটা জুরিদের পড়ে দেখতে দিল। ওরা সবাই একে একে ওটা পড়ে দেখার পর ওদের একজন তিক্ত স্বরে মন্তব্য করল, 'এত বড় একটা খবর তুমি কেন গোপন রেখেছিলে?'

ফেনটন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'জেমস ওই কাগজটা আমাকে আর টিমকে দেখিয়েছিল,' বলল সে। 'এর পিছনে কোন সত্য আছে কিনা তা আমাদের তিনজনের কেউই জানতাম না। কিন্তু কেউ ঝুঁকি নিতে চাইনি বলে আমরা দুজনও সেদিন আমাদের সব টাকা তুলে নিয়েছিলাম। কেউ কি বলতে চাও ওই ডাকাতিতে আমরাও জড়িত ছিলাম?'

'অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে কেউ দোষ দিচ্ছে না,' বলে উঠল আপটন।

যদিও আড়ম্বরের সাথে জাজের জবাবে অনেকেই প্রভাবিত হলো, কিন্তু এতে এরফানের ঠোঁটে একটা ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। 'ওখানেই তোমার ভুল হলো, জাজ, আমি অভিযোগ আনছি যে ওই তোমার পাশে বসা ব্ল্যাক বার্টই এই ডাকাতিটা করেছে। ওরই আমার বদলে এই জায়গায় বিচার হওয়া উচিত।

আমার কাছে এর প্রমাণও আছে!'

ওর এই মন্তব্যে দর্শকদের মধ্যে নড়াচড়া আর গলা বাড়িয়ে আরেকটু ভাল করে দেখার প্রবণতা বেড়ে গেল। এরফান নড করে সম্মতি দেয়ায় ফেনটন বার বি থেকে নেয়া নোট বইটা ওর দিকে এগিয়ে দিল। অভিযোগটা বার্ট তাচ্ছিল্যের সাথে হেসে উড়িয়ে দিল।

'কই, তোমার প্রমাণ বের করো,' চিৎকার করল সে।

হিসেবের বইটা উঁচু করে ধরল এরফান। 'এটা তোমার?' প্রশ্ন করল সে।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল র‍্যাঞ্চার। 'হ্যাঁ,' বলল সে, 'কিন্তু ওটা তোমার কাছে কিভাবে–'

'এর ভিতর লেখাগুলোও তাহলে তোমার?'

'অবশ্যই, কিন্তু ডাকাতির সাথে এর কি সম্পর্ক?'

'বলছি। ব্ল্যাক মাস্কের দল যখন আমার একজন লোককে তুলে নিয়ে যায় তখন ওকে ফেরত পেতে হলে আমাকে কি করতে হবে সেটা জানিয়ে একটা নোট রেখে গেছিল। সেটা এই খাতারই একটা নাম্বার লেখা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে লেখা হয়েছিল। এক নজরেই যে কেউ বলতে পারবে ছেঁড়া পৃষ্ঠার নাম্বার আর চিঠির পৃষ্ঠার নাম্বার আর হাতের লেখা হুবহু এক।'

কোর্টে কোন রকম শব্দ নেই। বই আর কাগজটা আপটনের দিকে বাড়িয়ে দিল এরফান। জাজ ওগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বার্টের দিকে চাইল. র‍্যাঞ্চার খুব দ্রুত চিন্তা করছিল; এবং জবাবটা যেন তার ঠোঁটের আগাতেই ছিল। সে চট করে জবাব দিল, 'ওই খাতাটা মাসখানেক আগে খোয়া গেছিল। ওটা হেনডন নামে একটা লোক আমার থেকে চুরি করেছিল, ওর আমার ওপর ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল। সে এখন লেজি এমে কাজ করে। লেখাটাও আমার লেখার চমৎকার অনুকরণ।'

'যেটা তুমি চিনতে অস্বীকার করেছিলে যখন আমি শেডিকে ধরে এনেছিলাম।' ওকে মনে করিয়ে দিল এরফান।

'ধ্যাৎ, ওটা আমি ভাল করে পরীক্ষাই করিনি,' মিথ্যা বলল বার্ট।

'অবশ্য বইটা চুরি যাওয়ার কথাটা সত্যি। ওটা গতরাতে আমি বার বি র‍্যাঞ্চহাউস থেকে নিয়ে এসেছি। তোমার জন্যে এটা আরও একটা চার্জ, শেরিফ,' হাসি মুখে বলল এরফান। 'আমি বার্টের দেরাজের তালা ছুরি দিয়ে খুলে এগুলো পেয়েছি। এগুলো কি তার ব্যাখ্যা মিস্টার রাস্টন ভাল দিতে পারবে।'

নোটের বান্ডিলটা ব্যাঙ্কারের দিকে বাড়িয়ে দিল এরফান। সে দেখল বার্ট আর আপটনের মধ্যে ফিসফিস করে কি যেন আলাপ হলো। জেসাপ বুঝতে পারছে এখানে তাকে যেকোন উপায়ে হারাবার উদ্দেশেই আনা হয়েছে; সম্ভবত লোকটা এখন জাজের ফি আরও বাড়িয়ে দিল। কিন্তু সে হাল ছাড়ার পাত্র নয়।

'তোমার এসব করার উদ্দেশ্যটা কি?' প্রশ্ন করল আপটন।

'এতে ব্যাখ্যা করার কিছুই নেই,' তিক্তস্বরে বলল সে। 'ওই বই আর নোটিসটাই প্রমাণ করছে যে বার্টই হচ্ছে ব্ল্যাক মাস্কের দলপতি। প্রমাণগুলো

সংগ্রহ করার পর স্বেচ্ছায় জেলে ঢুকতেও আমাকে ঝামেলা করতে হয়েছে। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীও ওর কথা সমর্থন করল। বার্ট তার চেয়ারে হেলান দিয়ে হাসল। সে সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে জেমসের ছাড়া পাওয়ার কোন উপায়ই নেই।

'চমৎকার, জেমস, তোমার বই চুরি করার বদলে নিজেই বই লেখা উচিত,' বলল সে। ওর রসিকতায় সবাই হেসে উঠল। সে সেলুন মালিকের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেই লোকটা অস্থায়ী ফোরম্যান হিসেবে বলে উঠল, 'শোনো, জাজ, এসব কথায় এই মামলা কোন দিকেই এগোচ্ছে না।'

'ঠিক আছে, এবার তাহলে খুনের কেসটার দিকে এগোই,' বলল আপটন। 'তোমাদের কি এ বিষয়ে কোন মতামত আছে?'

'কার খুন, আমার?' ব্যঙ্গ করে এই মন্তব্য করল এরফান। 'আসলে তা-ই এখানে হতে যাচ্ছে এটা সবাই জানে। কারণ তার মৃত্যুতে আমার কোন লাভ নেই। যে এটা প্রমাণ করতে পারত সেই জাজ এমারি আজ এখানে উপস্থিত নেই।'

'তাকেই তো তোমার সহযোগী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে,' কঠিন স্বরে ঘোষণা করল আপটন। 'এবং তাকে যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এতেও সেই রকমই ধারণা হয়। এই চাকরির জন্যেও সেই তোমাকে সুপারিশ করেছিল, তাই না?'

'ওর মাধ্যমেই মাস্টারসনের সাথে আমার পরিচয়,' স্বীকার করল এরফান।

'এবং তুমি ওই চাকরিতে যোগ দেয়ার পরপরই মাস্টারসনকে আর পাওয়া যাচ্ছে না,' বলে চলল জাজ। 'ওর রাইফেলটা তোমার কাছে কিভাবে এলো?' হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল সে।

এই প্রশ্নে এরফানকে হতভম্ব করে দেয়ার আশা করে থাকলে সে নিরাশ হলো। কারণ সাথেসাথেই সে মারিওকে হত্যা করে ওটা পাওয়ার কথা সরাসরি খুলে বলল।

'ওটা সম্পূর্ণ মিথ্যা!' চিৎকার করে উঠল বার্ট. ওকে কিছুদিন আগে মেক্সিকোতে দেখা গেছে—আমার ফোরম্যান তার সাক্ষ্য দিতে পারবে।'

ক্ষীণ একটু হাসল এরফান। ওই লোকটা যে আর কোনদিন ফিরে আসবে না এ ব্যাপারে সে নিঃসন্দেহ। পকেট থেকে আরও এক টুকরো কাগজ সে বের করল। ওটা আপটনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'এটা বার্টের সাথে ওর যোগসাজস থাকার কথা প্রমাণ করবে।'

ওটা এক নজর দেখেই বার্টের দিকে সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

'দেখা যাচ্ছে লেখালিখি তোমার বেশ প্রিয়। তুমি কি ওই গান পাওয়ার কথা আর কাউকে জানিয়েছ?'

'কেবল মিস মাস্টারসনকে,' জবাব এলো।

'এবং সে-ও নিখোঁজ; তোমার কথা যারা সত্য বলে প্রমাণ করতে পারে তাদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' জাজ রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল, 'আর কোন প্রমাণ আছে, শেরিফ?'

এটা শেরিফের জন্যে কর্তৃত্ব ফলাবার বিরাট একটা সুযোগ, যার জন্যে সে

আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে। সে গর্বের সাথে এগিয়ে এসে জানাল সে আর তার ডেপুটি বেসিন ধরে চলার পথে একটা ট্র্যাক দেখতে পেয়ে সেটা অনুসরণ করে কিভাবে নিখোঁজ র‍্যাঞ্চারের জামা-কাপড় খুঁজে পেয়েছে। একবারে একটা করে বের করে সে আপটনকে দেখাল। সবার শেষে সে বের করল ওই রাইফেলটা। এটা সে শেষ চমকের জন্যে রেখেছিল।

'এসবের নিচে আমরা পেয়েছি এই মোক্ষম প্রমাণ,' বলল সে। তারপর গর্বের সাথে চারপাশে তাকাল সে।

টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে কামরায়। 'তোমরা লক্ষ করো এর বাঁটে ওর নামও খোদাই করা আছে।'

'এটা কি তোমার?' রাইফেলটা এরফানকে পরীক্ষা করতে দিয়ে প্রশ্ন করল আপটন।

'হ্যাঁ, ব্ল্যাক মাস্করা আমাকে বন্দি করার সময়ে ওটা আমার থেকে কেড়ে নিয়েছিল; তবে তখন ওটায় কোন নাম খোদাই করা ছিল না,' বলল এরফান। 'তোমার লেখা যত ভাল, প্রিন্ট তত ভাল নয়, মিস্টার বার্ট।'

'জবাব খুঁজে বের করতে সে অত্যন্ত পটু, তাই না?' যাদের উদ্দেশে এই প্রশ্নটা করা হয়েছে, সেই জুরিরা সবাই হেসে সমর্থন জানাল।

ফেনটন এগিয়ে এসে হাত তুলে প্রতিবাদ জানাল। 'আমি এই ট্রায়েল ন্যায্য হচ্ছে বলে মনে করি না, কারণ এটা এত তাড়াহুড়া করে করা হয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার কেস ঠিকমত তৈরি করার কোন সুযোগই পায়নি বা তার সাক্ষীদেরও হাজির করতে সক্ষম হয়নি। বাদি পক্ষ ওর জ্যাককে মেরে ফেলার পেছনে কোন যুক্তিও দেখাতে পারেনি। এখানে যেসব নিদর্শন ওর বিরুদ্ধে রাখা হয়েছে তাতে ওকে একটা বোকা গাধা বলে দেখানো হয়েছে, কিন্তু আমরা সবাই জানি সে তা নয়। যে ব্যাঙ্ক থেকে ডাকাতি করা হয়েছে, সেই ব্যাঙ্কেই কোন পাগলে টাকা ভাঙাতে যাবে? আর সে যদি জ্যাককে খুন করেই থাকে তাহলে বদ্ধ পাগল না হলে কেউ কি তার ইনিশিয়াল করা রাইফেল ওই কাপড়ের তলায় রাখবে? আমি জুরির কাছে প্রশ্ন রাখছি, তোমাদের কি জেমসকে দেখে এতই বোকা মনে হচ্ছে?'

আপটনের জবাবটাও ফেনটনের প্রশ্নের মতই চৌকশ হলো।

'মিস্টার ফেনটন জেমসের বন্ধু, সুতরাং সে তার পক্ষে কথা বলবে এটাই স্বাভাবিক,' সে জুরিকে বোঝাল। 'কিন্তু সে যা জানে না, সেটা হচ্ছে অত্যন্ত চালাক ক্রিমিন্যালেরও মাঝেমাঝে এমন ভুল করে বসায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই–এমন অনেক কেসই আমি ডীল করেছি। এটা লেজি এম দখল করার একটা গভীর প্লট, তোমাদের যদি আরও নিদর্শনের প্রয়োজন থাকে–' বারের মালিক মাথা নাড়ল।

এবার বার্ট তার বোমাটা ফাটাল। 'তোমাদের মনে যদি এখনও কোন সন্দেহ থেকে থাকে তবে জেনে রাখো যে এই জেমস গ্রীনই হচ্ছে প্রসিদ্ধ আউটল বিদ্যুৎ এরফান।'

একটা শিস আর সভয়ে শ্বাস টেনে জুরিরা তাদের শঙ্কা প্রকাশ করল। বার

মালিক ওদের ফিসফিস করে কি যেন বলল। এতে ওরা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাদের আলোচনা করার কিছু নেই—আমরা রায় দিতে প্রস্তুত।'

'এবং তোমাদের রায়।'

'পুরোপুরি দোষী।'

আসামীর দিকে ফিরল জাজ। 'ওদের সিদ্ধান্ত তুমি শুনেছ, তুমি জুরির সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কিছু বলতে চাও?'

চোখ সরু করে আপটনের দিকে তাকাল সে। 'তুমি জাজ নামের একটা কলঙ্ক, স্যার,' শান্ত ঠাণ্ডা স্বরে বলল এরফান।

মন্তব্যটা আপটনের মোটা চামড়াও ভেদ করল। ক্ষিপ্ত স্বরে বলল আপটন, 'ন্যায্য বিচারই করা হয়েছে তোমার।' কিন্তু চেহারাটা একটু লাল হলো। ঠোঁটে একটা কুৎসিত ভাব ফুটে উঠল।

'তোমাকে যথার্থই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে,' বলল সে। 'এখন যা বাকি রয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার দণ্ডাদেশ দেয়া। তোমাকে যে সাজা আমি দিচ্ছি সেটা হচ্ছে তুমি না মরা পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলবে।' তারপর টেলরের দিকে ফিরে বলল, 'শেরিফ, ওকে ক্যাপিটালে নিয়ে এই সাজা যেন কার্যকর করা হয়, এটা দেখার ভার তোমাকে দেয়া হলো।'

সে ভাল করেই জানে এখন কি ঘটবে, তাই চতুরতার সাথে পুরো দায়িত্ব আরেকজনের কাঁধে চাপিয়ে আয়েশ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা চুরুট ধরাল। এক মুহূর্ত নীরবতার পর এই আদেশের তাৎপর্য যখন সবার মাথায় ঢুকল তখন মুখের সামনে থেকে খাবার কেড়ে নেয়া জন্তুর মতই গর্জে উঠল রুষ্ট জনতা। পাগলা মার্টি লাফিয়ে চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়াল।

'জাহান্নামে যাক ক্যাপিটাল! আমাদের এখানেও দড়ি আর গাছের কোন অভাব নেই। ওখানে ওর প্রভাব আছে; ওখান থেকে আগেও সে বেঁচে গেছে। আবারও হয়ত তাই হবে। ওকে আমরাই ফাঁসি দিতে পারব!'

'ঠিক বলেছ,' বলে উঠল আরেকজন। ওর সাথে সুর মেলাল আরও অনেকে।

বার্ট চুপ করে বসে আছে। ওর ঠোঁটের কোণে ঝুলছে নিষ্ঠুর একটা সন্তোষের হাসি। টেবিলে হাতুড়ি ঠুকে নিজে একটা কথা বলার সুযোগ করে নিল আপটন।

'শেরিফ, আইন রক্ষার জন্যে তুমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকবে,' সাবধান করল সে।

আবার চিৎকার শুরু হলো। সম্প্রতি লব্ধ মান-সম্মান হারিয়ে শেরিফকেই এখন অভিযুক্ত আসামীর মত দেখাচ্ছে। সাহায্যের আশায় অনুনয়ের চোখে বার্টের দিকে চাইল টেলর। লোকটা মাথা নেড়ে হাসল।

'ওটা তোমার কাজ, শেরিফ,' বলল সে।

'দড়ি আর ঘোড়া,' চিৎকার করল মার্টি। 'ওকে ধরে নিয়ে এসো, বয়েজ।'

হুড়োহুড়ি বেধে গেল। যদিও কিছু লোক ওদের ঠেকাবার চেষ্টা করল, লোকজনের ধাক্কায় ওরা আর শেরিফসহ ডেপুটিরা সরে যেতে বাধ্য হলো।

এরফানকে জোর করে ধরে খোলা রাস্তায় নামানো হলো।

'এবার কোথায়?' ডজনখানেক লোক প্রশ্ন তুলল।

'ওকে হার্ভির ওখানে নিয়ে চলো,' চিৎকার করে বলল মার্টি। 'ওখানকার ভূতগুলো আর একটা সঙ্গী পাবে।'

এরফানকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে ওর গলায় একটা দড়ির ফাঁস পরিয়ে দেয়া হলো। ওকে ঘিরে আছে পিস্তল হাতে বারোজন লোক। যাত্রা শুরু হলো; পশ্চিমের উচ্ছৃঙ্খল জনতার সাথে জেসাপ পরিচিত। সুতরাং এটাই যে তার জীবনের শেষ রাইড হবে তাতে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই।

যারা কোর্টরুমে ছিল তারা সবাই ওদের পিছু নিল। বার্ট যাচ্ছে শেরিফ আর আপটনের সাথে। জাজ যাচ্ছে কারণ সে জানে নিজের মান বাঁচাতে তাকে শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ করে যেতে হবে।

এরফানের চেহারা পাথরের মূর্তির মতই নির্বিকার। খেলায় সে হেরে গেছে, তাই তাকে এর মূল্যও দিতে হবে; যদিও সাজানো তাস দিয়ে খেলেছে ওরা।

ওখানে পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। মার্টিই লীড করছিল, সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে চিৎকার করে উঠল, 'আরে, ওখানে দেখছি আগে থেকেই একজন ঝুলছে!'

একনজর তাকিয়েই ডোভারকে চিনল বার্ট। 'ওকে দড়ি খুলে নিচে নামাও,' আদেশ দিল সে। তারপর বিষাক্ত দৃষ্টিতে এরফানের দিকে চেয়ে বলল, 'তাহলে এই কাজেই তুমি গতরাতে জেল থেকে বেরিয়েছিলে? এর উচিত সাজাই তোমাকে দেয়া হবে, ওর জায়গায় এখন তুমি ঝুলবে।'

'কাজটা বেআইনী হবে,' সাবধান করল আপটন। নিজের মান বাঁচাতে ওকে কথাটা বলতেই হলো।

গাছে উঠে ওকে দড়ি খুলে নিচে নামাল মার্টি।

এবার এরফানকে ঘোড়ার পিঠ থেকে টেনে নিচে নামানো হলো। আপটন লোক দেখানোর জন্যে শেরিফকে অনুরোধ করল ওদের ঠেকাতে। দোটানায় পড়ে শেরিফ কয়েক পা এগোল। তাকে বাধ্য হয়ে থামতে হলো কারণ তার মুখে পিস্তল ঠেসে ধরল ওদের একজন। সভয়ে পিছিয়ে এলো সে।

গাছ থেকে নেমে এসে আবার লীডারের ভূমিকা নিল মার্টি। সে এরফানের গলায় বাঁধা লম্বা দড়িটা ছুঁড়ে একটা ডালের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিচে নামাল। এরফান নির্বিকার চোখে ওকে ঘিরে দাঁড়ানো লোকগুলোর চেহারা একবার দেখল। ওদের পিছনে দেখা যাচ্ছে নিরুপায় অবস্থায় করুণ মুখে লরি দাঁড়িয়ে রয়েছে ফেনটন এবং আরও কয়েকজন সভ্য নাগরিকের পাশে। আপটন আর শেরিফ রয়েছে বার্টের পাশে। অদূরেই একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইয়র্কি। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যা ঘটছে তাতে ওর কোন কৌতূহল নেই। কিন্তু এরফান জানে, জীবন থাকতে সে ওকে মরতে দেবে না—শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে, তাতে যাই ঘটুক না কেন।

বাইশ

শহরের লোকজন তাদের মিশনে হার্ভির বাড়ির উদ্দেশে রওনা হওয়ার পরপরই নবাগত একটা লোক হোপে পৌঁছল। রাস্তা ধরে এগোবার সময়ে একটা লোকও তার চোখে না পড়ায় সে খুব অবাক হলো। একটা খোলা দরজার মুখে এক মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটা হ্যাট খুলে তাকে সম্মান জানিয়ে জানতে চাইল শহরে একটা লোককেও দেখা যাচ্ছে না কেন।

'হ্যাঁ, সব পুরুষই ফাঁসি দেখতে গেছে,' জানাল মহিলা। 'আট বছর বয়েসের ছেলে আমার, সেও ওদের সাথে যাবার বায়না ধরে বসেছিল। আমি মার দিয়ে ঠেকিয়ে না রাখলে সে-ও যেত।'

'ফাঁসি?' পুনরাবৃত্তি করল লোকটা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফাঁসি। আমার বিশ্বাস কথাটার মানে তুমি জানো,' জবাব দিল সে। 'আজই ওর বিচার হয়েছে। ওকে ফাঁসি দিতে নিয়ে গেছে ওরা। লোকটা দেখতে চমৎকার, আমার কাছে ওকে খারাপ লোক বলে মনে হয়নি; তবে চেহারা দেখে অবশ্য সবসময় লোক চেনা যায় না। ওরা বলে সে নাকি ব্যাঙ্ক লুট করেছে, তার বসকেও খুন করেছে।'

'তাহলে তার ফাঁসিতে ঝোলাই উচিত,' বলল স্ট্রেঞ্জার। 'তা ওই লোকটার নাম কি?'

'সে তো নিজেকে জেমস বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু ওরা বলে সে নাকি আউটল বিদ্যুৎ এরফান।'

কথাটা শুনে তার জিনের ওপর লোকটা সোজা হয়ে বসল। সে যখন আবার কথা বলল তখন তার স্বরটা তীক্ষ্ণ শোনাল।

'এই ফাঁসিটা কোথায় দেয়া হচ্ছে?'

'হার্ভির ওখানে। এখান থেকে বেশি দূরে নয়। কাছাকাছি এত গাছ থাকতে ওরা যে ওখানে কেন গেল তা আমি জানি না।'

পকেট থেকে একটা পাঁচ ডলারের নোট বের করে মহিলার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে লোকটা বলল, 'তোমার ছেলে যদি আমাকে পথ দেখিয়ে ওখানে নিয়ে যায় তবে আমি কথা দিতে পারি ওকে কোন ফাঁসি দেখতে হবে না।'

ছোঁ মেরে টাকাটা নিয়ে হাঁক দিল মহিলা। জবাবে খালি পায়ে একটা ছোট বাচ্চা কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলো।

'রেব, তুমি এই ভদ্রলোককে হার্ভির বাড়ি যাওয়ার পথটা চিনিয়ে দেবে। যদি শুনি তুমি ফাঁসি দেখেছ তবে তোমার পিঠের চামড়া আমি তুলে নেব,' সাবধান করল মহিলা।

ঝুঁকে বাচ্চাটাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল লোকটা। 'সবথেকে তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর পথটা দেখাবে। সময় মত পৌঁছে দিলে তুমি এক ডলার পুরস্কার

[illegible] যদি দেরি হয়ে যায়—'

কথাটা শেষ করল না সে, কিন্তু ওর স্বর থেকে মধুরতা বিদায় নিয়েছে, আর ওর তীক্ষ্ণ চোখেও কোন উষ্ণতা আর নেই।

*

পাগলা মার্টি নিজেকে এই নাটকের নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে নিলেও আসল নায়ক যে কে তা সবাই জানে। নিজের কোমরে হাত দুটো রেখে মার্টি এরফানের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে। মুখে একটা অবজ্ঞার হাসি

'তোমার সাথে আমার বিরোধটার শোধ আমি আজ সুদে-আসলে তুলে নেব, জেমস,' হিসহিসিয়ে বলল সে। 'তুমি ঝুলে পড়ার পর, এই চাবুক দিয়ে পিটিয়ে আমি তোমার সারা গায়ের চামড়া তুলে নেব!'

তবু বার্টের সম্মতির অপেক্ষায় আছে সে। এই সময়ে গাছের ফাঁক গলে তিনজন রাইডারকে বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে একজন চিৎকার করে উঠল, 'কারা যেন আসছে!'

ওদের দিকে এক নজর তাকিয়েই একটা গালি দিল বার্ট।

'ওকে ঝুলিয়ে দাও,' আদেশ দিল সে।

'খবরদার! বার্ট!' হুঙ্কার দিয়ে উঠল ইয়র্কি। 'ওই দড়িতে প্রথম টানেই তুমি মরবে, একই সাথে মরবে মার্টি!'

বার্ট ঘুরে তাকিয়ে দেখল দুহাতে দুই পিস্তল নিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ওদের দুজনকেই কাভার করে আছে ইয়র্কি।

'তুমি কে? এর মধ্যে তুমি কেন নাক গলাচ্ছ?' গর্জে উঠল র‍্যাঞ্চার।

'আমার নাম ইয়র্কি। আমি কেবল দেখতে চাই এখানে যেন কোন অন্যায় না করা হয়। তোমরা দশ মিনিট পরেও ওকে ফাঁসি দিতে পারবে। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই ওই লোকগুলো কি চায়। হয়ত ওরা ফাঁসিটা দেখতেই আসছে।'

ইয়র্কিকে ওদের কেউ সামনা সামনি না দেখলেও ওর নামটা পশ্চিমের অনেকেই শুনেছে। এবং ব্যাঙ্ক থেকে জেমসকে গ্রেপ্তার করার সময়ে ওদের অনেকেই দেখেছে লোকটা কত ফাস্ট। বার্টও নতুন কোন উপায় ভেবে বের করার আগেই রাইডার তিনজন এসে পৌঁছে গেল।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা সময় মতই এসেছি!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল এমারি। ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে মেয়েটাকে নামতে সাহায্য করল সে।

এক চোখে প্যাচ লাগানো তৃতীয় লোকটার দিকে কেউ নজর দিচ্ছে না। সবাই জাজ এমারি আর মেয়েটাকেই দেখছে। লোকটা নিচে নেমে বোকার মত এদিক ওদিক দেখছে। সোজা আপটনের দিকে এগিয়ে গেল জাজ এমারি।

'এর মানে কি, আপটন?' কঠিন সুরে প্রশ্ন করল সে। 'তুমি একটা অবৈধ লিঞ্চিঙে সাহায্য করছ, এমন একটা দৃশ্য আমাকে নিজের চোখে দেখতে হবে এটা আমি ভাবতেও পারিনি!'

'অবশ্যই না; আমি এখানে এসেছিলাম ঠেকাতে,' জবাব দিল সে।

'আর মিস্টার বার্ট? সে-ও কি প্রতিবাদ করেছে?'

আপটনের মুখটা লাল হয়ে উঠল। 'আমাকে সে সব রকম সাহায্য করেছে, আড়ষ্ট ভাবে বলল সে।

'এমনকি তোমাকে আসতে দেখে তার লোকজনকে জলদি কাজ শেষ করার আদেশও দিয়েছে,' বলে উঠল ফেন্টন।

'তাই নাকি!' ক্ষিপ্ত স্বরে বলল এমারি।

'আমি জানতাম না ওটা তুমি,' মিথ্যা বলে বার্ট সেলুন মালিকের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করল। 'আমি ভেবেছিলাম ওর র‍্যাঞ্চ থেকে একটা উদ্ধার পার্টি আসছে। আমরা কোন ঝামেলা চাইনি। যাই হোক, তোমার আসায় কোন কিছু বদলেছে বলে আমি মনে করি না। এখানে আমাদের যা খুশি করার মত লোকবল আছে।'

'ব্যাপারটা তোমার আবার ভেবে দেখা ভাল, কারণ আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তবে অনেক লোক এখনই এসে পৌঁছবে যাদের অনেক কথাই বলার থাকবে।'

অনেকগুলো ঘোড়ার দ্রুত ছুটে আসার শব্দ এখনই শোনা যাচ্ছে। বার বি মালিকের মুখটা এক্স টি আর লেজি এমের বারো-চোদ্দজন কঠিন লোককে ছুটে আসতে দেখে গম্ভীর হলো। কিন্তু সে ভাবছে যদি লড়তেই হয় তাহলে লোকবল তারও আছে। সে উদ্ধত ভাবে এমারির দিকে ফিরে বলল, 'বিচারের রায় হয়ে গেছে, এখন তোমার আর করার কি আছে?'

'হোপ আমার এলাকার মধ্যে পড়েছে, সুতরাং আমি নতুন ভাবে কেসটা বিচার করার আদেশ দিতে পারি,' জবাব দিল সে।

আপটনের মুখটা আবার লাল হয়ে উঠল। 'অপরাধী প্রমাণিত ব্যক্তির পুনর্বিচার নেহাত রীতিবিরুদ্ধ কাজ হবে,' যুক্তি দেখিয়ে প্রতিবাদ জানাল সে।

ইতোমধ্যে বিপক্ষের লোকজন পৌঁছে গেছে। ওরা এরফানকে জীবিত দেখে উল্লাসে চিৎকার করছে।

ওর কথার জবাবে এমারি বলল, 'একজন নিরপরাধ লোককে ফাঁসি দেয়াটা অনেক বেশি রীতিবিরুদ্ধ হবে।'

ফাঁসির সাজা প্রাপ্ত এই নাটকের নায়ক এরফান নির্বিকার চোখে দেখছে ঘটনা কোনদিকে গড়ায়। গলা থেকে ফাঁসটা খুলে যে গাছে ওকে প্রায় ঝুলিয়ে দেয়ার জোগাড় করা হয়েছিল তাতেই হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। ওর বন্ধুরা টিমের নিচু স্বরের নির্দেশে ঘোড়ার পিঠেই অর্ধচক্রাকারে মুহূর্তে অ্যাকশনে নামার জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। বার্টের পক্ষের লোকজনও তৈরি লড়াই শুরু হওয়ার জন্যে, কেবল একটা স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট।

'কেসটার পুনরায় বিচার কে করবে, আসামীর সহযোগী হিসেবে তুমি, নাকি নিরপেক্ষ জাজ আপটন?' টিপ্পনী কেটে প্রশ্ন করল বার্ট।

'তোমার ওই প্রশ্নের একটা মীমাংসা হয়ত আমি দিতে পারব, জেন্টলমেন,' শান্ত স্বরে বলল কেউ। এই লোকটাই শহরে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে দরজায় দাঁড়ানো মহিলার সাহায্য নিয়েছিল।

এমারি ঘুরে তাকিয়ে বক্তাকে দেখল। চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল

তার। 'গভর্নর ব্লেক!' অবিশ্বাসের সাথে বলে উঠল সে, 'জীবনে আমি কাউকে দেখে এত খুশি হইনি! তুমি হঠাৎ বিনা নোটিসে–'

শক্ত বেঁটে লোকটা কাঁধ উঁচাল। 'এমনি ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম,' বলল সে। তারপর পকেট থেকে একটা ডলার বের করে বাচ্চাটার হাতে দিতেই রেব ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে নেমে এক ছুটে বাড়ির পথ ধরল। গভর্নরের সাথে একই ঘোড়ায় চড়েছিল সে! কথাটা সবাইকে জানাতে হবে না? এই এলাকায় একটা ছোট বাচ্চার জন্যে এটা বিরাট একটা গর্বের বিষয়। ডলারটা তো ওর একটা ফাও পাওনা।

আপটনের দিকে চেয়ে ব্লেক নড করল, যার চেহারা এখন ঠিক পনিরের মতই সাদা দেখাচ্ছে। এবার ব্ল্যাক বার্টের দিকে তাকাল ব্লেক।

এমারি পরিচয় করিয়ে দিল। 'বার বির মালিক, মিস্টার বার্ট।'

'ওর কথা আমি শুনেছি,' অতি সাধারণ সুরে বলল ব্লেক, কিন্তু হাত মেলাবার জন্যে হাত বাড়াল না।

বার্টের রোদে পোড়া বাদামী রঙও কিছুটা ফেকাসে হলো। ঘটনার এই অস্বাভাবিক মোড়ের জন্যে সে মোটেও তৈরি ছিল না। প্রচণ্ড রাগে তার দম আটকে আসছে। কিন্তু বাধ্য হয়েই নিজেকে সংযত রাখতে হচ্ছে কারণ এখন তার জোর খাটিয়ে কিছু করার উপায় নেই। উদ্ধতভাবে আপটন নিজেকে বাঁচিয়ে বিচার কিভাবে করেছে, তার বিবরণ শুনল।

বোঝার ভঙ্গিতে নড করল গভর্নর।

'কেসটা আমি প্রয়োজন মনে করলে পুনরায় বিবেচনা করে দেখতে পারি, যদি কোন নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ তোমার কাছে থাকে, এমারি। সাধারণত এমন মনোরম পরিবেশে কোর্টের কাজ করার সুযোগ সচরাচর পাওয়া যায় না। হেঁটে এগিয়ে একটা উপড়ে পড়া গাছের গুঁড়ির ওপর বসল সে। 'আপাতত এটাই জাজের বেঞ্চের কাজ করবে। এবং ওই লেডিও এখানে বসবে। তবে জায়গা কম থাকায় বাকি সবার দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই।'

বুদ্ধিদীপ্ত চোখের অধিকারী লোকটা ছোট হলেও সবার মনকে প্রভাবিত করে ফেলেছে। সবাই গভর্নরের সামনে কিছুটা গোল হয়ে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে কিছু অসন্তুষ্ট চেহারাও যে দেখা যাচ্ছে না তা নয়। তবে কেউ সাহস করে প্রতিবাদ জানাল না। কেবল বার্ট নিচু স্বরে তার লোকজনকে আসামীর ওপর নজর রাখার নির্দেশ দিয়ে বলল, 'ও এখনও নির্দোষ প্রমাণিত হয়নি।'

'ও যখন স্বেচ্ছায় জেলে ফেরত গেছিল আমার মনে হয় না সে পালাবে, মিস্টার বার্ট,' মন্তব্য করল গভর্নর। 'কিন্তু সে আমার বাম পাশের ঘেরের ভিতর থাকবে। তুমি যদি ওর মুখোমুখি উল্টোপাশে দাঁড়াও তবে তুমি নিজেই ওর ওপর নজর রাখতে পারবে।'

র‍্যাঞ্চার একটু ভুরু কুঁচকাল, কিন্তু যা বলা হয়েছে তাই করল; এরফান লক্ষ করল সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, ইয়র্কি ঠিক সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল।

গভর্নর আপটনের দিকে ফিরে বলল, 'বন্দি যেসব প্রমাণ কোর্টে জমা দিয়েছিল সেগুলো আমি দেখতে চাই।'

দুটো লেখা গভীর মনোযোগ দিয়ে মিলিয়ে দেখে ব্লেক বলল; 'এগুলো কি তোমার কাছে নকল বলে মনে হয়?'

'এতে মনে হওয়ার কি আছে—আমি জানি ওগুলো নকল,' আপটন জবাব দিল।

'খুব দক্ষ হাতের নকল বলতে হবে,' ব্লেকের কথায় কুঁকড়ে গেল আপটন। 'এবার তোমার কথা শোনা যাক, এমারি।'

জাজ খুব সংক্ষেপে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে বার বির মালিকের সাথে সাক্ষাতের বিবরণ দিল।

'ওই আউটলদের ওপর তোমার এই প্রভাব থাকার কি কারণ?' বার্টের দিকে তাকাল গভর্নর।

'ওদের চীফ তার জীবন রক্ষার জন্যে আমার কাছে ঋণী।'

'তুমি বিফল হয়ে হোপে ফিরে ওদের উদ্ধার করার কোন ব্যবস্থা কেন নেওনি?'

'আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম—সেটাই ছিল শর্ত—কাউকে কথা দিলে সেটা আমি রক্ষা করি।'

'ওই ডলার বিলগুলো তুমি কোথায় পেলে?' পরবর্তী প্রশ্ন এলো।

'ওগুলো আমার কাছে কখনও ছিল না, জেমস মিথ্যা বলেছে যে সে ওগুলো আমার দেরাজে পেয়েছে,' জবাব দিল বার্ট।

র‍্যাঞ্চার তার আত্মবিশ্বাস ধীরেধীরে ফিরে পাচ্ছে। অবজ্ঞায় তার ঠোঁট বাঁকা হয়ে উঠেছে। এমারির ইশারায় চোখে ঠুলি পরা লোকটা এগিয়ে এলো। কিন্তু টুপি পরেই আছে দেখে জাজ ওকে ধমক দিল। 'এই লোক এই টেরিটোরির গভর্নর, টুপি নামাও!'

'যদি গভর্নর আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে দয়া করে ক্ষমা করে তাহলে ওটা আমি আরও কিছুক্ষণ মাথায় রাখতে চাই,' বলল সে।

ব্লেক হাত নেড়ে এমারিকে থামিয়ে দিল। 'তাতে কিছু ক্ষতি নেই, তুমি তোমার যা বলার বলো, তবে কথাগুলো সত্যি হওয়া চাই।'

লোকটার নিচু করে টেনে নামানো হ্যাট আর দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে বার্ট, আগে সে লোকটাকে ভাল করে খেয়াল করে দেখেনি; কিন্তু এখন ওর মনে হচ্ছে ওই লোকও ব্ল্যাক মাস্কেরই একজন সদস্য।

লোকটা তার কথা শুরু করল, 'আমি ব্যাঙ্ক ডাকাতি থেকেই আমার কথা শুরু করছি। যদিও এটাই আসল শুরু নয়,' বলল সাক্ষী। নিচু স্বরে কথা বললেও গলা কর্কশ হওয়ায় সবাই ওর কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। 'যে-দুজন ব্যাঙ্কে ঢুকেছিল তাদের মধ্যে আমি একজন। বাইরে যে ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিল সে মারা গেছে,' কথাটা শুনে স্বস্তির শ্বাস ফেলল বার্ট। 'তবে রাস্টনকে আমি গুলি করিনি।'

'তবে কে করেছে?' প্রশ্ন করল গভর্নর।

আঙুল তুলে দেখাল সাক্ষী। 'বার্ট,' জবাব দিল সে।

বেশ কিছু নাগরিকের মুখ থেকে অবাক হওয়ার শব্দ বরিয়ে এলো, আবার

অনেকে হেসেও উঠল। অভিযুক্ত লোকটার হাসিই সব থেকে জোরালো শোনালো।

'অথচ ডাকাতির আধঘণ্টার মধ্যেই আমি শহরে পৌঁছে ডাকাত ধরার জন্যে পাস জোগাড় করায় ব্যস্ত ছিলাম,' বলল সে।

'হ্যাঁ, কারণ শহর ছেড়ে এক মাইল দূরে গিয়েই তুমি পোশাক আর ঘোড়া বদলে ঝোপের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে শহরে ফিরে এসেছিলে। আমি জানি; কারণ আমি তোমার পিছনেই ছিলাম,' শান্ত স্বরে বলল লোকটা।

'এটা একটা ডাহা মিথ্যে কথা, আমি তোমার–'

'লোকটাকে তার কথা শেষ করতে দাও; তোমার কথা আমি পরে শুনব, বার্ট,' ওকে বাধা দিয়ে বলল ব্লেক। খাতা এবং লেখা, যেগুলোকে বার্ট মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়েছিল সেগুলো ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে আবার বলল, 'এগুলো সম্পর্কে তুমি কি জানো?'

'ওগুলো বার্ট নিজে লিখেছে,' কোন দ্বিধা না করে বলল সে। 'মারিওকে সে জেমসকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিল, কিন্তু ওকে অ্যামবুশ করে মারতে গিয়ে সে নিজেই মারা পড়েছে।'

'মারিও এখনও বেঁচেই আছে!' প্রতিবাদ করল বার্ট।

'আমি নিজে ওকে গুলি খেয়ে মরতে দেখেছি,' সাক্ষী বলে চলল অবিচল স্বরে। 'বার্টের আদেশেই মিস মাস্টারসনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওই সময়েই জেমসের টাকা সরিয়ে ডাকাতির টাকা রেখে ওই টাকা বার্টকে দেয়া হয়, বার্ট নিজেই ব্ল্যাক মাস্ক দলের লীডার।'

ভর্ৎসনার সুরে হাসল বার্ট।

'তুমি নিজের বন্ধুকে বাঁচাবার জন্যে চোর এবং আউটল বলে স্বীকৃত ওই লোকটাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছ, এমারি।'

জাজ তার জবাবটা গভর্নরকে দিল। 'আমি জানতাম না এই লোকটা কি বলবে। সে আমাদের পালাতে সাহায্য করার পর নিজেই আমাদের সাথে শহরে আসতে চাইল, কিন্তু এর কোন কারণ সে আমাদের বলেনি।'

মাথা ঝাঁকাল ব্লেক, কিন্তু ওর চোখ এবং চেহারা ঠাণ্ডা আর নির্বিকার থাকল। কারণ এখন সে একজন জাজ, বন্ধু বা শত্রু না বেছে তাকে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করতে হবে।

'তুমি মাস্টারসন সম্পর্কে কি জানো?' প্রশ্ন করল সে।

'অনেক কিছুই জানি,' বলল লোকটা। 'আমি জানি তার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সে একেবারে ভেঙে পড়েছিল। সব ভুলে থাকার জন্যে কিছু কঠিন লোকের সাথে ভিড়ে সে মদ খাওয়া আর জুয়া খেলা শুরু করল। একদিন ডেজার্ট এজে একটা স্টেজ ডাকাতির ঘটনা ঘটল। স্টেজের ড্রাইভার তাতে মারা পড়ল। হয়ত ওই ঘটনার কথা এখনও কিছু লোকের মনে আছে।'

সবাই একযোগে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

'ভাল, মাস্টারসন যাদের সাথে মিশত ওই কাজটা সেই দলের লোকেরাই করেছিল,' বলে চলল লোকটা। 'ওই ঘটনার পরদিন সকালে মাস্টারসন যখন

তার মাতাল অবস্থা কাটিয়ে উঠল তখন সে শুনল ওই রেইডে সে কেবল অংশই নেয়নি, স্টেজ ড্রাইভারকেও সে-ই হত্যা করেছে। এই মর্মে লেখা একটা বিবৃতিও ওকে দেখানো হলো, যেটাতে ওদেরই দলের একজনের সই রয়েছে। যার কাছে সেই কাগজটা আছে সে তাকে অভয় দিল যে ওটা কোনদিন ব্যবহার করা হবে না, কেবল দলের নিরাপত্তার জন্য ওটা রাখা হয়েছে। তোমরা সবাই জানো যে ওই ডাকাত দল আর ধরা পড়েনি।

'এই ঘটনার প্রচণ্ড ধাক্কা মাস্টারসনকে আবার সোজা পথে নিয়ে এলো। সে আবার তার র‍্যাঞ্চে ফিরে গেল বটে, কিন্তু ওই মর্মান্তিক অপরাধ করার অনুশোচনা তাকে কুরেকুরে খেতে শুরু করল। সেইসাথে যার কাছে ওই কাগজটা ছিল সে-ও তাকে শুষে খেতে শুরু করল।'

এতগুলো কথা বলে একটু থামল লোকটা। সবাই নীরব রয়েছে, কেবল পাখির ডাক আর মাঝেমাঝে মাটিতে ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। বার্টের আগের সেই আত্মবিশ্বাস আর এখন নেই। অবিশ্বাসের চোখে সে লোকটার দিকে চেয়ে আছে। আবার বলতে শুরু করল সে।

'প্রথম দিকে কেবল ছোট অঙ্কের টাকা দাবি করা হত। কিন্তু টাকার অঙ্ক ক্রমেই বাড়তে শুরু করল। শেষে যখন টাকা ফুরিয়ে গেল তখন সে গরু দাবি করা আরম্ভ করল। যখন মাস্টারসন বুঝল ওই বন্ধুবেশী জোঁকের নজর ওর মেয়ের ওপর পড়েছে, তাকে শেষ করে লোকটা তার মেয়েকে বিয়ে করে র‍্যাঞ্চটাও দখল করতে চাইছে তখন তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল; একজন বিশ্বাসী আর যোগ্য লোকের হাতে র‍্যাঞ্চের ভার তুলে দিয়ে সে যদি অদৃশ্য হয় তাহলে আর কাউকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারবে না ওই লোক। এবং তা-ই সে করল।'

'এই ব্ল্যাকমেইলারের নাম কি?' প্রশ্ন করল গভর্নর।

আবার আঙুল তুলে দেখিয়ে সে শান্ত স্বরে বলল, 'বার্ট।'

র‍্যাঞ্চার আগেই টের পেয়ে জবাবের জন্যে তৈরি হয়েই ছিল। সে বলে উঠল, 'এমারি, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না, তুমি সত্যিই চমৎকার একটা চক্রান্ত ফেঁদেছ। কিন্তু কথা বলা খুব সহজ। এতে কিছুই প্রমাণ হয় না।' এবার সে প্যাচের দিকে ফিরল। 'তুমি ওর সম্পর্কে এত কিছু কিভাবে জানো? হয়ত তুমি নিজেই ওকে খুন করেছ।'

আউটল এবার জবাব দিতে একটু সময় নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এক অর্থে তোমার কথাটাই ঠিক।' লেজি এমের লোকজনের মধ্যে উত্তজিত হয়ে ওঠার স্পষ্ট একটা ভাব দেখা গেল। পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে হো হো করে হেসে উঠল লোকটা। 'ঠিক আছে, বয়েজ,' ওর স্বর থেকে এখন কর্কশ ভাবটা পুরো বিদায় নিয়েছে। 'এত উত্তেজিত হয়ে ওঠার কোন কারণ নেই। তোমাদের বসকে আমি আবার ফিরিয়ে আনছি। একটানে হ্যাট খুলে চোখ থেকে ঠুলি সরিয়ে ফেলে সে ডাকল, 'ফিল!'

যাকে দেখার আশা সে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল তাকেই চোখের সামনে

দেখে নিজের চোখকেই ওর বিশ্বাস হচ্ছে না।
'ড্যাডি!' বলে বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

তেইশ

ব্ল্যাক বার্টের কাছে জ্যাকের এভাবে ফিরে আসাটা একটা বিরাট ধাক্কা। পুরো খেলাতেই হেরে গেছে সে। সাজানো তাস দিয়ে খেলেও তাকে এভাবে হারতে হবে এটা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। পালাবার মতলবে সে গুটিগুটি পিছনে সরতে শুরু করল; কিন্তু কয়েকগজ মাত্র সরেছে এই সময়ে কে যেন বলল:

'সবার থেকে বিদায় না নিয়ে এভাবে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে, বার্ট? তোমাকে যে সবার থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হবে।'

বার্ট ঘুরে দেখল কথাটা ইয়র্কি বলেছে। ওর হাত দুটো ঢিলে ভাবে পিস্তলের বাটের কাছে ঝুলছে। ওর সরু চোখ আর শক্ত চোয়ালে কেবল হুমকিটা প্রকাশ পাচ্ছে।

গভর্নরের গলা শোনা গেল। 'আমার মনে হয় জ্যাকের সব কথা শেষ হয়নি,' বলল সে।

একহাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে সে শুরু করল। 'আর বেশি কিছু আমার বলার নেই—তবে যেটুকু আছে সেটা আমার কাছে অনেক। লেজি এম ছেড়ে বেরিয়ে আমি সোজা সিঙ্কে গেলাম। ওখানে আমি আগে থেকেই ঘোড়া, খাবার, আর জামা-কাপড় রেখে এসেছিলাম। একটা খরগোস মেরে তার রক্ত জিনে লাগিয়ে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে পোশাক বদলে কাপড়গুলো একটা ঝোপে লুকিয়ে রেখে অন্য ঘোড়া নিয়ে আমি রওনা হয়ে গেলাম।'

'রাইফেলটাও রাখলে কাপড়ের তলায়,' শেরিফের দিকে চেয়ে মন্তব্য করল এরফান। টেলর চোখ নামিয়ে নিল লজ্জায়।

'না, ওটা আমি ঘোড়ার পিঠে খাপেই রেখে দিয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম সবাই ভাবুক আমি মরে গেছি। ভাল কথা, তুমি আমার লেখা নোটগুলো পেয়েছিলে তো, জেমস?'

'হ্যাঁ, ওগুলোর জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

'নিজের সম্পত্তি রক্ষা সবাই করতে চায়। শেডি ছিল ওখানের অস্থায়ী বস্, কিন্তু আসল বস্ ছিল বার্ট।'

কাঁধ উঁচাল বার্ট। 'হ্যাঁ, আমি কি নিজের লোককে ধরিয়ে দিতে পাসি নিয়ে বেরিয়েছিলাম নাকি?'

'যাদের টিকিটাও তুমি খুঁজে পাওনি,' রুষ্ট স্বরে মনে করিয়ে দিল ফেনটন। 'সেদিন পাসির সাথে আমিও ছিলাম।'

ফাঁদে পড়া জন্তুর মত বার্ট গভর্নরের দিকে চাইল। সে বুঝতে পারছে হোপে তার রাজত্বের দিন শেষ।

তবু সে একটা শেষ চেষ্টা করল। 'এগুলো সব একগাদা মিছে কথা, ওই লইয়ার লোকটাকে জেমস লেজি এম গ্রাস করতে সাহায্য করছে,' বলল বার্ট।

ওর কথায় হো হো করে হেসে উঠল জ্যাক। 'আসলেই তোমার মাথা মোটা, বার্ট, জেমস র‍্যাঞ্চ গ্রাস করার চেষ্টা করবে কেন, সে তো ধরতে গেলে এখনই ওটার মালিক। ওর কাছে র‍্যাঞ্চ মর্টগেজ রেখে, আমি তো তোমাকে ওর টাকাই এতদিন দিয়ে এসেছি। অবশ্য সে আমার ফোরম্যান হয়ে আসার সময়ে এটা আমি জানতাম না। আসলে বিরাট ধনী লোক জেমস, একটা সোনার খনিও আছে ওর।'

নিষ্ঠুর হাসার চেষ্টা করল বার্ট। 'তুমি নিজেকে খুব চালাক মনে করো, না? কিন্তু মনে রেখো তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার মত যথেষ্ট প্রমাণ এখনও আমার হাতে আছে।'

'ওই লেখাটা যে মিথ্যে এর প্রমাণ এমারির কাছে আছে,' বলল জ্যাক।

এমারির হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়ে দেখে গভর্নর কঠিন দৃষ্টিতে বার্টের দিকে চইল।

'এটা মৃত্যু শয্যায় শুয়ে সই করা জনের একটা বিবৃতি। মরার আগে সে সব কথা স্বীকার করে গেছে। এতে সে বলে গেছে তার গুলিতেই স্টেজ ড্রাইভার মারা গেছিল, কিন্তু তোমার প্ররোচনায় জ্যাক ওই রেইডে উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও সে ওটা লিখে দিতে বাধ্য হয়েছিল।'

বার্ট কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে শেষে ব্লেকের কঠিন দৃষ্টির সামনে মিইয়ে গেল। সে ওই গাছের ডালটার ওপর থেকে আর চোখ সরাতে পারছে না দেখে ওর মনের কথা বুঝেই এরফান বলল, 'অনেক বছর আগে তুমি ওই ডালেই নিরপরাধ এক বুড়োকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলে,' কঠিন স্বরে বলল এরফান।

নিজের শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে ভেজাবার চেষ্টা করে বার্ট বলল, 'এর কোন প্রমাণ নেই।'

হেনডনকে দেখিয়ে এরফান বলল, 'ওই লোকটাও তখন তোমার সাথে ছিল। কিন্তু সে প্রতিবাদ করেছিল বলে ওকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তোমার সাথে সেদিন আর যারা ছিল তুমি জানো তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে, বার্ট।'

নির্ভীক হয়েও একটা অজানা ভয়ে শিউরে উঠল বার্ট। 'ওকে আমি বরখাস্ত করেছি–সুতরাং সে যা খুশি বলতে পরে,' যুক্তি দেখাল। 'তাছাড়া এটা কেবল তার কথার বিরুদ্ধে আমার কথা।'

'না, ওই ঘটনার আরও একজন প্রত্যক্ষদর্শী আছে।'

লরিকে এরফানের ইশারায় এগিয়ে আসতে দেখে বার্টের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো। 'ও? সে তো তখন ছোট বাচ্চা ছিল!'

এখন সে যা চেয়েছিল তার সবই পাবে এই ছেলেটা। বিদ্বেষে আর রাগে খেপে উঠল বার্ট। 'তখনই ওকে আমার শেষ করে দেয়া উচিত ছিল,' বলে ক্ষিপ্র হাতে পিস্তল বের করে সে লরির বুকে তাক করল। ওদিকে শঙ্কায় চিৎকার করে

ঠেলে দিল। কিন্তু সে ট্রিগার টেপার আগেই এরফানের হাত থেকে একটা পিস্তল গর্জে উঠল; শূন্যে হাত ছুঁড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শিথিল বার্ট।

এরফান একটু সামনে ঝুঁকে শত্রুকে এক নজর দেখে ইয়র্কির পিস্তল ওকে ফেরত দিয়ে দিল। অপ্রত্যাশিত ঘটনার পর নীরবতার মাঝে ব্যর বির একটা লোক ঝুঁকে দেহটা পরীক্ষা করে দেখল।

'ঠিক দুই চোখের মাঝখানে, তাও আরেকজনের খাপ থেকে একটা পিস্তল তুলে নিয়ে! বিদ্যুৎ এরফান? তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বস্‌কে মরণে টেনেছিল।

*

ওই সন্ধ্যাতেই এরফান যখন তার জিনিসিপত্র গোছাচ্ছে তখন একটা মুখ তার খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিল।

'বাবা জিজ্ঞেস করেছে তুমি কি আজ আমাদের সাথে সাপার খাবে?'

ফোরম্যান মুখ তুলে চাইল। চেহারাটা গম্ভীর, কিন্তু ওর চোখের কোণে কৌতুকের হাসি।

'আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু আজকের এই শেষ রাতে আমি আমাদের আউটফিটের সাথেই খেতে চাই,' জবাব দিল সে।

মেয়েটা খুশিতে হেসে উঠল। 'আমি জিতেছি,' বাইরে দাঁড়ানো কাউকে চিৎকার করে জানাল সে। 'লরির সাথে আমি দশ ডলার বাজি ধরেছিলাম। আমি জানতাম তুমি ঠিক এই কথাই বলবে।'

এরফান দরজার সামনে এসে লরিকে খুঁটিয়ে দেখে মন্তব্য করল, 'আমি জানি না কেন, আমার তো ওকে দেখে মনে হচ্ছে ও হেরেই যেন বেশি খুশি হয়েছে!'

ফিলের মুখটা গোলাপী হলো। 'কিছুকিছু সময় আছে যখন আমার তোমাকে মোটেও ভাল লাগে না।' মুখে ওকথা বললেও ওর চেহারা কিন্তু অন্য কথা বলছে।

'অথচ দেখো আমিই তোমাকে বাজিটা জিতিয়ে দিলাম!'

'ওহ্, তুমি একটা সাংঘাতিক বাজে লোক। লরি, তুমি ওকে জলদি নিয়ে এসো, দেরি করলে ড্যানিয়েল খেপে যাবে। সে আস্ত একজন গভর্নরকে খাওয়াবার সুযোগ কোনদিন পায়নি, তাই ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব তটস্থ হয়ে আছে।'

মেয়েটা লাফাতে লাফাতে আগে আগে চলল, পেছনে ওরা ওকে ধীর গতিতে অনুসরণ করল।

'এরফান,' বলল লরি, ওর গলার স্বর আবেগে কাঁপছে, 'আমি ওই মেয়ের যোগ্য নই।'

কথাটাকে হালকা করার উদ্দেশ্যে জেসাপ হেসে বলল, 'তুমি কি মনে করেছ আমাকে তুমি কোন নতুন খবর শোনাচ্ছ?'

খাবারটা লেজি এমের জীবনে সবথেকে সুস্বাদু খাবার ছিল। খাওয়ার শেষে জাজ এমারি গভর্নরকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, তোমার হঠাৎ এখানে এসে হাজির

হওয়াটা কি সত্যিই দৈবাৎ?'

শক্ত বেঁটে লোকটার চোখ দুষ্টুমির হাসিতে ভরে উঠল। 'তোমার মত ঝানু পোকার খেলোয়াড়কে ধোঁকা দেয়া কঠিন, জাজ,' জবাব দিল সে। 'হয়ত এদিকে কোন মরিয়া আউটলর খবর আমার কানে এসেছিল—' এরফানের দিকে চেয়ে হাসল সে—'কিংবা হয়ত বার্টের কুকীর্তির খবর আশাতীত ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।'

ওই বিষয়ে এর চেয়ে বেশি আর কিছুই বলল না সে।

খাবার শেষে গভর্নর উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এখানে আমার কিছু বক্তব্য আছে। অবশ্য এটা আমার বিচার শেষ হওয়ার পরেই সব শহরবাসীর সামনে ঘোষণা করা উচিত ছিল, তবে আমার মনে হয় যেহেতু এখানে শহরের সব গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত আছে, এটা এখন বলাও অযৌক্তিক হবে না। আমি আমার বিচারে এই রায় দিচ্ছি যে, যেহেতু বার্টের কোন ওয়ারিস নেই, তাই আমি ওর র‍্যাঞ্চ এবং সব সম্পত্তি ওর চক্রান্তের প্রধান শিকার হওয়ায় এই স্টেটের গভর্নর হিসেবে লরিকেই দিয়ে যাচ্ছি।' কথা শেষে প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি আর করতালির মাধ্যমে সবাই তাকে সমর্থন করল। এবার সে জাজ এমারির দিকে চেয়ে বলল, 'এই সব বাজেয়াপ্ত কাগজপত্র ঠিকঠাক করে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নেয়ার দায়িত্ব আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম, এমারি, তবে এরফান যখন এখানে থাকতে পারছে না, তখন আমি লরিকে যে বাঁচিয়েছে তাকেই তার ফোরম্যান করা, এবং জাজ, জ্যাক আর ফিলকে যে বঁচিয়েছে, সেই অভিজ্ঞ লোককেই এই র‍্যাঞ্চের প্রধান নির্বাচিত করার পরামর্শ দিচ্ছি।' বলেই সে তার বক্তব্য শেষ করল। হর্ষধ্বনি আর সমর্থনের মধ্যে তার বক্তব্য শেষ হলো।

পরে সবার অলক্ষে নিরিবিলি বসে লরি আর ফিল দেখল জেমস তার কামরার বাতি জ্বালিয়ে কামরার বাইরে এসে একটা সিগারেট ধরাল। একটা ধূসর ঘোড়া পায়ে পায়ে এগিয়ে ওর পায়ে নাক ঘষল। ওকে আদর করে দিয়ে এরফান বলল, 'কালই আমরা বাড়ির পথে রওনা হব, গ্রে, রাকা আমার আর ওই ইয়র্কির পথ চেয়ে বসে আছে।'

*

কয়েকদিন পরেই লরি আর ফিলের নামে একটা বড় চিঠি এলো। তার ভিতরে রয়েছে কতগুলো দলিল আর একটা ছোট্ট চিঠি। শুভ বিয়েতে অংশ নিতে পরলাম না—আমার তরফ থেকে তোমাদের বিয়ের উপহার হিসেবে এই মর্টগেজগুলো তোমরা উপহার নিলে আমি খুশি হব।

***

কাজি মাহবুব হোসেনের

ওয়েস্টার্ন

[দুটি বই একত্রে]

রক্তাক্ত খামার

তিন মাস বাইরে বাইরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরছে জুলিয়াস দত্ত।
কিন্তু হঠাৎ অপরিচিত এক লোক কেন ক্ষেপে উঠল
ওকে খুন করবার জন্যে?
অসুস্থ বাবাই বা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করে বের করে দিলেন কেন?
কী চলছে ওদের র‍্যাঞ্চে?
কোন্ চক্রান্তে নেমেছে ফোরম্যান মেডক?

সেই এরফান

জেমস গ্রীন নাম নিয়ে এরফান জেসাপ এসেছে
হোপ শহরে। কিন্তু এসেই ঝামেলায় জড়িয়ে গেল
ওই এলাকার সবথেকে বড় র‍্যাঞ্চার
এবং যার কথা শহরের আইন, সেই ব্ল্যাক বার্টের সঙ্গে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০